সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

কালো টাকা

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুইখণ্ড একত্রে

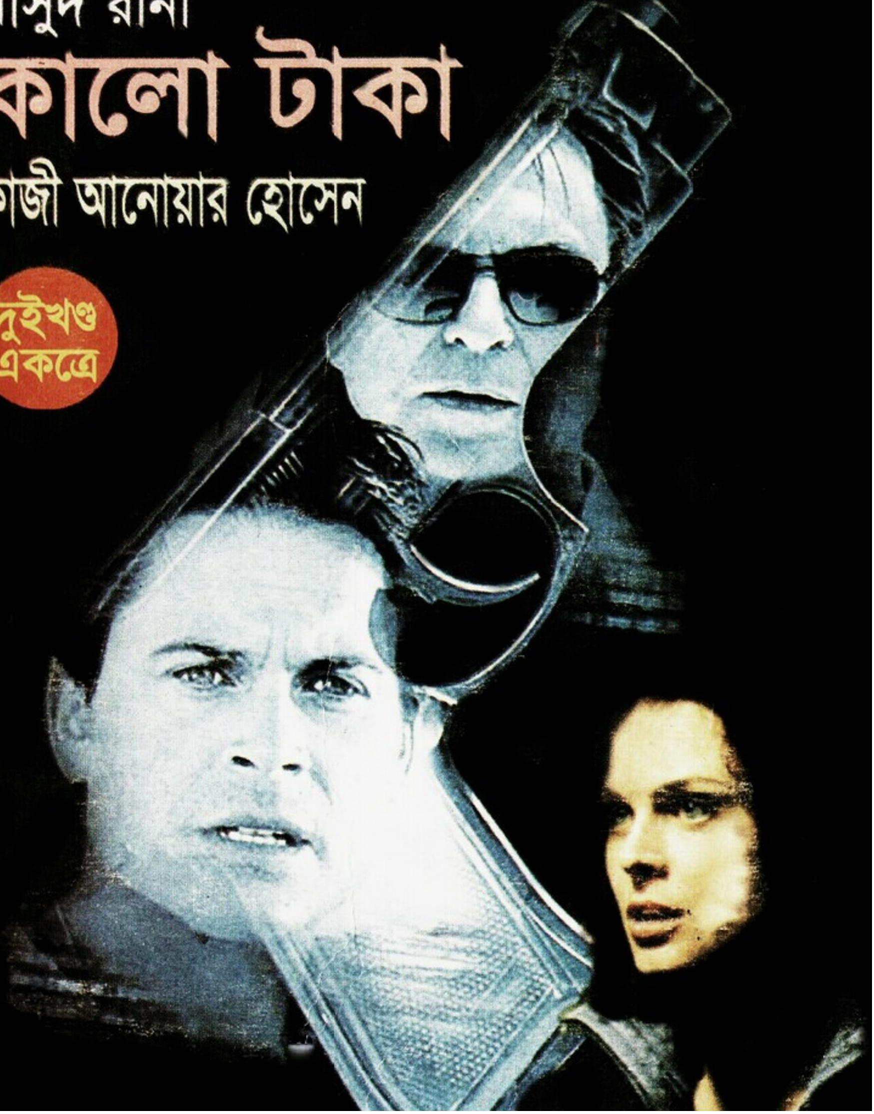

মাসুদ রানা
(দুইখণ্ড একত্রে)

কালো টাকা

কাজী আনোয়ার হোসেন

যা কোনদিন সম্ভব নয় ঠিক তাই ঘটতে চলেছে।
সুইস ব্যাঙ্কের গোপন নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে একদল ব্ল্যাকমেইলার। ডাক পেয়ে জুরিখে আসছে রানা। পথে এক সুন্দরী মেয়ে…।
পুলিসের ক্যাপ্টেন হ্যানস শ্লাচোরের সঙ্গে রানার সম্পর্ক দাঁড়াল সাপে-নেউলে। রানার হোটেল কামরায় এসে ঢুকল আততায়ী, তারপর খুন হয়ে গেল নিজেই। একে একে মারা পড়ছে কালো টাকার মালিকরা। কে এই ব্ল্যাকমেইলার? অটোব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট হের অটোম্যান নিজেই? ভাইস প্রেসিডেন্ট রোজেনবার্গ? চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট মাদাম ভ্যানেসা?
হ্যানস শ্লাচোর? শেষ চমকটা রয়েছে বইয়ের শেষে।
কাজেই সাবধান, ভুলে শেষটুকু আগেই দেখে নেবেন না আবার!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

কালো টাকা

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7174-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০৬

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ ভিক্টর নীল
বিদেশি ছবি অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯৭২০৩

Masud Rana
KALO TAKA
Part I & II
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশন

তেতাল্লিশ টাকা

কালো টাকা-১ ৫-১০৫
কালো টাকা-২ ১০৬-২০৮

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৯/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪২/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪৪/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪১/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৮/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৪৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৬৩/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

কালো টাকা-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯০

এক

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে ভোজনরসিক হ্যান্স মুলার। ধোঁয়াহীন আগুনের শিখায় ঝলসাচ্ছে সাদা চর্বি মাখা কচি গরুর মাংস। মুখের ভেতরটা পানিতে ভরে গেল গার্ড মুলারের। ছুটির পর বাড়ি ফিরে আজ নিজের হাতে রান্না করবে সে। মাংসের সাথে থাকবে...।

'মাফ করবেন,' সবিনয় নারীকণ্ঠ বাধা দিল তাকে।

দিবাস্বপ্নে বাধা পেয়ে বিরক্ত হলো মুলার। 'কী ব্যাপার?' আগন্তুকের ওপর দৃষ্টিপাত করল সে। যা ভেবেছে তাই, পাকা চুলে কালো স্কার্ফ জড়ানো ছোট্ট এক বুড়ি, কাঁধে পড়ে আছে হাতে বোনা শাল, বাঁ হাতে ঝুলছে কালো রঙের তোবড়ানো হাতব্যাগ। 'ম্যাডাম,' রূঢ়কণ্ঠে বলল সে, 'আপনার নাক বরাবর সামনে অনুসন্ধান টেবিল, ডিপোজিট ফর্ম পাওয়া যাবে ওদিকের কাউন্টারে। আমাদের অটোব্যাংকে ফোন বা বাথরুম-সুবিধে পাওয়া যাবে না।'

ঘষা কাঁচের মত চোখে বিহ্বল দৃষ্টি, তার দিকে তাকিয়ে আছে বুড়ি। 'না, আমি ভাবলাম চিঠিটার কথা আপনার জানা উচিত।'

'কীসের চিঠি, ম্যাডাম?' ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে গার্ড মুলার। আজ রাতের খাদ্যতালিকা তৈরির কাজে যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যেতে চায় সে।

'ওই যে, মেঝেতে পড়ে রয়েছে। আপনার পায়ের কাছে।'

ধক্ করে উঠল বুক, ঘাবড়ে গিয়ে নীচের দিকে তাকাল মুলার। তাই তো! ঝকঝকে মার্বেল-মেঝেতে সত্যিই একটা এনভেলাপ পড়ে রয়েছে। অবিশ্বাসে চোখ মিটমিট করল মুলার।.এ যে অসম্ভব কাণ্ড! তাদের ব্যাংকের মেঝেতে পড়ে আছে একটা এনভেলাপ! অটোব্যাংক বানহফস্ট্র্যাসে-র শ্রেষ্ঠ ব্যাংকগুলোর অন্যতম। না, ভুল হলো, জুরিখের... উঁহু, এমনকী সুইটজারল্যান্ডেরও শ্রেষ্ঠ ব্যাংকগুলোর একটা। হাত নেড়ে বুড়ি মেয়েলোকটাকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে ঝুঁকল মুলার, এনভেলাপটা নিয়ে সিধে হবার সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলল। বয়স চল্লিশ পেরোয়নি, এরইমধ্যে বেশ মোটা হয়ে গেছে শরীরটা। এনভেলাপটা নেড়েচেড়ে দেখল সে। আঠা দিয়ে বন্ধ করা মুখ। ঠিকানার জায়গায় ফেল্ট পেন দিয়ে টকটকে লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে–

হের গুন্থার অটোম্যান
প্রেসিডেন্ট
জরুরী

চারদিকে তাকাল মুলার, তার আশা, ভুল করে ফেলে যাওয়া এনভেলাপটা এখুনি কেউ নিতে আসবে। কাউন্টারের সামনে তিনজন বয়স্ক লোক রয়েছে, একটা লম্বা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ডিপোজিট ফর্ম পূরণ করছে এক যুবতী, সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। বুড়ি মেয়েলোকটা ছাড়া আশপাশে আর কেউ নেই।

''ধন্যবাদ, ম্যাডাম,' বলল সে, বুড়িকে বিদায় করতে চায়। 'চিঠিটা জায়গামত পৌঁছে দেব আমি। গুড মর্নিং।'

বুড়িকে ওখানে রেখে সিঁড়ির দিকে এগোল মুলার, এনভেলাপটা শরীর থেকে যতটা সম্ভব দূরে এমনভাবে ধরে আছে, যেন ওটা বহন করা তার পদমর্যাদার সাথে ঠিক খাপ খায় না। চওড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ি, গর্ব করার মত অটোব্যাংকের যা কিছু আছে তার মধ্যে এটাও একটা। ধাপ বেয়ে ওঠার সময় ঘটনাটা নিয়ে ভাবছে মুলার। যে ব্যাখ্যাই দিক না কেন সে, 'মাথাব্যথা' কোনও না কোনওভাবে ঠিকই তার দোষ খুঁজে বের করবেন। কারও দোষ খুঁজে পেতে কখনও ব্যর্থ হন না তিনি। দোতলায় উঠে বড় একটা অফিসঘরে ঢুকল মুলার। ব্যস্ত কেরানীরা কম্পিউটরে তথ্য যোগান দিচ্ছে। তারা কেউ গার্ডের দিকে তাকাল না, তবে সামনে ইলেকট্রিক টাইপরাইটার নিয়ে বসা সেক্রেটারীদের টাইপিং স্পীড মুহূর্তের জন্যে সামান্য মন্থর হলো। তারা হয়তো ভাবল, মুলারকে আজ যেন একটু ম্লান দেখাচ্ছে। অবশ্য তার মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারা কঠিন নয়। 'মাথাব্যথা'র প্রভাব তাদের সবার ওপর সমান।

সাহস করে তাঁর সামনে দাঁড়াল মুলার। ম্যাডাম ভ্যানেসা অটোব্যাংকের চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বয়স্কা মহিলা, রগচটা, নিখুঁত কাজের ভক্ত। চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে গার্ডের ব্যাখ্যাটা শুনলেন তিনি। তাঁকে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাতে দেখে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল মুলারের মনে, কপালে মহা খারাবি আছে। নীচের তলায় নিজের জায়গায় ফিরে এল সে, নিজেকে নিয়তির সহায়তা লাভে বঞ্চিত একজন দুর্ভাগা বলে ভাবছে।

আপন রাজত্বের ওপর চোখ বোলালেন ভ্যানেসা। গোটা ব্যাপারটা সবাই যদি লক্ষ করেও থাকে, ভুলেও কেউ এদিকে তাকায়নি বা বিরতি দেয়নি কাজে। প্রতিটি কম্পিউটর সচল, প্রতিটি টাইপরাইটার শব্দ করছে। দুটো ফাইল ট্রে-বক্সে ভরে তালা দিলেন ভ্যানেসা। ডেস্কের কাগজ-পত্র বড় একটা ম্যানিলা এনভেলাপে জায়গা পেল, এনভেলাপটা ঢুকল নীচের একটা দেরাজে। কোমরের বেল্টের সাথে ঝুলছে কয়েক গোছা চাবি, একটা চাবি বেছে নিয়ে দেরাজের কী-হোলে ঢুকিয়ে ঘোরালেন ভ্যানেসা। এর পর এক এক করে সবগুলো দেরাজ টেনে পরীক্ষা করলেন। ইতোমধ্যে আড়চোখে দেখে নেয়া হয়েছে কার্পেটের ওপর মুলার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে কোনও দাগ বা ময়লা লেগে আছে কিনা। সবশেষে মুলারের রেখে যাওয়া সাদা এনভেলাপটা তুলে পাশের কামরায় ঢোকার জন্যে চেয়ার ছাড়লেন।

অটোব্যাংকের লেজার রুমে বিরাট আকারের লেজার নিয়ে কাজ করছে বুককীপাররা। সারি সারি সুদৃশ্য র‍্যাক। সমস্ত হিসাবের ফলাফল ঠাঁই পাবে কম্পিউটর কার্ডে। লেজার রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে একজিকিউটিভ ফ্লোর-এ উঠতে শুরু করলেন ভ্যানেসা, এলিভেটর তাঁর চিরকাল অপছন্দ।

ওপরতলায় উঠে একটা দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দরজার গায়ে লেখা রয়েছে, এস. রোজেনবার্গ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন

ভ্যানেসা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে মুখ তুলল একজন সেক্রেটারী। ভ্যানেসাকে চিনতে পেরে লালচে হয়ে উঠল তার চেহারা। 'উনি কি ব্যস্ত, হেলেন?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যানেসা।

'হ্যাঁ... না! বলছি ওনাকে...' তাড়াতাড়ি ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিল হেলেন। 'ম্যাডাম ভ্যানেসা আপনার সাথে দেখা করবেন, হের রোজেনবার্গ।'

স্পীকার থেকে ভারি একটা গলা বেরিয়ে এল। 'আসতে বলো, হেলেন—আর, দু'কাপ কফি নিয়ে এসো।'

মুখ তুলল হেলেন, চেষ্টা করল আড়ষ্ট হাসিটা মুখে ধরে রাখতে, কিন্তু এরইমধ্যে ভাইস-প্রেসিডেন্টের অফিসের দিকে এগিয়ে গেছেন ভ্যানেসা। তাঁর পিছনে দরজা বন্ধ হতেই দ্বিতীয় সেক্রেটারী কাজ থামিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল, ম্যাডাম ভ্যানেসা কামরায় ঢোকার মুহূর্ত থেকে ঝড়ের বেগে টাইপ করছিল সে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী মনে হয়, হেলেন?' বয়স কম তার, সুন্দরী, তবে যতটা লম্বা, গায়ে ততটা মাংস নেই। কাপে কফি ঢালতে ব্যস্ত হেলেন, জবাব দিল না।

'এত সকাল সকাল মাথাব্যথার আগমন, অদ্ভুত নয়?' আবার প্রশ্ন করল মেয়েটা।

দুটো পিরিচে চিনির দুটো কিউব রাখল হেলেন।

'মাথাব্যথা চিনি খায় না।'

'জানি, এরিকা,' বলল হেলেন। 'কিন্তু পিরিচে কিউব না দেখলে জীবনটা হেল করে ছেড়ে দেবে।' ইঙ্গিতে দরজাটা দেখাল সে।

চেয়ার ছাড়ল এরিকা। 'কী মনে হয় তোমার?' আবার সেই আগের প্রশ্নটা করল সে, খোলার জন্যে হাত বাড়াল দরজার দিকে।

'ফিরে এসে বলব। তাড়াতাড়ি দরজাটা খোলো, তা না হলে সারাটা দিন আজ মাথার ব্যথায় কাতরাতে হবে আমাকে।'

অটোব্যাংক কেরানীদের মধ্যে একটা কৌতুক প্রচলিত আছে: ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্টিভ রোজেনবার্গের পক্ষে স্ত্রী সহবাসে পুরোপুরি তৃপ্ত হওয়া সম্ভব, যদি তাঁর পরনে থ্রি পীস কমপ্লিট সুট থাকে। তিনি এমন একটা পরিবার থেকে এসেছেন, যে পরিবারটির সাথে অটোব্যাংকের সম্পর্ক একশো বছরের পুরনো। অটোব্যাংকে তাঁর ভূমিকা অনেকটা যেন গির্জার পুরোহিতের মত।

স্টাফদের চেয়ে আধঘণ্টা আগে অফিসে আসেন রোজেনবার্গ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাংকের সমস্ত কাজের খুঁটিনাটি বোঝেন তিনি, আর স্মরণশক্তির অবিশ্বাস্য সহায়তা থাকায় যে-কোনও অ্যাকাউন্ট-এর অবশিষ্ট বলে দিতে পারেন। তবে ব্যাপারটা এমন নয় যে তাঁর জ্ঞান যাচাই বা প্রমাণ করার সুযোগ দেন কাউকে। রোজেনবার্গ অত্যন্ত কৌশলী, ভাল ব্যাংকার হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণ তাঁর আছে। শুধু স্টাফরা বোঝে যে তাদের বিশেষ ধরনের কাজ তারা যতটুকু জানে তারচেয়ে বেশি জানেন রোজেনবার্গ, আর তাই তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি ভয় মেশানো শ্রদ্ধা রয়েছে সবার মনে

সত্যি বটে তিনি একটু সেকেলে, পোশাক-আশাকের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকতা পছন্দ করেন, দেখে মনে হয় হাস্যরস কাকে বলে তিনি জানেন না, কাজে এতটুকু খুঁত দেখলে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কী যেন একটা আছে যা দেখে সুন্দরী মহিলারা আকৃষ্ট হয়। জিনিসটা কী হতে পারে আন্দাজ করা কঠিন। চল্লিশ বছর বয়সে এখনও তিনি একহারা, দেখে তাঁকে চটপটে মনে হবে না, সুদর্শন কিনা তা-ও বিতর্কের বিষয়। তবে কিছু একটা নিশ্চয়ই তাঁর ভেতর আছে। হতে পারে সেটা ছাই চাপা আগুন, যার অস্তিত্ব শুধু মেয়েরা আঁচ করতে পারে।

আজ বসন্তের স্নিগ্ধ সকালে কয়লা রঙের সিল্ক সুট পরেছেন রোজেনবার্গ, কোটের বোতামের খোপে সাদা একটা গোলাপ রয়েছে। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ডেস্কের ওপর রাখা সাদা এনভেলাপটার দিকে তাকালেন তিনি। স্পষ্ট হস্তাক্ষর, ফেল্ট পেনের লাল রঙ, দুটোই তিনি মনোযোগের সাথে লক্ষ করলেন।

'কী হতে পারে, স্টিভ?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যানেসা।

কাপ নামিয়ে রেখে আঙুলের ডগা দিয়ে এনভেলাপের কিনারা ছুঁলেন রোজেনবার্গ। 'অদ্ভুত,' বললেন তিনি। 'খুবই অদ্ভুত।'

অযথা সময় নষ্ট করতে রাজি নন ভ্যানেসা। 'কেউ জোক করেছে?'

এনভেলাপের গায়ে আঙুল বোলাচ্ছেন রোজেনবার্গ, যেন ভেতরের লেখাগুলো অনুভব করতে চান। 'হতে পারে,' বলে চেয়ার ছাড়লেন তিনি, এনভেলাপটা তুলে নিলেন ডেস্ক থেকে। 'তবে আমার মন বলছে অন্য কিছু।' পাথুরে চেহারায় ক্ষীণ আগ্রহ নিয়ে বসে থাকা ভ্যানেসার দিকে তাকালেন তিনি—তাঁর মুখে হাসি নয়, হাসির একটা ভাব ফুটল। 'অবশ্য মনের কথা সব সময় ঠিক হয় না, কী বলো?'

'সব সময় নয়।' নিজের কফি শেষ করলেন ভ্যানেসা, রোজেনবার্গের সাথে দরজা পর্যন্ত গেলেন, রোজেনবার্গকে দরজা খোলার সুযোগ দিয়ে বললেন, 'জোক কিনা জানতে পারলে খুশি হব, স্টিভ। আমাকে ফোন করবে?'

'চিন্তা কোরো না, রিটা। হয়তো কিছুই নয়,' বললেন রোজেনবার্গ, যদিও তাঁর মন বলছে উল্টো কথা।

ধনুকের মত বাঁকা নাকটা ঈগল পাখির বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে তাঁর চেহারায়। ভাবটুকু আরও বেশি করে ফুটেছে তাঁর চওড়া কাঁধ দুটো সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে থাকায়, আর (যেন প্রতিপক্ষের কথা আরও ভালভাবে শোনার জন্যে) মাথাটা একদিকে একটু কাত করে রাখায়।

অটোব্যাংকের প্রেসিডেন্ট গুস্থার অটোম্যানের তীক্ষ্ণ চেহারা আর বিনয়ী আচরণে যারা অস্বস্তিবোধ করে, এমনকী তারাও একবাক্যে স্বীকার করবে যে সুইস ব্যাংকের যোগ্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি একটা মডেল। তাঁর প্রপিতামহ অটোব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর আগে পিতামহ আর পিতা ছিলেন অটোব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। অক্সফোর্ড-এর ইংরেজি বলেন অটোম্যান, ফ্রেঞ্চ ও

জার্মান ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ, ইটালিয়ান আর স্প্যানিশ বলতে পারেন অনর্গল। তাঁর মেধা যদি প্রতিভাস্তরের খানিকটা নীচেও হয়ে থাকে, তিনি সেটা পুষিয়ে নিতে পারেন এমন একটা গুণ দিয়ে যা একজন ব্যাংক প্রেসিডেন্টের সাংঘাতিক দরকার– উপস্থিত বুদ্ধি।

দূরদৃষ্টি আর উপলব্ধি করার ক্ষমতা কর্মজীবনে তাঁকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়েছে। একটা ব্যাংক কোন্ পথে এগোবে, তিনি যেন তা সবার চেয়ে ভাল বোঝেন। অন্যান্য ব্যাংক এখনও ইউরোডলার নিয়ে ব্যস্ত থাকছে, কিন্তু গুস্থার অটোম্যান এরইমধ্যে হাত দিয়েছেন ইয়েন আর মার্কের ওপর। অটোব্যাংকের দেখাদেখি বড় কয়েকটা ব্যাংক মার্ক আর ইয়েনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, দেখা গেল সাথে সাথে সোনা আর রূপার বাজারে পুঁজি ঢালছেন অটোম্যান। তারপর হঠাৎ করে সোনা আর রূপা যখন দুনিয়ার সবার লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াল, ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্যে পেট্রোডলার দিয়ে চিনি, গম, চাল সহ অন্যান্য কৃষিপণ্য কিনতে শুরু করলেন অটোম্যান।

যে-কোনও উৎস থেকে গোপন অ্যাকাউন্টে নতুন টাকা জমা নেয়ার আগ্রহ রয়েছে প্রেসিডেন্টের, তাঁর এই আগ্রহটাই বাড়তি শক্তি যুগিয়ে চলেছে অটোব্যাংককে। জনপ্রিয় ধারণা যা-ই হোক, বেশিরভাগ সুইস ব্যাংকের গোপন অ্যাকাউন্টের টাকার পরিমাণ সর্বমোট জমার তুলনায় নেহাতই কম। হিসেব থেকে জানা যায়, একটা সুইস ব্যাংকের সমস্ত লেনদেন-এর শতকরা মাত্র দশ ভাগ গোপন অ্যাকাউন্টের টাকা। এই অংকের যে কোনও তাৎপর্য নেই তা নয়। একটা ব্যাংকের শতকরা দশ ভাগ লেনদেন প্রায় লালবাতি জ্বালা ও ভাল লাভের মাঝখানে পার্থক্য রচনা করতে পারে। বংশগৌরব ও আভিজাত্যের অধিকারী গুস্থার অটোম্যান ঐশ্বর্যশালী পরিবার থেকে এসেছেন, গোপন টাকা মানেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কালো টাকা তা তিনি ভালই বোঝেন, আর ব্যাংকের স্বার্থে কালো টাকা জমা নিতে তিনি কখনও দ্বিধায় ভোগেন না। টাকাটা ল্যাটিন আমেরিকান একনায়কের, নাকি কোনও আফ্রিকান জেনারেলের, অথবা সম্রাট হাইলে সেলাসির কিনা, সে-ব্যাপারে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। অটোব্যাংকে হঠাৎ-ধনী এক আমেরিকান সার্জেন্ট-এর গোপন অ্যাকাউন্ট আছে, যিনি ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সময় বিপুল টাকা কামিয়েছেন। গোপন অ্যাকাউন্ট আছে এক ইংলিশ রিয়েল-এস্টেট ডিলারের, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া টাকা তার অস্ট্রেলিয়ান খনি-সম্রাট থেকে শুরু করে বার্মার আফিম ব্যবসায়ী, লাস ভেগাসের জুয়াড়ী, তৃতীয় বিশ্বের সরকার প্রধান ও মন্ত্রীসভার সদস্য বা সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা, আদমব্যবসায়ী, নারী-ব্যবসায়ী... বলা মুশকিল কাদের টাকা অটোব্যাংকে জমা নেই।। এরা সবাই গুস্থার অটোম্যানের কাছে এক ও অভিন্ন, তাঁর কাছে এদের সবার একটাই মাত্র পরিচয়, গোপন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার।

লাভটা সত্যি লোভনীয়। পড়ে থাকাই এ-ধরনের টাকার প্রবণতা। টাকাটা জমা রাখা হয় খারাপ সময়ের কথা ভেবে। অনেক ক্ষেত্রেই চিরকাল পড়ে থাকে। অভ্যুত্থানে মারা যায় একনায়ক, খুন হয় জুয়াড়ী, ব্যবসায়ী যায় জেলে, গোপন অ্যাকাউন্টের টাকা দাবি করার কেউ থাকে না। এ-সব ক্ষেত্রে লাভবান

হয় অটোব্যাংক।

এমনকী অটোম্যানও জানেন না যে গোপন অ্যাকাউন্ট থেকে কী পরিমাণ টাকা তাঁর ব্যাংককে শক্তি যোগাচ্ছে। এদিকটা তিনি রোজেনবার্গের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এটা তাঁর আরেকটা গুণ, যার সুবাদে তিনি একজন সফল ব্যাংক প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন। বিশ্বস্ত লোক চেনেন তিনি, তাদের ওপর ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকার ও পুঁজিপতিদের সাথে ডিনার খেয়ে বেড়ান, সুইস বা আন্তর্জাতিক পুঁজি সমিতির সভা-সমিতিতে অটোব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করেন।

রোজেনবার্গ জানেন অটোব্যাংকের মোট গচ্ছিত টাকার ৩৯.৮৭ ভাগ গোপন অ্যাকাউন্টের। সঙ্গত কারণেই বিলাসবহুল প্রেসিডেন্টের অফিসে ঢোকার সময় অংকটা তাঁর মনে পড়ল। নীল চামড়া মোড়া ডেস্কের দু'দিকে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সাথে করমর্দন করলেন তাঁরা।

হাত তুলে রোজেনবার্গকে একটা ইজিচেয়ার দেখিয়ে দিলেন অটোম্যান, তারপর ডানহিল স্ট্যান্ড থেকে একটা পাইপ বেছে নিয়ে সেটায় তামাক ভরতে শুরু করলেন। সুগন্ধী তামাকের গন্ধে ভরে উঠল অফিসঘর, অধূমপায়ী হলেও রোজেনবার্গ ভাবলেন আগুন ধরাবার আগে পর্যন্ত তামাকের গন্ধটা তাঁর ভালই লাগে।

'সকালটা চমৎকার,' স্বতঃস্ফূর্তকণ্ঠে বললেন অটোম্যান।

'হ্যাঁ– হ্যাঁ, সত্যি তাই।' প্রসঙ্গটা তোলার জন্যে অস্থিরতা অনুভব করলেও, রোজেনবার্গ জানেন অটোম্যানকে প্রস্তুত হবার সময় দিতে হবে তাঁর।

'শীতটা বোধহয় আর বিরক্ত করবে না, কী বলো?'

'এপ্রিলের শেষ, একেবারে বিদায় নিয়েছে বলে মনে হয় না। আরও দু'একবার কুয়াশা পড়তে পারে।'

পাইপে তামাক ভরে লাইটারের খোঁজে এদিক ওদিক তাকালেন অটোম্যান। রনসন লাইটারটা রোজেনবার্গের কাছাকাছি রয়েছে। চেয়ার ছেড়ে সেটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি, তারপর অটোম্যানের সামনে এনভেলাপটা রাখলেন।

লাইটার জ্বালতে গিয়ে থামলেন অটোম্যান, রোজেনবার্গের দিকে তাকালেন। 'জরুরী কিছু?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি। যে-কোনও আলোচনা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পছন্দ করেন অটোম্যান, বিশেষ করে তাঁর বুদ্ধিমান ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে।

'সম্ভবত,' জবাব দিলেন রোজেনবার্গ।

লাইটার জ্বালতে না পেরে (রোজেনবার্গ কসম খেয়ে বলতে পারেন, অটোম্যান ইচ্ছে করেই জ্বাললেন না), দেরাজ খুলে একটা দিয়াশলাই বের করলেন অটোম্যান। একে একে তিনটে কাঠি জ্বেলে পাইপটা ধরালেন তিনি, অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন রোজেনবার্গ। এক মুখ নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে আলোচনার জন্যে প্রস্তুত হলেন অটোম্যান।

'কেন ওটা জরুরী?' রোজেনবার্গকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'জরুরী কিনা ঠিক জানি না। আজ একটু আগে একজন গার্ড মেইন এন্ট্রান্সের কাছে মেঝেতে পেয়েছে এটা। তোমার নাম দেখে ম্যাডাম ভ্যানেসার কাছে দিয়ে যায় সে।'

'অদ্ভুত!' বিষয়টার ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছেন অটোম্যান।

'আমারও তাই মনে হয়েছে,' জবাব দিলেন রোজেনবার্গ।

ডেস্ক থেকে সোনালি লেটার ওপেনারটা তুলে নিলেন অটোম্যান, ওপরের ভাঁজ বরাবর এনভেলাপটা নিখুঁতভাবে কাটলেন। ভেতরে উঁকি দিলেন তিনি, তারপর রোজেনবার্গের মতামত জানতে চাইলেন।

'লেটার-এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা নেই আমার,' স্বীকার করলেন রোজেনবার্গ। 'তবে এটা যদি বোমা হত, ফাটতে এতক্ষণ দেরি করত না।'

'খানিকটা স্বস্তিবোধ করছি,' মন্তব্য করলেন অটোম্যান। এনভেলাপের ভেতর থেকে ভেল্যাম কাগজের একটা পাতা বের করলেন তিনি। এনভেলাপটাও একই কাগজের। কাগজটা ভাঁজ করা। ভাঁজ খুলে লেখাটার ওপর চোখ বোলালেন। 'বিদঘুটে,' বলে কাগজটা ছুঁড়ে দিলেন রোজেনবার্গের দিকে।

সেটা তুলে নিয়ে সাথে সাথে লেখাটা পড়লেন না রোজেনবার্গ, তার আগে কাগজটা ভাল করে দেখলেন। লেখার ধরনটাও বিচার করলেন তিনি, লক্ষ করলেন ঠিকানা আর ভেতরের লেখা একই হাতের, একই ফেল্ট পেন দিয়ে লেখা হয়েছে। অক্ষরগুলো টকটকে লাল। মেসেজে বলা হয়েছে—

মুখ বন্ধ রাখার জন্যে
পাঁচ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক
দিতে হবে আমাদেরকে।
নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুন।

সামনের দিকে ঝুঁকে সতর্কতার সাথে অটোম্যানের সামনে কাগজটা রাখলেন রোজেনবার্গ। এরই মধ্যে নিভে যাওয়া পাইপটা ধরাবার জন্যে আবার কয়েকটা কাঠি জ্বাললেন অটোম্যান, তাঁর নার্ভাস হয়ে পড়ার অন্য কোনও লক্ষণ প্রকাশ পেল না। 'কী বুঝলে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'একটা হুমকি... র‍্যানস্যাম চায়, যতদূর বুঝতে পারছি।'

'টাকা চায়, কিন্তু র‍্যানস্যাম বলা যায় কী? কেউ তোমার একটা জিনিস চুরি করেছে, সেটা ফিরে পাওয়ার জন্যে টাকা দাও তুমি, এটাকে র‍্যানস্যাম বলা যেতে পারে। ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

পাইপটা নাড়লেন অটোম্যান, নিশ্চিতভাবে জানেন তাঁর যুক্তি অকাট্য। 'তা হলে আমাকে বলো, ওদের কাছে আমাদের কী এমন আছে যা ফিরে পাওয়ার জন্যে পাঁচ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক দিতে বাধ্য হব আমরা?'

অসহায় ভঙ্গিতে হাত দুটো দুদিকে প্রসারিত করলেন রোজেনবার্গ। 'আমার জানা নেই... সত্যি আমি আন্দাজ করতে পারছি না।'

'পারছ না, পারবেও না। কারণ তেমন কিছু নেই। গোটা ব্যাপারটা হলো তাই। একটা পাগলামি। কারণ আমাদের কোনও জিনিস ওদের কাছে থাকতে পারে না।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন রোজেনবার্গ। আবার তিনি 'মেশিন'-এর ভূমিকা নিয়েছেন। 'সেফ, সেফটি ডিপোজিট বক্স আর ভল্টে রুটিন চেক-এর ব্যবস্থা করছি আমি। তবে তোমার কথাই ঠিক।'

'তবু ব্যাপারটা আমার নলেজে এনে ভাল করেছ, রোজেনবার্গ,' বলে পাইপটা নেড়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন অটোম্যান। 'আমরা সতর্ক, কিন্তু সতর্কতারও একটা সীমা আছে, তাই না?' চেয়ার ছেড়ে হাসলেন তিনি। ব্যাপারটা সাধারণ ভদ্রতা। সেই সাথে অটোম্যান তাঁর পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা ভাইস-প্রেসিডেন্টকে আরেকবার মনে করিয়ে দেয়ার সুযোগ পেলেন যে তিনি নিজে ছয় ফুটেরও একটু বেশি লম্বা।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন রোজেনবার্গ, এই সময় অটোম্যানের ডেস্কে ইন্টারকম ফোনটা বেজে উঠল।

'এক মিনিট, রোজেনবার্গ, বললেন অটোম্যান। 'চিঠিটার সাথে কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে।' রিসিভার তুললেন তিনি। 'বলো, টিনা।... মিস মোনা জেনেটি? কেন তা কিছু বলেছে? ও, আচ্ছা, ব্যক্তিগত। ঠিক আছে, আজ লাঞ্চের সময় হলে কেমন হয়? মিস জেনেটিকে তা হলে তাই জানিয়ে দাও, কেমন? উনি আমার সাথে লাঞ্চ খাবেন।'

চেহারায় চিন্তার ভাব নিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন অটোম্যান, তাঁর ভাব দেখে মনে হলো এইমাত্র হঠাৎ তিনি উপলব্ধি করলেন যে রোজেনবার্গ এখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। 'দুঃখিত, রোজেনবার্গ। শুনে মনে হলো স্রেফ ব্যবসা সংক্রান্ত রুটিন একটা ব্যাপার।' তাঁর এখনকার হাসিতে কোনও ভেজাল নেই। 'বুড়ো বয়সে ভয়তরাসে হয়ে উঠেছি।'

পরস্পরের প্রতি আকস্মিক সহানুভূতির একটা বান ডাকল, দু'জনেই যেন হঠাৎ করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে ভবিষ্যতের মাটি ফুঁড়ে যে দৈত্যটা মাথাচাড়া দিতে চাইছে তার তুলনায় নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেহাতই তুচ্ছ।

দুই

শিকাগোর গুইডো ফেলসিয়াকে ভেনাস-এর প্রেমিক সুদর্শন বা সুবেশী অ্যাডোনিস বলা যাবে না। লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি সে, ব্যায়ামের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই, ফলে ভারি শরীরটা বেঢপ আকৃতি পেয়েছে। কীসে তাকে মানাবে, সে-সম্পর্কেও ফেলসিয়ার কোনও ধারণা নেই। ছোট মাথায় চওড়া কার্নিসের ফেল্ট হ্যাটটা তাঁর চেহারায় ভাঁড়সদৃশ একটা ভাব এনে দিয়েছে।

কালো সুটের সাথে সাদা জুতো তার চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকেনি। তার স্বপক্ষে ভূমিকা রেখেছিল তার বাম চোখটা, সেটা ট্যারা— এটার জন্যেই ভিয়েৎনাম যুদ্ধে যাওয়া এড়াতে পারে সে।

সম্ভবত এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যেই শিকাগোর ক্রেজি ডোরিগো এসোশিয়েটস গুইডো ফেলসিয়াকে তাদের প্রধান বাহক হিসেবে বাছাই করেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, যা কিছু কুৎসিত ও কদর্য তার প্রতি ক্রেজি ডোরিগোর আকর্ষণ থাকায় ফেলসিয়া পাস করে গেছে। যে দেখতে সুন্দর নয়, নিজেকে রুচিসম্মতভাবে লোকসমাজে পরিবেশন করতে জানে না, তার বড় ধরনের ব্যক্তিগত উচ্চাশা না থাকারই কথা। ক্রেজি ডোরিগো এদিকটাও নিশ্চয় ভেবে দেখেছে। ইউরোপের সুদর্শন, সুবেশী শিক্ষিত ছিনতাইকারীরা ফেলসিয়াকে যে নিঃস্ব ভবঘুরে ধরে নেবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ক্রেজি ডোরিগো এসোশিয়েটস-এর কালো টাকা সাদা হওয়ার জন্যে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়, সেই পথে তাদের প্রথম পদক্ষেপ হলো গুইডো ফেলসিয়া। মাসে এক কি দু'বার লেদার মোড়া ইস্পাতের একটা অ্যাটাচী কেস নিয়ে শিকাগো থেকে প্লেনে করে নিউ ইয়র্ক আসে ফেলসিয়া, তারপর জেনেভা হয়ে জুরিখে পৌঁছায়। অ্যাটাচী কেসে নগদ টাকা থাকে কমবেশি দশ লক্ষ ডলার। ক্যাসিনো, নাম্বারর্ড গেইম, নারীব্যবসা, মাদক বেচাকেনা, চাঁদা, ছিনতাই, অবৈধ টোল, চুরি ইত্যাদি থেকে এই টাকা সংগ্রহ করে ক্রেজি ডোরিগো। মার্কিন সরকারের ফেডারেল কর্তৃপক্ষ কোথায় কী নগদ টাকা জমা হচ্ছে তার নিয়মিত খোঁজ রাখার চেষ্টা করে বলে তাদের নাগাল থেকে টাকাগুলো সরাবার কাজটি ফেলসিয়াকে দিয়ে করানো হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে টাকাটা চলে যায় লিকটেনস্টেইন অথবা বাহামানিয়ান বা অন্য কোনও ছোটখাটো রাষ্ট্রের বিভিন্ন কোম্পানীতে। এই কোম্পানীগুলো মেক্সিকোয় বিলাসবহুল হোটেল তৈরি করে, গড়ে তোলে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে গ্যাম্বলিং ক্যাসিনো। ক্যাসিনোগুলোর সাথে থাকে সৈকত সহ প্রথম শ্রেণীর হোটেল, যেগুলো কখনোই ব্যবহার করা হয় না। মেক্সিকান আর ক্যারিবিয়ান হোটেল ও ক্যাসিনোগুলোর মালিক, আপাতঃদৃষ্টিতে দেখা যায়, পুঁজির অভাবে ভুগছে বা মন্দার শিকার, তাই তারা মার্কিন কোম্পানীগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী। ফলে আরেক দফা নতুন কিছু হোটেল তৈরি হয় ফ্লোরিডায়, পরিবহন সংস্থা মাথাচাড়া দেয় ক্যালিফোর্নিয়ায়, আর বিশাল আকৃতির নির্মাণ ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসা জমে ওঠে নিউ ইয়র্ক আর শিকাগোয়। ক্রেজি ডোরিগো এসোশিয়েটস তাদের টাকা ফিরে পেল, তবে ততদিনে সেটা সাদা হয়ে গেছে।

তাকে এত টাকা একসঙ্গে বইতে দেয়া হয়, ব্যাপারটা এখনও ফেলসিয়ার কাছে একটা স্বপ্ন বলে মনে হয়। তবে কাজটা করতে গিয়ে কোনও রকম উদ্বেগ বা আতঙ্কে ভোগে না সে। অ্যাটাচী কেসটা বিশাল, নীচে চাকা লাগানো আছে, কমবিনেশন লক। প্লেন থেকে নেমে রানওয়ের ওপর দিয়ে যখন ওটাকে ঠেলে নিয়ে যায় সে, জুরিখ এয়ারপোর্টে তার মত শান্ত নিরুদ্বিগ্ন লোক দ্বিতীয়টি পাওয়া

যাবে না। এয়ারপোর্ট থেকে অটোব্যাংক খুব একটা দূরে নয়, অপেক্ষারত গাড়িতে উঠে বসলেই হয়।

অন্যান্য দিন বোয়িং সাতশো সাত-এর ফার্স্ট ক্লাস সেকশন থেকে বেরোবার সময় সুন্দরী বিমানবালার দিকে চেয়ে হাসে ফেলসিয়া, কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হলো। ফেলসিয়ার মুখে হাসির বদলে চিটচিটে ঘাম। ফেলসিয়ার অস্থিরতা প্রথম লক্ষ করল টড কোরিস। টেক্সাসের প্রকাণ্ডদেহী লোকটা ওভারহেড লকার থেকে হ্যাটটা নামাচ্ছে, হঠাৎ কে যেন ধাক্কা দিল তাকে। আরেকটু হলে হাত থেকে পড়ে যেত হ্যাটটা। কোনওরকমে তাল সামলে সবেগে ঘুরল টড কোরিস, রেগে বোম হয়ে গেছে, কিন্তু দেখল কী করেছে সে-সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই ফেলসিয়ার, অস্থির-উদ্বিগ্ন একটা ভাব নিয়ে লোকজনকে ঠ্যালা-গুঁতো দিয়ে প্লেনের দরজার দিকে এগোচ্ছে সে, যেন সবার আগে প্লেন থেকে নামা না নামার ওপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে শান্ত করল টড কোরিস। দুনিয়ায় কত রকম লোকই না আছে, ভাবল সে; সবাইকে সব কিছু শেখাতে গেলে পেটের আলসারটা শুধু বড় করা হবে। তা ছাড়া, তার হাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। গোপন লকারে বড় একটা ক্যানভাস ব্যাগ আছে, তাতে রয়েছে তার হুইস্কির বোতল। এই ক্যানভাস ব্যাগ সাথে থাকলে, মরুভূমির একটা উটের সাথে তুলনা করা যেতে পারে টড কোরিসকে। দরকার হলে পানি ছাড়া দু'হপ্তা চলতে পারবে সে।

সময় নিয়ে তৈরি হলো টড কোরিস। সীটের ওপর সাবধানে ক্যানভাস ব্যাগটা নামাল। ধূসর রঙের টপকোটটা চড়াল গায়ে, কাউবয় হ্যাটের সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছে সেটা। লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল, দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ফেলসিয়া, লাইনের প্রায় শেষ মাথায়। কী ভেবে কে জানে, লোকটাকে চোখে চোখে রাখার কথা ভাবল সে। তার কৌতূহল হচ্ছে—লোকটার স্বভাবই কি সবকিছুতে তাড়াহুড়ো করা, নাকি তার অস্থিরতার পেছনে সত্যি কোনও কারণ আছে?

দু'জনের মাঝখানে আট-দশজন আরোহী রয়েছে, ব্যবধানটুকু অটুট রাখল টড কোরিস। ক্লান্ত স্টুয়ার্ড আর এয়ারহোস্টেসদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল তারা। টারমাক পেরিয়ে ঢুকল টার্মিনাল ভবনে। চওড়া করিডর ধরে এগোচ্ছে, দু'পাশে রঙচঙে নিওন সাইনের ছড়াছড়ি— ব্যাংক, হোটেল, ঘড়ি, ইলেকট্রনিক্স, রেন্ট-আ-কার চকোলেট ইত্যাদির বিজ্ঞাপন। এখনও সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার জন্যে অস্থিরতা প্রকাশ করছে ফেলসিয়া, কারও দিকে কোনও খেয়াল নেই তার।

ফেলসিয়ার ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না টড কোরিস। লোকটা কোনও অন্যায় কাজের সাথে জড়িত বলে মনে হলো না। অন্তত ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে ভয় পাবার কোনও লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। অফিসার তার পাসপোর্টে চোখ বুলিয়েই প্রায় চমকে উঠল, দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করল সেটা, কিন্তু এ-সব দিকে ফেলসিয়ার কোনও খেয়াল নেই। কোরিস দেখল, পকেট থেকে নোটবুক বের করে পাসপোর্টের তথ্য মিলিয়ে নিল অফিসার। পাসপোর্টটা

ফেরত পেয়ে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল ফেলসিয়া, এগোল কাস্টমস অফিসারদের দিকে। আগত আরোহীদের তারা প্রশ্ন করতে পারে, না-ও পারে। কোরিসের যেন মনে হলো, ইমিগ্রেশন অফিসার নিঃশব্দ একটা সংকেত পাঠাল। সংকেতটা যেন দেয়া হলো অফিসারদের সাথে সামান্য পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা পোশাক পরা এক লোককে। লোকটার হিটলারী ছাঁটের গোঁফজোড়া দেখার মত।

নেভি-ব্লু টপকোট পরে আছে লোকটা, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, ব্যান্ডে ছোট্ট ময়ূরের পালক গোঁজা। তারপর কোরিসের মনে হলো, তার দেখায় ভুলও হতে পারে। কারণ গভীর মনোযোগের সাথে একটা জার্মান খবরের কাগজ পড়ছে লোকটা। সংকেতটা তার মধ্যে দৃষ্টিগোচর কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি।

নিজের পাসপোর্টটা পরীক্ষা করল কোরিস। ইতোমধ্যে কখন যেন হিটলারী গোঁফ নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে সাদা পোশাক। তবে, একজন কাস্টমস অফিসার ফেলসিয়ার কেসে কী আছে জানতে চাইছে। ফেলসিয়া বলল, ঘোষণা করার মত কিছুই নেই তার কাছে অফিসার জেদ ধরল, তাকে দেখাতে হবে। ফেলসিয়াকে বিড়বিড় করতে দেখে কোরিস নিশ্চিতভাবে ধরে নিল, খিস্তি করছে সে।

কমবিনেশন লক খুলল ফেলসিয়া। কেসটার ঢাকনি তোলা হলো।

বিস্ফারিত হয়ে গেল কোরিসের চোখ। গাদা গাদা আমেরিকান ডলার, সব একশো ডলারের নোট, বান্ডিল করা। কয়েক লক্ষ ডলার... এক মিলিয়নও হতে পারে। কোরিস একা নয়, সুইস কাস্টমস অফিসারও একসাথে এত টাকা দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে। 'সুইটজারল্যান্ডে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য, মঁশিয়ে?' অফিসার জিজ্ঞেস করল ফেলসিয়াকে।

'ব্যবসা, আবার কী!' ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল ফেলসিয়া। তার উত্তেজনার কারণ আর যা-ই হোক, টাকা নয়। এর আগেও দশ-বারো বার এভাবে টাকা নিয়ে এসেছে সে। সুইসদের চোখে তার টাকা উপাদেয় খাদ্য। তাদের কাস্টমস অফিসাররা কেন শুধু শুধু বাগড়া দিতে যাবে? ব্রিফকেসের ঢাকনি বন্ধ করে হাত নাড়ল অফিসার, বলল, 'সময়টা সুইটজারল্যান্ডে উপভোগ করুন, মঁশিয়ে।'

উত্তরে কিছু না বলে কমবিনেশন লকের ডায়াল ঘোরাল ফেলসিয়া, অ্যাটাচী কেস নিয়ে ছুটল গোলাকৃতি ট্রাক লক্ষ্য করে, আরোহীদের লাগেজ তোলা হচ্ছে সেটায়। তাকে এমন গভীরভাবে লক্ষ করছে কোরিস, কাস্টমস অফিসারকে প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করতে হলো। 'আপনার কাছে ঘোষণা করার মত কিছু আছে, মঁশিয়ে?'

সংবিৎ ফিরে পেল কোরিস। 'না, সার, শুধু এই ব্যাগটা। খুব বেশি দিন থাকব বলে তো আসিনি।'

ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে অফিসার বলল, 'ওটা একটু দেখতে চাই।'

মুখ হাঁড়ি করে ক্যানভাস ব্যাগটা খুলল কোরিস। দশটা হুইস্কির বোতল রয়েছে ভেতরে।

অফিসারের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। 'আপনি, মঁশিয়ে, ওয়াইন ইমপোর্ট করেন?'

'জ্বী-না, সার,' জবাব দিল কোরিস।

'এগুলো বোধহয় উপহার দেয়ার জন্যে, মঁশিয়ে?'

'জ্বী-না, সার। এগুলো আমার নিজের জন্যে। আমার ব্যারামটা হলো, খালি গলা শুকিয়ে যায়। বলতে পারেন, হুইস্কি খেয়েই বেঁচে আছি।'

কোরিসের বলার ভঙ্গিতে হাস্য-রস থাকলেও, অফিসার হাসল না। কঠিন সুরে বলল সে, 'দু'বোতলের বেশি হলে, মঁশিয়ে, আপনাকে ইমপোর্ট ডিউটি দিতে হবে।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই। বলে দিন কোথায় দিতে হবে।'

আটটা বোতলের ডিউটি কত হিসেব করল অফিসার। কোরিসের কাছে হুইস্কি শুধু অ্যালকোহল নয়, আরও বড় গুরুত্ব বহন করে। পরিস্থিতি পরিমাপ করার একটা মাপকাঠি ওগুলো। বোতলগুলোর এই পরিচয় একটা স্বপ্ন থেকে পেয়েছে সে। ওগুলো যদি বাধা পেরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে, তা হলে তার সমস্যা থাকবে না। পরিস্থিতি তার জন্যে অনুকূল হয়ে উঠবে। মনটা খুশি হয়ে উঠল কোরিসের।

কালো একটা মার্সিডিজের খানিকটা পিছনে অনেকগুলো ট্যাক্সি। হিটলারী গোঁফ নিয়ে শক্ত-সমর্থ লোকটা হেলান দিয়ে রয়েছে সবুজ একটা পিগটে, খবরের কাগজে চোখ। পিগটের ভেতর ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে আরেক লোক, শান্ত ভাবে অপেক্ষা করছে সে। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রেখেছে লোকটা, তাকিয়ে আছে হিটলারী গোঁফের দিকে।

সামনের মার্সিডিজটায় উঠল ফেলসিয়া। দরজা বন্ধ করে নিজের সীটে গিয়ে বসল ড্রাইভার। খবরের কাগজ ভাঁজ করে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল হিটলারী গোঁফের ভক্ত। তারপর, যেন যার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে না আসায়, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পিগটে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসল। কেউ ওরা কথা বলল না।

মার্সিডিজ ছেড়ে দিল ড্রাইভার। সেটার পিছু নিল সবুজ পিগট।

নিজের সমস্যা নিয়ে এতই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে ফেলসিয়া, অটোব্যাংক পর্যন্ত পিছু নিয়ে আসা সবুজ পিগট বা গাড়িটার হিটলারী গোঁফ বিশিষ্ট আরোহীকে লক্ষই করল না সে।

ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এলেন স্টিফ রোজেনবার্গ, উষ্ণ হাসি ছড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন সম্মানিত ক্লায়েন্টকে। 'মি. ফেলসিয়া, জুরিখে আপনাকে স্বাগতম। আপনাকে পেয়ে সত্যি আমরা...'

'রাখুন আপনার কচকচি!' অটোব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্টকে প্রায় ভেংচে দিল ফেলসিয়া। 'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন!'

বাড়ানো হাতটা ফেলসিয়া ধরল না দেখে লালচে হয়ে উঠল স্টিফ রোজেনবার্গের চেহারা।

ব্রিফকেসটা একটা ইজিচেয়ারে রেখে পকেট থেকে কিছু কাগজ-পত্র বের করল ফেলসিয়া।

'আপনি বসবেন না, মি. ফেলসিয়া? শান্ত হোন, প্লিজ। গলা ভেজাবার জন্যে কিছু আনাই?'

'থাক, আর খাতির দেখাতে হবে না,' খেঁকিয়ে উঠল ফেলসিয়া। 'এটা কী দেখুন আগে।' স্টিফ রোজেনবার্গের দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল সে।

কাগজটা নিয়ে ফেলসিয়ার দিকে আবার তাকালেন রোজেনবার্গ, সিদ্ধান্ত নিলেন ডেস্কের পিছনে নিজের নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়াই ভাল। কাগজটা পড়লেন তিনি, তারপর মুখ তুললেন, চোখে বিস্ময়। 'আপনার উদ্বেগের কারণটা বুঝতে পারলাম না, মি. ফেলসিয়া,' বললেন তিনি। 'আমাদের ব্যাংক থেকে দেয়া আপনার অ্যাকাউন্টের একটা স্টেটমেন্ট এটা। চেনা যাবে শুধু সংখ্যা দিয়ে, স্বভাবতই। আমি ধরে নিচ্ছি, জিনিসটা যখন আপনার কাছে রয়েছে, এটা আমরা লোক মারফত আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। সত্যি, মি. ফেলসিয়া, আমি তো কোনও সমস্যা দেখছি না...'

'তা হলে এটা কী?' ডেস্কের ওপর, রোজেনবার্গের সামনে আরেকটা কাগজ ছুঁড়ে দিল ফেলসিয়া। আসল ব্যাংক স্টেটমেন্টের একটা ফটোকপি ওটা, তবে একটা পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা লক্ষ্য করে রোজেনবার্গের তলপেটের ভেতর আলোড়ন উঠল, দুর্বল লাগল হাঁটু দুটো। সাবধানে চেয়ারটা টেনে ধীরে ধীরে বসলেন তিনি। মনে মনে আশা করছেন তাঁর হাত দুটো যে কাঁপছে, ফেলসিয়া তা দেখতে পাবে না। এরইমধ্যে ঘেমে গেছেন তিনি।

সমস্ত ইচ্ছেশক্তি এক করে ডেস্ক থেকে কাগজটা তুলে নিলেন রোজেনবার্গ। লেখাটা পড়তে শুরু করলেন তিনি। কোনও সন্দেহ নেই, সেই একই ফেল্ট পেন দিয়ে কথাগুলো লেখা হয়েছে। সেই টকটকে লাল কালি। গোটা গোটা অক্ষর। এমনকী মেসেজটাও ভয়াবহ রকম পরিচিত।

মি. গুইডো ফেলসিয়া
মুখ বন্ধ রাখার জন্যে
আপনি যদি আমাদেরকে
এক মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক দেন
তা হলে আপনার মনিবরা
আপনার গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট
সম্পর্কে কিছুই জানবে না।

সময় পাবার জন্যে রোজেনবার্গ জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে এটা রিসিভ করলেন আপনি?'

'তাতে কী আসে যায়?' বলল ফেলসিয়া, ধপ করে একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ল সে। তার চেহারায় রাগের বদলে নগ্ন আতঙ্ক ফুটে উঠল। গলা থেকে আওয়াজ বেরোতে চায় না, চিঁ চিঁ করে বলল, 'আপনি জানেন, কী করতে পারে ওরা আমার?' পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা টিস্যু বের করে মুখের ঘাম মুছল সে। দুর্বল, নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। 'আপনাদেরকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। আপনারা বলেছিলেন, কেউ কোনও দিন জানতে পারবে না। বিশ্বাস করে কী ভুলই না করেছি...'

'এক মিনিট, মি. ফেলসিয়া– প্লিজ, এক মিনিট। একটা ব্যাপারে কোনওরকম ভুল বুঝবেন না, আপনার সমস্যা মানে আমাদের সমস্যা। আপনাকে সাহায্য করার জন্যে অটোব্যাংক তার সাধ্যমত সব কিছু করবে। তবে, নিরাপত্তা কোথাও যদি বিঘ্নিত হয়ে থাকে, হয়েছে আপনার দেশে। আপনার নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোথাও কোনও ত্রুটি আছে।'

আতঙ্কিত, দুর্বল লোকটা মুহূর্তে হিংস্র ও আহত পশুতে রূপান্তরিত হলো। 'বোকার মত কথা বলবেন না! আমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট কারও চোখে পড়া মানে আমি একটা লাশ। এ-কথা জানার পর আমি অসতর্ক হতে পারি?' বুক পকেটে চাপড় মারল সে। 'এখানে চাবি আছে... ডকুমেন্টগুলো রাখা হয়েছে সেফ ডিপোজিট বক্সে... দুনিয়ার কেউ জানতে পারবে না।' হঠাৎ লাফ দিল ফেলসিয়া, যেন চেয়ারে আগুন ধরে গেছে। 'শুনুন, জনাব গবেট! ঘটে কোনও বুদ্ধি আছে আপনার? আপনি জানেন, কী প্রকৃতির লোকদের কাজ করি আমি? পছন্দ করে না এমন লোক যদি তাদের দিকে আড়চোখে তাকায়, লোকটা হপ্তা না ঘুরতে খুন হয়ে যায়। বুঝতে পারছেন, আমি কী বলছি? আমার এই ব্যাংক স্টেটমেন্ট তারা যদি দেখে... কী করবে, ভাবতে পারেন, অ্যাঁ? ছোরা দিয়ে গা থেকে মাংস ছাড়াবে, তারপর কাবাব বানিয়ে খেয়ে ফেলবে।' রোজেনবার্গের কাছ থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্টটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল সে, সবেগে পকেটে ঢোকাল। রোজেনবার্গের দিকে পাগলের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সে। 'লিকটা এখানে, বুঝলেন? আপনাদের এই সুপার-সিক্রেট আনব্রেকেবল ব্যাংকে।' দুম করে ডেস্কে ঘুসি মারল সে। 'আমি জানতে চাই এরজন্যে দায়ী কে? এখুনি বলবেন আমাকে!'

'নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করুন, প্লিজ। আপনি যদি এভাবে অস্থির হয়ে থাকেন, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না।' ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এলেন রোজেনবার্গ, ফেলসিয়ার কাঁধে একটা হাত রাখলেন। 'বসুন দেখি। শান্ত হোন সব সমস্যারই সমাধান আছে, আমরাও পেয়ে যাব।'

আবার দুর্বল হয়ে পড়ল ফেলসিয়া। ব্রিফকেসটা তুলে লেদার আর্মচেয়ারে বসল সে, কেসটা কোলের ওপর রাখল। অসুস্থ বোধ করছে সে। তাকে দেখে রোজেনবার্গের ধারণা হলো, ভদ্রলোক জ্ঞান হারাতে পারেন।

তাড়াতাড়ি ওয়াল কেবিনেট খুলে ব্র্যান্ডির একটা বোতল আর একটা গ্লাস বের করলেন তিনি। গ্লাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিলেন। 'এটুকু খেয়ে ফেলুন, মি. ফেলসিয়া।' ফেলসিয়া নড়ল না দেখে আবার তিনি বললেন, 'প্লিজ, মি. ফেলসিয়া। আপনি সিরিয়াস শক পেয়েছেন। এটুকু খেয়ে নিন।'

ধীরে ধীরে হাত বাড়াল ফেলসিয়া, দু'হাতে গ্লাসটা ধরে ঢক ঢক করে ব্র্যান্ডিটুকু গিলে ফেলল। তার চেহারায় রঙ ফিরে আসছে দেখে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন রোজেনবার্গ। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে লেখাটার ওপর আবার চোখ বোলালেন তিনি। খানিক পর মুখ তুললেন।

'মি. ফেলসিয়া, আমি চাই ব্যাপারটাকে আপনি আমার দৃষ্টিতে দেখুন। আমাদের সুইস ব্যাংকের গোপনীয়তা হচ্ছে... মানে, একটা পবিত্র ঐতিহ্য। এই

ঐতিহ্যকে সমর্থন করছে সুইস ফেডারেল আইন। এই গোপনীয়তা বা ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আমাদের সরকার সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। আমার জানামতে সুইস ব্যাংকের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এই গোপনীয়তা কখনও কোথাও লজ্ঘন করা হয়নি...'

ঠোঁট নড়ে উঠল ফেলসিয়ার, নিজের সাথে কথা বলছে সে।

'জোরে বলুন, মি. ফেলসিয়া। আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।'

'কেউ একজন আমার অ্যাকাউন্টের নম্বর কাউকে বলে দিয়েছে... সেই কেউটা যদি আমি না হই, তা হলে লোকটা নির্ঘাত অটোব্যাংকের একজন হতে বাধ্য। এখন আমি জানতে চাই,' এ-ব্যাপারে অটোব্যাংক কী করতে যাচ্ছে। এখুনি জানতে হবে আমাকে। আজকের মধ্যে।'

'মি. ফেলসিয়া...'

ফেলসিয়া উঠে দাঁড়াল। তার আর বলার কিছু নেই। বল এখন রোজেনবার্গের কোর্টে। 'আপনার মধুর সম্বোধন আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। মিস্টার আপনি কাকে বলছেন? এক মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক দিতে না পারলে এই ফেলসিয়া লাশ হয়ে যাবে। যীশুই বলতে পারে কতটা সময় দেয়া হয়েছে আমাকে!' ডেস্কের ওপর অ্যাটাচী কেস রেখে কমবিনেশন লকটা নাড়াচাড়া করছে সে। 'এক মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক নেই আমার। থাকলেও দিতাম না, কারণ এর জন্যে দায়ী অটোব্যাংক। আপনার ব্যাংক, পবিত্র ঐতিহ্য আর গোপনীয়তার মুখে আমি পেচ্ছাব করি।'

কথা শেষ করে অ্যাটাচী কেসের ঢাকনি খুলল ফেলসিয়া। 'এখানে এক মিলিয়ন ডলার আছে,' আবার বলল সে। 'এটা ডোরিগো অ্যাকাউন্টে যাবে। করপোরেশন অ্যাকাউন্টে। ঠিক আছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন রোজেনবার্গ।

'আপনারা গুনে নেবেন,' বলল ফেলসিয়া। 'আমার ধৈর্য হবে না। ব্যাগটা নিতে পরে আসছি। কী করতে যাচ্ছেন ওটার ব্যাপারে,' আঙুল তুলে ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা ব্যাংক স্টেটমেন্টটা দেখাল সে, 'তখন আমাকে জানাতে হবে।' রোজেনবার্গ কিছু বলার আগেই দরজার কাছে পৌঁছে গেল সে। 'বরাবরের মত প্যারাডাইসে উঠছি আমি।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েও ধপ করে বসে পড়লেন রোজেনবার্গ। টকটকে লাল অক্ষরগুলোর দিকে তাকালেন তিনি। গোটা গোটা, পরিষ্কার, নিখুঁত। সব কিছুর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটে আছে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত বাড়ালেন তিনি, ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিয়ে ডায়াল করলেন অটোম্যানের নম্বরে।

•

আন্তর্জাতিক ব্যাংক ব্যবসাতে বিচলিত হবার মত ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার বিনিময় হার দ্রুত ওঠানামা করছে, অস্থির রাষ্ট্রগুলো কমিয়ে দিচ্ছে তাদের মুদ্রামান, হঠাৎ করে সৃষ্টি হচ্ছে বিপুল পুঁজির ঘাটতি, অথবা বিনিয়োগহীন পুঁজি একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চার পুরুষ ধরে ব্যাংক ব্যবসায়ে থাকায় এ-সব

সমস্যা গুন্থার অটোম্যানকে মোটেও বিচলিত করতে পারে না। কিন্তু গুইডো ফেলসিয়ার ব্যাংক স্টেটমেন্টের ফটোকপি সে-ধরনের সাধারণ সংকেটর মধ্যে পড়ে না। তাঁর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, রোজেনবার্গের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখ বোলাবার সাথে সাথে ব্যাপারটার ভয়াবহ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেন তিনি। 'কোনও সন্দেহ নেই, নির্ঘাত তাই... তার নিজের কোনও গাফিলতির ফল এটা। যা ঘটার শিকাগোয় ঘটেছে। তুমিও কী তাই ভাবছ না?'

'আমিও তাকে ঠিক এই কথাই বলেছি, অটোম্যান।'

'তোমার কথা কীভাবে নিল সে?'

'তার সম্পর্কে সব কথা তোমার মনে আছে?'

'আবছাভাবে। একটা গ্যাম্বলিং গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছে লোকটা, তাই না?'

'তাই। কিন্তু এই অ্যাকাউন্টটা...'

স্টেটমেন্টের দিকে তাকালেন অটোম্যান, '৪০৬৯০১, বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। এটা তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট। সিন্ডিকেট অ্যাকাউন্ট থেকে কর্জ করছে সে, গ্রুপ ফান্ডের টাকা চালাচালি করে নিজের ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা... যাদের কাজ করে তারা জানে না।'

ব্যাপারটা পছন্দ হলো না অটোম্যানের। 'ফর হেভেনস সেক, তুমি অনুমতি দিলে কেন? এটা তো...'

'গ্রুপটা তাকে পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দিয়েছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ডিপোজিট আর ট্র্যান্সফার করে সে। তার ওপর অটোব্যাংকের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, আমরা চাইলেও তার এই কাজে বাধা দিতে পারি না। আমি যেটা বলতে চাইছি, তা হলো, এই অ্যাকাউন্টের কথা গ্রুপটা জানতে পারলে ফেলসিয়া খুন হয়ে যাবে। ফেলসিয়া তা সবার চেয়ে ভালভাবে জানে। লোকগুলো ওই জাতেরই।'

ইন্টারকম বেজে উঠল। ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলে চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠলেন অটোম্যান, 'কোনও কল আমি রিসিভ করব না, টিনা! বুঝতে পারছ?'

সশ্রদ্ধ কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর সেক্রেটারী বলল, 'আমি জানি, সার, কিন্তু হের মার্কাস বার্গলার বন থেকে ফোন করেছেন আপনাকে। তিনি জেদ ধরে বলছেন, ব্যাপারটা অসম্ভব জরুরী। তিনি ফোন ছাড়বেন না, সার।'

'ঠিক আছে,' থমথমে গলায় বললেন অটোম্যান, অশুভ চিন্তার রেখা ফুটল কপালে। 'লাইন দাও।' ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন তিনি, একটা আলোকিত বোতামে চাপ দিলেন। 'গুন্থার অটোম্যান বলছি।'

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত জার্মান ভাষায় চেঁচামেচি শুরু হলো অপরপ্রান্তে। সারমর্মটুকু হৃদয়ঙ্গম করে অস্বাভাবিক স্থির হয়ে গেলেন অটোম্যান, রোজেনবার্গের চোখের সামনে আকারে যেন খানিকটা ছোট হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। অবশেষে কী একটা ব্যাপারে একমত হলেন তিনি, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্রেডলে নামিয়ে রাখলেন রিসিভারটা।

কোনও প্রশ্ন করলেন না রোজেনবার্গ। আন্দাজে ধরে নিয়েছেন কী ঘটেছে।

অটোম্যানের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলেন।

দাঁড়ালেন অটোম্যান, লম্বা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে গিয়ে থামলেন, মিহি কাপড়ের পর্দা সরিয়ে বার্কলিপ্লাজ-এর ওপর চোখ বোলালেন, যেন এই আনন্দটুকু উপভোগ করার সুযোগ বেশিদিন না-ও পেতে পারেন তিনি। তারপর যখন কথা বললেন, রোজেনবার্গের মনে হলো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে গলাটা। 'সেই বদরাগী জার্মান ইনভেস্টর ফোন করেছিলেন। হের মার্কাস বার্গলার। বন থেকে। প্লেনে করে আজ বিকেলে আসছেন তিনি। তাঁর সমস্যাটা কি আশা করি তুমি তা এরই মধ্যে আন্দাজ করতে পেরেছ।'

'অসম্ভব, না!' গুঙিয়ে উঠলেন রোজেনবার্গ।

'অসম্ভব, কিন্তু হ্যাঁ।' জানালার কাছ থেকে ফিরে নিজের চেয়ারে বসলেন অটোম্যান। 'হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল।' তাঁর চেহারায় শান্ত ভাব ফিরে এসেছে, যে-কোনও বিপদের জন্যে প্রস্তুত করে নিয়েছেন নিজেকে। হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলালেন। 'আর একটু পর মাদমোয়াজেল মোনা জেনেটি তাঁর একটা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে আসছেন। তোমার কি মনে হয়, মি. ফেলসিয়া আর হের বার্গলারের মত তিনিও একই সমস্যায় পড়েছেন?'

'ঈশ্বর রক্ষে করুন!' জবাব দিলেন রোজেনবার্গ।

'ঈশ্বর এই মুহূর্তে অটোব্যাংকের পক্ষে বলে মনে হচ্ছে না।' আবার চেয়ার ছেড়ে এগোলেন অটোম্যান। 'নিয়ম ভেঙে আমি একটু হুইস্কি খাচ্ছি। তুমি?'

'গলা শুকিয়ে কাঠ।'

চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা ক্লাসিক বই-পত্রে ঠাসা লাইব্রেরীর পাশে, অফিসের এক কোণে, অটোম্যানের বার আসলে একটা অ্যান্টিক সেট। ভেতরের শেলফে সার সার সাজানো রয়েছে ক্রিস্টাল গ্লাস আর ডিক্যান্টার। বালতিটা রূপোর তৈরি, ব্যবহার করা না হলেও সব সময় বরফ থাকে তাতে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে রোজেনবার্গের দিকে তাকালেন অটোম্যান।

'ভোদকা,' বললেন রোজেনবার্গ। 'সাথে বরফ।'

গ্লাসে ভোদকা ভরে রোজেনবার্গকে দিলেন অটোম্যান, নিজের জন্যে হুইস্কি নিয়ে সরে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসলেন। দেখাদেখি তাঁর সামনের ইজিচেয়ারটায় উঠে এলেন রোজেনবার্গ। হাতের গ্লাসটা সামান্য উঁচু করলেন অটোম্যান, বললেন, 'শনির দশা কাটিয়ে উঠে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাক অটোব্যাংক।'

'আমেন,' বলে রোজেনবার্গও তাঁর গ্লাসটা উঁচু করলেন

নিঃশব্দে যে যার গ্লাসে চুমুক দিলেন ওঁরা। তারপর এক সময় নিস্তব্ধতা ভাঙলেন অটোম্যান, 'তোমার কি মনে হয়, সংখ্যা আরও বাড়বে?'

'বলা কঠিন। অনেকগুলো হওয়ার কি যুক্তি আছে? আরেকভাবে চিন্তা করো– একটা হতে পারলে বারোটা হওয়া অসম্ভব কেন?'

'কদর্য চিন্তা। তবে, চিঠিটা ব্যাংকের জন্যে কতটা মারাত্মক তা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি।'

'ক্লায়েন্টদের এক একজনের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে পাঁচ মিলিয়ন করে সুইস ফ্র্যাঙ্ক খরচা যাবে আমাদের।'

'গোপন থাকবে, এটা শুধু তাদের মুখের কথা।'

'ঠিক। বাস্তবতা বলছে, ব্ল্যাকমেইলার কখনও সন্তুষ্ট হয় না। একবার টাকা দেয়া হলে, আবার তারা চাইবে।'

'আমাদের সামনে এটাই আসল সমস্যা, রোজেনবার্গ,' গ্লাসটা নেড়ে বললেন অটোম্যান। 'নিজেদের আমরা রক্ষা করব কীভাবে? আমরা একটা বিপজ্জনক নদীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, পার হব কীভাবে? কে আমাদেরকে সেতু তৈরি করে দেবে? নাকি আমরা নদী না পেরোবার সিদ্ধান্ত নেব? তারমানে হবে, মরণ।' পেটে হুইস্কি পড়ায় সাহস ফিরে পেতে শুরু করেছেন অটোম্যান। গ্লাসটা শেষ করে দাঁড়ালেন তিনি। 'ওটুকু শেষ করে গ্লাসটা নিয়ে এসো, রোজেনবার্গ,' বললেন তিনি। রোজেনবার্গ তাঁর নির্দেশ পালন করলেন। দুটো গ্লাস আবার ভরলেন অটোম্যান। এবার আর বসলেন না প্রেসিডেন্ট, রোজেনবার্গের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। 'শোনো, রোজেনবার্গ। নীতিহীন একদল বেপরোয়া লোক ধ্বংস করে দেবে, সেজন্যে আমার বাপের দাদা অটোব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেননি। ক্রিমিনালরা তথ্যগুলো কোত্থেকে পেয়েছে আমি জানি না। আমাদের কোনও ক্লার্ককে ঘুষ দিয়ে বা...'

'অসম্ভব,' প্রতিবাদে জানালেন রোজেনবার্গ।

'অসম্ভব? কী বলতে চাও?'

'বলতে চাই কোনও ক্লার্ক বা বুক কীপারের পক্ষে সম্ভবই নয় যে... বলতে চাই, তাদের আমরা চিনি...'

'হা হা! সম্ভাবনাগুলো তুমিও দেখতে পাচ্ছ। আমিও ঠিক তাই বলতে চাইছি, রোজেনবার্গ। নিজেদের ব্যাপারে নির্দয় হতে হবে আমাদের। আমাকে সন্দেহ করো, নিজেকে সন্দেহ করো, ভ্যানেসাকে সন্দেহ করো– গোটা ব্যাংকের সবাইকে সন্দেহের তালিকায় ফেলো। আমরা যদি তলিয়ে যাই, তলিয়ে যাব লড়াই করতে করতে। মাথাটা তোমার চিরকাল ভাল, রোজেনবার্গ। কাজে লাগাও ওটাকে। বলো, কীভাবে লড়ব আমরা? আমাদের রণকৌশল কী হবে?'

গর্বিত এবং সেই সাথে আড়ষ্ট বোধ করলেন রোজেনবার্গ। চিরকাল তিনি এই পরিস্থিতির স্বপ্ন দেখে এসেছেন। তিনি আর অটোম্যান পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছেন। অটোব্যাংককে পরিণত করেছেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ফাইনানশিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর একটাতে। 'আমাদের দুর্বলতা হলো, তথ্যগুলো ডিনামাইট। ওগুলো ফাঁস হয়ে গেলে ফেলসিয়ার মত লোকজন মারা যাবে। গোপন অ্যাকাউন্ট আছে এমন বেশিরভাগ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা আতঙ্কিত বোধ করবে, যেমন আতঙ্ক বোধ করছে মার্কাস বার্গলার আর গুইডো ফেলসিয়া। তারা দাবি করবে, টাকাটা ব্ল্যাকমেইলারদের দিয়ে দেয়া হোক। তারা চাইবে, অটোব্যাংকই টাকাটা দেবে। ফেলসিয়া এরইমধ্যে জানিয়েছে, তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার দায়িত্বটা আমাদের।'

'বলে দাও,' উৎসাহ দিলেন অটোম্যান।

'তথ্যগুলো আরও বিপজ্জনক এই জন্যে যে ওগুলো ফাঁস হবার পর লোকে জানবে নাম্বারড অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা বজায় রাখতে অটোব্যাংক সক্ষম নয়।'

'সরকার আমাদের ওপর আস্থা হারাবে। আমরা হারাব ক্লায়েন্ট। অটোব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাবে।'

'বৈরুত, সিঙ্গাপুর, হংকং আর বাহামার ব্যাংকগুলো লাভবান হবে, কারণ আমাদের ক্লায়েন্টরা অটোব্যাংক থেকে টাকা তুলে ও-সব দেশে পাঠাবে...'

'আমরা তা হলে কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন অটোম্যান। 'পুলিশের কাছে যাব? ফেডারেল পুলিশের একটা বিভাগ আছে, ব্যাংক সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়। বেশকিছু ভাল কাজের রেকর্ড আছে তাদের।'

'না,' ছোট্ট করে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বললেন রোজেনবার্গ।

'কেন?'

'পুলিশ জানলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রেস'ও জানবে। সারা দুনিয়ায় শিরোনাম হবে খবরটা। অটোব্যাংককে গুডবাই জানাতে পারো তুমি।'

'একটু বোধহয় নাটুকে হয়ে উঠছ। বেশ কয়েকটা জটিল কেস সমাধান করেছে পুলিশ।'

'করেছে। কিন্তু পুলিশ যা জানত, দু'দিন কাগজওয়ালারাও তা ছেপেছে। তুমি চাও, অটোব্যাংকের ব্যাপারেও তাই ঘটুক?'

মাথা নেড়ে উলের তৈরি মোটা কার্পেটের ওপর চোখ নামালেন অটোম্যান। 'ব্যাপারটা কি অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে সামলানো সম্ভব, তোমার পক্ষে? ব্যাংকের ভেতর থেকে কিছু লোককে দায়িত্ব দেয়া যায়...?'

উত্তর দেয়ার আগে ভোদকার গ্লাসে চুমুক দিলেন রোজেনবার্গ। 'কথাটা আমিও ভেবেছি। না, বোধহয় উচিত হবে না।'

'কেন উচিত হবে না?'

'বড় বেশি বিপজ্জনক। তারমানে তো কিছু লোককে বিশ্বাস করতে হবে, তাই না? তাদেরকে সমস্যাটা বলতে হবে। বলামাত্র গল্পটা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়বে। বারে বসে কেউ একজন অন্য একজনকে কিছু বলল, শুনে ফেলল একজন রিপোর্টার। উঁহুঁ, না। তা ছাড়া, এই কাজের উপযুক্ত লোক ব্যাংকে আমরা পাচ্ছি কোথায়?'

প্রেসিডেন্টকে ম্রিয়মান দেখাল। 'তুমি বলতে চাইছ, কিছুই আমাদের করার নেই? হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব আর ক্রিমিনালরা ব্যাংকটাকে খালি করে ফেলবে?'

'আমি কি তাই বললাম?'

'তা হলে বিকল্প কী ভাবছ শোনাও।'

'রানা এজেন্সি।'

বিষম খেলেন অটোম্যান, হাত থেকে আরেকটু হলে গ্লাসটা পড়ে যাচ্ছিল। 'কে?'

'মাসুদ রানা।'

'রানা এজেন্সি... মাসুদ রানা...,' সিলিঙের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন অটোম্যান। '...জেনেভায় জালিয়াতির কেসটা ছিল এক বিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্কের... রানা এজেন্সি নামে একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম কালপ্রিটদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়... ঠিক ধরেছি, নাকি ভুল করলাম?'

'ঠিক ধরেছ। তবে, রানা এজেন্সির আরও অনেক কৃতিত্ব আছে, গোটা সুইটজারল্যান্ড... গোটা ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে।'

'ফার্মটা কী আমেরিকান? ডিরেক্টর মাসুদ রানা কী...?'

'ইউরোপিয়ান নয়, আমেরিকানও নয়,' বললেন রোজেনবার্গ। 'নাক সিটকিয়ো না, ভদ্রলোক এশিয়ান।'

'সুইস না হলেই আমি খুশি, রিপোর্টাররা সুবিধে করতে পারবে না। কিন্তু তার সম্পর্কে আর কী জানি আমরা?'

'সুনাম দেখে বোঝা যায়, এজেন্সিটাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। এখানকার যা পরিস্থিতি, ঠিক মঁশিয়ে মাসুদ রানার মত একজন লোককেই আমাদের দরকার। ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে আমি বুঝেছি...'

'তার সাথে তোমার পরিচয় আছে?'

'বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে গত মাসে। সুইস ন্যাশনাল অ্যাশিওরেন্স আর ক্রেডিট সুইসি-র হয়ে কাজ করছিলেন তিনি। ওদের কাজের তালিকা এত বড় যে...'

'তোমার ওপর আমার আস্থার অভাব ঘটেনি, রোজেনবার্গ। তুমি যদি বলো তিনি যোগ্য লোক, অবশ্যই তিনি যোগ্য লোক। তবে, জানতে পারি কি, ভদ্রলোকের স্ট্যান্ডার্ড কি? কী গাড়ি চালান তিনি, তুমি জানো?'

'জেনেভায় তাকে আমি তিনটে গাড়ি চালাতে দেখেছি,' রোজেনবার্গ জবাব দিলেন। 'তার মধ্যে একটা ল্যামবোরগিনি।'

এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের ওপর হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন অটোম্যান। 'কেন আমি বাধা দেয়ার ভান করছি, জানি না, রোজেনবার্গ। গোটা পরিস্থিতি আমাকে নার্ভাস করে তুলেছে। তোমার কাছে একটা প্ল্যান চেয়েছি আমি, তুমি সেটা দিয়েছ আমাকে। অন্য কোনও বিকল্পও তো দেখতে পাচ্ছি না।' হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের রিসিভার তুললেন তিনি। 'মঁশিয়ে রানার সাথে যোগাযোগ করার উপায় কী?'

'জেনেভায় ওদের একটা অফিস আছে। সম্ভবত জুরিখেও আছে। রানা এজেন্সি বললে চিনতে অসুবিধে হবে না।'

বোতামে চাপ দিলেন অটোম্যান। 'টিনা?'

'ইয়েস, সার।'

'মি. মাসুদ রানা নামে এক ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে চাই আমি। জেনেভার বা জুরিখের রানা এজেন্সিতে খোঁজ করো। তাঁকে পাওয়া গেলে ভাল, তা না হলে তাঁর অফিসকে জিজ্ঞেস করো, কোথায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা যায়। ব্যাপারটা জরুরী।'

তিন

ক্লান্ত বোধ করছে মাসুদ রানা। কিংবা হয়তো মনে একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ভাবল মেয়েটাই দায়ী কিনা। বোধহয় তাই।

সামনের সাদা মার্সিডিজটার ওপর চোখ। ফার্স্টলেন-এ থাকা মানে বিদ্যুৎবেগে গাড়ি চালাবে ড্রাইভার, ঘণ্টায় একশো বিশ কিলোমিটারের নীচে নয়। তাই চালাচ্ছে মেয়েটা। কিন্তু জেনেভা থেকে রওনা হতে দেরি করে ফেলায় রানা ভয় করছে সময়মত হয়তো জুরিখে পৌছুতে পারবে না ও, ফলে স্পীডোমিটারের কাঁটা একশো আশি-পঁচাশিতে তুলতে চাইছে ও। একমাত্র বাধা মার্সিডিজটা। বার বার আলো জ্বেলে সংকেত দিয়েছে রানা, হর্ন বাজিয়েছে, কিন্তু পাশ কাটাবার সুযোগ দেয়নি মেয়েটা। নিয়ম হলো ফার্স্ট লেনে যে যার ইচ্ছে মত স্পীড তুলতে পারবে, কেউ বাধা হতে পারবে না। রানার তাড়া আছে বুঝতে পারার পর মাঝখানের লেনে মার্সিডিজ নিয়ে সরে যাওয়া উচিত ছিল মেয়েটার। যায়নি।

পাশ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি, কাজেই মেয়েটার চেহারা সম্পর্কে রানার কোনও ধারণা নেই। গোলাপি একটা স্কার্ফ দিয়ে মাথাটা ঢাকা। পিছন ফিরে একবারও তাকায়নি সে।

থার্ড গিয়ার দিয়ে ল্যামবোরগিনিকে যতটা সম্ভব একপাশে সরিয়ে আনল রানা, আলো জ্বেলে সামনের মার্সিডিজকে সংকেত দিল আবার। একটা জেদ চেপে গেছে রানার মনে। মাঝখানের লেনে সরলে সরল, তা না হলে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মার্সিডিজকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করবে। অটোব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে কথা দিয়েছে ও, ছ'টার সময় দেখা হবে। একটা মেয়ের খামখেয়ালির জন্যে প্রতিশ্রুতিটা রক্ষা করা যাবে না, তা মেনে নিতে রাজি নয় রানা।

এবার সংকেত দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, মার্সিডিজ আর দ্বিতীয় লেনের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল ল্যামবোরগিনি চওড়া নাকটা। মেয়েটা ধরে নিয়েছিল বার বার ব্যর্থ হবার পর আশা ছেড়ে দিয়েছে রানা, ফলে প্রস্তুত ছিল না সে। ল্যামবোরগিনি পাশ কাটাতে আসছে দেখে হুইল ঘোরাল সে, মার্সিডিজ আর দ্বিতীয় লেনের মাঝখানের ফাঁকটা কমিয়ে সরু করতে চায়। কিন্তু ফাঁকটার ভেতর এরইমধ্যে ঢুকে গেছে ল্যামবোরগিনির নাক। স্পীড আরও বাড়িয়ে এমন একটা অবস্থানে চলে এল রানা, চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হলে দুটো গাড়ি পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাবে। পরাজয় স্বীকার করে রাস্তার মাঝখানে, সেখান থেকে তৃতীয় লেনে চলে গেল মার্সিডিজের ড্রাইভার। তার লালচে সোনালি চুল বাতাসে উড়তে দেখল রানা, স্কার্ফের বাঁধন মানেনি। গাঢ় রঙের চশমা চোখে, ভুলেও রানার দিকে তাকাল না। সুন্দরী, আন্দাজ করতে পারল রানা, তবে

গ্লাসজোড়া এত বড় যে চেহারাটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। সম্ভবত সুইস, ইংলিশও হতে পারে। কেন যেন মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগল রানার, বিশেষ করে মুখের আদলটা। রিনি রেজার চেহারার সাথে অনেকটাই যেন মেলে।

স্পীড আরও বাড়াতে শুরু করে আপনমনে হাসল রানা। সুন্দরী কোনও মেয়ের সাথে বেশিদিন একসাথে কাজ করলে এই-ই হয়। ইউরোপে তিন মাস ধরে রয়েছে ও, ওর সাথে কাজ করছে রিনি রেজা– ইদানীং পদ্মফুল, পেপারওয়েট থেকে শুরু করে ফুটবল, আকাশের চাঁদ, তামাক পাতা, বাটিক প্রিন্ট, এমনকী সুইস মুদ্রার সাথেও রিনি রেজার চেহারার মিল খুঁজে পাচ্ছে ও।

দু'জনের সম্পর্কটা অত্যন্ত জটিল, মনে মনে স্বীকার করল রানা। ওরা বন্ধু ছিল, কিন্তু কাজ করতে এসে রিনি রেজা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, জীবনে যদি কাউকে ভালবাসতে হয় তো রানাকে, তা না হলে সে তার প্রেম বাক্সবন্দী করে রাখবে। তার ব্যাপারটা তেমন জটিল নয়, কারণ ভালবেসে রানাকে সে তার সর্বস্ব দিতে রাজি আছে।

কিন্তু রানা পড়ে গেছে বিপদে। রিনিকে ওর ভাল লাগে, জানে রিনির অবিশ্বাস্য রূপ তাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু শুধু রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়াকে প্রেম বলে না, অভিজ্ঞতা থেকে তা-ও ওর জানা। রিনি নামের মেয়েটাকে আজও ভাল করে চেনা হয়নি ওর। সব কিছু অত্যন্ত হালকাভাবে নেয় মেয়েটা, কোনও ব্যাপারে সিরিয়াস হতে জানে না। যদিও ওর প্রতি তার প্রেমে কোনও ফাঁক বা ভেজাল আছে, তা-ও রানা বিশ্বাস করে না। সুযোগ গ্রহণের লোভও জাগে, বিশেষ করে নিজেকে ওর হাতে সঁপে দেয়ার জন্যে মেয়েটা যখন রাজি। এখানেই বাধা পাচ্ছে রানা। সরল একটা মেয়ে, তাকে এক্সপ্লয়েট করার জন্যে মনের যে সায় দরকার সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। আবার, যেহেতু রক্তমাংসের মানুষ, সুযোগটা গ্রহণ না করায় নিজের ওপর একটা রাগও জমা হচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। রিনি রেজা ওকে যদি ভাল না বাসত, ব্যাপারটা যদি শুধু বন্ধুত্ব হত, এত সব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হত না। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। রিনির সাথে মিল আছে চেহারার, হোক না ইউরোপিয়ান, স্পীড কমিয়ে মেয়েটার জন্যে অপেক্ষা করলে কেমন হয়? সাদা মার্সিডিজ আর নীল ল্যামবোরগিনির মধ্যে বন্ধুত্ব হতে অসুবিধে কী?

স্পীড বাড়িয়ে ঘণ্টায় একশো পঁচাশি কিলোমিটারে তুলল রানা। রিনি বা মার্সিডিজের মেয়েটার কথা এক ঘণ্টা জোর করে ভুলে থাকল। তারপর অটোবান সাইন দেখে বুঝল, জুরিখ আর চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। বাহ্, সময়ের চেয়ে পিছিয়ে পড়েনি ও। অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে শাওয়ার সারার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। অটোব্যাংকের সমস্যাটা কী? শুনে মনে হয়েছে, নতুন ধরনের সমস্যা। রহস্যময় একটা হুমকি। সুইস ব্যাংককে হুমকি দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। হুমকিটা কী হতে পারে? বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। অনেক কথা একসাথে ভিড় করে এল মনে। কে বলবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ স্পাইদের একজন আমি?

দেশের বিরুদ্ধে কোথাও ষড়যন্ত্র হলে ডাক পড়ে আমার, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি। অথচ আজ তিন মাস হলো একবারও আমাকে ডাকা হয়নি। তারমানে এই নয় যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেউ কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র করছে না। ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সে-সব ব্যর্থ করার জন্যে পাঠানো হচ্ছে অন্যান্য এজেন্টদের। ঢাকা থেকে ওর ওপর নির্দেশ জারি করা হয়েছে, ইউরোপে রানা এজেন্সি নিয়ে ব্যস্ত থাকো। দরকার হলে তোমাকে ডাকা হবে।

কী যেন একটা ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে হেডকোয়ার্টারে। জোর গুজব, ওদের চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান খুব শিগগিরই বি.সি.আই. থেকে সরে যাবেন, নাকি তাঁকে সরিয়ে দেয়া হবে? শুধু রানা নয়, আরও কয়েকজন পুরনো এজেন্টকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। অথচ কারণটা পরিষ্কার নয়। মুশকিল হলো, ইউরোপে থাকার নির্দেশটা খোদ রাহাত খান দিয়েছেন বলে সেটা অমান্যও করতে পারছে না রানা। ইদানীং ওর মনে হয়, রানা এজেন্সিটাকে দাঁড় করানোই উচিত হয়নি। কাভার হিসেবে এজেন্সিটা ভাল কাজ দিলেও, রোমাঞ্চপ্রিয় এজেন্টদের প্রায় নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্যে হেডকোয়ার্টার এটাকে মাঝে মধ্যেই ব্যবহার করে।

মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিল রানা। আর বড়জোর এক মাস দেখবে ও। তারপর সরাসরি রাহাত খানকে জিজ্ঞেস করবে। বি.সি.আই. যদি ওকে কাজে লাগাতে না চায়, চাকরি ছেড়ে দেবে ও।

পাঁচটা পনেরোয় হোটেল স্যুইট থেকে প্রথমে ৯-এ ডায়াল করল রানা, বাইরে লাইন পাবার পর আবার ডায়াল করল অটোম্যানের ব্যক্তিগত নম্বরে। ব্যাংক প্রেসিডেন্ট সাথে সাথে সাড়া দিলেন। 'অটোম্যান। খুশি হলাম, মি. রানা। আপনি এখানে, সার?' সারটা বিনয় এবং অতিরিক্ত ভদ্রতা। 'জুরিখে?'

'হ্যাঁ, হোটেল হিলটন। সময়মত পৌঁছুতে পেরেছি, সেটা জানানোই উদ্দেশ্য। ছ'টার সময় দেখা হচ্ছে আমাদের।'

'মি. রানা...'

মাথার ওপর তোয়ালে আর রানার হাত স্থির হয়ে গেল। অটোম্যানের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ধরতে পেরেছে ও। 'আমি এখনও লাইনে আছি, মি. অটোম্যান।'

'হ্যাঁ, মানে বলছিলাম কী... প্রথমবারের জন্যে... আপনার গাড়িটা বিশেষ ধরনের তো, তাই ওটা হোটেলে রেখে আসাই বোধহয় ভাল।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। ল্যামবোরগিনি শুধু দামী বলে নয়, দুর্লভ বলেও হঠাৎ চোখে পড়ে যায় লোকের। রাজ-রাজড়াদের বাহন, খুশি হয়ে এক মক্কেল উপহার দিয়েছে রানাকে। 'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

'বানহফস্ট্র্যাসে বললেই ট্যাক্সি ড্রাইভাররা পৌঁছে দেবে আপনাকে। ষোলো নম্বরের সামনে নামবেন আপনি। এটা একটা অফিস বিল্ডিং। লবি থেকে প্রাইভেট ওয়াকওয়ে ধরে হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন অটোব্যাংকে। সাইড এন্ট্রান্স

থেকে রিঙ করুন, আমার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হের স্টিভ রোজেনবার্গ আপনার জন্যে অপেক্ষায় থাকবেন। তিনিই আপনাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।'

রিসিভার রেখে দিয়ে মাথাটা ভাল করে মুছল রানা। সাদা টেরি-ক্লথ বাথরোব পরে আছে, গা থেকে শুষে নিচ্ছে পানি। অটোব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে খানিকটা আড়ষ্ট মনে হয়েছে ওর, কারণটা যা-ই হোক।

প্রাইভেট ওয়াকওয়ে আসলে একটা টানেল। বিল্ডিঙের গায়ে অটোব্যাংকের একটা সাইনবোর্ড থাকলেও, টানেলটা যে ব্যাংকে ঢোকার একটা পথ তা বোঝার কোনও উপায় নেই। গোপনীয়তাপ্রিয় মক্কেলদের খুঁতখুঁতে মনে সন্তুষ্টি আনার জন্যে সম্ভাব্য সমস্ত আয়োজন করা আছে। দেয়ালে সবুজ বোতাম দেখে চাপ দিল রানা, ফাঁপা একটা আওয়াজ হলো, যেন বিশাল এক শূন্য জায়গায় বেলটা বাজছে। মার্বেল মেঝেতে পায়ের দ্রুত আওয়াজ পেল রানা। ভারি একটা তালা খোলার শব্দ হলো। আস্তে আস্তে খুলে গেল দরজা, চোখে সতর্কতা নিয়ে মুখ বের করল এক লোক। 'মি. মাসুদ রানা?'

'হের রোজেনবার্গ,' বলল রানা, সামান্য অবাক হয়েছে।

আন্তরিক হেসে রানার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন রোজেনবার্গ, রানাকে ব্যাংকের ভেতর টেনে নিয়ে দরজায় তালা লাগালেন। 'কিছু মনে করবেন না, মি. রানা, আমরা একটু বেশি সতর্ক...'

'কোথায় দেখা হয়েছে আমাদের?' স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। 'সুইস ন্যাশনাল অ্যাশিওরেন্সের কথা মনে আছে। আর কোথায়...?'

'ক্রেডিট সুইসি-তে, মি. রানা। আপনি আমাকে ভুলে যাননি, সেজন্যে ধন্যবাদ।' নিজেকে নিয়ে সামান্য গর্ব বোধ করলেন রোজেনবার্গ, রানাকে নিয়ে লবিতে ঢুকলেন। মাথার ওপর চারকোনা সিলিং, অবলম্বনগুলো সাদা আর চকলেট রঙের মার্বেল পাথরের পিলার।

করিডরে ঢুকল ওরা, প্রেসিডেন্টের স্যুইটের দিকে এগোল। বাইরের সেক্রেটারিয়াল অফিস খালি। অটোম্যানের দরজায় নক করলেন রোজেনবার্গ, 'কাম ইন' শোনার জন্যে অপেক্ষা করলেন, তারপর রানার জন্যে খুলে ধরলেন দরজাটা।

এগিয়ে এলেন অটোম্যান। দীর্ঘকায়, অভিজাত ভাব-ভঙ্গি। সাদা কালো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। নেভী-ব্লু থ্রি-পীস সুটের জ্যাকেটে তিনটে বোতাম লাগানো। উজ্জ্বল হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন রানাকে। 'আমি গুস্তার অটোম্যান, মি. মাসুদ রানা,' হ্যান্ডশেক করার সময় বললেন তিনি। 'আশা করি রানা এজেন্সি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।'

নেভী-ব্লু স্ল্যাকস পরে আছে রানা, শার্টটা রয়েল-ব্লু, নেকটাইয়ের বদলে গলায় পড়েছে রক্তলাল ক্র্যাভেট, জ্যাকেটটা হালকা নীল। অটোম্যান আর রোজেনবার্গ, দু'জনেই বিজনেস সুট পরে আছেন। ক্রীম কালারের একটা লেদার চেয়ার দেখিয়ে অটোম্যান রানাকে বসতে অনুরোধ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেব আপনাকে, মি. রানা? হুইস্কি, না ব্র্যান্ডি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ধন্যবাদ।'

অটোম্যান আর রোজেনবার্গ দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

রানা বলল, 'আমরা বোধহয় শুরু করতে পারি, তাই না? আপনাদের সমস্যাটা কী?'

একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন অটোম্যান। ভেবেছিলেন দু'ঢোক হুইস্কি খেয়ে নিজেকে তৈরি করে নেবেন। রানা তাগাদা দেয়ায় হঠাৎ শুরু করলেন তিনি, 'সহজে বা সংক্ষেপে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করা কঠিন, মি. রানা। আজ সকালে আমরা রিসিভ করেছি এটা... টাকার দাবিটা।' ডেস্কের ওপর, রানার সামনে চিঠিটা রাখলেন তিনি।

'কোনও ডকুমেন্ট আমাকে দেখাবার আগে,' চিঠিটার দিকে না তাকিয়ে বলল রানা, 'একটা কথা আপনাদের জানা দরকার: এখনও আমরা কথা দিইনি কেসটা নেব কিনা। আমাদের পছন্দ-অপছন্দের একটা ব্যাপার আছে।'

হাসলেন রোজেনবার্গ। 'সেটা আমরা জানি, মি. রানা। রানা এজেন্সির সুনামের কথা মনে রেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সবই আপনাকে জানাব। তারপর আপনি যা করার করবেন। চিঠিটা ব্যাংকের ভেতর, দরজার কাছাকাছি ফেলে রেখে গেছে ওরা। আমাদের গার্ড মেঝে থেকে পেয়েছে।'

'প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম, প্র্যাকটিক্যাল জোক হবে,' বললেন অটোম্যান।

'তারপর কী ঘটল?' প্রশ্ন করল রানা, চিঠিটা তুলে চোখ বোলাচ্ছে।

'তুমি বলো, রোজেনবার্গ।'

চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে রোজেনবার্গ বললেন, 'টাকার এই দাবিটা পাবার পর আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। ক্লায়েন্টরা কেউ কেউ সরাসরি সাক্ষাৎ করেছেন, কেউ সাক্ষাৎকার চেয়ে টেলিফোন করেছেন। মোট পাঁচজন।'

'কী ধরনের ক্লায়েন্ট তারা?'

'শুধু একটা ব্যাপারে পরস্পরের সাথে মিল আছে তাঁদের, সবাই নাম্বারড অ্যাকাউন্ট হোল্ডার। নাম্বারড অ্যাকাউন্ট মানে গোপন অ্যাকাউন্ট।'

'কী তাদের সমস্যা?' জানতে চাইল রানা।

'এই পাঁচটা অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছে ব্ল্যাকমেইলাররা, যদি প্রত্যেকে এক মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক করে না দেয়।' কথা শেষ করে তাকিয়ে থাকলেন রোজেনবার্গ, তাঁর ধারণা রানা আঁতকে উঠবে।

'পাঁচ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক ওদের পাঁচজনের কাছ থেকে,' শান্তসুরে বলল রানা। 'আরও পাঁচ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক ব্যাংকের কাছ থেকে। অনেক টাকা, আবার এক অর্থে খুব বেশি টাকা নয়। চাইছেই যখন, আরও বেশি চায়নি কেন?' শেষ কথাগুলো আপনমনে বলা, যেন টাকার অংক থেকে সূত্র পাবার চেষ্টা করছে ও।

'মি. রানা...'

একটা হাত তুলে রোজেনবার্গকে থামিয়ে দিল রানা, আরও প্রশ্ন আছে ওর। 'আপনারা ধরে নিচ্ছেন, ব্যাংক আর নাম্বারড অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের একই লোক ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে– কীভাবে নিশ্চিত হলেন?'

রানার সামনে ডেস্কের ওপর তিনটে কাগজ রাখলেন অটোম্যান। গোপন ব্যাংক স্টেটমেন্টের ফটোকপি ওগুলো। প্রতিটি স্টেটমেন্টের সাথে টকটকে লাল কালিতে লেখা এক মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্কের দাবি। অ্যাকাউন্ট নম্বর ৪০৬৯০১ গুইডো ফেলসিয়ার পরিচয় বহন করছে। ৫১৪৬২৮ মোনা জেনেটির নম্বর। টড কোরিসের নম্বর ৬৩৭৪০৪।

'আরও দু'জন ক্লায়েন্ট টেলিফোন করেছেন। আমরা প্রায় নিঃসন্দেহ, তাঁরাও ব্ল্যাকমেইলারের চিঠি পেয়েছেন।' শিরদাঁড়া খাড়া করে চেয়ারে বসে আছেন রোজেনবার্গ, শক্ত আর আড়ষ্ট হয়ে আছে পেশী।

চিঠিগুলো মিলিয়ে দেখল রানা। একটা নাম দেখে হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। ফেল্ট পেনটা ব্যবহার করা হয়েছে ব্ল্যাকমেইলারের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে। অপ্রাসঙ্গিক একটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়, খেয়ালি কোনও ছেলে যেন দস্যু মোহনের ভূমিকায় নেমে পড়েছে। ফেল্ট পেনটা ব্যবহার করার সময় ব্ল্যাকমেইলারের মনে নিশ্চয়ই একটা খুলি আর আড়াআড়িভাবে রাখা একজোড়া হাড়ের ছবি ফুটে উঠেছিল। পাশ্চাত্যের প্রাচীন ডাকাতরা নিজেদের রক্ত দিয়ে এগুলো আঁকত।

'সিক্রেট অ্যাকাউন্ট ফাঁস হয়ে গেলে ক্লায়েন্টদের অসুবিধে হওয়ার কথা,' বলল রানা। 'কিন্তু এদের পাঁচজনের বেলায় শুধু অসুবিধে নয়, বিপদ হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'মারাত্মক বিপদ হবে,' বললেন অটোম্যান।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেউ কেউ খুনও হয়ে যেতে পারে?'

রোজেনবার্গ আর অটোম্যান দৃষ্টি বিনিময় করলেন, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন অটোম্যান। রানার দিকে ফিরে রোজেনবার্গ বললেন, 'হ্যাঁ, সে ভয়ও আছে।'

'তা হলে এই পাঁচজন সম্পর্কে বলুন আমাকে। কারা তারা? এদের একজন, গুইডো ফেলসিয়া কি শিকাগোর লোক?'

'হ্যাঁ...,' বলেও মাথা নাড়তে গেলেন রোজেনবার্গ, ঝট করে তাকালেন অটোম্যানের দিকে।

অটোম্যান লক্ষ করলেন ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা পার্কার বল-পয়েন্ট পেন বের করল রানা। ওদের ইতস্তত ভাব লক্ষ করে রানা বলল, 'আমাকে দু'একটা নোট নিতে হবে।'

এবার অটোম্যানের চেহারাতেও ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল।

'অসুবিধে নেই,' আশ্বস্ত করল রানা। 'সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করব আমি, কারও নামও লিখব না।' গুইডো ফেলসিয়া শিকাগোর লোক জানার পর কেসটা সম্পর্কে ওর আগ্রহ বেড়ে গেছে। গুইডো ফেলসিয়া চুনোপুঁটিদের একজন হলেও, সে যার কাজ করে সে-ই ক্রেজি ডোরিগো মার্কিন আন্ডারগ্রাউন্ডের বোয়াল। দু'বছর আগে রানাকে খুন করার জন্যে বিরাট একটা বাহিনী নামিয়েছিল সে। পাল্টা ধাওয়া করার পর গা ঢাকা দিয়েছিল ক্রেজি ডোরিগো। রানা খুন হয়নি সত্যি, তবে ক্রেজি ডোরিগোকে শিক্ষাও দেয়া

হয়নি ওর।

রোজেনবার্গের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন অটোম্যান। রোজেনবার্গ খুক্ করে কেশে নিয়ে বললেন, 'দু'জন এখনও জুরিখে এসে পৌঁছাননি, তাঁদেরকে দিয়ে শুরু করি...'

'প্লিজ, এক সেকেন্ড,' বাধা দিলেন অটোম্যান। 'মার্কাস বার্গলার সম্ভবত শহরেই আছেন। আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তিনি আমার বাড়িতে আসছেন, তাঁর সমস্যার কথা বলার জন্যে। আর পেড্রো ফেডানো কাল পৌঁছুবেন।'

'হ্যাঁ, তাই।' রানার দিকে আবার ফিরলেন রোজেনবার্গ। 'যা বলছিলাম, মি. রানা, আমরা মার্কাস বার্গলারকে দিয়ে শুরু করতে পারি।'

'বেশ। কী করেন ভদ্রলোক?'

'তাঁর বাড়ি সম্ভবত বন, জার্মানীতে। যদিও কোথাও তিনি স্থির থাকেন না, সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পেশায় তিনি একজন আর্মস ডিলার। তাঁর বেশিরভাগ খদ্দের আফ্রিকান বিপ্লবী পার্টি বা গ্রুপ।'

'তার গোপন অ্যাকাউন্ট গোপন কেন?'

'এর উত্তর আমাদেরও সঠিক জানা নেই, মি. রানা,' রোজেনবার্গ বললেন। 'তবে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন, তাঁর অনেক শত্রু আছে। যখনই তিনি জুরিখে আসেন, "ওরা" জেনে ফেলবে এই ভয়ে তটস্থ থাকেন ভদ্রলোক।'

'ওরা কারা?'

'তা আমরা বলতে পারি না।'

'তার সম্পর্কে খবর নেয়া তেমন কঠিন হবে না,' বলল রানা। 'বেশ, তারপর? ফেডানোর পরিচয়? নামটা যেন একটু চেনা-চেনা লাগছে।'

'সিনর পেড্রো ফেডানো,' বললেন রোজেনবার্গ, 'হলেন সান্তাকোস্টার সাবেক প্রেসিডেন্টের ভাইপো।'

'যিনি আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ। সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন তিনি, গৃহবন্দী করে রাখা হয়, তারপর নিহত হন।'

'সাবেক প্রেসিডেন্ট বেআইনীভাবে টাকাটা সংগ্রহ করেছিলেন, সেই টাকা দিয়ে এই অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওর বলার সুরে শ্লেষ আর কাঠিন্য চাপা থাকল না।

অসহায় ভঙ্গিতে হাত দুটো দু'দিকে প্রসারিত করলেন রোজেনবার্গ, যেন প্রশ্নটার উত্তর দেয়া কঠিন। 'সাবেক প্রেসিডেন্ট অ্যাকাউন্টটা খুলেছিলেন,' স্বীকার করলেন তিনি। 'তখনই তিনি তাঁর ভাইপোকে পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দেন।'

'পেড্রো ফেডানোর পেশা কী? রাজনীতি?'

'চাচা যখন বেঁচেছিলেন, প্লেবয় হিসেবে নাম কেনেন ফেডানো। এক্সপেনসিভ গার্লফ্রেন্ডস, ফাস্ট কারস...'

'থাক, বলতে হবে না, এরা কী ধরনের হয় আমার জানা আছে।' চিন্তিত দেখাল রানাকে।

'কিন্তু,' খুক্ করে কাশলেন রোজেনবার্গ, 'চাচা মারা যাবার পর সম্পূর্ণ বদলে গেছেন পেড্রো ফেড়ানো। প্লেবয় জীবনটা বাদ দিয়েছেন তিনি। খরচ না করে এখন তিনি টাকা জমাচ্ছেন। তিনি তাঁর চাচার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার শপথ নিয়েছেন। সান্তাকোস্টায় তিনি একটা বিপ্লব ঘটাতে চান। স্বভবতই, তাঁরও শত্রুর কোনও অভাব নেই। তিনি আমাদেরকে বারবার সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, তাঁর অ্যাকাউন্টের কথা প্রকাশ পেলে মহা সর্বনাশ ঘটে যাবে।'

'চেষ্টা করলে তার খবরও যোগাড় করা যাবে,' বলল রানা, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রোজেনবার্গের দিকে।

রোজেনবার্গ তাঁর প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. রানাকে আমরা মাদমোয়াজেল মোনা জেনেটির কথা বলব তো?'

দু'আঙুলে কানের লতি ধরে মোচড়ালেন অটোম্যান। 'হ্যাঁ, অসুবিধে কী?' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'উনি, মাদমোয়াজেল মোনা জেনেটি, আজ দুপুরে আমার সাথে দেখা করেছেন। আপনাকে দেয়া কাগজগুলোর মধ্যে তাঁর ব্যাংক স্টেটমেন্টটাও আছে।'

মোনা জেনেটির স্টেটমেন্ট, ব্ল্যাকমেইলারদের চিঠি সহ, তুলে নিল রানা। 'হ্যাঁ, বলে যান।'

কাঁধ ঝাঁকালেন অটোম্যান। 'তাঁরও সেই একই ঘটনা। আমার সামনে পাগলের মত আচরণ করেছেন তিনি। বারবার "টমাস টমাস" করছিলেন। তাঁর অ্যাকাউন্টের কথা জানাজানি হয়ে গেলে এই টমাস ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবেন।'

স্টেটমেন্টটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'দেখতে পাচ্ছি নিয়মিত টাকা জমা পড়েছে,' বলল ও। 'কোত্থেকে আসে টাকাগুলো?'

জবাব দিলেন রোজেনবার্গ, 'একটা ইংলিশ ব্যাংক থেকে।'

'প্রতিবার দেখছি মোটা টাকা জমা পড়েছে,' বিড়বিড় করল রানা।

'যতদূর বোঝা যায়, লন্ডনে তার এক... মানে, অত্যন্ত ধনী এক বন্ধু আছে।' অটোম্যানের চেহারায় ইতস্তত ভাব।

'সেই সাথে সম্ভবত একটা স্ক্যান্ডালও আছে,' বলল রানা। 'ধনী লোক, সম্ভবত রাজনীতিক, স্ত্রী এবং পরিবারকে গোপন করে আরেক মেয়ের সাথে প্রেম করছেন... যা হয় আরকী। মহিলা যে আতঙ্কিত বোধ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী, মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবে যে! বেশ, তারপর কে?'

'অ্যাকাউন্ট নম্বর ৬৩৭৪০৪, মি. টড কোরিস,' বললেন রোজেনবার্গ।

ডেস্ক থেকে কোরিসের স্টেটমেন্টটা তুলে নিল রানা। 'এটাতে দেখছি যত না জমা পড়েছে তারচেয়ে বেশি তোলা হয়েছে।'

'টড কোরিস টেক্সাসের একজন ব্যবসায়ী। সম্ভবত লস অ্যাঞ্জেলেস-এও তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে।'

'তার সমস্যাটা কী?'

'তাঁর অ্যাকাউন্টের যে প্যাটার্নটা দেখছেন, এই অবস্থা গত দু'বছর ধরে চলছে। কিন্তু এক সময় তাঁর অ্যাকাউন্টে প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার জমা ছিল।'

'সেটা নেমে এসেছে দু'লাখ ফ্র্যাঙ্কে,' বলল রানা।
'হ্যাঁ।'
'গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেলে কী ঘটবে? ব্ল্যাকমেইলাররা তার সম্পর্কে কী জানে?'
'ঠিক বলতে পারব না।' চিন্তিত দেখাল রোজেনবার্গকে। 'জুরিখেই রয়েছেন ভদ্রলোক। আজ বিকেলে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। এমনিতে তিনি অত্যন্ত হাসিখুশি টাইপের মানুষ। অথচ আজ তাঁকে দেখে আমার মনে হলো, এদের মধ্যে কেউ যদি স্রেফ ভয়ে মারা যান, সবার আগে মারা যাবেন ডি কোরিস।'
'তাই? এত নার্ভাস হয়ে পড়েছে? ভাল কথা, এদের কারও ফটো বোধহয় আপনাদের কাছে নেই, তাই না?'
মাথা নাড়লেন রোজেনবার্গ। 'আমরা রাখি না।'
'এক মিনিট,' বলে চেয়ার ছাড়লেন অটোম্যান। 'একজনের ফটো বোধহয় দেখাতে পারব আপনাকে, মি. রানা।' কফি টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। টেবিলের ওপর নিউজউইক, ইকোনমিস্ট, এলি ইত্যাদি অনেকগুলো ম্যাগাজিন রয়েছে। এলি-র একটা কপি তুলে নিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন।
রানা দেখল, প্রচ্ছদে একটা মেয়ের ছবি। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত উপলব্ধি করল ও, সাদা মার্সিডিজের মেয়েটা রিনি রেজার মত দেখতে বলে নয়, এর আগেও তার ছবি দেখেছে বলে চেনা-চেনা লেগেছিল তাকে। প্রচ্ছদের মেয়েটা অপরূপ সুন্দরী তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আগেও তার ছবি দেখে সে-কথা মনে হয়েছে ওর। এ-ছবিটায় সেন্ট মরিজ-এ স্কি করছে স্বর্ণকেশী। রত্নখচিত কিনারা সহ গাঢ় গ্লাস পরে আছে। তার শরীরের গঠন যে-কোনও পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবে। স্কি ড্রেস তাঁর যৌবন ঢেকে রাখতে পারেনি।
'এর ছবি আমি ভোগ আর প্যারিস-ম্যাচ-এ দেখেছি,' বলল রানা। 'মোনা জেনেটি।'
'এক সময় মডেলিং করতেন,' বললেন অটোম্যান। 'ফ্যাশন জগতে এখনও তাঁর চাহিদা আছে।' মোনা জেনেটি তাঁর ক্লায়েন্ট সেজন্যে তাঁকে গর্বিত বলে মনে হলো।
'আজ তার সাথে আপনার দেখা হয়েছে। কখন?'
'লাঞ্চের সময়, সাড়ে বারোটায়।' তীক্ষ্ণ হলো অটোম্যানের চেহারা। 'কেন বলুন তো?'
'আমার সাহায্য আপনারা চাইতে পারেন, এ-কথা কি তাকে বলা হয়েছে?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।
অটোম্যানের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন রোজেনবার্গ।
অটোম্যান ব্যস্তভাবে পাইপের খোঁজে ডেস্কের ওপরটা হাতড়াতে শুরু করলেন। 'অনেক কথাই হয়েছে তাঁর সাথে। তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্যে ঠিক কী কী বলেছি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। তবে, রানা এজেন্সির নাম একবার উঠে থাকতে পারে...'

'কেন বলুন তো, মি. রানা?' জানতে চাইলেন রোজেনবার্গ।

'না, এমনি,' মৃদু হাসির সাথে বলল রানা। 'এবার বলুন, গুইডো ফেলসিয়া সম্পর্কে আপনারা কী জানেন?'

'আগেই জেনেছেন, তিনি শিকাগোর একজন ইনভেস্টর। ক্রেজি ডোরিগো এসোশিয়েটস নামে একটা করপোরেশনের প্রতিনিধিত্ব করেন ভদ্রলোক।'

'ক্রেজি ডোরিগো এসোশিয়েটস সম্পর্কে কী জানেন আপনারা?' প্রশ্ন করল রানা।

রোজেনবার্গ আর অটোম্যান দৃষ্টি বিনিময় করলেন। রোজেনবার্গ বললেন, 'তেমন বিশেষ কিছু জানি না।'

'ডোরিগো একসময় পলাতক ছিল,' বলল রানা। 'কিছু দিন হলো রাজনীতিক আর পুলিশের সাথে একটা সমঝোতায় এসেছে সে, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ নেয়ার জন্যে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে একটা করপোরেশন দাঁড় করিয়েছে।'

'আপনি স্বভাবতই আমাদের চেয়ে বেশি জানেন,' বললেন রোজেনবার্গ। 'গুইডো ফেলসিয়াকেও চেনেন নাকি, মি. রানা?'

'আমার তো ধারণা ছিল সবাই তাকে চেনে,' বলল রানা। 'তার আসল পরিচয়, সিন্ডিকেট ব্যাগম্যান। ডোরিগোর ডেলিভারীম্যান হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে লাস ভেগাস থেকে সংগ্রহ করা টাকা বহন করে সে। তার ব্যাপারটা কী?'

অস্বস্তিবোধ করছেন রোজেনবার্গ।

অটোম্যান বললেন, 'বলো, রোজেনবার্গ।'

'হ্যাঁ, ডোরিগোর ফান্ড নিয়ে জুরিখে আসেন তিনি। টাকাগুলো করপোরেশনের অ্যাকাউন্টেই জমা পড়ার কথা। কিন্তু সব টাকা সেখানে জমা পড়ে না। ফেলসিয়া ডোরিগো অ্যাকাউন্ট থেকে ধার করছেন। সেই ধার করা টাকা আমাদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করেন বিভিন্ন ব্যবসাতে, লাভ যা হয় সব জমা রাখেন তাঁর নিজের অন্য একটা অ্যাকাউন্টে। আপনার সামনে ওটা তাঁর অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট। এই মুহূর্তে তাঁর ধার... প্রচুর।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এ প্রায় অসম্ভব! গুইডো ফেলসিয়া আন্ডারগ্রাউন্ডে নতুন নয়। তার এ-ধরনের মতিভ্রম হলো কী করে? সে জানে না, ওরা তার কী অবস্থা করবে?'

ফেলসিয়া তাকে ঠিক এই কথাগুলোই বলেছে, স্মরণ করে শিউরে উঠলেন রোজেনবার্গ।

'তা হলে এ-ধরনের ক্রিমিনালদের সাথে ব্যবসা করতে হয় আপনাদের?'

অটোম্যান আর রোজেনবার্গ পরস্পরের দিকে তাকাতে সাহস করলেন না। তবে, দু'জনেই লক্ষ করলেন, এই প্রথম চেয়ারে হেলান দিল রানা। চোখ বুজল।

নিস্তব্ধ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। কামরার পরিবেশ উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অসহ্য মনে হওয়ায় প্রথম মুখ খুললেন

রোজেনবার্গ। 'আপনি কী কেসটা...?'

'আমার ধারণা,' বলল রানা, চোখ মেলে অটোম্যান আর রোজেনবার্গের দিকে তাকাল, 'এটা পুলিশ কেস। আপনারা পুলিশের সাহায্য চাইছেন না কেন?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না...' শুরু করলেন অটোম্যান।

'এদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার ধারণা আছে,' বলল রানা। 'ক্রেজি ডোরিগো একটা মনস্টার। কোনওভাবে যদি তার কানে খবরটা যায়, সাথে সাথে প্লেনে করে প্রফেশনাল খুনী পাঠিয়ে দেবে। ও কী ধরনের লোক আমি জানি। জুরিখে একটা মিনি যুদ্ধ শুরু হবে। আমি শুধু ফেলসিয়ার কথা বলছি না, আপনাদের কথাও বলছি– ডোরিগোর খুনীরা আপনাদেরও রেহাই দেবে না।'

উঠে দাঁড়ালেন অটোম্যান। সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা কাঁধ আর খাড়া নাক লক্ষ্য করে এই প্রথম তাঁর চেহারায় ঈগল পাখির বৈশিষ্ট্য ধরতে পারল রানা। 'পুলিশের সাহায্য নেয়া সম্ভব নয়, মি. রানা। কেন সম্ভব নয় সেটা পরে আপনাকে বুঝিয়ে বলব। তার আগে বলুন, প্লিজ, আপনি কি কেসটা প্রত্যাখ্যান করছেন?'

'প্রত্যাখ্যান করাই উচিত,' বলল রানা। 'আমাদের এজেন্সির একটা নীতি আছে, ক্রিমিনালদের স্বার্থরক্ষা করা সেই নীতির বাইরে। যে পাঁচজন ক্লায়েন্টের কথা আপনারা বললেন, তারা প্রায় সবাই ক্রিমিনাল। তবে...'

'প্লিজ, মি. রানা। আপনি আমাদের অবস্থাটা একটু বিবেচনা করুন। ক্লায়েন্টরা ভাল কি মন্দ তা জানার অধিকার, সুযোগ বা গরজ আমাদের থাকার কথা নয়। আজ একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে বলেই তাদের পরিচয় বেরিয়ে আসছে। তা ছাড়া ক্রিমিনালরা কেউ আপনার সাহায্য চাইছে না, চাইছে অটোব্যাংক– একটা সুইস ব্যাংক।'

'তবে...,' নিজের কথার খেই ধরে বলল রানা, 'বিশেষ কয়েকটা কারণে কেসটা সম্পর্কে আমি আগ্রহ বোধ করছি।' তার মধ্যে একটা, মোনা জেনেটি সম্পর্কে ওর কৌতূহল। আরও একটা বিষয়ে কৌতূহল রয়েছে রানার। ক্রেজি ডোরিগো কি এখনও ওর কথা মনে রেখেছে? সে যদি জানতে পারে কোথায় আছে ও, আগের মত ভাড়াটে খুনী পাঠাবে ওকে খুন করার জন্যে? 'কেসটা আমি নেব কী না তা নির্ভর করছে পুলিশ সম্পর্কে আপনাদের অ্যালার্জির কারণটা জানার ওপর। ব্যাখ্যা করবেন, প্লিজ?'

'আপনার সাথে যোগাযোগ করার আগে পুলিশ ডাকা যায় কিনা ভেবেছি আমরা। সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যায় না।'

'কারণটা জানতে চাইছি আমি,' একটু অধৈর্য হলো রানা।

'গণতান্ত্রিক পরিবেশে বাস করি বলে আমাদেরকে একটা মাশুল দিতে হয়, মি. রানা। আমাদের এখানে পুলিশ মানেই হলো প্রেস। আপনি ইউরোপ আমেরিকায় কাজ করেন, কাজেই আপনারও জানা আছে।'

'কীভাবে তা অটোব্যাংকের ক্ষতি করবে?'

'আমরা দুটো নিশ্চয়তা দিই বলে লোকজন সুইটজারল্যান্ডে তাদের টাকা

খাটায়। তাদের টাকা নিরাপদ থাকবে, টাকার অঙ্ক গোপন থাকবে। সুইস ব্যাংকিং সিস্টেম নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই গোপনীয়তা রক্ষা করার নিয়ম সবাই আমরা মেনে চলি। কোর্ট বলুন, সরকার বলুন, ইনকামট্যাক্স কর্তৃপক্ষ বলুন, কেউ এই নিয়ম ভাঙবে না। শুধু প্রেসকে আমরা দলে ভেড়াতে পারিনি।

'পুলিশ জানলে, সারা দুনিয়ার খবরের কাগজে ব্যাপারটা হেডিং হবে: সুইস ব্যাংকের সিকিউরিটি বানচাল হয়ে গেছে। সুইটজারল্যান্ডে গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর গোপন থাকছে না। এর তাৎপর্য কল্পনা করতে পারেন, মি. রানা?'

'বলে যান।'

'নাম্বারড অ্যাকাউন্ট ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আমেরিকার ফ্র্যাঙ্কলিন ন্যাশনাল দেউলিয়া হয়ে গেছে। জার্মানীতে গত দু'বছরে লালবাতি জ্বেলেছে আরও দুটো ব্যাংক, একই কারণে। কিন্তু আমাদের এখানে সে-ধরনের কোনও ঘটনা ঘটলে, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। সুইসদের ব্যাংকিং পদ্ধতির ওপর গোটা বিশ্বের আস্থা রয়েছে। সেটা যদি নষ্ট হয়, সুইটজারল্যান্ডের ইকোনমির ওপর প্রচণ্ড একটা আঘাত নেমে আসবে। অটোব্যাংক তো স্রেফ ধ্বংস হয়ে যাবে। তারচেয়ে দাবির টাকা মিটিয়ে দিয়ে ব্ল্যাকমেইলারদের সাথে আপোষ করা অনেক ভাল।'

অটোম্যান থামতে রোজেনবার্গ নরম সুরে বললেন, 'অনেক চিন্তাভাবনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই বিপদে প্রাইভেট একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম-ই শুধু আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, আপনাকে আমাদের দরকার ব্ল্যাকমেইলারদের সাথে একটা চুক্তিতে আসার জন্যে। টাকা দিতে রাজি আছি আমরা। কিন্তু তা দেয়ার আগে আমরা নিশ্চিত হতে চাই, একবার পেলে আবার তারা চাইবে না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনাদের ব্যাখ্যা মেনে নিলাম আমি, পুলিশকে জানালে অসুবিধে আছে।'

আগ্রহের আতিশয্যে রোজেনবার্গও চেয়ার ছাড়লেন। 'তারমানে কি আপনি আমাদের কেস গ্রহণ করছেন, মি. রানা?'

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা। পরমুহূর্তে একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার লক্ষ করে হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠল ওর পক্ষে। অটোম্যান আর রোজেনবার্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো, কে কার চেয়ে আগে রানার সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারেন।

বিজয়ী হলেন রোজেনবার্গ। এক গাল হেসে অটোম্যানকে তিনি বললেন, 'ভুলে যেয়ো না, রানা এজেন্সির নামটা আমিই সাজেস্ট করেছিলাম।'

রানার হাতটা ঝাঁকাতে শুরু করে অটোম্যান বললেন, 'তুমিও ভুলে যেয়ো না যে তোমার প্রস্তাবে আমি ভেটো দিইনি।'

'কফি, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন রোজেনবার্গ

'চলতে পারে।'

ইন্টারকমে সেক্রেটারীকে ডেকে তিন কাপ কফি দিতে বললেন অটোম্যান। 'কীভাবে আপনি কাজ শুরু করবেন, মি. রানা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'শুরু করবেন আপনারা,' বলল রানা। 'আপনার পাঁচজন ক্লায়েন্টকে জানান, অটোব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করছি আমি। তাদের সহযোগিতা দরকার হবে আমার।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানিয়ে দেব আমি। আর কিছু, মি. রানা?' হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল, রিসিভার তুলে একটা আলোকিত বোতামে চাপ দিলেন অটোম্যান। 'হ্যাঁ।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে রানা আর রোজেনবার্গের দিকে তাকালেন। 'মি. গুইডো ফেলসিয়া। অ্যাটাচী কেসটা নিতে আসবেন কিনা জিজ্ঞেস করছেন, আর জানতে চাইছেন তাঁর ব্যাপারে কী করার কথা ভেবেছি আমরা।'

'আমি কথা বলব,' রোজেনবার্গ বললেন।

'প্লিজ, লাইনে থাকুন, মি. ফেলসিয়া,' রিসিভারে বললেন অটোম্যান। 'স্টিভ রোজেনবার্গ এখনও ব্যাংকে রয়েছেন। আমি তাঁর সাথে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি।'

এগিয়ে আসছেন রোজেনবার্গ, রানা বলল, 'ব্যাংকে চলে আসতে বলুন তাকে। এই সুযোগে তার জানা হয়ে যাবে কেসটা আমি নিয়েছি। ব্যাপারটা তার পছন্দ হবে বলে মনে হয় না।'

অটোম্যানের হাত থেকে রিসিভার নিয়ে রোজেনবার্গ বললেন, 'মি. ফেলসিয়া? রোজেনবার্গ... এখুনি এসে ব্যাগটা নিয়ে যেতে পারেন আপনি। সে-ই ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সাথে কিছু আলোচনাও ছিল। সাইড ডোর দিয়ে ঢুকবেন, মি. ফেলসিয়া, প্লিজ। গুড বাই।' গুইডো ফেলসিয়াকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

'গুড,' বলল রানা, তাকাল অটোম্যানের দিকে। 'প্রায় সাতটা বাজে। ব্যাংকের ভেতরটা একবার ঘুরে দেখতে চাই আমি। সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে জানা দরকার আমার।'

'মানে আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কীভাবে কাজকর্ম হয়, তা-ও দেখতে চাই।'

'আমি নিজে আপনাকে ঘুরিয়ে আনতে পারতাম, মি. রানা,' অটোম্যান বললেন, 'কিন্তু মার্কাস বার্গলারের সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তা ছাড়া, সিকিউরিটি আর কাজের দায়িত্বে রয়েছে রোজেনবার্গ, তার হাতেই আপনাকে ছেড়ে দিলাম। রোজেনবার্গ, ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে, শুধু বাড়িতে একটা ফোন করতে হবে।'

নক হলো দরজায়, ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকল একজন সেক্রেটারী। কফি পরিবেশন করে মেয়েটা চলে যেতে অটোম্যান রোজেনবার্গকে বললেন, 'এখান থেকে ফোন করো বাড়িতে।'

'আমি বরং আউটার অফিস থেকে ফোন করি, ওখান থেকে নীচে নেমে অপেক্ষা করব মি. ফেলসিয়ার জন্যে। তাকে নিয়ে...'

'বেশি সময় দেবেন না তাকে। নীচে নামার সময় অ্যাটাচী কেসটা নিয়ে যান। সে পৌঁছুলে একটা খবর দেবেন। হের অটোম্যান আমাকে নিয়ে নীচে নামবেন, ফেলসিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন লবিতে। ঠিক আছে?'

রানার কথায় রাজি হয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন রোজেনবার্গ, কফির কাপে মাত্র একবার চুমুক দিয়েছেন।

'মার্কাস বার্গলারের সাথে তো খানিক পর দেখাই হচ্ছে আমার,' আপনমনে বললেন অটোম্যান। 'টড কোরিস আর মোনা জেনেটিকে এখুনি ফোন করে আপনার কথা জানাতে পারি, তাই না? অপেক্ষার সময়টা বসে থাকি কেন?'

'ঠিক,' সায় দিল রানা।

নোটবুক খুলে ডায়াল করলেন অটোম্যান। অপারেটর সাড়া দিতে টড কোরিসকে চাইলেন তিনি। অপারেটর ডায়াল করছে, শব্দটা শুনতে পেল রানা। রিসিভার তোলার ক্লিক আওয়াজটাও কানে এল। হাসির সাথে কথা বলল টেক্সাসের টড কোরিস। ধীরে ধীরে শান্তসুরে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন অটোম্যান। রানা শুনতে পাচ্ছে, সেই সাথে টের পেল ক্রমশ ভারি টানা টানা আর নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠল টড কোরিসের কণ্ঠস্বর।

টড কোরিসের মাতলামি বাধা দিলেও, নিজের কথা শেষ করলেন অটোম্যান। রানা এজেন্সির মি. মাসুদ রানাকে আমরা কেসটার দায়িত্ব দিয়েছি। এ-ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে ওঁরাই গোটা ইউরোপে সেরা প্রতিষ্ঠান। আপনার সাক্ষাৎকার নেবেন তিনি। তার সাথে যদি যোগাযোগ করতে চান, হোটেল হিলটনে পাবেন। তা না করলে আপনার সাথে প্যারেড প্লাজায় দেখা করবেন তিনি।

উত্তরে টড কোরিস উত্তেজিতভাবে বলছে এই মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত সে, এই সময় যোগাযোগ কেটে দিয়ে আরেক নম্বরে ডায়াল করলেন অটোম্যান।

মিষ্টি নারীকণ্ঠ শুনতে পেল রানা, তলপেটের কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি জাগল। লক্ষ করল, অটোম্যান তার গলা একেবারে কোমল করে এনেছেন। টড কোরিসকে যা বলেছেন, মোনা জেনেটিকেও তাই বললেন তিনি।

'মোনা জেনেটি বলছেন, মি. রানা,' বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছে অটোম্যানের চোখ, 'অটোবানে আপনি যে ব্যস্ততা দেখিয়েছেন, তার কি পরিসমাপ্তি ঘটেছে? যদি ঘটে থাকে, আজ রাতে তিনি আপনার সাথে ডিনার খেতে চান।'

এ-ধরনের আকস্মিক আমন্ত্রণ অপ্রত্যাশিত, প্রত্যাখ্যান করবে কিনা ভাবছে রানা।

এমন সময় অটোম্যান ব্যাখ্যা করলেন, 'মোনা জেনেটি বলছেন, শুধু ডিনার খাওয়ার সময়টা ফ্রি থাকবেন তিনি। আপনি যদি...'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'সাড়ে ন'টা হলে চলবে?'

সময়টা জানালেন অটোম্যান, তারপর দু'একটা কথা শুনে ক্রেডলে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। 'কী ব্যাপার, মি. রানা? আমি তো কিছুই বুঝলাম না! অটোবানে আপনি ব্যস্ত ছিলেন, এ-কথার মানে কী?'

'জেনেভা থেকে আসার সময় ওর গাড়িটাকে ওভারটেক করি আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু ভাবছি অন্য কথা। লাঞ্চের সময় মোনা জেনেটি আপনার সঙ্গে জুরিখে ছিল, অথচ জেনেভা থেকে আসার সময় তাকে আমি পথে পেলাম।'

'ও, এই ব্যাপার!' হাসলেন অটোম্যান। 'মোনা জেনেটি আমাকে বলেছিলেন, লাঞ্চ সেরে সরাসরি এয়ারপোর্টে যাবেন তিনি, জেনেভায় কী একটা কাজ আছে তাঁর।'

'কথাটা কখন আপনাকে জানাল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনি তাকে আমার কথা বলার পর, তাই না?'

অবাক হলেন অটোম্যান। 'কী করে বুঝলেন?'

মৃদু হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা।

অটোম্যানও আর প্রসঙ্গটা তুললেন না। 'মোনা জেনেটি একটু খেয়ালি প্রকৃতির,' বললেন তিনি। যেন মেয়েটার পক্ষ নিয়ে ডিনার খাওয়ার আকস্মিক আমন্ত্রণটা ব্যাখ্যা করছেন। রানা সন্দেহ করল, ভদ্রলোক সম্ভবত সামান্য ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছেন। বললেন, 'আপনি তাঁর বেলেভ্যু হোটেলের স্যুইটে যাবেন। মেইনডাফ রেস্তোরাঁয় ফোন করে দু'জনের জন্যে একটা টেবিলের ব্যবস্থা করতে বলবেন তিনি, একজনের কথা বলা ছিল।'

টুন টুন করে একটা বেল বেজে উঠল। 'লবি থেকে রোজেনবার্গ,' বলে একটা রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন অটোম্যান। 'হ্যাঁ?... নামছি আমরা।' ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকালেন। 'এইমাত্র পৌঁচেছেন মি. ফেলসিয়া। রোজেনবার্গ আমাদের জন্যে এলিভেটর পাঠাচ্ছে।'

রানার কাছ থেকে কাগজগুলো নিয়ে একটা ওয়াল-সেফে তালা দিয়ে রাখলেন অটোম্যান, সেফটা তাঁর লাইব্রেরির একাংশের পিছনে আড়াল করা। হ্যাট আর টপকোট নিয়ে রানাকে পথ দেখিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোলেন ভদ্রলোক।

এলিভেটর থেকে লবিতে নেমে ওরা দেখল, একটা মার্বেল পিলারের কাছে ফেলসিয়ার সাথে কথা বলছেন রোজেনবার্গ। রানাকে নিয়ে নিঃশব্দে হাঁটছেন অটোম্যান, দু'জনেই ভান করছে ফেলসিয়া বা রোজেনবার্গকে তারা দেখতে পায়নি। নিস্তব্ধ বিল্ডিঙের ভেতর ওদের পদশব্দ প্রতিধ্বনি তুলল।

'ওহ্, হের অটোম্যান!' ডাক দিলেন রোজেনবার্গ।

ঘুরলেন অটোম্যান, রোজেনবার্গের দিকে এগোলেন। তাঁকে অনুসরণ করল রানা, তবে ফেলসিয়ার দৃষ্টিপথের বাইরে লুকিয়ে রাখল নিজেকে।

'হের অটোম্যান, আমাদের একজন অত্যন্ত সম্মানী ক্লায়েন্টের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই,' সবিনয়ে বললেন রোজেনবার্গ। 'উনি মি. গুইডো ফেলসিয়া, শিকাগোর একজন অভিজাত পুঁজিপতি।'

'আমরা আপনার সমস্যার কথা শুনে ভয়ানক দুঃখিত, মি. ফেলসিয়া,' হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন প্রেসিডেন্ট।

'আচ্ছা, তাই নাকি?' কর্কশ গলায়, অমার্জিত ভঙ্গিতে বলল গুইডো ফেলসিয়া। 'হাসিটা বাদ দিয়ে এ-ব্যাপারে কী করছেন সেটা ব্যাখ্যা করুন।

আপনাদেরকে বিশ্বাস করে জানটা খোয়াতে বসেছি আমি, বুঝলেন! আমার বাঁচার পথ কী তাই বলুন।'

'এই আপনার বাঁচার পথ,' বললেন অটোম্যান, ওস্তাদ জাদুকরের মত এক পাশে সরে গিয়ে আড়ালমুক্ত করলেন রানাকে। 'মাসুদ রানা।'

চার

'হাই, গুইডো!' বলল রানা, সতর্ক পায়ে ফেলসিয়ার দিকে এগোল।

সাপ দেখার মত আঁতকে উঠল ফেলসিয়া, লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল এক পা, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সামনে বাড়িয়ে দিল হাত দুটো। ঝুঁকল সে, রানার ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি। 'কী ঘটছে এখানে? এই লোক এখানে কেন?'

'আপনারা পরস্পরকে চেনেন?' অবাক হওয়ার ভান করলেন অটোম্যান।

'সামাজিক মেলামেশা নেই, তবে চিনি,' হাসি চেপে বলল রানা।

চিৎকার করল ফেলসিয়া, এখনও মারমুখো ভঙ্গি নিয়ে আছে সে, 'আমি এর ব্যাখ্যা চাই! এই লোক এখানে কী করছে?'

চেহারায় উৎসাহ আর গর্ব নিয়ে রোজেনবার্গ বললেন, 'রানা এজেন্সির সাহায্য নিচ্ছি আমরা, মি. ফেলসিয়া। ওঁরা আমাদের ক্লায়েন্টদের রক্ষা করবেন।'

'রক্ষা করবে? ক্লায়েন্টদের? রানা এজেন্সি?' গলার শিরাগুলো ফুটে উঠল ফেলসিয়ার, তার চোখ অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। 'গড, ওহ্ গড! আপনারা ওর সম্পর্কে কিছুই জানেন না! শিকাগোর আন্ডারগ্রাউন্ডে ওকে একটা দানব বলে চেনে লোকে! রানা এজেন্সির লোকেরা পুলিশের চেয়েও বজ্জাত!' রাগে নাকি ভয়ে বলা কঠিন, কাঁপছে সে।

'এটা শিকাগো নয়, ফেলসিয়া। তা ছাড়া, তোমাকে আমি ক্রেজি ডোরিগোর লোক বলেও মনে করছি না।'

রানার কথা ফেলসিয়া শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। 'সর্বনাশ করেছেন আপনারা! খাল কেটে কুমীর ডেকে এনেছেন! সুইস ব্যাংক নাকি কাউকে কিছু জানতে দেয় না? তারা নাকি গোপনীয়তা রক্ষা করে? এবার আপনারা টের পাবেন...'

'ঠিক বলেছেন, মি. ফেলসিয়া,' শান্তসুরে বললেন অটোম্যান, 'আপনার ব্যাপারটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। তবে, ব্ল্যাকমেইলারদের পরিচয় না জানা পর্যন্ত আপনার জীবন একটা হুমকির মধ্যে থাকবে, আর তাই ব্ল্যাকমেইলারদের খুঁজে বের করার জন্যে মি. রানার সাহায্য নিচ্ছি আমরা। তিনি আপনার স্বার্থরক্ষা করবেন। প্রয়োজন হলেই ওঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন আপনি...'

ফেলসিয়ার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। রানার দিকে এক পা এগোল সে।

তার হাবভাব ভয়ঙ্কর, যেন একটা পিন খোলা গ্রেনেড। 'শোনো, মাসুদ রানা!' গর্জে উঠল সে। 'ব্যাংক ছেড়ে এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি আমি, সরাসরি ফোন করব ক্রেজি ডোরিগোকে। কাল সকালের মধ্যে তুমি যদি জুরিখ না ছাড়ো, পুলিশ তোমাকে শহরের একটা কসাইখানায় পাবে, জবাই করা ভেড়ার সাথে।'

ঝট করে আধপাক ঘুরল ফেলসিয়া, ছুটল সাইড ডোর লক্ষ্য করে। তার পাশে থাকতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলেন রোজেনবার্গ। নার্ভাস বোধ করায়, তালা খুলতে দেরি হচ্ছে তাঁর। 'খুলুন শালার দরজা!' খেঁকিয়ে উঠল ফেলসিয়া। 'আপনাদের ব্যাংকে আমি পেচ্ছাব করি!' বোল্ট লক খুললেন রোজেনবার্গ, তাঁকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ফেলসিয়া।

তালাটা আবার লাগাচ্ছেন রোজেনবার্গ। রানা চুপ করে আছে, অটোম্যানও বোবা। দরজায় তালা দিয়ে ওদের কাছে ফিরে এলেন রোজেনবার্গ।

'আমার ধারণা ছিল না...' শুরু করলেন অটোম্যান।

'ভুলে যান,' বলল রানা।

'হুমকিটা– আমার ধারণা– সিরিয়াস, মি. রানা!' চিন্তিত হলেন অটোম্যান। 'মি. ফেলসিয়া যদি সত্যি সত্যি...'

'সিরিয়াস তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' গম্ভীরমুখে জবাব দিল রানা। 'তবে, তার সঙ্গীরা দু'বছর আগে আরও সিরিয়াস হুমকি দিয়েছিল। তারা মারা গেছে, নয়তো জেলে পচছে, কিন্তু আমি বেঁচে আছি।' রোজেনবার্গের দিকে ফিরল রানা। 'চলুন, আমরা দেরি করছি কেন?'

'ও, হ্যাঁ। চলুন, মি. রানা।' বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি রোজেনবার্গের।

'গুড নাইট, হের অটোম্যান।' প্রেসিডেন্টের সাথে হ্যান্ডশেক করল রানা। 'যদি দরকার হয়, মার্কাস বার্গলারকে আমার সাথে হিলটনে যোগাযোগ করতে বলবেন। তা না হলে কাল সকালে আমি তার সাথে দেখা করব।'

'আমি তা হলে বেরিয়ে যাই, রোজেনবার্গ,' অটোম্যান বললেন। 'দেখো, মি. রানাকে আবার দেরি করিয়ে দিয়ো না। ন'টার দিকে ওঁর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'ধন্যবাদ, হের অটোম্যান।'

রানার উদ্দেশে ছোট্ট করে বাউ করলেন রোজেনবার্গ। 'এদিকে, মি. রানা।'

লবি পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওরা, দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে এই সিঁড়ি বেয়েই আজ সকালে ওপরে উঠেছিল গার্ড হ্যান্স মুলার, হাতে ছিল কুড়িয়ে পাওয়া সাদা এনভেলাপ। দরজার সামনে পৌঁছে থামলেন রোজেনবার্গ। 'এটা কমপিউটার রুম,' বললেন তিনি।

দরজা খোলা হলো, চারদিকে আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে দেখে একটুও বিস্মিত হলেন না রোজেনবার্গ। তারপর তাঁর নজরে পড়ল, নিজের ডেস্কে বসে এখনও কাজ করছেন মাদাম ভ্যানেসা। তাঁর রাজত্বে ওরা দু'জন ঢুকছে, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

'মি. রানা, ইনি মাদাম ভ্যানেসা। কমপিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের দায়িত্বে আছেন।' মাদাম ভ্যানেসার উদ্দেশে বাউ করলেন রোজেনবার্গ, জবাবে খাড়া লোহার রডের মত সিধে হলেন ভদ্রমহিলা। তাঁর উপস্থিতিতে খানিকটা অস্বস্তিবোধ করছেন রোজেনবার্গ। নারীসুলভ সহজাত বুদ্ধি দিয়ে মাদাম ভ্যানেসা আগেই টের পেয়ে গেছেন, অফিস সময়ের পর ব্যাংকের ভেতর কিছু ঘটবে, কৌতূহল নিবৃত্ত করার মানসে ইচ্ছে করে রয়ে গেছেন তিনি। অন্তত সেরকমই সন্দেহ করলেন রোজেনবার্গ। রানার দিকে ফিরে ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বললেন তিনি, 'মি. রানা, আমাদের সমস্যা সম্পর্কে মাদাম ভ্যানেসার সবই জানা আছে।'

'কতদিন ধরে ব্যাংকে আছেন আপনি, মাদাম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উনত্রিশ বছর, সার।'

'ভ্যানেসা আমার কাজিন, একজন শেয়ারহোল্ডারও বটে,' তাড়াতাড়ি জানালেন রোজেনবার্গ।

'ওঁকে যদি বিশ্বাস করতে না পারেন,' বলল রানা, 'আর কাকে করবেন?'

'ঠিক তাই,' বললেন রোজেনবার্গ। খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলেন তিনি, তবে পুরোপুরি নয়।

'নাম্বারড ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো সব কি কমপিউটারে?' রানার প্রশ্ন।

'না, সার,' জবাব দিলেন ভ্যানেসা। 'আমাদের সিস্টেম অনুসারে সেটাই নিরাপদ, তবে...'

'আমাদের সিস্টেমটা কী?'

'ভ্যানেসা বলতে চাইছে, একটা সিক্রেট অ্যাকাউন্টের নেপথ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গ্রুপ বা করপোরেশন-এর আসল পরিচয় শুধু ভ্যানেসা, প্রেসিডেন্ট আর আমি জানি।'

'আর, মি. রানা,' ভ্যানেসা বললেন, 'কমপিউটার কার্ডে থাকে শুধু সংখ্যা।'

'ধন্যবাদ, ভ্যানেসা। এদিকে, মি. রানা।' লেজার রুমের দিকে এগোলেন রোজেনবার্গ।

মাদাম ভ্যানেসার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর পিছু নিল রানা। ভদ্রমহিলাকে দেখে অস্বস্তিবোধ করছেন রোজেনবার্গ, ওর দৃষ্টি এড়ায়নি ব্যাপারটা।

লেজার রুমে ঢুকে সরাসরি একটা হংকং ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন রোজেনবার্গ, হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন বিশাল আকৃতির একটা লেজার। 'এটা একটা সিক্রেট অ্যাকাউন্ট লেজার,' বললেন তিনি।

লেজারটার পাতা ওল্টাল রানা।

'দেখতেই পাচ্ছেন, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় প্রকাশ পাবে এমন কিছু নেই এতে,' বললেন রোজেনবার্গ। 'শুধু সংখ্যা।'

'ডিপোজিটের রেকর্ড নিশ্চয়ই রাখতে হয় আপনাদের, তাই না?' প্রতিবাদের সুরে বলল রানা।

'ঠিক কী বলতে চাইছেন?' রোজেনবার্গ বিস্মিত।

'হয় নগদ বা ব্যাংক ট্র্যান্সফারের মাধ্যমে টাকা জমা রাখেন আপনারা। কেউ না কেউ সেটা জানবে।'

'ও, আচ্ছা– বেশ, যে-কোনও একটা নম্বর নিন, তারপর দেখুন।'

একটা সংখ্যা বেছে নিল রানা, ৩২০৫৯৯। দেখল, বেশিরভাগই নগদ জমা নেয়ার রেকর্ড রয়েছে। দুটো রেকর্ড দেখে বোঝা গেল, নিউ ইয়র্কের কোনও ব্যাংক থেকে ড্রাফট এসেছে। আরও ছ'টা ইউরোপিয়ান ব্যাংক থেকে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে টাকা।

'৩২০৫৯৯-এর নেপথ্যে লোকটা কে?' সামান্য চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করলেন রোজেনবার্গ।

'মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আমাদের বেশিরভাগ কেরানি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এখানে,' রোজেনবার্গ বললেন। 'আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে হলে ব্যাংকে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আপনার। সংখ্যা মানে নৈর্ব্যক্তিক একটা ব্যাপার।'

'সর্ষেতে কখনও ভূত পাননি?' জানতে চাইল রানা।

'বাবার আমলে পাওয়া যায়নি। আমার আমলেও না।'

এক সার ডেস্কের দিকে এগোল রানা। 'ডেলিভারি সিস্টেমটা কী রকম?' প্রশ্ন করল ও।

স্টেটমেন্ট লেখার এক গাদা ফর্ম দেখালেন রোজেনবার্গ, সব খালি। 'এই ডেস্কগুলোয় বসে নাম্বারড্ অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট হাতে লেখা হয়।'

'লেজার দেখে?'

'না, কার্ড ইনডেক্স ফাইল থেকে।'

'কোথায় সেগুলো?'

'তালচাবির ভেতর, ম্যাদাম ভ্যানেসার দায়িত্বে,' বললেন রোজেনবার্গ।

'তার কাছে ওগুলো নিরাপদ?' সরাসরি জানতে চাইল রানা, তীক্ষ্ণ নজর রাখল রোজেনবার্গের মুখে।

'তার কাছে?' কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটল রোজেনবার্গের চেহারায়। 'এমনকী আমি চাবি চাইলেও হাজারটা প্রশ্ন করে ভ্যানেসা।'

'তারপর?'

'পূরণ করা স্টেটমেন্ট বিশ্বস্ত কুরিয়ারকে দিয়ে ডেলিভারি দেয়া হয়।'

'সবাইকে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'সবাইকে নয়। কুরিয়ারকে দিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়, সেখান থেকে ডাকযোগে ক্লায়েন্টদের কাছে পৌঁছায়।'

'কারা এই কুরিয়ার?'

'সমাজের গণ্যমান্য বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাঁরা সবাই, উপরি আয় হিসেবে কাজটা করেন। আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে তার কথা মনে রেখে আগে থেকেই কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা আছে আমাদের। একই কুরিয়ারকে নির্দিষ্ট কোনও দেশে দ্বিতীয়বার পাঠানো হয় না। সংকট দেখা দেয়ার পর আমরা চেক করেছি– ভিকটিমদের দু'জনকে একই কুরিয়ার ডেলিভারি দেননি।

পাঁচজন ভিকটিমকে যাঁরা ডেলিভারি দিয়েছেন, তাঁরা পরস্পরকে চেনেন না।'

অনুসন্ধানের শুরুতে এখনও কোথাও কোনও ত্রুটি বা ফাঁক খুঁজে পায়নি রানা। এরপর জানতে চাইল ও, 'মাস্টার লিস্টটা কোথায় রাখেন আপনারা?'

'কোন্ মাস্টার লিস্টের কথা বলছেন?'

'যেটায় গোপন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম-ঠিকানা লেখা আছে,' বলল রানা।

চেহারা দেখে মনে হলো রানার প্রশ্ন শুনে খুশি হয়েছেন রোজেনবার্গ। 'আসুন আমার সাথে,' বলে রানাকে পিছনে নিয়ে লেজার রুম থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, অটোমেটিক এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে বেসমেন্ট বাটনে চাপ দিলেন।

'ওপরে,' রানাকে বললেন তিনি, 'আপনি যা দেখলেন, নীচে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস দেখবেন।'

'লক্ষ করছি, আপনি উৎসাহী হয়ে উঠেছেন,' বলল রানা। 'কারণটা কী?'

'আমার পরামর্শ আর প্ল্যান্ নিয়ে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে কিনা,' গর্বের সাথে বললেন রোজেনবার্গ।

এলিভেটর থেকে চোখ-ধাঁধানো সাদা আলোয় বেরিয়ে এল ওরা, সাদা দেয়াল নিয়ে করিডরটা এগিয়ে গেছে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা ইস্পাতের একটা গেটের দিকে। হাউজফোনে লবিতে সংকেত পাঠালেন রোজেনবার্গ, সাড়া দিল একজন গার্ড। 'জ্বী?'

'রোজেনবার্গ।'

'জ্বী, সার।'

'আমি ভল্টে।'

খানিক বিরতি, তারপর গার্ডের গলা শোনা গেল, 'জ্বী, সার।'

মুখ তুলে রানা দেখল, সিলিং থেকে একটা ক্লোজ-সার্কিট টিভি ক্যামেরা সন্দেহ ভরা চোখে ওদেরকে লক্ষ করছে।

'অ্যালার্ম অফ করো, ওয়ালথার। আমি ভেতরে যাচ্ছি।'

'জ্বী, সার।'

গার্ডকে তার কাজ শেষ করার জন্যে সময় দিচ্ছেন রোজেনবার্গ, এই ফাঁকে রানাকে বললেন, 'গার্ডরুমে একটা কন্ট্রোল বোর্ড আছে, সেটার সাহায্যে দরজা, এলিভেটর, ভল্ট আর গোটা অ্যালার্ম সিস্টেম মনিটর করা যায়। আরেকটা কন্ট্রোল বোর্ড আছে কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে।'

ভল্টের তালা খুললেন রোজেনবার্গ, রানাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। দিনের বেলা যে ডেস্কে গার্ড বসে সেটা খালি রয়েছে, আরও একটু সামনে এগিয়ে একটা করিডরে ঢুকল ওরা; করিডরের দু'পাশে খাঁচাগুলোকে মোটা ইস্পাতের বার দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। দু'পাশের প্রথম দুটো খাঁচায় রয়েছে সেফ-ডিপোজিট বক্স। পরের খাঁচাগুলোয় ট্রলি দেখা গেল, ট্রলিতে সোনার বার রয়েছে, একেকটা চারশো আউন্স। এরপর মোটা ইস্পাতের তৈরি সেফ, সেগুলোয় রয়েছে ব্যাংকের নিজস্ব রিজার্ভ টাকা আর বিনিয়োগ সংক্রান্ত

দলিলপত্র। রানাকে নিয়ে করিডরের একেবারে শেষ মাথায় চলে এলেন রোজেনবার্গ, আলোর তীব্রতা এদিকে চোখ-ধাঁধানো বললেও কম বলা হয়। বাম দিকের শেষ খাঁচাটা খুললেন তিনি, হাত-ইশারায় রানাকে খাঁচার ভেতর ঢুকতে বললেন। ভেতরে ঢুকে রানা দেখল, বিশেষভাবে তৈরি কংক্রিটের দেয়ালে গাঁথা একটা সেফ রয়েছে ওর সামনে। সেফটা ছোট; তীব্র আলোয় চকচক করছে ওটার দরজা। দেখে মনে হলো, কার সাধ্য এই দরজা ভাঙে। কম্বিনেশন ডায়াল তো আছেই, তার সাথে আছে চার থেকে ছ'ইঞ্চি পুরু ইস্পাতকে রক্ষার জন্যে একটা টাইম রুক। রোজেনবার্গের মুখভাব লক্ষ্য করে রানা ধরে নিল, ওরা সম্ভবত সিক্রেট অ্যাকাউন্ট রুমে দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি মাস্টার লিস্টের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন,' বললেন রোজেনবার্গ। 'ওটা এই সেফে রাখা হয়।'

'কার দায়িত্বে? কার হাত ঢুকতে পারে ভেতরে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার দায়িত্বে। একা শুধু আমি এই সেফ অপারেট করতে পারি।'

'আপনি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন, ধরুন। তখন কী হবে?'

'বার্ন-এ আছে কম্বিনেশন,' রোজেনবার্গ বললেন। 'ফেডারেল ট্রেজারিতে। ডিরেক্টররা সেটা সংগ্রহ করবেন।'

সেফটার দিকে তাকাল রানা। 'তালিকায় সব মিলিয়ে কত টাকা আছে? পাঁচশো, ছ'শো মিলিয়ন ডলার?'

'অংকটা যাই হোক, মি. রানা, অটোব্যাংকের সমুদয় সম্পদের শতকরা যতটুকু এখানে থাকা উচিত, এই সংকট মুহূর্তে তারচেয়ে অনেক বেশিই আছে।'

হঠাৎ করে আবার নার্ভাস হয়ে পড়লেন রোজেনবার্গ, তাঁর মনে পড়ে গেছে অটোব্যাংকে মোট গচ্ছিত টাকার শতকরা ৩৯.৮৭ ভাগ গোপন অ্যাকাউন্টের টাকা।

সিক্রেট-অ্যাকাউন্ট রুমের দরজা বন্ধ করে রানাকে পিছনে নিয়ে গেটের দিকে হাঁটছেন তিনি, আপন চিন্তায় মগ্ন। কতবারই না তিনি অটোম্যানের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, বলেছেন অটোব্যাংকের ভিত আরও চওড়া করা দরকার। তা না করে উপায় নেই, কোনও উপায় নেই। স্বাভাবিক গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে ৩৯.৮৭ পার্সেন্টকে কমাতে না পারলে অটোব্যাংক ডুববে। আজকের এই সংকট প্রমাণ করেছে, তাঁর যুক্তিই ঠিক ছিল। কে জানে, হয়তো এরইমধ্যে অনেক দেরি করে ফেলেছে তারা।

গার্ডকে ফোন করলেন রোজেনবার্গ, অ্যালার্ম সিস্টেম আবার চালু করতে পারে সে। লবি পেরিয়ে রানাকে নিয়ে এলিভেটরে চড়লেন তিনি, এরমধ্যে একটাও কথা বলেননি। এই মুহূর্তে টানেলের মুখ লক্ষ্য করে ব্যাঙ্কের লবি ধরে হাঁটছেন। 'দুঃখিত, মি. রানা,' হঠাৎ খেয়াল হতে বললেন তিনি। 'এক্সকিউজ মি, আমি আরেক জগতে ছিলাম।'

'সময় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা, রোজেনবার্গের সাথে হ্যান্ডশেক করল। 'ভাল কথা,' দরজা দিয়ে বেরোবার সময় একবার থামল ও, 'জুরিখে কোথায় উঠেছে ফেলসিয়া বলতে পারেন?'

'প্যারাডাইসে, উনি সব সময় প্যারাডাইসে ওঠেন।'

'কাল তা হলে দেখা হবে।' হাত নেড়ে বিদায় নিল রানা।

ওর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। টানেল ধরে এগোচ্ছে রানা, বেরিয়ে আসবে অফিস বিল্ডিঙের লবিতে, ভাবছে রোজেনবার্গের কথা। ভাইস প্রেসিডেন্ট বেশ অনেকটা সময় একদম চুপচাপ ছিলেন। কারণটা কী এই যে ভদ্রলোক উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তালার কম্বিনেশন শুধুমাত্র তাঁর একার জানা থাকায় এই ব্ল্যাকমেইলিঙের ঘটনাটা ঘটতে পেরেছে? ওর একটা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন ভদ্রলোক, তবে জানিয়েছেন এই বিপদের সময় গোপন অ্যাকাউন্টে এত বেশি টাকা না থাকলেই ভাল হত। কী যেন একটা সমস্যা ভাইস-প্রেসিডেন্টকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

রাতের বানহফস্ট্রাসে-তে বেরিয়ে এল রানা। সার সার ঝাঁকড়া মাথা গাছের পিছন থেকে আলো এসে পড়েছে রাস্তায়। যানবাহন খুব বেশি নয়। রানার মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। উত্তর পাবার কী ব্যবস্থা করা যায় ভাবছে ও। হাতঘড়িতে আটটা বাজে। মাদমোয়াজেল মোনা জেনেটির সাথে দেখা করার আগে কয়েকটা ফোন করা দরকার।

উত্তর দিকে ঘুরে গেল রানা, প্যারেড প্লাতস্-এর দিকে হাঁটতে শুরু করল। জায়গাটা কাছেই, সামান্য শীতের ভাব থাকায় হাঁটতে ভালই লাগবে।

পাঁচ

হালকা নীল লন্ডন ফগ স্প্রিং কোটের বেল্ট অ্যাডজাস্ট করল রানা, শেষবারের মত কামরার চারদিকে তাকাল। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল করিডরে, দরজায় তালা লাগিয়ে এগোল এলিভেটরের দিকে।

এলিভেটরে ঢুকে নীচের বোতামে চাপ দিল ও, সরাসরি গ্যারেজে নামবে।

তদন্তের কাজ শুরু হয়ে গেছে। রানা এজেন্সির শিকাগো শাখা থেকে ডেভিড ব্লক ওকে আশ্বাস দিয়েছে, গুইডো ফেলসিয়া আর টড কোরিস সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য কাল সকালের মধ্যে পেয়ে যাবে সে। আজ রাতেও পেয়ে যেতে পারে। আমেরিকায় এখনও বিকেল, কাজেই চিন্তার কিছু নেই। ডেভিড ব্লক রানার পুরনো বন্ধু, সুইটজারল্যান্ডের মেয়েরা বড়সড় আকৃতির কিনা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জানতে চেয়েছে সে, যেন তথ্যটা পাবার ওপর তার বাঁচার আনন্দ নির্ভর করছে। উত্তরে রানা তাকে বলেছে, এখানকার মেয়েরা, বিশ্বাস করো, আমেরিকান লাল চুলো মেয়েদের মত আকর্ষণীয়া নয়। ডেভিড ব্লকের স্ত্রী লাল চুলের অধিকারিণী, কাজেই উত্তরটা সঠিক হয়েছে। তারপর রানা তাকে বলেছে, তথ্যগুলো যদি আজ সন্ধ্যের মধ্যে যোগাড় করতে পারো, টেলেক্স করে পাঠিয়ে দিয়ো জেনেভা অফিসে। রিনি রেজাকে বলা আছে, সময় মত তার কাছ থেকে জেনে নেব আমি।

প্যারিস থেকে লিলাচ জানিয়েছে, মার্কাস আর ফেডানো সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব। যদি না পারে, জানাবে সে। রানা এজেন্সি এই কাজটা করতে যে সময় নেবে, লিলাচ তারচেয়ে অনেক কম সময় নেবে বলে রানার ধারণা। লিলাচ একজন এক্সপোর্টার, আমেরিকায় ওয়াইন এক্সপোর্ট করে। কাগজ-পত্র আর সাইনবোর্ড, অন্তত তাই বলে। আসলে সি.আই.এ.-র যে অল্প দু'একজন এজেন্টের সাথে সদ্ভাব আছে রানার, তাদের মধ্যে আঁন্দ্রে লিলাচ একজন। লোকচক্ষুর অনুসন্ধানী দৃষ্টির অন্তরালে টেলিফোন, টেলেক্স, স্টাফ ইত্যাদি সবই আছে তার। ওয়াইন কেনার নাম করে গোটা ইউরোপ চষে বেড়াবার সুযোগটাও ভোগ করে সে। 'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, রানা,' আশ্বাসের সুরে বলেছে রানাকে। 'সকালের আগেই ওদের সম্পর্কে সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাব আমি, তুমি বরং তোমার মাইক্রোস্কোপ রেডি রাখো। তথ্যগুলো কোথায় পাঠাতে হবে?'

তাকেও জেনেভা অফিসের কথা বলেছে রানা। হোটেল অপারেটরকে ঘুষ দিয়ে বশ করা কঠিন কোনও ব্যাপার নয়, কাজেই তাদেরকে বিশ্বাস করতে রাজি নয় সে।

বাকি থাকল শুধু মোনা জেনেটি। মেয়েটার ব্যাপারে খানিক অপেক্ষা করতে চায় রানা। মাসুদ রানার সুবিখ্যাত জাদুকরী প্রভাব সত্যি যদি কোনও কাজের জিনিস হয়, আজ রাতের ডিনার শেষ হওয়ার আগেই তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে ও। তথ্য সংগ্রহ করতে হলে আগে জানা দরকার কোথায় বাস করে মেয়েটা, তার জাতীয়তাই বা কী।

এলিভেটর থেকে নামার সময় রানা ভাবল, আজ সকাল এগারোটার দিকে একশো পঁচাত্তর মাইল দূরে জেনেভায় ছিল ও, এখন বাজে সন্ধ্যে পৌনে আটটা, এই স্বল্প সময়ের ভেতর ভালই এগিয়েছে সে, অন্তত তদন্ত শুরু করার প্রস্তুতিটা নেয়া হয়ে গেছে।

নিজেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করা রানার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও, আজ তার ব্যতিক্রম ঘটল। আর এই সামান্য গর্ববোধের কারণেই পশমী রেনকোট পরা লোকটাকে দেখতে পেল না ও। রেনকোটের কলার খাড়া করে ঘাড়টা ঢেকে রেখেছে সে, হ্যাটটা কপালের ওপর নামিয়ে আড়াল করেছে চোখ দুটো। রানার মনোযোগ আরেকটা কারণে বিভ্রান্ত হলো। গ্যারেজের ভেতর কান ফাটানো শব্দে জার্মান রক সঙ্গীত বাজছে। মুখ তুলে জোড়া স্পীকারের দিকে বার দুয়েক তাকাল রানা খুবই বিরক্ত হয়েছে ও।

পশমী রেনকোট পরা লোকটা পকেটে হাত ভরে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডান হাতের আঙুলগুলো পেঁচিয়ে আছে .৩২ ক্যালিবারের একটা রিভলভারের বাঁট। কোনও সন্দেহ নেই, রানার জন্যেই অপেক্ষা করছে সে। এলিভেটর থেকে নেমে গ্যারেজ অফিসের দিকে রানা পা বাড়াতেই, ওর কাছাকাছি থাকার জন্যে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল লোকটা, মাঝখানে দু'সারি গাড়ির দূরত্ব।

রক সঙ্গীতের সাথে পাল্লা দিয়ে শব্দজট তৈরি করছে একাধিক গাড়ির এঞ্জিন, সদ্য আগত গাড়ি থেকে হৈ-চৈ করে নামছে আরোহীরা। গ্যারেজের

ভেতর এত লোক, এখানে কোনও বিপদ হবার আশঙ্কা নেই, নিজের অজান্তে এ-কথাও হয়তো ভেবে থাকতে পারে রানা। ভাবছিল রিনি রেজার কথা, তাকে ফোন করতে হবে। কাজেই পশমী রেনকোট পরা লোকটা এক সার গাড়িকে পাশ কাটিয়ে দূরত্ব কমিয়ে আনলেও তাকে দেখতে পেল না ও।

এবার পকেট থেকে হাতটা বের করল সে।

রিভলভার ধরা হাতটা তুলল, কাঁধ থেকে কব্জি পর্যন্ত নিভাঁজ। রানাকে সাইটে পেয়ে ট্রিগার টিপতে যাবে, এই সময় পক্বকেশ এক বৃদ্ধকে পথ ছাড়ার জন্যে একপাশে সরে গেল রানা। ওর হবু আততায়ী 'ধুস শালা' বলে হাতটা নামিয়ে নিল, টার্গেটকে আবার সুযোগ মত পাবার জন্যে হন হন করে এগোল। বুড়োকে পথ ছাড়ার পর, লাফ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেছে রানা, বাধ্য হয়ে–একজন অ্যাটেনড্যান্ট সাদা ফিয়াট নিয়ে ওর গায়ের ওপর চড়াও হতে যাচ্ছিল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি হাসল অ্যাটেনড্যান্ট।

অস্থির হয়ে উঠেছে খুনি। দেরি করে ফেলছে সে। সামনে গাড়ি আর সাদা ইউনিফর্ম পরা অ্যাটেনড্যান্টদের ভিড়, তার টার্গেট সেদিকেই এগোচ্ছে। মনে মনে অথর্ব বুড়োটাকে মা-বাপ তুলে খিস্তি করল সে। এতক্ষণে কাজ সেরে ফিরে যেতে পারত, ওই বুড়ো শালার জন্যেই পারা গেল না।

ফিয়াটটা পাশ ঘেঁষে চলে যেতেই রানা দিক বদল করল, এই প্রথম পশমী রেনকোট পরা লোকটাকে পলকের জন্যে দেখতে পেল ও। বিস্মিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াল এবং চোখ বুজে গাছের ডালে বসা ঘুঘুর মত সহজ টার্গেট হয়ে গেল। রিভলভার তুলে লক্ষ্যস্থির করল লোকটা, ট্রিগার টেনে দিল, সব মিলিয়ে আধ সেকেন্ডের বেশি সময় নিল না।

ডাইভ দিয়ে কংক্রিট মেঝেতে লাফিয়ে পড়ার জন্যে ওই আধ সেকেন্ডই দরকার ছিল রানার। মেঝেতে পড়ার আগেই কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনল ও, ওর পিছনে পার্ক করা গাড়িটার উইন্ডশিল্ড গুঁড়ো হয়ে গেছে। ডাইভ দিয়েই, ড্রপ খাওয়া বলের মত লাফ দিল রানা; তারপর মাথা নিচু করে ছুটল– আততায়ী আর নিজের মাঝখানে একটা গাড়ি পেতে হবে।

পায়ের শব্দ শুনে মাথা তুলল রানা। পরবর্তী গাড়ি লক্ষ্য করে আবার ডাইভ দিতেই দ্বিতীয় বুলেটটা ওর কানের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

পিছু পিছু আসছে লোকটা। বিপজ্জনক একটা খেলা শুরু হয়েছে। কার আন্দাজ ঠিক হয় তার ওপর নির্ভর করবে কে জিতবে। কোন্ লোকটা কোন্ দিকে এগোবে এখন?

ঝুঁকি নেবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। সবুজ একটা মার্সিডিজের পাশ ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ও, মৃত্যু আর ওর মাঝখানে এই একটাই গাড়ি। সতর্ক রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল লোকটা, মার্সিডিজের পিছন থেকে রিভলভার-সহ বেরিয়ে আসছে একটা হাত। স্থির হয়ে গেল রানা, জানে এই মুহূর্তে গুলি হলে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে ওর। দাঁড়াল ও, ঘুরেই লাফ দিল গাড়িটার সামনে। বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেটটা, একটা কংক্রিট পিলারে লাগল।

পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠল এবার। গাড়ি ও লোকজনের নিরাপদ ভিড় আর রানার মাঝখানে চলে এসেছে লোকটা। কাঁকড়ার মত দ্রুত পিছু হটল রানা, একটা কংক্রিট পিলারকে আড়াল হিসেবে পেল। যেন অস্থির উন্মাদ একটা, চারদিকে উদভ্রান্তের মত তাকাল ও। যে-কোনও ধরনের একটা অস্ত্র দরকার, তা না হলে পরের বুলেটটাই মৃত্যু ডেকে আনবে।

পিলারের পিছনে সিধে হলো রানা। ওর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গাড়ি, আঠারো ইঞ্চি লম্বা হয়ে আছে রেডিও এরিয়াল। খুনির সতর্ক পায়ের আওয়াজ কানে ঢুকল। ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে যতটা সম্ভব লম্বা করল রানা এরিয়াল, হ্যাঁচকা টানে গাড়ি থেকে ভেঙে আনল সেটা। এবার পিলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে, এরিয়ালটা চাবুকের মত সপাং করে মারল হতভম্ব হবু খুনির মুখ লক্ষ্য করে।

প্রথম আঘাতটা লাগল বাম গালে। গাল থেকে রক্ত আর রিভলভার থেকে বুলেট একই সময়ে বেরোল। হাতটা আগেই নড়ে গেছে, ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সে। এরিয়ালের দ্বিতীয় আঘাতটা লাগল রিভলভার ধরা হাতে, মুহূর্তের জন্যে অবশ করে দিল কব্জিটাকে। এরপর ডাইভ দিল রানা।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল লোকটা, তার ওপর পড়ল রানা। শুরু হলো জীবনমরণ ধস্তাধস্তি।

রকসঙ্গীত থেমে গেল। রানার কানে ছুটন্ত পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ ঢুকল। এতক্ষণে গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে অ্যাটেনড্যান্টরা।

লোকটার রিভলভার ধরা হাতটার কব্জি শক্ত করে ধরে ফেলেছে রানা, হাত থেকে অস্ত্রটা ছাড়াবার জন্যে মেঝের উপর ঘন ঘন আছাড় মারছে কব্জিটাকে। এই সময় লোহার মত শক্ত কয়েক জোড়া হাত অমার্জিত ভঙ্গিতে লোকটার ওপর থেকে টেনে তুলল ওকে। রানা প্রতিবাদ করলেও, ওর গলায় হাত পেঁচিয়ে টান দিল কেউ একজন। দম বন্ধ হয়ে এল ওর। টেনে-হিঁচড়ে ওকে সরিয়ে নিয়ে আসা হলো। দু'জোড়া হাত সিধে করল ওকে, জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করল, কেন তারা মারামারি করছে। একটা পিলারের কাছাকাছি, খানিক দূরে, আরও দু'জন লোক খুনি লোকটাকেও একই প্রশ্ন করছে।

পশমী রেনকোট পরা লোকটা তাদের একজনের তলপেটে হাঁটুর গুঁতো মারল, অপরজনের গলায় হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল। তারপর ঝেড়ে দৌড় দিল গেটের দিকে।

খুনি পালিয়ে যাচ্ছে দেখে তার পিছু নিতে গেল রানা, কিন্তু লোক দু'জন বাধা দিল ওকে। 'মারামারি করা ভাল না, মঁশিয়ে!' ধমকের সুরে বলল একজন।

দুম করে তার নাকে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। 'কী করেছ জানো, গাধার বাচ্চারা?' রাগে দিশেহারা বোধ করছে ও। 'একজন খুনিকে তোমরা পালিয়ে যেতে দিয়েছ!'

হতভম্ব অ্যাটেনড্যান্টরা ছেড়ে দিল রানাকে, কিন্তু ততক্ষণে পশমী রেনকোট পরা লোকটা গ্যারেজ ছেড়ে পালিয়েছে। পিছু নিয়ে লাভ নেই বুঝতে পেরে

অফিসের দিকে এগোল রানা, অ্যাটেনড্যান্ট চারজন জার্মান আর সুইস ভাষায় তর্ক করতে করতে ওর সাথে ভেতরে ঢুকল।

'কী হয়েছে, সার?' অফিসের লোকটা জিজ্ঞেস করল রানাকে।

'হবে আবার কী!' রাগে ফুঁসছে রানা। 'এরা, তোমার লোকেরা, একজন খুনিকে পালিয়ে যেতে দিল!'

'বলেন কী, সার। সত্যি নাকি?' অ্যাটেনড্যান্টদের বস্ ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

'না, বানিয়ে বলছি,' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'চার... সম্ভবত পাঁচটা গুলি করেছে আমাকে লক্ষ্য করে।' অ্যাটেনড্যান্টরা এখনও চেঁচামেচি করছে, তাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল ও, 'রিভলভারটা কোথায়?' একজন এগিয়ে এল, মুখের চেহারা টকটকে লাল, এলোমেলো হয়ে আছে মাথার চুল, রিভলভার বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। পকেটে হাত ভরল রানা, একটা টিস্যু পেপার বের করে অস্ত্রটা জড়াল, তারপর ডেস্কের ওপর রেখে বলল, 'খুলে দেখো– চার কি পাঁচটা খালি শেল পাবে।' পকেট থেকে পার্কিং চেক বের করল ও, রিভলভারের পাশে রাখল সেটা। 'দয়া করে আমার গাড়িটা নিয়ে এসো। দেরি হয়ে গেছে আমার।'

নাইট ম্যানেজার অ্যাটেনড্যান্টদের একজনকে ডেকে টিকেটটা ধরিয়ে দিল। অ্যাটেনড্যান্ট কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে রানাকে বলল সে, 'কিন্তু, সার, আপনাকে যে একটু অপেক্ষা করতে হবে। পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে।'

সাইরেনের শব্দ ভেসে এল, কংক্রিটের সাথে চাকার ঘর্ষণে বিকট শব্দ তুলে গ্যারেজে ঢুকল পাউডার-ব্লু কালারের একটা পুলিশ কার, সেটার পিছু পিছু এল সবুজ রঙের একটা পিগট। এই পিগটটাই এয়ারপোর্ট থেকে পিছু নিয়েছিল গুইডো ফেলসিয়ার।

পুলিশ কার থেকে ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক নামল। পিগট থেকে নামল হিটলারী গোঁফ নিয়ে শক্ত-সমর্থ প্রায় চারকোনা লোকটা। তার ড্রাইভার, গাড়ি থেকে নামতেই দেখা গেল ছ'ফুটের বেশি লম্বা সে, শরীরের গড়ন হেভীওয়েট বক্সারের মত।

একটা আইডেনটিটি কার্ড বের করে রানা, নাইট ম্যানেজার, আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাটেনড্যান্টদের দেখাল চারকোনা লোকটা। 'ক্যাপ্টেন শ্লাচোর, হ্যান্স শ্লাচোর– সুইস ফেডারেল পুলিশ। কী ঘটেছে এখানে?' ভারি গলা, গ্যারেজের ভেতর গমগম করে উঠল।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে নাইট ম্যানেজার, এই সময় রানার ল্যামবোরগিনি নিয়ে ফিরে এল চতুর্থ অ্যাটেনড্যান্ট। এঞ্জিন চালু রেখেই গাড়ি থেকে নামল সে, দেখাদেখি বাকি সবার সাথে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল। রানা একা চুপ করে আছে, খানিকটা উদ্বিগ্ন। ত্যাঁদড় বলে কুখ্যাতি আছে লোকটার, জানে ও। কারও পিছনে লাগলে জীবনটা তার নরক বানিয়ে ছাড়ে।

'চোপ!' হঠাৎ গর্জে উঠল ক্যাপ্টেন শ্লাচোর। অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা নেমে এল গ্যারেজের ভেতর। ইউনিফর্ম পরা লোকদের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'এদের

বক্তব্য রেকর্ড করো।' নাইট ম্যানেজার আর অ্যাটেনড্যান্টদের নিয়ে একপাশে সরে গেল তারা। আবার বাক্যবৃষ্টি শুরু হলো, তবে আগের চেয়ে নিচু গলায়।

আচরণ দেখে বোঝা গেল, ক্যাপ্টেন শ্লাচোরের সময়ের কোনও অভাব নেই। রানাকে ঘিরে বার দুয়েক চক্কর দিল সে, ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছে, ঠোঁট-টেপা মুখে রাজ্যের গাম্ভীর্য। তার সঙ্গী, প্রকাণ্ড গরিলা, পিগটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করা।

'এটা তোমার গাড়ি?' অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করল শ্লাচোর, গাড়ির দিকে মাথাটা ঝাঁকাল।

'হ্যাঁ,' শান্ত, নির্লিপ্ত সুরে বলল রানা। বুঝতে পারছে, কয়েক মিনিট আগে হোটেল স্যুইট থেকে বেরোবার সময় চেহারায় যে মার্জিত ভাবটুকু ছিল তা অদৃশ্য হয়েছে। বিধ্বস্ত চেহারা মানুষকে ভুল বুঝতে সাহায্য করে।

'গাড়ির এঞ্জিনটা বন্ধ করবে কি?' প্রশ্ন করল হ্যান্স শ্লাচোর।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। গাড়িটার পাশে এসে খোলা দরজা দিয়ে হাত ঢোকাল ও, চাবিটা ঘোরাল।

এঞ্জিনের শব্দ থামতেই কর্কশ গলায় ক্যাপ্টেন বলল, 'মনে হচ্ছে এশিয়ান, তাই না? কার গাড়ি চালাও তুমি?'

'আমি মাসুদ রানা,' সিধে হয়ে শান্ত হাসির সাথে বলল রানা। পকেট থেকে পরিচয়-পত্র বের করল। 'রানা এজেন্সির ডিরেক্টর, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। সুইটজারল্যাণ্ডে কাজ করার জন্যে অনুমতি নেয়া আছে। জেনেভায় অফিস আছে আমাদের।'

রানার হাত থেকে পরিচয়-পত্রটা নিল ক্যাপ্টেন। 'হুম,' উচ্চারণ করল সে। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে দেখার পর ফেরত দিল সেটা। 'জুরিখে আপনি কী করছেন?'

রানা লক্ষ করল, সম্বোধনের সুর পাল্টে গেলেও, ক্যাপ্টেনের চেহারা আগের মতই গম্ভীর। দ্রুত চিন্তা করছে ও। শ্লাচোরের বদলে অন্য কেউ হলে ছয়-নয় একটা কিছু বুঝিয়ে পার পাওয়া যেত। কে, আমি? জুরিখে? স্রেফ ব্যক্তিগত একটা কাজে এসেছি, অফিসার... আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, আমার প্রেমিকা মোনা জেনেটির সাথে দেখা করব। দেরি হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন, দয়া করে তাড়াতাড়ি যেতে দিন আমাকে। কিন্তু অফিসারটি যেহেতু শ্লাচোর, এ-ধরনের কিছু বলা হলে তার পাতা ফাঁদে পা ফেলা হবে মাত্র। ব্যস, তদন্তের পুরোটা সময় তোমার পিছনে লেগে থাকল বেজন্মা একটা কুকুর। কে জানে, লোকটা হয়তো এরইমধ্যে ওর পিছনে লেগে থাকার শপথ করে বসেছে। 'অটোব্যাংকের একটা কেস তদন্ত করছি আমি,' বলল রানা, শ্লাচোরের তীক্ষ্ণ চোখে কড়া দৃষ্টি রেখে। নরম হলে এই লোক পেয়ে বসবে।

'তদন্তের বিষয়টা কি জানতে পারি?' আবার রানার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল ক্যাপ্টেন।

'জানানো সম্ভব নয়।'

পরস্পরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর ক্যাপ্টেন মাথা

ঝাঁকিয়ে বলল, 'জানতাম এরকম একটা উত্তরই পাব। কিছু আসে যায় না। যা জানার সবই আমি শিগগির জানতে পারব।' একটা নোটবুক বের করল সে। 'আপনি কি এই হোটেলে উঠেছেন? রুম নম্বরটা বলুন।'

'সাতশো নয়,' বলল রানা। 'স্যুইট।'

এবার শুধু রানার জুতো আর কাপড়চোপড়ের ওপর চোখ বোলাল ক্যাপ্টেন শ্লাচোর। 'কী ঘটল এখানে?'

'এক লোক আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, রিভলভার দিয়ে। সেটা ওদের কাছে আছে।' চোখ ইশারায় অ্যাটেনড্যান্টদের দেখাল রানা। 'জোকারগুলো মিনিট-পাঁচেক ধরে নাড়াচাড়া করছে ওটা, আঙুলের ছাপ পাবেন বলে মনে হয় না।'

গরিলার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে অ্যাটেনড্যান্টদের দিকে এগোল সে, রিভলভারটা নিয়ে ফিরে এল নিজের জায়গায়।

'লোকটাকে আপনি চিনতে পেরেছেন?' রানাকে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন।

'সুযোগ পাইনি,' বলল রানা। 'অন্ধকারে তাকে আমি জড়িয়ে ধরি, কিন্তু অ্যাটেনড্যান্টরা আমাকে সরিয়ে নিয়ে আসে। লোকটা পালিয়ে গেল।'

'তার চেহারার একটা বর্ণনা দিন।'

'গায়ে পশমী রেনকোট ছিল। হ্যাটটা মাথা থেকে পড়েনি– ব্যাপারটা অদ্ভুত। দু'জনেই আমরা বেশ কিছুক্ষণ মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়েছি।'

মাথাটা এক দিকে একটু কাত করে রানার দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'কে আপনাকে খুন করতে চাইবে? কেন?'

'সেটাই তো স্তম্ভিত করে দিয়েছে আমাকে,' বলল রানা। 'আমার কোনও ব্যক্তিগত শত্রু জুরিখে অন্তত নেই।'

'আপনার অস্ত্রটা দিন, পরীক্ষা করব– লাইসেন্সটাও বের করুন।'

'লাইসেন্স হোটেলে।'

'লাইসেন্স ছাড়া অস্ত্র বহন করা বেআইনী, আপনি জানেন।'

চেহারা কঠিন হলো রানার। 'সাথে অস্ত্র থাকলে লোকটা পালিয়ে যেতে পারত না।' টপকোট আর জ্যাকেট ফাঁক করে দেখাল, ও, খালি। জ্যাকেটের বোতাম লাগাল, বেল্টটা শক্ত করল কোমরে, কাজ সেরে একটা হাত চালাল মাথার চুলে। 'এক মেয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, ক্যাপ্টেন, ডিনার আছে। প্রথমে দেরির জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করব ফোনে, তারপর আপনাকে বিদায় জানাব, ঠিক আছে?'

সশব্দে নোটবুকটা বন্ধ করল ক্যাপ্টেন শ্লাচোর, বল-পয়েন্টটা ভেতরের পকেটে রাখল। 'ঠিক আছে, মি. রানা।'

ঘুরল রানা। 'আবার আমাদের দেখা হবে,' পিছন থেকে বলল ক্যাপ্টেন। 'জুরিখের ব্যাংক ডিটেইল-এর চার্জে আছি আমি।'

তার দিকে ঝট্ করে ফিরল রানা। এটা ওর জানা ছিল না। দেখল, ক্যাপ্টেনের চোখে কৌতুক চিকচিক করছে। রানাকে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন করতে

পেরে নিজের ওপর ভারি সন্তুষ্ট বোধ করছে লোকটা।

মনে মনে শংকিত না হয়ে পারল না রানা। অটোব্যাংকের কেসটা সম্পর্কে পুলিশকে কিছু জানানো সম্ভব নয়, অথচ এমনই ভাগ্য যে পিছনে লেগে গেল শার্লক হোমস-এর আধুনিক সংস্করণ ক্যাপ্টেন শ্লাচোর।

ছয়

রেলেভ্যু হোটেল বেলেভ্যুপ্লাতস-এ, লিমাট নদীর কাছাকাছি। রাতের নির্জন রাস্তা, ফুলস্পীডে গাড়ি চালিয়ে সাড়ে ন'টার আগেই হোটেলের গ্যারেজ অ্যাটেনড্যান্টদের হাতে তুলে দিতে পারল রানা ল্যামবোরগিনিটাকে। গ্যারেজ থেকে সরাসরি হোটেলে ঢুকল ও।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেলেভ্যু হোটেলে ছিল ডিউক, রাজা-মহারাজা, খনি সম্রাট আর সম্পদ শিকারীদের গ্রীষ্মকালীন আড্ডা। একশো বছর পর পশ্চিম জার্মানীর ব্যবসায়ী, আফ্রিকান কূটনীতিক, আমেরিকান চিত্রনির্মাতা আর বয়স্কা নীল চুলো ফরাসী মহিলার এখানে নিজেদের আসর জমিয়ে তোলে। বেলেভ্যুর হলরুম আর লবিতে যে ঝাড়বাতিগুলো আছে, আকার আকৃতিতে সেগুলোর তুলনা পাওয়া কঠিন। দুনিয়ার সবচেয়ে দামী কার্পেট দিয়ে গোটা হোটেলের সমস্ত মেঝে মুড়ে ফেলা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক নামকরা নেতা, যারা গরীবী হটাও আন্দোলনের প্রথম সারিতে আছে বা মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি নিয়ে সারাজীবন রাজনীতি করছে, গোপনে এই হোটেলে উঠে দু'হাতে টাকা ওড়ায়, ধনী দেশগুলোর সফল ব্যবসায়ীদের সাথে একই টেবিলে বসে খাওয়াপিনা করে।

ইউনিফর্ম পরা একজন এলিভেটর অপারেটর ছ'তলায় নিয়ে এসে ছয়শো বারো নম্বর স্যুইটটা দেখিয়ে দিল রানাকে।

নক করল রানা। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'খোলাই আছে। চলে আসুন।'

ভেতরে ঢুকল রানা। ওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে যে দৃশ্যটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে, দেখে কৌতুক ঝিক্ করে উঠল ওর চোখে। নাশপাতি আকৃতির ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি ঝলমলে চেহারা নিয়ে উঁচু সিলিং থেকে ঝুলে আছে। সোনালি কার্পেটে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল। ভেলভেট সোফার রঙ লাল মদের মত। সোফার শেষ মাথায় পালিশ করা অ্যান্টিক টেবিল। অ্যান্টিক টেবিলের ওপর সাদা চীনামাটির ফুলদানি, তাতে হলুদ টিউলিপ। হলঘরের অন্যান্য ফার্নিচার এসবের সাথে মিল রেখে সাজানো হয়েছে। ফ্রেঞ্চ উইন্ডোয় ঝুলছে স্বচ্ছ পর্দা, উন্মুক্ত টেরেসে যাবার পথ ওটা। কোথায় যেন কোমল যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে, মনোযোগ দিলে শোনা যায়।

অকস্মাৎ রেডিওর নব ঘুরিয়ে জোরাল রক সঙ্গীত বেছে নেয়া হলো। প্রায়

চমকে উঠে ঘুরল রানা। বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, দেয়ালে ফিট করা প্যানেলে হাত, বোতামে চাপ দিয়ে রেডিওর স্টেশন বদলেছে। সপ্রতিভ একটা ভাব নিয়ে রানার সামনে পোজ দিচ্ছে সে, ওকে সময় নিয়ে দেখার সুযোগ দিচ্ছে তার লালচে সোনালি চুলের বাহার, কাঁধ ঢাকতে ব্যর্থ ব্লাউজ আর উরু কামড়ে ধরা শার্কসস্ক্রীন-এর সাদা প্যান্ট। ডিম আকৃতির মুখ। গোলাপি ঠোঁটে চাপা হাসি আর চোখে দুষ্টু মেয়ের ঝিলিক নিয়ে উদ্ভিন্নযৌবনা মোনা জেনেটি অভ্যর্থনা জানাল রানাকে। পোজটা ভাঙল সে, হাসিটা ছড়িয়ে দিল সারা মুখে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জার্মান জানো?'

জানে, কিন্তু কী ভেবে মাথা নাড়ল রানা। 'তুমিও তামিল জানো না।'

'ভাষা কোনও বাধা নয়,' সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল জেনেটি। 'কথার ওপর আমার কোনও ভক্তি নেই। আমি কাজে বিশ্বাসী।'

তার হাঁটাটা যেন শূন্যে ভেসে যাওয়ার মত, রানাকে পাশ কাটাল সে, মিষ্টি সুগন্ধে ভরে উঠল বাতাস। মাদাম রোচাস, সেন্টটা চিনতে পারল রানা। ট্রে-র একটা মোবাইল সেট-এর সামনে দাঁড়াল মেয়েটা, তাতে ওয়াইনের বোতল, গ্লাস আর রূপোর একটা বালতি রয়েছে, বরফ সহ। 'তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমিও কাজে বিশ্বাসী,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'তবে কাজের সংজ্ঞা দু'জনের কাছে এক না-ও হতে পারে। তা ছাড়া, আমি কথাতেও বিশ্বাসী।'

'কী দেব তোমাকে?' ঘাড় ফিরিয়ে, বড় বড় চোখে রানার দিকে তাকাল জেনেটি। 'স্কচ? যেভাবে গাড়ি চালাও, তোমাকে আমার বেপরোয়া পুরুষ বলে মনে হয়েছে। শুধু একটুকরো বরফ, পানি নয়, তাই না?'

'স্কচ, তিন টুকরো বরফ,' বলল রানা। 'সব কাজে আমাকে অস্থির মনে করার কোনও কারণ নেই। তখন আমার তাড়া ছিল। কোত্থেকে পিছু নিয়েছিলে?'

'জেনেভা, তোমার অফিস থেকে।' গ্লাসে স্কচ হুইস্কি ঢালা থামিয়ে হাসল জেনেটি, শিরশির করে উঠল রানার তলপেটের কাছটা। এ-ধরনের উত্তেজক নারীকণ্ঠ আগে কখনও শোনেনি রানা। 'পিছু নিয়েছিলাম বললে ভুল হবে। আমি সব সময় তোমার সামনে ছিলাম। যদি বলা হয় তুমি আমার পিছু নিয়েছিলে, সেটা ভুল হবে না।'

'জানতে পারি, কেন?'

দুটো গ্লাস নিয়ে রানার সামনে চলে এল জেনেটি। 'কে বলল, তুমি অস্থির নও?' আবার হাসল সে, যেন জানা আছে তার এই হাসির কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে একজন পুরুষমানুষের দেহ-মনে। 'তুমি বসবে না, রানা?' ইঙ্গিতে সোফাটা দেখাল সে।

একটা সিঙ্গেল সোফায় বসল রানা। ওর হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে কার্পেটের ওপর হাঁটাহাঁটি করছে জেনেটি, মাঝেমধ্যে গ্লাসটা মুখের কাছে তুলে আলতোভাবে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে। আঁটসাঁট প্যান্ট আর ব্লাউজের ভেতর তার শরীরটাকে বাইন মাছের মত নড়াচড়া করতে দেখল রানা।

'কল্পনাকেও হার মানায়,' মন্তব্য করল ও। 'ক্যামেরার লেন্স সব সময় সত্যি

কথা বলে না।'

'এলি, প্যারিস ম্যাচ আর ভোগে দেখেছ আমাকে?' রানার দিকে খানিকটা ঘুরল জেনেটি, তার উন্নত যুগল স্তনে চাপ পড়ল ব্লাউজের। 'তারমানে আমার ওপর পড়াশোনা করেছ তুমি, তাই না, মাসুদ রানা?'

'ইনভেস্টিগেটর-এর ভূমিকাটা আমার,' স্মরণ করিয়ে দিল রানা। 'আমি প্রশ্ন করব, তুমি উত্তর দেবে। কেন, জেনেটি? কেসটায় আমাকে ডাকা হতে পারে, এ-কথা শুনেই তুমি জেনেভায় চলে গেলে আমাকে দেখার জন্যে। কারণটা কী?'

রানার-হাতে গ্লাসটা খালি দেখে হাত বাড়াল জেনেটি, ঝুঁকে পড়ল রানার মুখের দিকে। গ্লাসটা নেয়ার সময় রানার হাত ছুঁয়ে দিল সে। 'কারণটা কৌতূহল। যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে, সমাধান করা না গেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হতে পারে। জানতে হবে না, কার হাতে সমাধানের ভার পড়ল?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে দ্রুত ঘুরল সে, সাবলীল ভঙ্গিতে ফিরে গেল মোবাইল সেট-এর সামনে। থার্মোস ডিক্যান্টার থেকে রানার গ্লাসে আবার খানিকটা মার্টিনি ঢালল সে।

ফিরে এসে রানার সামনে একটা সোফায় বসল জেনেটি; ভাঁজ করা পা দুটো তুলে গুঁজে দিল শরীরের নীচে, তার দেহ-ভঙ্গিটা দেখে বিশ্রামরত চিতাবাঘের কথা মনে পড়ে গেল রানার।

'এতটা সিরিয়াস, আত্মহত্যার কথা ভাবতে হবে?' জানতে চাইল রানা, নিচু টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলল না।

'আবার বলে অস্থির নয়!' হেসে উঠল জেনেটি। তারপর ক্ষীণ অনুযোগের সুরে বলল, 'তুমি কিন্তু বেশ দেরি করে এসেছ। আমি তোমাকে আরও আগে আশা করেছিলাম।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'সত্যি দেরি হয়ে গেছে। মেইনডাফে ওরা টেবিলটা রাখবে তো?'

'না রাখলে ওদের কপালে খারাবি আছে,' হুমকির সুরে বলল জেনেটি। 'আমি ওদের চোখ গেলে দেব, আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেব মুখ।' তারপর ঠোঁট টিপে হাসল সে। 'ব্যাপারটা কী জানো, ওদেরকে সাড়ে ন'টা বলেছিলাম এই জন্যে যে ওই সময় একটা গ্রুপ ভারি সুন্দর বাজায় ওখানে। সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তারপর শুরু হয় গলা ছেড়ে গাওয়ার পালা। বিয়ার খেয়ে মাতলামো শুরু করে...'

'তোমার সাথে কাজের কথা হওয়া দরকার,' বলল রানা। 'এখানে, নাকি মেইনডাফে গিয়ে?'

'যে অ্যাকাউন্ট আর গোপন নেই, সেটাকে আবার গোপন করার চেষ্টা করছ তুমি, তাই না, মাসুদ রানা?' ম্লান হাসল জেনেটি। 'এখানে, গাড়িতে, মেইনডাফে, যেখানে খুশি কথা হতে পারে। কিন্তু আগেই তোমাকে জানিয়েছি, কথায় আমার বিশ্বাস নেই। কী কাজ হবে, তাই বলো। তুমি তো সুপুরুষ, সুদর্শন, স্মার্ট—আমাদেরকে রক্ষার জন্যে কতটুকু কী করতে পারবে বলে ভাবছ?'

'ওদের ব্যাপারটা বোঝা যায়,' বলল রানা। 'কিন্তু তুমি... তোমাকে কেন? ওদের চারজনের লুকোবার অনেক কিছু আছে। কিন্তু তোমার... তোমাকে দেখে...'

'আমাকেও নয় কেন? তুমি আমাকে পুণ্যবতী নান ধরে নিচ্ছ কেন?' কৌতূহলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল জেনেটির শরীর। 'আমাকে দেখে মনে হয় না, আমি পাপ করতে পারি, অন্যায় করতে পারি? কিংবা, আমি সুন্দরী নই? সুন্দরী মেয়েদের গোপন করার অনেক কিছু থাকে না?'

'গোটা ইউরোপে মডেল হিসেবে চাহিদা আছে তোমার। কেন তোমার গোপন করার কিছু থাকবে?'

গ্লাসের ভেতর মার্টিনিটুকু ঘোরাচ্ছে জেনেটি। চেহারায় বিষণ্ণ ভাব নিয়ে মাথা নিচু করল সে। 'গোপন করার মত কিছু না কিছু সবারই থাকে।

'থাকে নাকি?'

'থাকে না? মাসুদ রানার কথা ধরো। কিছুই কি তার গোপন করার নেই? কেন সে কোনও মেয়ের প্রেমে পড়ে না? যার সাথে প্রেম ছিল, কেন তাকে বিয়ে করেনি সে? তাকে কি আমরা ধোয়া তুলসী পাতা বলতে পারি?'

'আমরা আসলে তোমার সমস্যা নিয়ে কথা বলব, তাই না?'

রানার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল জেনেটি। ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গেল চেহারা থেকে। 'টেস্ট করলাম তোমাকে, রানা,' হাসল সে। 'নিজের চারপাশে শক্ত বেড়া তুলে রেখেছ, বোঝা গেল। আমরা কি এবার যেতে পারি?' সোফা থেকে দ্রুত নেমে রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে।

হাতটা ধরে সোফা ছাড়ল রানা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল জেনেটি। 'কোটটা নিয়ে এখুনি আসছি আমি। তুমি ততক্ষণ গ্লাসটা খালি করো।'

মেয়েটা পাখির মত, কোনও রকম আড়ষ্ট ভাব তার হাঁটাচলা মন্থর করতে পারে না। সিটিংরুম থেকে বেরিয়ে গেল যেন একটা স্বাধীন দমকা বাতাস।

দামী মিঙ্ক কোট আর পোর্ট-অভ-কল ইভিনিং ব্যাগ নিয়ে ফিরে এল জেনেটি। 'ধরো একটু, প্লিজ!' বলে রানার হাতে কোট আর ব্যাগটা ধরিয়ে দিল সে। কানে মুক্তো বসানো দুল পরল, গলায় পরল হীরে বসানো নেকলেস। কাজটা শেষ করে দুই কোমরে হাত রেখে শরীরটা এদিক ওদিক দোলাল, খসখসে উত্তেজক গলায় জানতে চাইল, 'সত্যি কথা বলবে, বিগ বয়– কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?'

'তুমি যদি এভাবে লোভ দেখাতে থাকো, ডিনারটা বাতিল করতে হতে পারে,' বলল রানা।

'বাহ্! তুমি তো দেখছি দারুণ মিষ্টি প্রতিশ্রুতি দিতে পারো!' রানার দিকে দু'পা এগিয়ে এসে পিছন ফিরল জেনেটি। 'কোটটা পরিয়ে দেবে, প্লিজ?' কোট পরা শেষ করে রানার দিকে ফিরে ব্যাগটা চেয়ে নিল। 'আমার সম্পর্কে কে কী ভাবল, আমি মোটেও কেয়ার করি না। কিন্তু আজ এই প্রথম একজন পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, সে যদি কিছু মনে করে, আমার ভেতর প্রতিক্রিয়া

হবে। আমি ছটফটে, মেয়েদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, বেঁচে থাকতে চাই যখন যা খুশি তাই করার আনন্দ নিয়ে। সে কী মাইন্ড করবে?'

'যদি করেও, তোমাকে সে তার লাইফস্টাইল বদলাতে বলবে না,' জবাব দিল রানা।

'আমরা বোধহয় শালাকে হারিয়ে ফেলেছি,' রাগের সাথে বলল পিনটা টিউরেলাস।

'হারিয়ে ফেললে ফেলেছি!' ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল জুয়ান মারভিন। 'কিন্তু ব্যাটা যাবে কোথায়, খুঁজে নিতে কতক্ষণ!'

হিলটনের উল্টোদিকে, প্যারেড প্লাতস-এর শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। এখানে অবস্থান নেয়ায় প্যারেড প্লাতস-এর দিকে মুখ করে থাকা হিলটনের প্রধান প্রবেশপথের ওপর নজর রাখতে পারছে তারা, একই সাথে লক্ষ রাখতে পারছে হোটেলের পাশের গলি টালাকার স্ট্রাসেতে,– এই গলিটাতেও হোটেল থেকে বেরিয়ে আসা যায়, বেরোবার দরজাটা গ্যারেজের পাশেই।

ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ হলো অপেক্ষা করছে পিনটা টিউরেলাস আর জুয়ান মারভিন। ওদের কথায় রাগ বা ঝাঁঝ যেটা প্রকাশ পেল সেটা স্বভাবদোষ। রগচটা প্রকৃতির মানুষ তারা। তবে তারা জানে, তাদের যে কাজ, ধৈর্য আর অপেক্ষাই তার সাফল্যের চাবিকাঠি।

পিনটা টিউরেলাস একহারা, খুব একটা লম্বা নয়, তামাটে। জুয়ান মারভিন সম্ভবত পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, হাতির মত শরীর। যুক্তরাষ্ট্রে ফাইটার হিসেবে নাম কিনেছিল সে, কিন্তু গুরুতর একটা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার লাইসেন্স বাতিল করেছে বক্সিং কমিশন। অভিযোগটা ছিল, মারভিনের লড়াইয়ের ফলাফল কী হবে তা নির্ভর করত প্রভাবশালী একটা মহলের নির্দেশের ওপর। এখানে প্রভাবশালী মহল বলতে বোঝানো হয়েছে ক্রেজি ডোরিগো এসোশিয়েটসকে। জুয়ান মারভিন এখন তাঁদের বিশ্বস্ত ভাড়াটে খুনি হিসেবে কাজ করছে।

সেই শিকাগো থেকে গুইডো ফেলসিয়ার পিছু নিয়েছে তারা। নির্দেশটা দেরি করে পায়, তাই শিকাগো থেকে জুরিখ আর জেনেভার সরাসরি ফ্লাইট ধরতে পারেনি। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ধরে প্রথমে লন্ডনে আসে তারা। সংযোগকারী ফ্লাইট ছিল লুফথানসার একটা প্লেন, কিন্তু হিথরো থেকে সেটা টেক-অফ করেছে দু'ঘণ্টা পরে। জুরিখে তারা বিকেলের আগে পৌঁছুতে পারল না।

রেন্ট-এ-কার থেকে একটা ওপেল ক্যাডেট ভাড়া করেছে তারা। নির্দেশের মধ্যে আছে, চুপিসারে কাজ সারতে হবে, দেখে যাতে মনে হয় দুর্ঘটনা।

গাড়ি নিয়ে ফেলসিয়ার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে তারা। শহরে ঘোরার সময় ভারি উদ্বিগ্ন ছিল দু'জন। হোটেলে বা ব্যাংকের সামনে তার গাড়ির ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায়নি। হোটেল বা ব্যাংকে ঢুকে খবর যোগাড় করার সাহস হয়নি, এখুনি এত বড় ঝুঁকি নিতে তারা রাজি নয়। খোঁজ-খবর নিতে গেলেই

ফেলসিয়ার সামনে পড়ে যাবার ভয় আছে। ওদেরকে দেখলেই বা জুরিখে ওদের উপস্থিতি টের পেলেই মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে যাবে গুইডো। কাজেই প্রথম দিকে তারা কাজটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়– টিউরেলাস গাড়ি নিয়ে হোটেলের ওপর চোখ রাখবে। ব্যাংকের আশপাশে ঘুর ঘুর করবে মারভিন

তারপর বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিড়ল। হোটেল থেকে একটা মার্সিডিজে চড়ে ব্যাংকে এল ফেলসিয়া, ব্যাংক থেকে সে তার অ্যাটাশী কেসটা সংগ্রহ করল। তারা ধরে নিল, ব্যাংক থেকে ফেলসিয়া হোটেলে ফিরবে, কিংবা কোনও রেস্তোরাঁয় যাবে ডিনার সারার জন্যে। কিন্তু না, সরাসরি একটা পোস্ট অফিসে এল ফেলসিয়া, কয়েকটা টোকেন নিয়ে কোথায় কোথায় যেন ফোন করল সে। পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে মার্সিডিজে চড়ল আবার, মার্সিডিজ ছুটল প্যারেড প্লাতস অভিমুখে। সবুজ পিগটের রহস্যটা যে কী বুঝতেই পারল না টিউরেলাস আর মারভিন। গাড়িটায় দু'জন লোক রয়েছে, চেহারাই বলে দেয় পুলিশ। অদ্ভুত, অদ্ভুত কাণ্ড! পুলিশ কোন দুঃখে ফেলসিয়ার পিছু নিয়েছে? গোটা ব্যাপারটা রীতিমত একটা মিছিল বা মোটর শোভাযাত্রার মত হয়ে দাঁড়াল– পিগটকে অনুসরণ করছে ওপেল, পিগট অনুসরণ করছে মার্সিডিজকে।

'গুইডো শালার ভাগ্যকে আমি হিংসা করি,' টিউরেলাসকে বলল মারভিন। 'মরার আগে সবার কেমন দৃষ্টি কেড়েছে লক্ষ করেছ?' মারভিন সব সময় এরকম, মানুষকে হাসাতে চেষ্টা করে। সেজন্যে কোনও কাজে সঙ্গী হিসেবে মারভিনকে পেলে খুশি হয় টিউরেলাস। মারভিন সাথে না থাকলে ব্যাপারটা একঘেয়ে লাগে তার। গুলি করে মারো। পোড়াও। বুকে ছুরি গেঁথে এসো। এলাকা ছেড়ে ভাগো। সবই তো একঘেয়ে।

'দৃষ্টি কেড়েছে ওটা একটা লাশ,' উত্তরে বলল টিউরেলাস। 'আমরা সবাই গুইডোর শবযাত্রায় সামিল হয়েছি।'

প্যারেড প্লাতস-এ মার্সিডিজ থেকে নেমে টপকোটটা উল্টো করে পরল ফেলসিয়া। পশমী রেনকোটটা তার চেহারা প্রায় বদলে দিল, সে যেন স্কটল্যান্ডের লোক। অ্যাটাশী কেসটা মার্সিডিজে রেখে ড্রাইভারকে চলে যেতে বলল সে এরপর হোটেলে ঢুকল। পুলিশ দু'জনকে ধন্যবাদ, তা না হলে ফেলসিয়াকে হারিয়ে ফেলত তারা পিগটটা হোটেলের ঠিক সামনে থামল, ভাব দেখে মনে হলো এখানেই তারা অপেক্ষা করবে। তবে গাড়ি থেকে নেমে ধীর পায়ে হেঁটে গেল গরিলা ড্রাইভার, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে টালাকার স্ট্রাসেতে চোখ রাখবে সে।

তাদের উচিত ছিল হোটেলের সামনে দাঁড়ানো পিগটকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু টাল-স্ট্রাসেতে ওপেলটা লুকিয়ে রাখতে গিয়ে কয়েকটা মিনিট ব্যয় করে ফেলল। প্যারেড প্লাতসে ফিরে এসে অবশ্য দেখল, আগের মতই হিলটনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পিগট, গরিলা ড্রাইভারটাও মোড় ছেড়ে নড়েনি। তারা ধরে নিল, ফেলসিয়া এখনও হোটেলেই আছে

এর খানিক পরই গুলির শব্দ হলো গ্যারেজের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গরিলা, তার মনে হলো বসের পরামর্শ চাওয়া উচিত।

বসের সাথে পরামর্শ করছে গরিলা, এই সময় গ্যারেজ থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল ফেলসিয়া. ছুটতে ছুটতে গায়ের পশমী কোট খুলে ফেলছে। সাইড এন্ট্রান্স দিয়ে হোটেলে ঢুকল সে।

সগর্জনে টালাকার স্ট্রাসেতে ঢুকল পিগট আর ব্যাকআপ পুলিশ কার, কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে ফেলসিয়া। পুলিশদের ব্যর্থতা দেখে খুশি হলো টিউরেলাস আর মারভিন, কিন্তু পরিস্থিতিটা জটিল ধাঁধার মত লাগল তাদের। আসলে ব্যাপারটা কী ঘটছে? কেউ কি ফেলসিয়াকে মেরে ফেলার চেষ্টা করল, নাকি উল্টোটা?

ওখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তারা। ল্যামবোরগিনির ভিজে বেড়ালটা সবার আগে বিদায় নিল। তারপর গেল পুলিশ কার। সবশেষে পিগটের ভাঁড় দু'জন।

প্যারেড প্লাতসে পৌছে গতি খানিকটা মন্থর হলো পিগটের। উত্তেজনাকর একটা মুহূর্তে টিউরেলাস আর মারভিনের আতঙ্ক হলো, গাড়িটা আবার বোধহয় থামবে। কিন্তু না, গতি বাড়িয়ে চলে গেল পিগট। তারা বুঝল, পুলিশের লোকজন ধরে নিয়েছে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে উল্টোদিকে পালিয়েছে ফেলসিয়া— হয় নিজের হোটেলে, নয়তো সরাসরি এয়ারপোর্টে। এখন তারা তাকে ধরার জন্যে এই দু'জায়গায় ফাঁদ পাতবে। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ হাসাহাসি করল তারা। সাধে কী ওদের ফুলিশ বলা হয়!

পিগটকে অদৃশ্য হবার যথেষ্ট সময় দিল তারা, তারপর নামল নিজেদের কাজে। সাইড এন্ট্রান্স দিয়ে টিউরেলাস, আর সামনের গেট দিয়ে হোটেলের ভেতরে ঢুকল মারভিন। এমনকী পশমী রেনকোট ছাড়াও ফেলসিয়া দ্বিতীয়বার গ্যারেজের পথটা ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না।

লবিতে মিলিত হলো ওরা, আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিল সরাসরি দারোয়ানের সাহায্য চাইবে। হাতে পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্কের একটা নোট নাড়াচাড়া করতে করতে প্রথমেই বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিল মারভিন, তারপর তাদের সমস্যার কথা ব্যাখ্যা করল। তাদের এক আমেরিকান বন্ধু, এই হোটেলে উঠেছে, কথা ছিল হোটেলের সামনে দেখা হবে। কিন্তু কী কারণে কে জানে, বন্ধুটি আসেনি। লবিতেও তাকে দেখা যাচ্ছে না। হোটেলে কি আরও এমন কোনও জায়গা আছে যেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে সে? হ্যাঁ, তাদের বন্ধু আমেরিকান। লম্বা নয়। চওড়া কার্নিস সহ হ্যাট পরে।

দারোয়ানের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাদের বন্ধু কি পশমী কোট পরে আছেন? হতে পারে, ইতস্তত করে বলল মারভিন। দারোয়ান জানাল, পশমী কোট পরা এক আমেরিকান ভদ্রলোক এক ঘণ্টা আগে মি. মাসুদ রানা নামে এক ভদ্রলোক সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছিলেন।

'মি. মাসুদ রানা... ঠিক কার কথা বলছেন?' প্রশ্ন করল মারভিন। 'কে ইনি?'

'আমাদের একজন সম্মানিত বোর্ডার,' জানাল দারোয়ান। 'আজই উঠেছেন। সাতশো নয় নম্বর স্যুইট।'

'ও, আচ্ছা...'

'আপনাদের বন্ধু মি. রানার সাথে হাউজ ফোনে কথা বললেন। সেই তাঁকে আমি শেষবার দেখেছি।'

সাহায্যের জন্যে দারোয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্কের নোটটা তার হাতে গুঁজে দিল মারভিন।

খুশি হলো দারোয়ান, দাতাদের খুশি করার জন্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করল সে। 'আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে মি. রানার সৌভাগ্য সম্পর্কে শুনেছেন, তাই না? সত্যি, ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়।'

'কী ঘটেছে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল মারভিন। 'মি. রানার সৌভাগ্য, শিউরে উঠতে হয়– মানে?'

'আপনারা জানেন না! মি. রানা অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন! তাঁকে লক্ষ্য করে অনেকগুলো গুলি করা হয়েছিল।'

'সত্যি নাকি! কী ভয়ঙ্কর। কী যে দিনকাল পড়ল!' হতাশ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল মারভিন।

'আর বোলো না!' সায় দিল টিউরেলাস।

দ্রুত সরে এসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল তারা। সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, নির্ঘাত পাগল হয়ে গেছে গুইডো। মরার কথা তার, অথচ আরেক লোককে মারার চেষ্টা করছে সে। এই মাসুদ রানাটাই বা কে? সম্ভবত ল্যামবোরগিনির ভিজে বেড়ালটাই হবে। তা হলে গুইডো শালা এখন কোথায়?

টিউরেলাস মারভিনের দিকে, মারভিন টিউরেলাসের দিকে তাকাল।

'আমি যা ভাবছি, তুমিও কি তাই ভাবছ?' প্রশ্ন করল মারভিন।

'সাতশো নয় নম্বর স্যুইটে আছে সে, বাজি রাখবে?'

'তুমি যদি বলো নেই, তা হলে রাখব,' জবাব দিল মারভিন।

দুই বন্ধুর মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি।

সাত

বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই মনে হয়েছিল, দারুণ। অবশ্য সাধারণ বুদ্ধি, সবার মাথাতেই ঢুকবে। রানাকে গুলি করে মারার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সম্ভাব্য কোথায় তাকে পাওয়া যেতে পারে? তাকে, গুইডো ফেলসিয়াকে? রানার স্যুইটে, ঠিক? কিছুই তাকে করতে হবে না, শুধু চুপচাপ বসে রানার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকো। ঘরের ভেতর ঢুকছে, এমন একটা লোককে গুলি লাগানো কোনও ব্যাপারই নয়।

কিন্তু যতই সময় পেরোচ্ছে, পাতা ফাঁদটার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে ফেলসিয়া। সে আশা করেছিল, গ্যারেজ থেকে সরাসরি নিজের স্যুইটে ফিরে আসবে রানা। কাপড়-চোপড় পাল্টাবে, মুখ-হাত ধোবে, অস্ত্রটা নেবে। রানার

পিস্তলটা পেয়ে গেছে ফেলসিয়া, একটা .৩২ ওয়ালথার– রানার স্যুইটে ঢোকার ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে। অস্ত্রটা পাবার পর নিজের ওপর তার আস্থা আরও বেড়েছে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হতে পারে ভেবে অস্থিরতা অনুভব করছে সে। কে জানে কোথায় আছে রানা। এই মুহূর্তে সম্ভবত পুলিশের কাছে নিজের বীরত্বের গীত গাইছে। পুলিশের কথা মনে পড়তে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ফেলসিয়ার। সুইস পুলিশ সম্পর্কে অদ্ভুত সব কথা শুনেছে সে। তোমাকে একবার যদি কোনওভাবে জেলখানায় ভরতে পারে, আগামী পঁচিশ বছর তোমার কথা বেমালুম ভুলে থাকবে। 'খেয়াল' না চাপলে তোমাকে কোর্টেও আনবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে ফেলসিয়া সিদ্ধান্ত নিল, কেটে পড়বে। কাল সকালে ঠাণ্ডা মাথায় একটা কিছু করার কথা ভাবা যাবে। এই মুহূর্তে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, হোটেলটা থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। আসলে এখানে আসাটাই তার বোকামি হয়ে গেছে। তার মাথায় বুদ্ধিটা যদি আসতে পারে, পুলিশের মাথায় আসতে অসুবিধে কী?

ডান হাতের ভাঁজে টপকোট ঝুলিয়ে পিস্তলটা ধরল ফেলসিয়া। সাবধানের মার নেই। আবার ভাগ্য কখন প্রসন্ন হয়ে ওঠে তা-ও কেউ বলতে পারে না। হোটেলের ভেতর বা রাস্তায় হঠাৎ তার সামনে পড়ে যেতে পারে রানা। তখন যদি পিস্তলটা পকেটে থাকে, আবার শালা বেঁচে যেতে পারে।

রানার স্যুইট থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করছে ফেলসিয়া। এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল টিউরেলাস আর মারভিন।

তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুইডো ফেলসিয়া, বিস্ময়টা হজম করতে সময় লাগল তাদের। এই সুযোগে দুটো গুলি করল ফেলসিয়া। কাঁধে ধাক্কা খেলো টিউরেলাস, মারভিনের সাথে সে-ও আবার ঢুকে পড়ল খোলা এলিভেটরে।

প্রাণপণে সিঁড়ির দিকে ছুটল ফেলসিয়া।

এলিভেটরে টিউরেলাস বলল, 'আমি ঠিক আছি, তুমি যাও। সিঁড়িতে তাড়া করো ওকে, আমি ওকে রাস্তায় ধরব।'

মারভিন বলল, 'কিন্তু নির্দেশে বলা হয়েছে ঘটনাটা যেন অ্যাক্সিডেন্টের মত দেখায়।'

'দূর ছাই, যা বলছি করো! পিছু নাও!' খেঁকিয়ে উঠল টিউরেলাস।

সিঁড়ির দিকে ছুটল মারভিন। সিঁড়ির মাথা থেকে নীচে ফেলসিয়ার ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল সে। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় মনে মনে ফেলসিয়ার চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছে। শালা বড় বেশি ভোগাচ্ছে। একবার ধরতে পারলে হয়, লাথি মেরে তলপেটের নীচের আণ্ডা দুটোকে ছাতু বানিয়ে ছাড়বে।

এলিভেটর নামছে, টপকোট খুলে ফেলল টিউরেলাস, শার্টের নীচে ক্ষতটার ওপর একটা রুমাল গুঁজল রক্ত বন্ধ করার জন্যে, তারপর টপকোটটা কাঁধের ওপর ফেলে ঢাকল সেটা। আগুন ধরা কাঁধ নিয়ে লবিতে পৌঁছে দেখল, তারচেয়ে এগিয়ে আছে ফেলসিয়া, লবির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে মারভিন, তাকে কাছে আসার সংকেত দিল টিউরেলাস। দু'জন মিলে ধাওয়া করল ফেলসিয়াকে, তবে লোকজন যাতে সচকিত হয়ে না ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখল। হিলটনের সামনের ধাপ থেকে তারা দেখল, তীরবেগে বানহফস্ট্রাসের দিকে চলে যাচ্ছে ফেলসিয়া। টিউরেলাস বলল, ওপেলটা আনতে যাচ্ছে সে। সে যদি লিমাট নদীর ওপর কাই ব্রিজ পেরোয়, ফেলসিয়ার সামনে সেন্ট গ্যালেন-এ পৌঁছুতে পারবে। উদ্বিগ্ন মারভিন চলে যেতে দেখল তাকে। টিউরেলাস ভালই দৌড়াচ্ছে দেখে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল সে, তারপর ফেলসিয়ার পিছু নিল।

বানহফস্ট্রাসে পেরিয়ে রাস্তার আরেক দিকে চলে গেল ফেলসিয়া। একই জায়গায় মারভিনও রাস্তাটা পেরোল। এরইমধ্যে মানস্টারহফ প্লাতস-এ পৌঁছে গেছে ফেলসিয়া। এখনও আগের মতই দৌড়াচ্ছে সে।

টিউরেলাসকে গুলি করে পালিয়ে গেছে ফেলসিয়া, এই দুঃসংবাদ নিয়ে শিকাগোয় ফিরে গেলে কপালে কী ঘটবে, কল্পনা করার চেষ্টা করল মারভিন। বুক আর মুখ দুটোই শুকিয়ে গেল তার, তবে ছোটার গতি বাড়ল।

রাস্তার পাশে সরু, লম্বা পার্ক। ফুটপাতের কিনারাতেও ফুলবাগান। ফুলবাগানে বসার জন্যে লম্বা বেঞ্চ আছে। ট্যুরিস্টরা হাঁটাহাঁটি করছে, ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে যানবাহনের মিছিল, দালানকোঠা ইত্যাদি দেখছে। ছুটন্ত ফেলসিয়াকে দেখে অবাক হলো তারা, আরও অবাক হলো তার পিছু পিছু মারভিনকে ছুটতে দেখে। দৃশ্যটার মধ্যে এমন কিছু আছে, খেলা বলে মনে হলো না।

ব্রিজ পেরিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে ফেলসিয়া, গ্রসমানস্টারকে ঘিরে থাকা গলিটায় পৌঁছুতে হবে তাকে। জুরিখের মাঝখানে ওটা উনবিংশ শতাব্দীর বিশাল ক্যাথেড্রাল। ক্যাথেড্রালের সামনেটা মসৃণ পাথরের তৈরি, টাওয়ারটা তিনতলা সমান উঁচু। ক্যাথেড্রালকে ঘিরে আছে ক্ষতবিক্ষত অন্ধকার গলিটা। শুধু ওখানে পৌঁছানো গেলেই মারভিনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে ফেলসিয়া, আড়াল থেকে গুলি করারও সুযোগ পাবে।

সেন্ট গ্যালেন গ্রসমানস্টারের কাছেই, এর আগে দু'একবার গলিটা দিয়ে হেঁটে গেছে ফেলসিয়া। গলিটার এদিক ওদিক সিঁড়ি আছে, হঠাৎ চোখে পড়ে। উপগলিগুলোর থেকে মেইন রোডে বেরোনো যায়।

গলির মুখে পৌঁছে থামল ফেলসিয়া, বাঁক নিয়ে সামনে বেরিয়ে আসবে মারভিন, তার অপেক্ষায় থাকল। মারভিনকে দেখেই গুলি করল সে। মারভিন ফাঁদটা আন্দাজ করতে পেরেছিল, বাঁক নিয়েই লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল। পাল্টা গুলি করা হলো না তার, ততক্ষণে অন্ধকার গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে ফেলসিয়া।

অত্যন্ত সাবধানে গলির ভেতর ঢুকল মারভিন। ফেলসিয়ার পায়ের আওয়াজ পেলেও, টিউরেলাসের কথাই বেশি করে ভাবছে সে তাকে দেখতে না পাওয়াটা বিপজ্জনক। অন্ধকারে, এই গলির ভেতরই কোথাও ওত পেতে বসে নেই তো?

দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে মারভিন, পায়ের শব্দ অস্পষ্ট হয়ে আসছে দেখে মরিয়া হয়ে উঠল সে, গলির মাঝখান দিয়ে আরও জোরে ছুটল। ক্যাথেড্রালের পিছনে এসে ল্যাম্পপোস্ট আর ফেলসিয়াকে দেখতে পেল সে, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তর তর করে উঠে যাচ্ছে।

গুলির শব্দটা ক্যাথেড্রালের চারদিক থেকে প্রতিধ্বনিত হলো। ফেলসিয়ার পায়ের কাছ থেকে একটা ধাপে খানিকটা পাথর ছিটকে আকাশের দিকে উঠল। ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ফেলসিয়া, আরও এক প্রস্থ সিঁড়ি ভাঙতে হবে তাকে। দ্বিতীয় সিঁড়িটা সামনের দিকে নয়, ডান দিকে উঠে গেছে। সেটার ধাপে পা দিতেই মারভিনের চোখের আড়ালে চলে গেল সে।

দুটো ধাপ টপকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফেলসিয়া। মনে মনে ভারি খুশি সে। এখানে এসে একটা ফাঁদ পাতা যাবে জানত, সেজন্যেই এত কষ্ট করে এদিকে এসেছে সে। তার পিছনে সিঁড়ির আরও কয়েকটা ধাপ, তারপর সরু একটা গলি। গলির শেষ মাথায় রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে লিমাট নদীর কাছে পৌঁছে যেতে পারবে সে। ব্রিজ পেরিয়ে ফিরে যেতে পারবে নিজের হোটেলে। তার আগে, মুচকি হেসে ভাবল ফেলসিয়া, মারভিনকে পরপারে পাঠিয়ে দেবে সে। এই তো, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। কই হে, এসো, আলিঙ্গন করো মৃত্যুকে। তোমার কপাল মন্দ, কী আর করবে বলো!

দ্রুত হাতে পিস্তলের ম্যাগাজিন বের করে গুলি ভরে নিল। তার মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। না, প্রথমেই মারভিনকে গুলি করে মেরে ফেলাটা ঠিক হবে না। কিছুক্ষণ ফাঁকা গুলি করে তাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে সে। নিশ্চয়ই মারভিনও পাল্টা গুলি করবে। খানিক পর ফেলসিয়া ভান করবে সে আহত হয়েছে।

দেয়ালের কোণ থেকে পিস্তল বের করে ল্যান্ডিঙের দিকে গুলি করল ফেলসিয়া, সাথে সাথে পাল্টা গুলি হলো। ল্যান্ডিঙে উঠতে সাহস করছে না মারভিন, সিঁড়ির ধাপ থেকে মাঝেমধ্যে মাথা উঁচু করছে সে।

কয়েকটা গুলি করার পর দেয়ালের কিনারায় হ্যাটটা বের করে দিল ফেলসিয়া, উঁচু করে ধরল যাতে দেখতে সুবিধে হয় মারভিনের।

দেরি না করে .৩৮-এর সব ক'টা গুলি হ্যাটটাকে লক্ষ্য করে খালি করল মারভিন। একটা গুলি হ্যাটের ডগায় লাগল, উড়ে আরেক দিকে চলে গেল সেটা। একই সাথে তীব্র গোঙানি বেরিয়ে এল ফেলসিয়ার গলা থেকে। সিঁড়ির ধাপ থেকে ধপাস করে ল্যান্ডিঙে পড়ল সে। পড়ার পর দ্রুত নিজেকে তৈরি করে নিল ফেলসিয়া। কান দুটো খাড়া, মারভিনের পায়ের আওয়াজ শুনবে। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ল্যান্ডিঙের দিকে সাবধানে এগিয়ে আসছে মারভিন। আবার একবার গুঙিয়ে উঠে তাকে উৎসাহ দিল ফেলসিয়া। সাবধানী পদক্ষেপে আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল। পকেটে হাত ভরে আগেই ছুরিটা বের করে এনেছে ফেলসিয়া। আঙুলের চাপ দিয়ে ব্লেডটা উন্মুক্ত করল সে। ছুরিটা তার বাম হাতে রয়েছে, ডান হাতে রয়েছে পিস্তল। আবার একবার যন্ত্রণাকাতর শব্দ করল সে। অপেক্ষায় আছে। শুয়োরের বাচ্চা, কার সাথে লেগেছ টের পাবে! পেট কেটে

তোমার নাড়িভুঁড়ি সব বের করে আনব, দাঁড়াও!

শিকারী শিকারে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বুঝতে দেরি করে ফেলল ফেলসিয়া। পায়ের শব্দ পেল সে, পিছন দিকে ঘাড় ফেরাতে শুরু করল, কিন্তু টিউরেলাসের গুলি আঘাত করল তার মাথার পাশে। 'শালা বদমাশ, বাঁদর, আর ভোগাবি?' হিস হিস করে উঠল সে।

মারভিন হাঁক ছাড়ল, 'কে, টিউরেলাস?'

'কোনও ভয় নেই, দোস্ত। চলে এসো, দু'জন মিলে শেষ করি ব্যাটাকে।'

সিঁড়ির পাথুরে ল্যান্ডিঙে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ফেলসিয়া, এখনও মরেনি সে। মরেনি, সেটা তার মন্দ-কপাল। কারণ এরপর তাকে নিয়ে ওরা যা করল তা হয়তো একটা লাশকে নিয়ে করত না।

মারভিন বলল, 'দোস্ত, ওকে নিয়ে আমার একটা শখ আছে।'

'শখ মেটাতে কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?' মারভিনের বিকৃত রুচি সম্পর্কে ধারণা আছে টিউরেলাসের। বন্ধুর ঘামে ভেজা চকচকে মুখের দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলল সে।

একের পর এক লাথি মেরে আক্ষরিক অর্থেই ফেলসিয়ার টেসটিকল দুটো ছাতু বানিয়ে ফেলল মারভিন। তারপর তার সঙ্গী হবার জন্যে টিউরেলাসকে ডাকল সে। দু'জন মিলে, পালা করে, সিঁড়ির ধাপ থেকে লাফ দিয়ে ফেলসিয়ার বুক আর পেটের ওপর জোড়া পা দিয়ে পড়ল তারা। মট মট শব্দে ভাঙতে লাগল ফেলসিয়ার পাঁজরের হাড়। ভেতরকার কলকজাগুলোও অক্ষত থাকল না। রক্ত বমি করল ফেলসিয়া। তার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্যে দু'হাতে মাথাটা ধরে পাথুরে মেঝের সাথে সজোরে ঠুকল মারভিন। বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে স্থির হয়ে গেল ফেলসিয়ার শরীর।

'পকেটে যা আছে সব বের করে নাও,' বন্ধুকে পরামর্শ দিল টিউরেলাস। হাঁপাচ্ছে সে। 'দেখে যেন মনে হয় ডাকাতে ধরেছিল।'

'লাশটার কী হবে?' জানতে চাইল মারভিন।

'থাক এখানে পড়ে,' জবাব দিল টিউরেলাস। তার কাঁধের ব্যথাটা বেড়েছে।

'উঁহুঁ,' বলে মাথা নাড়ল মারভিন। কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে। 'লেকে ফেলে দিলে ভাল হয়। পুলিশ পাবার আগেই শিকাগোয় ফিরে যাব আমরা।'

'ঠিক আছে... কিন্তু তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে,' বলল টিউরেলাস।

'দাঁড়াও।' আরও দু'সেকেন্ড চিন্তা করল মারভিন। 'পেয়েছি! ভাল একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়।'

'কী?'

'গাড়িটা সিঁড়ির গোড়ায় নিয়ে এসো তুমি,' বলল মারভিন। 'রাস্তায় কেউ না থাকলে হর্ন বাজাবে। লাশটা আমরা গাড়িতে তুলব। তারপর কী করি, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।' চাপা স্বরে হেসে উঠল সে।

আট

জুরিখ সময় দশটা তেইশ মিনিটে ইহজগৎ ত্যাগ করল গুইডো ফেলসিয়া। তার প্রস্থানের মুহূর্তটিতে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের মধ্যে কে বা কারা তার কথা ভাবছে বলা কঠিন। শিকাগোয় ফেলসিয়ার স্ত্রী তার প্রতিবেশী এক বান্ধবীকে অভিযোগ করছে, বাতের ব্যথায় ভারি কষ্ট পাচ্ছে সে, পাড়ার ডাক্তারটাকে না বদলে আর উপায় নেই। ক্রেজি ডোরিগো এসোশিয়েটস-এর বোর্ডরুমে, সভাপতির আসনে বসে, ক্রেজি ডোরিগো তার ডিরেক্টরদের বলছে, জুয়ার আসরে অভিনব কিছু আমদানী করতে না পারলে জুয়াড়ী আরব শেখগুলোকে লাস ভেগাস থেকে ভাগিয়ে আনা যাবে না। বোর্ড মেম্বারদের আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিল সে, এরমধ্যে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে তাদের।

যুক্তরাষ্ট্র, বাল্টিমোরের বিশ হাজার ফুট ওপরে একটা জেট প্লেনে বসে রয়েছে পেড্রো ফেডানো। জেটটা কেনেডি এয়ারপোর্টের মাথায় চক্কর দিচ্ছে ক্লিয়ারান্স পাবার অপেক্ষায়। এয়ারপোর্টে নামার পর একটা সুইস এয়ার ফ্লাইটে চড়ে জুরিখে পৌঁছুবে ফেডানো। সে-ও গুইডো ফেলসিয়ার কথা ভাবছে না। তার চিন্তা হলো, অটোব্যাংকে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা সমাধান না হলে ইসরায়েল থেকে সাবমেশিন গান কিনতে দেরি হয়ে যাবে তার।

দশটা তেইশ মিনিটে অটোব্যাংকের প্রেসিডেন্ট গুস্থার অটোম্যান কী ভাবছেন? না, তিনিও ফেলসিয়াকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না।

নিজের ম্যানসন-এর লাইব্রেরীতে বসে শতবর্ষের পুরনো নেপোলিয়ান ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিচ্ছেন তিনি। তাঁর পরনে লাল একটা হাউজ জ্যাকেট। অটোম্যান আর তাঁর স্ত্রী, দু'জনেই মাঝেমধ্যে চোখ তুলে টিভির পর্দার দিকে তাকাচ্ছেন। একজনের হাতে বই, আরেকজনের হাতে উল আর কাঁটা।

বইও পড়ছেন না, টিভিও দেখছেন না, অটোব্যাংকের প্রেসিডেন্ট আসলে ভাবছেন মাসুদ রানার কথা। রানা এজেন্সি সম্পর্কে গোপনে খবর নিয়েছেন তিনি। ফার্মটার সাফল্যের রেকর্ড তাঁর মনে আস্থা এনে দিয়েছে। তিনি আরও জানতে পেরেছেন, অত্যন্ত কঠিন ও জটিল কেস ছাড়া তদন্তের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে নিজে সাধারণত গ্রহণ করে না মাসুদ রানা, এজেন্সির যোগ্য অপারেটরদের পাঠায়। অটোব্যাংকের বেলায় তার এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে। মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন অটোম্যান।

তারপর তিনি পেড্রো ফেডানোর কথা ভাবলেন। কাল তাকে সান্ত্বনা আর অভয় দিতে হবে। কাল আরও একটা জরুরী কাজ আছে তাঁর। সুইস সেন্ট্রাল ব্যাংকিং অথরিটির সাথে মিটিঙে বসবেন।

*

দশটা তেইশে গুইড়ো ফেলসিয়াকে নিয়ে চিন্তা করার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল মাসুদ রানার, যদি ওর ডিনার সঙ্গিনী মোনা জেনেটি যৌনদেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হত। জেনেটিকে রানার কখনও মনে হলো পোষ মানা চিতাবাঘ, কখনও ফণা তোলা গোক্ষুর, আবার কখনও বিষণ্নতার প্রতীক মোনালিসা। শুধু নামকরা মডেল হিসেবে নয়, জুরিখ শহরের যুবসম্প্রদায় তাকে দুর্লভ প্রজাতির মায়াবিনী হিসেবেও চেনে। কৌতুকপ্রিয় আচরণ তার একটা বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তাতে তার ব্যক্তিত্বের বিন্দুমাত্র হানি ঘটে না। ধনকুবের প্রৌঢ় থেকে শুরু করে সামরিক যানবাহন তৈরির ব্যবসার সাথে জড়িত তরুণ শিল্পপতি, ইউরোপখ্যাত আঁকিয়ে বা ঔপন্যাসিক, বলা মুশকিল কে বা কারা তার ভক্ত নয়। মেইনডাফ রেস্তোরাঁটা ইন্টেলেকচ্যুয়াল আর উচ্চবিত্তদের জমজমাট আড্ডাখানা বললে ভুল হয় না, রানাকে নিয়ে জেনেটির এখানে উপস্থিত হবার মুহূর্তটিতেই বোঝা গেল, অন্তত আজকের আড্ডাটা তার অনুপস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ হতে পারছিল না।

সবার সাথে পরিচয় আছে জেনেটির, কিন্তু সবার কাছেই সে যেন অনেক দূরের মানুষ। ব্যাপারটা অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই টের পেল রানা। ওদের জন্যে রিজার্ভ করা টেবিলে পৌঁছুবার আগে ছোটখাট একটা ভিড় ঠেলে এগোতে হলো ওদেরকে। জেনেটিকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে লোকজন যে যার টেবিল ছেড়ে উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে আছেন টিভি নেটওঅর্কের ডিরেক্টর, বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক, ফ্যাশন জগতের সম্রাট, বিদেশী দূতাবাসের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কূটনীতিক কুয়েতি ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের শেখ এবং আরও অনেক নামী-দামী ব্যক্তি। কারও সাথে হ্যান্ডশেক করল জেনেটি, কারও উদ্দেশে শুধু মাথা ঝাঁকাল বা ক্ষীণ হাসি ছুঁড়ে দিল, কাউকেই খুব বেশি কাছে ঘেঁষতে বা সময় নষ্ট করার সুযোগ দিল না। লোকজনের ফিসফাস থেকে রানা উদ্ধার করল, ওদের সবার কাছে জেনেটি একটা মরীচিকা, ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রৌঢ়া এক ডাচেসকে আলিঙ্গন করল জেনেটি, ডাচেস রানার দিকে কটাক্ষ হেনে জেনেটিকে বলল, 'তোমার মত এই সুদর্শন ভদ্রলোকও কি ভিনগ্রহের মানুষ, ডিয়ার?'

ওর ওপর পুরুষদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি অনুভব করে খানিকটা আড়ষ্ট বোধ করল রানা। জেনেটি যখন অন্যদিকে ব্যস্ত, সমবয়েসী এক যুবক এগিয়ে এসে রানাকে বলল, 'আপনি ভাগ্যবান। এই প্রথম আমরা দেখলাম, মাদাম জেনেটি একজন পুরুষ সঙ্গীকে সাথে নিয়ে মেইনডাফে ঢুকলেন। কী করা হয় জনাবের?'

'আড়িপাতা,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

'এবার তা হলে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হবে আপনাকে,' রানার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল যুবক। 'মাদাম জেনেটি সম্পর্কে ঈশ্বরও বোধহয় খুব বেশি কিছু জানেন না।'

ওকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে জেনেটিই উদ্ধার করল।

'আমার বন্ধুকে সঙ্গ দিতে হবে,' বলে ভক্তকুলকে তফাতে সরে যাবার ইঙ্গিত দিল জেনেটি, তারপর রানার একটা হাত ধরে এগোল রিজার্ভ করা

টেবিলের দিকে।

রেস্তোরাঁর সাথেই ড্যান্স ফ্লোর, উঁচু একটা মঞ্চে পিয়ানো থেকে শুরু করে গিটার, ব্যাঞ্জো, ড্রাম, অর্গ্যান, ট্রায়াঙ্গল, অ্যাকোর্ডিয়ান ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গাইছে একজন মাত্র পুরুষ, গিটার ছাড়া আপাতত আর কোনও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নেই। ওদের টেবিলটা চারকোনা একটা পাথুরে পিলারের কাছে, চমৎকার আড়াল পাওয়া গেছে। রেস্তোরাঁটা বিশাল, পাথরের দেয়াল আর ছাদ দেখে রানার মনে হলো এককালে এটা বোধহয় দুর্গ ছিল। ওদের মাথার ওপর ধনুক আকৃতির বিরাট খিলান। মেয়ে অতিথিদের মধ্যে বেশিরভাগই জার্মান আর সুইস তরুণী, প্রায় সবার পরনে জিন্স আর শার্ট। যুবকদের অনেকেরই মুখে দাড়ি দেখল রানা।

'তোমার ফ্রেঞ্চ খুব ভাল, জার্মানও,' বলল রানা, খানিক আগে অন্তত চারটে ইউরোপিয়ান ভাষায় অনর্গল কথা বলতে শুনেছে জেনেটিকে। 'আর স্প্যানিশ শুনে মনে হচ্ছিল, স্পেনেই বোধহয় জন্মেছ। তাই কী?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল জেনেটি। বলল, 'মনে নেই, আমি কাজে বিশ্বাসী, কথায় নয়?' শব্দ করে হেসে উঠল সে, শিরশির করে উঠল রানার গা।

ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেল। রেস্তোরাঁয় যারা নতুন ঢুকছে, তাদের অনেকেই এগিয়ে এসে বাউ করছে জেনেটিকে, দু'একটা কথা বলে চলে যাচ্ছে নিজেদের টেবিলের দিকে। রানার সাথে ব্যক্তিগত বা কাজের কথা কিছুই হতে পারল না।

আধ ঘণ্টা পর জেনেটি বলল, 'পরবর্তী কোর্সটা তোমার ভাল লাগবে।'

'কী সেটা?' জানতে চাইল রানা।

'ক্রীম মাখানো সসের সাথে কচি বাছুরের থেঁতলানো মাংস। জুরিখে এটা বিখ্যাত। সাথে সাইড ডিশ আছে– রোস্টি। আশা করি তুমি পছন্দ করবে।'

'রোস্টি কী জিনিস?'

'ভোগী পুরুষ হতে আরও সময় লাগবে তোমার,' ব্যঙ্গ করল জেনেটি। 'সত্যিকার ভাল খাবার কাকে বলে তুমি জানো না।'

'এই প্রশ্নটাও কী তুমি এড়িয়ে যাবে?'

'এটা আমাদের একটা জার্মান-সুইস ডিশ,' লেকচার ঝাড়ল জেনেটি। 'প্রথমে গোটা আলু সেদ্ধ করো। তারপর সাইজ করে ভাজো, সবশেষে বেক করো। যা মজা না, খেলে ভুলতে পারবে না।'

'রোস্টি খেয়ে তোমার এই ফিগার কীভাবে সম্ভব?' জানতে চাইল রানা।

'কেন, এক্সারসাইজ করি না?' গলা খাদে নামাল জেনেটি, যেন কারও গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে, 'গভীর রাতে।' রানাকে প্রকাশ্যে প্রলোভন দেখাচ্ছে সে। কতক্ষণ নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না রানা।

পরবর্তী কোর্স পরিবেশন করল ওয়েটার। 'সাবধান, প্লেট কিন্তু গরম। খানিকটা রেড ওয়াইন দিই?'

'কী সেটা?'

'ডোল। স্থানীয়।' রানার দিকে ঝুঁকল ওয়েটার, সে-ও গলা খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তবে, যেহেতু আপনি মাদাম মোনা জেনেটির সাথে রয়েছেন, আপনাকে দেড়শো বছরের পুরনো নেপোলিয়ান ব্র্যান্ডি যোগাড় করে দিতে পারি, সার।'

জেনেটির দিকে তাকাল রানা, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে রানার উদ্দেশে একটা চোখ টিপল সে।

'ওয়েল?' জিজ্ঞেস করল ওয়েটার, ওদের নীরব যৌন-যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখেয়াল।

'ডোল হলে মন্দ কী,' বলল রানা, 'সাথে মাদাম জেনেটি থাকুন বা না থাকুন।' ওর হাত নাড়া দেখে আরেকটু হলে ছিটকে দেয়ালে গিয়ে পড়ত ওয়েটার।

'ওরে দুষ্টু,' কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফোলাল জেনেটি, তারপর হাসল। 'তোমার ফণা দেখা যাচ্ছে।'

'ঠিক ধরেছ,' গম্ভীর মুখে জবাব দিল রানা। 'চেষ্টা করছি ফণাটা পুরোপুরি মেলতে।'

নিঃশব্দে খেতে শুরু করল ওরা। সাইড ডিশ দিয়ে গেল ওয়েটার। খানিক পর এসে ওয়াইন আর গ্লাস দিয়ে বিদায় হলো।

মঞ্চে এক তরুণী কোমল সুরে প্রেমের গান ধরল।

'তোমার বাড়ি কোথায়?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল জেনেটি। 'বলো কোথায় নয়।'

'আমেরিকায় গেছ কখনও?'

'যাইনি বললে ভুল হবে, তবে ওটাকে যাওয়া বলে না– থাকিনি কখনও।'

'তোমার প্রথম ভাষা কী?' জেনেটির এড়িয়ে যাওয়ার ভাব টের পেলেও রানা দমবার পাত্র নয়।

'তুমি যদি আমাকে একটা ছাঁচে ফেলে মাপতে চাও,' হঠাৎ গরম হয়ে উঠে বলল জেনেটি, 'ভুলে যাও। মেয়েদের সম্পর্কে যারা পরিষ্কার ছবি পেতে চায় তাদেরকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

'তুমি আমাকে ছাঁচে ফেলার জন্যে জুরিখ থেকে জেনেভায় যাওনি?'

'গেছি, কিন্তু তোমাকে কোনও প্রশ্ন করেছি কী– জেনেভায় বা এখানে?' জেনেটি হাসছে না, তার চোখে রাগ। 'আমার সম্পর্কে আমাকে কেন, আর সবাইকে প্রশ্ন করলেই তো পারো।'

'তোমার আচরণ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করছি না,' বলল রানা। 'তবে, একথা বলতেই হবে যে তোমার স্মৃতি খুব দুর্বল। এই ডিনার মীটিং তোমারই পরামর্শ ছিল, আমরা যাতে অটোব্যাংক আর তোমার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারি। অটোব্যাংক আমার ক্লায়েন্ট, আর তুমি অটোব্যাংকের ক্লায়েন্ট, তারা তোমার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছে...'

'আমাদের স্বার্থ নিয়ে থোড়াই মাথা ঘামায় অটোব্যাংক!' তীব্র ঘৃণার সাথে কথাগুলো উচ্চারণ করল জেনেটি। কী কারণে ব্যাংকের ওপর এতটা রেগে

আছে সে, বুঝতে পারল না রানা। 'ওরা শুধু নিজেদের দিকটা দেখে।'

'একটা ব্যাংক ক্লায়েন্টদের স্বার্থ না দেখলে নিজেদের স্বার্থ দেখে কীভাবে? তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো, জেনেটি? চোখ খাওয়া নার্ভের মত স্পর্শকাতর হয়ে আছ তুমি। তোমার ভাব দেখে মনে হতে পারে, আমাকে ব্ল্যাকমেইলারদের একজন বলে ভাবছ। এত বুদ্ধি তোমার অথচ এটা বুঝতে পারছ না, আমি তোমার পক্ষে? নাকি চাইছ আগে আমি তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী হই, তারপর সহযোগিতা করবে?'

টেবিলে কাঁটাচামচ রেখে দিল জেনেটি, কিংবা হয়তো হাত থেকে পড়ে গেল। 'তুমি আমার সাথে এভাবে কথা বলার স্পর্ধা রাখো!' তার বড় বড় চোখে রাগ নয়, আহত বিস্ময়।

'চিনতে ভুল কোরো না, জেনেটি,' ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত সুরে বলল রানা। 'আমি তোমার ভক্তদের কাতারে দাঁড়াইনি। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে মুগ্ধ করতে হলে আরও সাধনা করতে হবে তোমাকে, তার মধ্যে সততা আর আন্তরিকতা থাকা চাই। সেটা আরও অনেক পরের প্রশ্ন। তার আগে কাজটা শেষ করতে হবে। তুমি যদি ভেবে থাকো...'

বাধা দিল জেনেটি, অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাছে টিস্যু আছে?'

মুখ তুলল রানা। জেনেটির চোখের পাতায় চিক চিক করছে পানি, কোণ থেকে গড়িয়ে গাল বেয়ে নীচে নামছে দুটো ধারা। তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'হ্যাঁ, অবশ্যই!' জ্যাকেটের পকেট থেকে দুটো টিস্যু বের করে জেনেটির দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'বুঝতে পারিনি, তোমাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি... সত্যিই আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

চোখের কোণে টিস্যু চেপে ধরল জেনেটি। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, টেবিল ঘুরে এগিয়ে এল, দু'হাতে রানার মুখটা ধরল, চুমো খেলো ওর ঠোঁটে। 'তুমি সত্যি খুব ভাল,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'যদিও বাইরে থেকে দেখে আমার অন্তত তোমাকে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল। আর আমি... আমি তোমার সাথে স্রেফ একটা ডাইনীর মত ব্যবহার করেছি। ক্ষমা করা যায় না?'

'গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দেখা হবে,' বলল রানা, উঠে দাঁড়াল। ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে জেনেটি বসার পর বসল ও। 'নির্জন রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে গল্প করার সময়।' হেসে উঠল রানা।

'ল্যাম্পপোস্ট আমার কাজে আসে না,' বলল জেনেটি, 'আমাকে আকর্ষণ করে টাওয়ার।'

ফেলসিয়ার সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্ক আছে এমন লোকদের মধ্যে টড কোরিসও একজন, কিন্তু দশটা তেইশে সে-ও তার কথা ভাবছে না। ঘটনাচক্রে ডিনার খাবার পর মদ্যপান করার জন্যে হোটেল হিলটনের কাছাকাছি একটা নাইটক্লাবে চলে এসেছে টড কোরিস, গোলাগুলি সম্পর্কে তার কোনও ধারণা নেই। জুরিখে এলে এখানে বসে মদ খাওয়া চাই তার।

মদ খায় টড কোরিস মাতাল হওয়ার জন্যে। কী তার দুঃখ বা দুশ্চিন্তা সে-ই জানে, মাতাল না হয়ে থাকতে পারে না লোকটা। তবে বোঝা যায়, ভাবাবেগের শিকার সে। করুণ রসে ভেজা গান শুনলে চোখ থেকে হড়হড় করে পানি বেরিয়ে আসে। এই যেমন আজ। জার্মান পল্লীবালার ব্যর্থ প্রেমকাহিনি নিয়ে রচিত একটা লোকগীতি গাইছে একদল ছেলে-মেয়ে, তাই শুনে অঝোরে কাঁদছে টড কোরিস। তবে এই মুহূর্তে তার মনে কোনও দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ নেই। সে জানে, যে বিপদটা দেখা দিয়েছে তার গ্রহণযোগ্য একটা সমাধান ঠিকই হয়ে যাবে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ মদের বোতলগুলো ছেড়ে দেয়ার পর থেকেই এই বিশ্বাসটা তার মনে শিকড় গেড়েছে।

বন নিবাসী মার্কাস বার্গলার দশটা তেইশে কী ভাবছে?

টড কোরিস ভয় আর দুঃখ ভোলার জন্যে সারাক্ষণ মদ খায়, মার্কাস বার্গলার তার মত মদ খেয়ে মাতাল হয় না বটে, বেশ্যা পল্লীতে ঢুকে গা ঢাকা দেয় সে। ভয়ের চোটে কোনদিন না লোকটা হার্টফেল করে। তার ভয় আফ্রিকানদের। একদিন তারা তাকে ঠিকই বাগে পাবে। জানে বার্গলার। কারণ ইউরোপের যেখানেই যাও, হাজার হাজার আফ্রিকান দেখতে পাবে তুমি। বার্গলারের ধারণা, ওরা সবাই তার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে ষড়যন্ত্র করছে। তাদের মনের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারে বার্গলার– মার্কাস বার্গলারের কল্লা চাই!

অটোম্যানের বাড়িতে যথাসময়েই তাঁর সাথে দেখা করল বার্গলার। জেদ ধরেছিল সে, সাক্ষাৎটা প্রেসিডেন্টের বাড়িতেই হতে হবে। জনসমক্ষে দেখা করা মানে বিপদের ঝুঁকি নেয়া। আফ্রিকান গুপ্তচররা খবরটা পেয়ে যাবে, ব্যস, ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে মার্কাস বার্গলারের।

নিজে গাড়ি চালিয়ে অটোম্যানের ম্যানশন-এ এল বার্গলার। শোফারদের ওপর বিশ্বাস নেই তার। জুরিখের অর্ধেক শোফার আফ্রিকান, বাকি অর্ধেক আফ্রিকানদের কাছ থেকে বেতন পায়।

অটোম্যানের ভিলাটা দেখে বার্গলারের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এল। বাড়িটা লেকের ধারে। বাড়িটাকে ঘিরে থাকা পাঁচিল পাথরের, পাঁচিলের মাথায় লোহার জাল দিয়ে তৈরি বেড়া। গেটটা অত্যন্ত ভারি, লোহার তৈরি। চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতর দাঁড়িয়ে আছে বিরাট সব গাছ, রাতের অন্ধকারে ওগুলোর নীচে গোটা একটা আফ্রিকান সেনাবাহিনী লুকিয়ে রাখা যাবে। বাড়ির অংশটুকু অসম্ভব উঁচু, গাঢ় রঙের পাথর দিয়ে বানানো। জানালাগুলোয় রঙিন কাঁচ। বাটলার পথ দেখিয়ে অন্দরমহলে নিয়ে আসতে নিরাপদ বোধ করল বার্গলার।

তার জন্যে বিশাল লাইব্রেরী রুমে অপেক্ষা করছেন অটোম্যান। প্রেসিডেন্টের হাত থেকে শেরির একটা গ্লাস পাওয়ায় কৃতজ্ঞ বোধ করল সে, তার অস্থির নার্ভের জন্যে খুব কাজ দেবে। কিন্তু আফ্রিকানদের প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ের সাথে গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফাঁস হয়ে যাবার হুমকি যুক্ত হওয়ায় আলোচনাটা খোশগল্পের কিনার দিয়েও গেল না। গুন্থার অটোম্যানকে

ব্ল্যাকমেইলারদের দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানাল বার্গলার। সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'আমি তো বুঝতে পারছি না টাকা দিতে আপনারা গড়িমসি করছেন কেন! মাত্র কয়েক মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক, অটোব্যাংকের কাছে এটা আবার কোনও টাকা নাকি!'

কিন্তু বার্গলারকে অটোম্যানের বক্তব্যও শুনতে হলো। প্রথমে রানা এজেন্সি সম্পর্কে বললেন তিনি। তারপর মাসুদ রানার গুণগান গাইলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে বার্গলার বলল, 'আরে রাখুন আপনার মাসুদ রানা!' তার যুক্তি হলো, কারও সাহায্য চাওয়াটাই বোকামি হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্ল্যাকমেইলারদের টাকা দিয়ে দিক অটোব্যাংক, তা হলে আফ্রিকানদের হাতে ধরা পড়ার আগেই জুরিখ থেকে পালাতে পারে সে।

'হের বার্গলার, মি. রানার ওপর আমার আস্থা আছে...'

'আপনার আস্থা আছে তো আমার কী!' খেঁকিয়ে উঠল বার্গলার। 'ভেবেছেন রানা এজেন্সি সম্পর্কে আপনি শুধু একা জানেন? টের পাবেন, টের পাবেন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসবে!'

রেগেমেগে বিদায় নিল বার্গলার। উন্মাদের মত গাড়ি চালিয়ে নিজের হোটেলে ফিরছে। জুরিখে এলে অখ্যাত এক হোটেলে ওঠে সে, এবারও তাই উঠেছে। পুরনো হোটেল, ছোটখাটো, বোর্ডাররা প্রায় সবাই সুইস। ইউনিভার্সিটির নীচে, পাহাড়ের গোড়ায় হোটেলটা, শহরের উত্তর প্রান্তে হওয়ায় এয়ারপোর্ট খুব দূরে নয়। খোঁজ-খবর নিয়ে এই হোটেলটা পছন্দ করে সে, এখানে কোনও কালে কোনও আফ্রিকান ওঠেনি। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিয়ে পাহাড়ের ওপর ওঠা যায়, মিশে যাওয়া যায় ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে।

এই হোটেলে ওঠার আরেকটা সুবিধে হলো, জুরিখের সবচেয়ে নামকরা বেশ্যা-পল্লীটা এখান থেকে একদম কাছে। অ্যালকোহলকে ভূতের মত ভয় পায় বার্গলার। মাত্রা ছাড়িয়ে খেয়ে ফেললে তার পক্ষে হয়তো সতর্ক থাকা সম্ভব হবে না। এ-ধরনের একটা দুর্বলতার সুযোগ হাতছাড়া করবে না আফ্রিকানরা। কিন্তু সেক্স... সেটা আলাদা ব্যাপার! একটা মেয়ের বিছানায় থাকলে সমস্ত দুশ্চিন্তা কোথায় যেন পালায়। পরে, শান্তিতে ঘুমাও।

হোটেলে ফিরে নিজের কামরায় বসে খাওয়াদাওয়া সারল বার্গলার। রুম-সার্ভিসকে দিয়ে এক বোতল মদ আনিয়ে রাখল। আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে টিভিটা খুলল সে। রাত আরও একটু বাড়ুক, তারপর বেরোবে সে। রাত বেশি হলে আফ্রিকানদের সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় কিছুটা কম থাকে। তা ছাড়া, তার বন অফিস থেকে একটা ফোন আসবে বলে আশা করছে সে। ঠিক অফিস থেকে নয়, তার সেক্রেটারীকে বলা আছে পে-বুদ থেকে ফোন করবে সে। বারো বছর একসাথে কাজ করছে তারা, স্বামী-স্ত্রীর মতই জীবনযাপন করে।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বিরক্ত বোধ করল বার্গলার। আজ বোধহয় আর ফোন আসবে না। ওদিকে পল্লীতে যাবার তাগিদ অনুভব করছে

সে। তার জন্যে অপেক্ষা করছে হাননা।

মদের বোতলটা কোটের ভেতর পকেটে ভরে কামরা থেকে বেরোতে যাবে বার্গলার, ফোনটা বেজে উঠল। এগিয়ে এসে রিসিভার তুলল সে। অপারেটর বলল, 'বন থেকে, হের বার্গলার।'

'লাইন দিন।'

সংযোগ পেয়ে বার্গলার বলল, 'শুধু শুনে যাও। তার সাথে আমার কথা হয়েছে। যতভাবে সম্ভব টাকা হাতছাড়া করার পরামর্শ দিয়েছি আমি। কিন্তু শালা বুড়োর হাবভাব আমার তেমন পছন্দ হলো না। গোটা ব্যাপারটা হিতে বিপরীত হয়ে উঠতে পারে। খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। পরে তোমাকে সব আমি বিস্তারিত জানাব।... না, এখন একটু বেরোব... হাননার কাছে যাচ্ছি। কী, রাগ করলে? এখানে তুমি নেই, হাননার কাছে না গেলে রাতে ঘুমাব কীভাবে, তুমিই বলো? কী... সেই রাক্ষসীটার কাছে কেন যাচ্ছি না? শোনো, ওকে তোমার ঈর্ষা করার কোনও কারণ নেই। তুমি বরং হাননাকে ঈর্ষা করলে মানাবে। শুধু তোমরা দু'জন আমার শরীর-মনের চাহিদা বুঝতে পারো। ওর কথা যদি বলো, তোমাদের দু'জনের তুলনায় ওকে আমার নিষ্প্রাণ বালিশ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না... ঠিক আছে, ঠিক আছে... রাখলাম।' এ-ধরনের আলাপ বিকৃত রুচির পরিচয় বহন করলেও, শয্যাসঙ্গিনীদের সাথে এভাবে কথা বলতেই অভ্যস্ত বার্গলার। একজনকে আরেকজনের কথা বলে এক ধরনের পুলক অনুভব করে সে।

রাত দশটা তেইশ মিনিট, হাননার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল মার্কাস বার্গলার। গুইডো ফেলসিয়ার কথা অবশ্যই ভাবছে না সে।

*

তার কথা ভাবছেন না অটোব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্টিভ রোজেনবার্গও। অন্যান্যদের মত তাঁরও মাথা ঘামানোর অনেক বিষয় রয়েছে। এই মুহূর্তে এমনকী তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্র-পরিবার সম্পর্কেও কিছু ভাবছেন না। সমাজে তাঁর একটা রক্ষণশীল ভাবমূর্তি থাকলেও, পরিবার নিয়ে খুব একটা মাথা কখনোই ঘামান না তিনি। এর জন্যে আংশিক দায়ী তাঁর স্বতন্ত্র জীবনযাপন পদ্ধতি, আংশিক দায়ী তাঁর স্ত্রী জেসিকা। মহিলা পুরনো ধ্যান-ধারণার ভক্ত, দিনে দিনে মোটা হতে আর ফি বছর সন্তান ধারণ করতে পছন্দ করেন। পারিবারিক কর্তব্য বলতে যা বোঝায় সবই তিনি বিশ্বস্ততার সাথে করেন, কিন্তু স্বামীর সঙ্গিনী হওয়া কাকে বলে তা তিনি বোঝেন না। তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম নয়, তারা তাঁর স্বামীর সঙ্গিনী হতে চেষ্টা করছে, এ-খবরও তিনি রাখেন না।

বৈধ স্ত্রীর সাথে বেঈমানীটা অত্যন্ত গোপনে করেন রোজেনবার্গ। শহরের অভিজাত পাড়ায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছেন তিনি। বান্ধবীদের মধ্যে থেকে একেকজনকে বেছে নেন, সেই একজনই কিছুদিন নিয়মিত তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে আসা-যাওয়া করে। তাঁর বিশেষত্ব হলো, তিনি শুধু বিবাহিতা নারীদের সাহচর্য গ্রহণ করেন, যারা বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও আরেকটা যৌন-

জীবনে আগ্রহী। সিরিয়াস প্রেম ইত্যাদির ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া, ব্যবসা আর ব্যক্তিগত আনন্দ, দুটোকে তিনি কখনও এক হতে দেন না।

অন্তত এতদিন ব্যাপারটা তাই ছিল।

সাতটা পঁয়তাল্লিশে রানাকে ব্যাংক থেকে বিদায় দেয়ার পর নিজের অফিসে ফিরে এলেন রোজেনবার্গ, ব্রিফকেস আর টপকোট নেয়ার জন্যে। আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল, আজ তিনি সরাসরি বাড়িতে যাবেন। যেতেনও তাই, যদি রানার সাথে ব্যাংকের ভল্টে থাকার সময় ভয়ানক একটা হতাশা তাঁকে গ্রাস না করত। ব্ল্যাকমেইলাররা অতি সহজে অটোব্যাংকের ক্ষতি করতে পারে, এই উপলব্ধিই তাঁর হতাশার কারণ। গোপন অ্যাকাউন্টের টাকা নিরাপদ, অটোম্যানের এই বিশ্বাসেই বিপদের বীজ লুকিয়ে ছিল, আজ তা প্রমাণিত হয়েছে। অটোম্যান, মাসুদ রানা, তাঁর বা ভ্যানেসার সামান্য একটা ভুলের পরিণতি হবে অটোব্যাংকের ধ্বংস। পুলিশ জানলে সব শেষ। সিক্রেট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার পাঁচজন সম্পর্কে একই কথা খাটে, ওরাও যদি কাউকে কিছু বলে ফেলে, অটোব্যাংককে আর ব্যবসা করতে হবে না।

কিন্তু অটোব্যাংককে এভাবে ধ্বংস হতে দেবেন না রোজেনবার্গ।

একটাই পথ আছে বাঁচার। গোপন অ্যাকাউন্টের টাকার অংক তাৎপর্যহীন করে তোলার জন্যে সাধারণ টাকার রিজার্ভ বাড়ানো। কিন্তু কীভাবে...?. অত সাদা টাকা কোত্থেকে যোগাড় করবেন তিনি?

টপকোটটা পরলেন রোজেনবার্গ। ব্রিফকেসটা গোছানো আছে, তাঁর তুলে নেয়ার অপেক্ষায়। কোথাও কিছু এলোমেলো হয়ে আছে কিনা চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন। আলো নেভাবার জন্যে সুইচবোর্ডের দিকে হাত তুললেন, এই সময় চোখের সামনে সারা সাগুড-এর চেহারাটা ভেসে উঠল।

হার্টবিট বেড়ে গেল রোজেনবার্গের। বসে পড়লেন তিনি, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছেন। সারা সাগুড, ওহ্, গড, সারা সাগুড! ঠিক প্রয়োজনের সময় তাকে মনে পড়েছে। তাই কী, প্রয়োজনের সময়? সারাকে তিনি যতটা না দেখেছেন, কল্পনা করে নিয়েছেন তারচেয়ে অনেক বেশি। শরীরটা অ্যাথলেটদের মত। লম্বাটে নিতম্ব, ছোট আর ভরাট স্তন, কোমল শরীর—ঠিক যেমনটি তিনি পছন্দ করেন। কালো কুচকুচে চুল। কালো চোখে কৌতুকের ঝিলিক। অকস্মাৎ মেয়েটাকে বুকের মাঝখানে পাবার জন্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করলেন তিনি। কালো মেয়ে তাঁর ভারি পছন্দ।

সম্ভবত ওপেক প্রতিনিধিদের একটা পার্টিতে গিয়ে মেয়েটাকে প্রথম দেখেছিলেন রোজেনবার্গ। আজ আর পরিষ্কার মনে নেই তাঁর। এক আমেরিকান ব্যাংকার, গর্ব করার মত আর কিছু না পেয়ে, প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল ভাল ফ্রেঞ্চ জানে সে। তার কাছ থেকে পালাবার পথ খুঁজছিলেন রোজেনবার্গ। আর সারা সাগুড এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল এক ইটালিয়ান ব্যবসায়ীকে। সারাকে সে বলছিল, তাকে তার হোটেলরুমে পৌঁছে দেয়ার জন্যে বাইরে একটা ফেরারী অপেক্ষা করছে। হোটেলে বা অন্য কোথাও, যেখানে তার খুশি।

ধৈর্য হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ান রোজেনবার্গ, একই সময় বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়

সারাও। পরস্পরের সাথে ধাক্কা লাগল, দু'জনের হাতের গ্লাস থেকেই সামান্য হুইস্কি ছিটকে পড়ল।

'দুঃখিত,' বললেন রোজেনবার্গ, মেয়েটার দিকে তখনও ভাল করে তাকাননি। হলরুমের আরেকদিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

'নো ড্যামেজ,' জবাব দিল মেয়েটা। তার কণ্ঠস্বরে আর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল, ঠাণ্ডা অথচ স্বতঃস্ফূর্ত, পিছন ফিরে ভাল করে তাকাতে বাধ্য হলেন তিনি।

হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সাধারণ একটা কালো কার্ডিন ককটেল ড্রেস পরে আছে সে, গলায় মুক্তোর মালা। লিপস্টিক ছাড়া আর কোনও মেকআপ ব্যবহার করেনি। চোখে শীতল দৃষ্টি, ভাবাবেগশূন্য, রোজেনবার্গের ওজন বোঝার চেষ্টা করছে।

'তুমি ফ্র্যাঙ্ক, মার্ক, স্টারলিং, নাকি পেট্রোডলার?' তাকে জিজ্ঞেস করলেন রোজেনবার্গ।

'আমি সোনা,' জবাব দিল সে। 'আপনি?' কঠিন পাত্রী, এখনও তার মুখে হাসি নেই, চোখ যেন স্কেল।

'বোধহয় পাঁচটাই। অটোব্যাংকের সাথে আছি।'

'ও,' এমন সুরে বলল মেয়েটা, যেন তথ্যটার বিশেষ কোনও তাৎপর্য নেই।

পরে রোজেনবার্গ বুঝতে পারেন, তথ্যটা জানাই ছিল সারার। শুধু তাই নয়, সারাটা রাত ধরে জাল পেতে অপেক্ষা করছিল সে। রোজেনবার্গ তার ফাঁদে ধরা পড়েন।

'তা, সোনা, তোমার না হয় একটা নাম পাওয়া গেল,' রোজেনবার্গ বললেন, 'আমাকে তুমি কী বলে ডাকবে?'

'আপনাকে আমি কখনোই ডাকব না,' এই প্রথম ক্ষীণ রহস্যময় হাসির রেখা দেখা গেল মেয়েটার ঠোঁটে। 'আপনিই শুধু আমাকে ডাকবেন।' তার আত্মবিশ্বাস দেখে বিস্মিত হননি তিনি, সারার মত ফিগার থাকলে যে-কোনও মেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে।

'তারমানে তুমি শুধু সাড়া দেবে?'

'আপনার স্বপ্ন হয়তো স্বপ্নই থেকে যাবে, যদি না ডাকার মত করে ডাকতে পারেন।'

পরাজয় স্বীকারের ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকালেন রোজেনবার্গ।

সারা বলল, 'তেলের সাথে স্কিটসোফ্রিনিয়া-র খানিকটা মিল আছে।' রোজেনবার্গ জানেন, ওটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধির নাম। 'আপনার মনে হয় না?'

'ঠিক কোন অর্থে?' জিজ্ঞেস করলেন রোজেনবার্গ। তেল সম্পর্কে মেয়েদেরও অভিমত থাকতে পারে, চিন্তা করতে গিয়ে কৌতুক বোধ করলেন তিনি, যদিও অভিমতটা সম্পর্কে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই।

'আমাদের আরব ভাইয়েরা একটা রসের সাগরে বসে আছে,' বলল সারা। 'ভূমিকম্প, লাভা আর ভাঁজগুলো প্রাণী ও উদ্ভিদ কুলকে পিষে, দলাইমলাই করে

ওই প্রাণরস বের করেছে।'

'ছবিটা রঙচঙে।'

'নিশ্চয়ই কোথাও পড়েছি,' বলল সারা। 'ওই রস হলো আমাদের বিংশ শতাব্দীর সার্সি।' সার্সি, সার্সি... অবশেষে মনে করতে পারলেন রোজেনবার্গ– সুন্দরী জাদুকন্যা সার্সি। 'এবারে তার ভূমিকা হলো, পেট্রোডলারের রূপ নিয়ে দুনিয়ার ফাইন্যানশিয়াল রিজার্ভ লণ্ডভণ্ড করা।'

'বলে যাও,' তাকে উৎসাহ দিলেন রোজেনবার্গ। ধীরে ধীরে মুগ্ধ হচ্ছেন তিনি।

'এবার সার্সিয়ান রস তার স্কিটসোফ্রিনিয়া লক্ষণ প্রকাশ করল। ওটা পরিণত হলো সাইক্লপস-এ।' রোজেনবার্গকে চিন্তা করতে হলো না, সাথে সাথে মনে পড়ল– সাইক্লপস, সিসিলি দ্বীপের এক চক্ষু দৈত্য। 'ওটা একটা দানব, দুনিয়াকে সেই একই পেট্রোডলার দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে– সম্ভাব্য সমস্ত সেক্টরে বিনিয়োগ করার ফাঁক খুঁজছে। আপনি একমত নন?'

পার্টিতে ভোর পর্যন্ত একসাথে সময়টা কাটল। রিসাইক্লিং নিয়ে আলোচনা হলো, পেট্রোডলারের রি-ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতা সম্পর্কে তার চেয়ে সারা কম জানে না উপলব্ধি করে বেশ খানিকটা অস্বস্তিও বোধ করলেন রোজেনবার্গ। ভোর পাঁচটায় কনুইয়ের কাছে অটোম্যান হাজির হতে বিরক্তই হলেন তিনি। এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল পার্টি?

ভাগ্য ভাল যে সারার নাম আর ঠিকানা মনে ছিল তাঁর। কথায় কথায় সারা তাঁকে বলেছিল, জুরিখে এসেছেই সে বাস করার জন্যে, তাই আলফ্রেড-এসজার স্ট্রাসের সদ্য তৈরি ভবনে একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিতে হয়েছে তাকে, লেকের পশ্চিম পাড়ে। ব্যবসার সাথে ব্যক্তিগত সুখকে জড়াবেন না, এই নীতির কারণে সারা সাগুডের সাথে যোগাযোগ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি তার নিজস্ব পথে ঠিকই এগোল। সারা যে কোনও না কোনও ভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে জড়িত, এটা আন্দাজ করতে পারলেও, বিষয়টা দিনে দিনে গুরুত্ব হারাতে শুরু করল। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল মেয়েটার রূপ-সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য আর রসবোধ। সারা সাগুডের লম্বা একহারা ঢেউবহুল শরীরটা রোজেনবার্গের পক্ষে ভুলে থাকা কঠিন হয়ে উঠল।

অবশেষে ফোনে যোগাযোগ করলেন তিনি, ডিনার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু আমন্ত্রণ গ্রহণ করার আগে ইতস্তত করল সারা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সে।

রোজেনবার্গ বললেন, 'আমি লাইনে আছি।'

আরও কয়েক সেকেন্ড পর সারা বলল, 'আপনি জানেন না, কিন্তু আমার মাথার একটা দাম আছে।'

'কী বলতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন রোজেনবার্গ।

আবার উত্তর দিতে দেরি করল সারা।

'চুপ করে থেকো না, কিছু বলো,' তাগাদা দিলেন রোজেনবার্গ। উত্তরটা শোনা তাঁর জন্যে অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠল।

'আসলে,' বলল সারা, 'মানে... এধরনের বিষয় নিয়ে টেলিফোনে আলাপ করা বোকামি নয়?'

'কোথায়, তা হলে?' জানতে চাইলেন রোজেনবার্গ।

'আপনি আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে পারেন, কিংবা আমি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে... আলাদা একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিশ্চয়ই আপনার আছে, তাই না?'

'আছে।'

'ওখানে দেখা হতে পারে। অথবা কোনও হোটেল, রেস্তোরাঁ বা বারে– যেখানে আপনি বলেন। জায়গাটা আপনি বাছবেন, কিন্তু আগেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এবার কিন্তু ব্যবসা নিয়ে আলাপ হবে। খেলা নয়।'

'সেক্ষেত্রে,' সারাকে বললেন রোজেনবার্গ, 'ব্যবসায়ীসুলভ আচরণই করা হবে। ঠিক আছে, এসো কাল আমরা জুরিখ মিউজিয়ামে দেখা করি, চারটের সময়। তারপর ভাবা যাবে।'

ঠিক চারটের সময় দেখা হলো। সৌজন্যতা দেখিয়ে রোজেনবার্গ প্রস্তাব দিলেন, মিনিট কয়েকের জন্যে হলেও মিউজিয়ামটা একবার দেখা দরকার সারার, তারপর সংলগ্ন পার্কে হাঁটা যাবে। সারা উৎফুল্ল ভাব দেখিয়ে জানাল, আইডিয়াটা চমৎকার।

পার্কে হাঁটার সময় শান্তভাবে সারার হাতব্যাগটা দেখতে চাইলেন রোজেনবার্গ। কথা না বলে সেটা বাড়িয়ে দিল সারা। সতর্কতার সাথে ব্যাগটা পরীক্ষা করলেন রোজেনবার্গ। না, ভেতরে কোনও অস্ত্র বা টেপ-রেকর্ডার নেই। রোজেনবার্গ কিছু বলার আগেই গা থেকে জ্যাকেট খুলে ফেলল সারা, সেটাও পরীক্ষা করার জন্যে বাড়িয়ে দিল। তারপর মাথা থেকে স্কার্ফটা খুলল, মাথা ঝাঁকিয়ে ফুলিয়ে তুলল একরাশ কালো চুল।

'যদি বলেন তো কাপড়ও খুলতে পারি,' বলল সারা। 'তবে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন। আমি আপনাকে স্রেফ একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব দেব, এর মধ্যে আর কিছু নেই। আপনাকে যদি আমার ব্ল্যাকমেইল করার ইচ্ছে থাকত, আমাকে ডিনারে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতাম আপনাকে, কিংবা আপনার গোপন অ্যাপার্টমেন্টে যেতে চাইতাম, যেখানে আপনি বান্ধবীদের নিয়ে যান। ভুলে যাবেন না, টেলিফোনটা আপনি করেছেন।'

সারা যা চেয়েছিল তাই ঘটল, নিজেকে বোকা লাগল রোজেনবার্গের।

'আপনি আমার অ্যাপার্টমেন্টে যেতে চাননি, কারণটা, আমি বুঝি,' বলল সারা। 'ওখানে লুকানো ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন থাকতে পারে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে নিয়ে যাননি, কারণ ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্যে ওখানে আমি গোপনে আড়িপাতা যন্ত্র রেখে আসতে পারি।' রোজেনবার্গের হাত থেকে ব্যাগ আর জ্যাকেটটা চেয়ে নিল সে। জ্যাকেট পরতে পরতে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কী, আপনি যদি এই সতর্কতা না দেখাতেন, আমি হতাশ হতাম। আপনার মত একজন দায়িত্ববান ব্যবসায়ীর অসতর্ক হওয়া মানায় না। এবার, কোথাও বসে গলাটা ভেজানো যায় না? ব্যবসার কথাও তো হওয়া চাই, নাকি?'

মার্চ মাস, আশপাশের পাহাড় থেকে সশব্দে নেমে আসা বাতাস ভারি ঠাণ্ডা।

পুরনো শহরের একটা পাব-এ সারাকে নিয়ে এলেন রোজেনবার্গ। কেবিনে বসলেন, ফায়ারপ্লেসের লকলকে শিখার দিকে চোখ। ওয়েটার কফি আর রাইন ওয়াইন পরিবেশন করল। রোজেনবার্গ চিন্তিত, তবে সারার সঙ্গ ভাল লাগছে তাঁর। আর সারা আন্দাজ করার চেষ্টা করছে রোজেনবার্গের ভারগম্ভীর চেহারার পিছনে মাথার ভেতর কী চলছে। সে জানে, এটা তার জন্যে একটা কঠিন পরীক্ষা। তার শিকারের জানা আছে ভাবাবেগকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ভদ্রলোক তাকে পছন্দ করেন, কিন্তু তার প্রতি ওঁর আকর্ষণ এত তীব্র নয় যে যা চাইবে তাই দিয়ে দেবেন।

রোজেনবার্গ উপলব্ধি করলেন, যতটা সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল আসলে ততটা সুন্দরী নয় সারা, তবে মেয়েটা তাকে আগের চেয়েও বেশি আকর্ষণ করছে। সারার চওড়া বুদ্ধিদীপ্ত কপাল অবয়বটাকে হরতনের আকৃতি দিয়েছে। চোখ দুটো, বিশাল পাপড়িসহ, নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত, নির্ভয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

ওয়েটার বিদায় হতে হ্যান্ডব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল সারা, ধূমপান করলে তিনি কিছু মনে করবেন কিনা জানতে চাইল। মাথা নেড়ে পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে সারার সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন তিনি।

ধোঁয়া ছেড়ে সারা বলল, 'আপনার কাছে দুটো জিনিস চাইব আমি– দেবেন?'

'যদি অযৌক্তিক কিছু না হয়, আর যদি আমার ক্ষমতায় কুলোয়।'

'অযৌক্তিক বা আপনার সাধ্যের বাইরে নয়।'

'কী সেগুলো?'

ছাইদানীতে সাবধানে ছাই ঝাড়ল সারা, ছোট্ট করে চুমুক দিল ওয়াইনের গ্লাসে। 'প্রথমে আমার সব কথা শুনুন। হ্যাঁ বা না বলার আগে এটাই আমি চাইব– বলার সময় আমাকে আপনি বাধা দেবেন না।'

'বেশ, ঠিক আছে, অযৌক্তিক কিছু নয়,' রাজি হলেন রোজেনবার্গ। 'আর কী চাও তুমি?'

'আপনি যদি আমাকে সাহায্য করতে না পারেন, কথা দিন যা বলব তা চিরকাল গোপন থাকবে আপনার কাছে।' একটা হাত তোলায় বোঝা গেল সারার কথা এখনও শেষ হয়নি। 'আপনার হয়তো ভয় করছে, আমি আপনাকে আঘাত দিতে পারি। আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। আরও একটু ওয়াইন দেবেন, প্লিজ?'

'সরি।' বোতলটা তুলে নিয়ে সারার গ্লাসে খানিকটা ওয়াইন ঢাললেন রোজেনবার্গ, তারপর নিজেরটাও ভরে নিলেন। বুঝতে পারছেন, নার্ভাস হয়ে পড়েছে সারা। অথচ নার্ভাস হবার মত মেয়ে নয় সে। তাঁর কৌতূহল বেড়ে গেল। কিন্তু তাগাদা দিলেন না। তাঁর ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে সারার ঠোঁটে চুমু খান।

চুপচাপ সিগারেট টানল সারা, বুঝতে পারল রোজেনবার্গ তার ঠোঁটের নড়াচড়া লক্ষ করছেন। 'আমি ইথিওপিয়া সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি,' শুরু

করল সারা।

'তুমি... কী?' বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে গেলেন রোজেনবার্গ।

'আপনার বোধহয় শীত করছে, তাই না, হের রোজেনবার্গ?'

'কী চাও তুমি?' জানতে চাইলেন রোজেনবার্গ, যদিও এরইমধ্যে ধরে ফেলেছেন কী চায় সারা। বুঝলেন, সারাও জানে তিনি ধরে ফেলেছেন।

'কী চাই আপনি জানেন,' বলল সারা। 'তবে, পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে দিন আমাকে।' প্রসঙ্গটা তোলার পর নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেয়েছে সে। 'পশ্চিমা জগতে আমাদের সরকার খুব একটা জনপ্রিয় নয়। ভুল আমরা অনেকই করেছি। অদূরদর্শিতার পরিচয়ও কম দিইনি। তবে এরকম ঘটে। কিছু লোক মারা গেছে, তার হয়তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। এ-কথা তো সত্যি, সরকার পরিচালনায় একেবারে নতুন আমরা। এখনও শিখছি।'

কোনওদিকে খেয়াল নেই রোজেনবার্গের, নিষ্পলক চোখে সারার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনছেন।

'ইথিওপিয়ার কিছু লোক একটা ব্যাপার একেবারেই বুঝতে চায় না–বুঝতে চায় না, তার কারণ সম্রাট আর তাঁর পরিবারকে ঘিরে অন্ধ ভাবাবেগ রয়েছে তাদের মধ্যে। জনসাধারণের জন্যে ভাল কিছু করার সুযোগ কয়েকশো বছর ধরে পেয়েছেন সম্রাট আর তাঁর পরিবার, কিন্তু কী করেছেন তাঁরা? আমরা না হয় কয়েক ডজন লোককে খুন করেছি। কিন্তু হাইলে সেলাসির আমলে অবহেলার শিকার সাধারণ মানুষ বিনা খাবারে, বিনা চিকিৎসায়, জুলুম আর অত্যাচারে মারা গেছে হাজারে-হাজারে, লাখে-লাখে। সহজ কিছু কাজ করা হয়নি, সেজন্যে মারা গেছে তারা।

'জলাশয়ে পানি ধরে রাখার জন্যে আর সেচ ব্যবস্থা সুষ্ঠু করার জন্যে এঞ্জিনিয়ারদের ভাড়া করা হয়নি। চাষীদের আধুনিক চাষাবাদ শেখানোর জন্যে দায়িত্ব দেয়া হয়নি কৃষিবিদদের। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে প্রায় কোনও সাহায্যই আমরা আদায় করতে পারিনি। সলোমনের যুগে আমাদের সভ্যতা ছিল গোটা বিশ্বের বিস্ময়। এমন কী রানীর মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব পদমর্যাদার কথা ভুলে সলোমনের সাথে দেখা করতে গেলেন, ঘটনাটা ইতিহাসে কিংবদন্তী হয়ে আছে। কিন্তু আজ আমরা কোথায় রয়েছি? পিছিয়ে পড়া, অভুক্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা জাতি, সভ্যতার কলংক। বুঝতেই পারছেন সম্রাটের প্রতি কেন আমাদের বিশেষ কোনও শ্রদ্ধাবোধ নেই। তাঁকে আমরা কী না দিয়েছি, কিন্তু বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে কী পেয়েছি আমরা?'

প্রশ্নটা কাউকে উদ্দেশ্য করে করা হয়নি, রোজেনবার্গ বুঝলেন সারা তাঁর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে না।

'জুরিখের কোথাও সম্রাট হাইলে সেলাসি এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা জমা রেখেছিলেন। টাকাটা এই মুহূর্তে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। পরিমাণে সেটা বাড়ছে, ধরে নেয়া চলে, কিন্তু কোনও ব্যবসার কাজে লাগছে না। পরিমাণে বাড়ছে, কিন্তু লাভটা হচ্ছে কার? ব্যাংকের।

'ওই সোনা আমাদের অভুক্ত জনসাধারণের জন্যে দরকার। নীতিগতভাবে,

এই সম্পদ ইথিওপিয়ারই প্রাপ্য। অনেক দিন হলো মারা গেছেন সম্রাট। সম্রাটের সম্পদে প্রজাদের অধিকার থাকবে না তো কার থাকবে? কাজেই ওগুলো প্রজাদের ভবিষ্যতের জন্যে বিনিয়োগ হওয়া দরকার। ওই টাকা দিয়ে আমরা সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি, ফসল ফলাতে পারি, শিল্প স্থাপন করতে পারি, বিশেষজ্ঞ ভাড়া করতে পারি... সত্যি বলতে কী, প্রায় রাতারাতি বদলে দিতে পারি দুর্দশাকবলিত একটা দেশের চেহারা।'

'কিন্তু তোমরা তো সমাজতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছ,' বললেন রোজেনবার্গ, খানিকটা প্রতিবাদের সুরে।

'ইচ্ছে করেই,' জবাব দিল সারা সাগুড। 'তার আগে বিকল্পগুলো সম্পর্কেও ভেবে দেখেছি আমরা। সংখ্যা গরিষ্ঠের জন্যে সর্বোত্তম কল্যাণ একমাত্র সমাজতন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব, এই আমাদের বিশ্বাস। হতে পারে পদ্ধতিটা গতিতে মন্থর, কিন্তু শুরুতেই সঠিক তথ্যটা পেয়ে যাই আমরা– ইথিওপিয়ার সমুদয় সম্পদ আর সঞ্চয় গোটা জাতির সবার প্রাপ্য।'

'এ-সব কথা নিয়ে তুমি আমার কাছে কেন এসেছ?' জানতে চাইলেন রোজেনবার্গ।

হেসে উঠল সারা। ধাতব শব্দের মত কঠিন হাসি, সুর বা কোনও ঝংকার নেই। 'দেখুন, হের রোজেনবার্গ, চোখ রাঙিয়ে বিদায় করে দিন তা-ও সহ্য হবে, কিন্তু আমাকে বোকা ভাববেন না। আমরা অলস নই। প্রয়োজনীয় পাঠ শেষ করে তারপর আপনার সামনে এসেছি আমি। জুরিখে মাত্র তিনটে ব্যাংক রয়েছে, যার একটায় আমাদের ওই এক বিলিয়ন ডলার আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, সোনাটা আছে অটোব্যাংকের ভল্টে, কারণ আমাদের তথ্যের সাথে বাকি দুটো ব্যাংক মেলে না।'

'আর যদি থাকেই?'

'যদি থাকে, হের রোজেনবার্গ, আপনাদের প্রেসিডেন্ট গুস্তার অটোম্যান ব্যাপারটা জানেন। আপনাদের চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট মাদাম ভ্যানেসাও সম্ভবত জানেন। কিন্তু আপনি, হের রোজেনবার্গ, ফান্ডটা নিয়ন্ত্রণ করেন। চাবি আপনার কাছে। সংখ্যাটা আপনি জানেন। আপনি একা শুধু বলতে পারেন, সিসেম ফাঁক। বললাম না, হোমওঅর্কে ফাঁকি দিইনি আমি।'

টপকোটটার খোঁজে তাকালেন রোজেনবার্গ। 'তোমার কথাগুলো উপভোগ করলাম,' বললেন তিনি। 'এবার আমরা উঠতে পারি।'

সম্পূর্ণ শান্ত সারা। এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই আশা করেছিল সে। 'আর এক মিনিট, হের রোজেনবার্গ।'

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন রোজেনবার্গ। 'কিন্তু এরইমধ্যে দেরি করে ফেলেছি যে,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন তিনি।

'শান্ত হোন, হের রোজেনবার্গ। আপনার বান্ধবীদের সম্পর্কে যতটুকু জানা আছে আমার, আপনি তাদেরকে একেবারে শেষরাতে ডাকলেও তারা কিছু মনে করবে না।'

চেহারা লাল হয়ে উঠল ভাইস-প্রেসিডেন্টের, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন

তিনি। 'গুড আফটারনুন, মাদমোয়াজেল সারা সাগুড।'

'আপনি গর্দভের মত আচরণ করছেন। ষাট সেকেন্ড সময় চাইছি আমি। ওই সোনা না পাওয়া পর্যন্ত, হের রোজেনবার্গ, এই জুরিখে থাকছি আমি। একই টেলিফোন নম্বর। একই ঠিকানা। ব্যাপারটা এমন নয় যে সোনাটা ব্যাংক থেকে তুলে নিতে চাইছি আমরা।'

ক্ষীণ পরিবর্তন দেখা গেল রোজেনবার্গের চেহারায়, একটু যেন বিস্মিত হয়েছেন।

'আপনার ব্যাংককে আমরা এজেন্ট করব, সাধারণ কমিশনের ভিত্তিতে আমাদের ফান্ড আপনারা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করবেন। আমাদের হয়ে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পণ্য, শেয়ার, বন্ড, কোম্পানী, স্টক ইত্যাদি কিনবেন আর বেচবেন— ইথিওপিয়ার আমদানী-রফতানীর দায়িত্বও দেয়া হবে আপনাদেরকে। চিন্তা করে দেখুন। কী হারাবার আছে আপনাদের?'

'সুখ্যাতি, অটোব্যাংকের সুনাম। সুইটজারল্যান্ডের ওপর দুনিয়া জুড়ে মানুষের আস্থা। এরকম আরও অনেক কিছু। কী ভাবো তুমি আমাকে?'

'বলুন, কী আশা করি। আমি একজন সত্যিকার মানুষ আশা করেছিলাম, জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল না সারা। 'হৃদয়বান, সুন্দর একটা মানুষ।'

সারার কথাগুলো পানিতে পড়ল। ক্যাশিয়ারকে একটা নোট দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি, পিছন ফিরে একবারও তাকালেন না।

তাঁর গমন পথের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সারা, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে গ্লাসটা আবার ভরে নিল। ক্লান্ত, পরিত্যক্ত আর নিঃস্ব বলে মনে হলো নিজেকে তার, তবে যতটা হতাশ হবার আশংকা ছিল ততটা হতে হয়নি। বড় বেশি দ্রুত আর মারমুখো প্রতিক্রিয়া হয়েছে রোজেনবার্গের। প্রস্তাবটা কোনও একটা তারে টোকা দিতে পেরেছে। সারার মনে হলো, রোজেনবার্গের সাথে এটাই তার শেষ সাক্ষাৎ নয়।

পরবর্তী ক'টা দিন বাড়িতে গম্ভীর হয়ে থাকলেন রোজেনবার্গ, অফিসে বসে কাজে মন দিতে পারলেন না। সারা তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিতে চেয়েছে নারীসুলভ ফাঁদ পেতে কাবু করতে চেষ্টা করেছে তাঁকে। রূপ-সৌন্দর্যের লোভ দেখিয়েছে সে, ঘুষ দিতে চেয়েছে দেহটা। কিন্তু ব্যাপারটা কী এতই সহজ এতই ঠুনকো? যে পবিত্র নীতি-নিয়মের ওপর ভিত্তি করে সুইটজারল্যান্ড তার অর্থনীতির ভিত গড়ে তুলেছে, অটোব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট একটা মেয়ের লোভে সেটাকে ধ্বংস করে দেবেন, তাই কী হয়? আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষা করা সেই পবিত্র নীতি-নিয়মের মূল কথা।

মেয়েদের নিয়ে এটাই হলো সমস্যা। তাদের মধ্যে নৈতিকতার কোনও বালাই নেই। আইনের প্রতিও তারা শ্রদ্ধাশীল হতে জানে না।

সারার কথা মত কাজ করলে তার পরিণতি কী হতে পারে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলেন রোজেনবার্গ। নাম্বারড অ্যাকাউন্ট মানে গোপন অ্যাকাউন্ট, সেটা ফাঁস করে দেয়া হবে। আমানতকারী জীবিত নেই, কিন্তু মারা যাবার আগে তিনি

কাউকে পাওয়ার-অভ-অ্যাটর্নিও দিয়ে যাননি, অন্তত আজ পর্যন্ত কেউ দাবি করেনি যে তার কাছে পাওয়ার-অভ-অ্যাটর্নি আছে। কাজেই সম্রাটের আমানত হস্তান্তর বা অন্য কোনওভাবে ব্যবহার করা বেআইনী একটা কাজ হবে। নীতিগতভাবে টাকাটা ইথিওপিয়ার জনসাধারণের প্রাপ্য, সারা যা খুশি তাই বলতে পারে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তা টিকবে কি? সম্রাটের টাকা আর কাউকে দিলে বা আর কারও স্বার্থে ব্যবহার করা হলে, এ নিয়ে কোর্টে মামলা হতে পারে। তখন সারা ফাঁসবে না, ফাঁসবে না ইথিওপিয়ার জনসাধারণ, ফাঁসবেন একা শুধু তিনি। জীবনের বাকি সময়টা জেলে পচতে হবে তাঁকে। গোটা সুইটজারল্যান্ডে হাসির খোরাকে পরিণত হবেন তিনি। ব্যাংক জগতের কলংক হিসেবে চিহ্নিত করবে মানুষ তাঁকে। একটা মেয়ের ফাঁদে ধরা দিয়েছে। আরেকজন স্যামসন। আরেক সলোমন। আরেক মার্ক অ্যান্টনি।

হাহাকার বোধটা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে প্রথমে বিবাহিতা এক মহিলার দিকে ঝুঁকে পড়লেন রোজেনবার্গ, সারার কোনও বৈশিষ্ট্যই যার মধ্যে নেই। তার চুল লাল, মাসের যে-ক'টা দিন যৌন মিলনের সুযোগ থাকে না সে-ক'টা দিন মুঠো মুঠো চকলেট খায় বলে মুটিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও মহিলার সাথে মেলামেশা করেছেন রোজেনবার্গ, মিলনের পর প্রতিবারই তার সন্দেহ হত, তিনি সম্ভবত ওর যৌনক্ষুধার আংশিক মেটাতে সমর্থ হয়েছেন। এবার, সারাকে ভুলে থাকার জন্যে নতুন করে সম্পর্ক গড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, মহিলাকে তিনি শুধু মাত্রাতিরিক্ত সন্তুষ্ট নয়, একেবারে জয় করে ফেলেছেন। এই অপ্রত্যাশিত বিজয় আশাতীত সুফল বয়ে আনল, সারার কথা চিরকালের জন্যে ভুলে যেতে পারলেন তিনি।

চিরকাল স্থায়ী হলো মাত্র পাঁচ হপ্তা দু'দিন। আজ পর্যন্ত।

আজ তিনি রানাকে বিদায় দেয়ার পর নিজেও অফিস থেকে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এই সময় হঠাৎ যেন তাঁর চোখ খুলে গেল। সমাধান হলো হাইলে সেলাসীর সোনা। তাঁর সোনা নাম্বারড অ্যাকাউন্ট থেকে জেনারেল ফান্ডে সরিয়ে আনা হলেই অটোব্যাংকের সমুদয় রিজার্ভের ৩৯.৮৭ পার্সেন্ট গোপন অ্যাকাউন্টের টাকা ঋণ করে একবারে নেমে আসবে নিরাপদ ৭.৩ পার্সেন্টে। তারপর ব্ল্যাকমেইলারদের যা খুশি করতে দাও।

উত্তেজনায় অস্থির রোজেনবার্গ অফিসঘরে পায়চারি শুরু করলেন। যতদূর তিনি বুঝতে পারছেন, ক্ষতি করার জন্যে তাকে ছোঁয়ার সাধ্য কারও নেই। সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা অবশ্যই টাকাটা দাবি করার অবস্থায় নেই। পরলোকগত সম্রাট যদি কারও নামে পাওয়ার-অভ-অ্যাটর্নি দিয়েও গিয়ে থাকেন, আজ এত দিন পর সেটা যদি প্রকাশ পায়, অটোব্যাংক কি সেটাকে অনার করবে? সন্দেহ নেই, আন্তর্জাতিক খবর বা ইস্যুর চেহারা নেবে কেসটা। ইথিওপিয়া সরকার কোর্টে যাবে। বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকবে মামলা। যেদিন রায় হবে, ভাল বা মন্দ, রোজেনবার্গ ততদিনে মিশে যাবেন মাটির সাথে।

আরও একটা বিরাট সুবিধে আছে রোজেনবার্গের। সম্রাটের ফান্ড নগদ

টাকায় নয়, রয়েছে সোনায়। অটোব্যাংকের নিচতলার ভল্টে দশটা ইস্পাতের ট্রাঙ্কে। ৯৯.৫ পার্সেন্ট নিখাদ। প্রতিটি বার-এর মূল্য কমবেশি দেড় লাখ ডলার।

সারা সাগুড়ের নম্বর ডায়াল করার সময় রোজেনবার্গের হাত হয়তো কাঁপল, কিন্তু তাঁর মাথাটা স্বচ্ছ স্ফটিকের মত পরিষ্কার। গত কয়েক মাসের মধ্যে আজ, এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ শান্ত তিনি। ব্ল্যাকমেইলাররা এক অর্থে অটোব্যাংকের মস্ত একটা উপকার করেছে। যে পদক্ষেপটা অনেক দিন আগেই নেয়ার দরকার ছিল, আজ সেটা রোজেনবার্গকে নিতে বাধ্য করেছে তারা।

সারার ঘরে ফোনের বেল বাজছে, শুনতে পেলেন তিনি, সারা শরীরে অদ্ভুত এক পুলক নিয়ে অপেক্ষা করছেন তার মিষ্টি গলা আবার শুনতে পাবেন। রিসিভার তোলার শব্দ হলো। 'হ্যালো,' সেই খসখসে, যৌনাবেদনে ভরপুর পরিচিত গলা।

'সারা, আমি রোজেনবার্গ। দেখতেই পাচ্ছ, শীত এসে চলে গেছে, বৃষ্টিও পড়ছে না, মাটিতে ফুল আর বাতাসে ফুলের গন্ধ। অথচ আমরা দূরে রয়েছি।'

'এ কী করলেন আপনি আমার!' যেন তীব্র আনন্দে কষ্ট পাচ্ছে সারা। 'আপনার কথা শুনে দুনিয়াটাকে অসম্ভব ভাল লেগে গেল, হের রোজেনবার্গ। এত সুন্দর করে বলতে পারেন আপনি!'

সারা কাঁদছে, সন্দেহ করলেন রোজেনবার্গ।

'এর মানে কী, হের রোজেনবার্গ...? আমি জানি তাই... ওহ্, স্টিভ! তুমি আমাকে ডাকছ না কেন? ডিনার খেয়েছ? মাই গড, স্টিভ, সাহায্য করো আমাকে!'

'ডিনার... না, খাইনি।'

'গুড। তুমি জানো, আমি খুব ভাল রাঁধতে পারি? তোমাকে খাওয়ানোর সুযোগটা দিয়েই দেখো না একবার!'

দশটা তেইশ মিনিটে গুইডো ফেলসিয়ার কথা ভাবছেন না স্টিভ রোজেনবার্গ। হাইলে সেলাসীর টাকা দিয়ে ইউরোপের বিশাল এক কোম্পানীর বড় একটা শেয়ার কেনার চুক্তি করা হবে, সারার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। সারার সাথে এই মুহূর্তে প্রেম করছেন ভদ্রলোক। পুনর্মিলনটা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে।

নয়

বুদ্ধিদীপ্ত ও রসাত্মক সংলাপের কল্যাণে রানা আর জেনেট অল্প সময়ের ভেতর পরস্পরের অনেক কাছে চলে এল। সাড়ে এগারোটার দিকে মেইনডাফ রেস্তোরাঁ থেকে বেরোল ওরা, এরপর কোথায় যাওয়া যায় সিদ্ধান্ত হয়নি।

ল্যামবোরগিনিতে চড়ল ওরা। রানার ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে সেটা ধরিয়ে দিল জেনেট, বলল, 'তুমি যদি কিছু মনে না করো, আমার খুব

ইচ্ছে চাঁদের আলোয় জুরিখ শহরটা দেখি আজ।'

'রাত কিন্তু অনেক হয়েছে।'

'রাত অনেক হয়েছে বলেই তো চাঁদটাকে আকাশের মাঝখানে পাচ্ছি আমরা, তাই না?' রানার কাঁধে কনুই সহ একটা বাহু তুলে দিল জেনেটি। 'ঝেড়ে কাশো, রানা আমার সঙ্গ পাবার জন্যে জুরিখের অর্ধেক যুবক লালায়িত। আমি কাউকে জোর করতে চাই না।'

কথা না বলে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। আধ ঘণ্টা পর ল্যামবোরগিনি থামল সৈকত আর বাগানের কিনারায়। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে থাকল জেনেটি, অপেক্ষা করছে নেমে এসে তার হাত ধরবে রানা।

বাগানে ঢুকে হাঁটল ওরা, পাশাপাশি। অপেক্ষায় কাজ না হওয়ায় জেনেটিই রানার হাতটা নিজের মুঠোয় ভরে নিয়েছে। তেমন কোনও কথা হলো না ওদের মধ্যে। মাথার ওপর, গাছপালার ডাল আর পাতার ফাঁকে, চাঁদ উঠেছে। কাছাকাছি সাগর থেকে চাপা কল্লোল-ধ্বনি ভেসে আসছে। বাগানে সদ্য ফোটা ফুল বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে গন্ধ। ভালই লাগছে রানার।

হঠাৎ পায়ের জুতো খুলে পানির কিনারা লক্ষ করে করে ছুটল জেনেটি। একটা পা বাড়িয়ে দিল সে, আঙুলের ডগা দিয়ে পানির তাপমাত্রা অনুভব করল। ধীর পায়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

'জমে বরফ হয়ে যাবে,' বলল ও।

'কেয়ার করি না,' বলল জেনেটি। 'আমার ভাল্লাগছে। বাগান আর সৈকত, একসাথে আর কোথায় পাবে তুমি? পাহাড়, পুরনো শহর, নতুন শহর, সারারাত খোলা বার, নাইটক্লাব, বেঁচে আছি এই অনুভূতি, সঙ্গে সুদর্শন পুরুষ– এত সব একসাথে পাওয়া কী সহজ কথা? জানো, পাহাড় কিন্তু সত্যিই ঈশ্বর। একদিন হঠাৎ আমি ব্যাপারটা উপলব্ধি করি।'

একেবারে আচমকা, রানার দিকে ফিরল জেনেটি, দু'হাতে ধরে ওর মুখটা নিজের দিকে টানল, তারপর চুমো খেলো ওর ঠোঁটে। দীর্ঘক্ষণ, নাছোড়বান্দা, যেন চাইছে না তার এই চুমো খাওয়াটা শেষ হোক। তারপর এক সময় হাঁপিয়ে উঠে ঠোঁট সরাল সে, মাত্র আধ ইঞ্চি, নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল শব্দগুলো, 'ধন্যবাদ। এটা আমার দরকার ছিল। চল, এবার ফেরা যাক।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল জেনেটি, এক হাতে রানার কোমর জড়িয়ে ধরে। বাগানের ভেতর দিয়ে ল্যামবোরগিনির কাছে এল ওরা, গাড়িতে চড়ার পর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'কী হলো?'

'আজকের রাতটা ধার দাও না আমাকে,' বলল জেনেটি। 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াই?'

'ভালই হত,' বলল রানা। 'আমারও ইচ্ছে করছে। কিন্তু জেনেটি, কাল সারা দিন আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'তোমার সাথে লোকজন নেই কেন, ছোটখাট কাজ করানোর জন্যে? রানা

এজেন্সি তো বিরাট ব্যাপার, তুমি একা কেন জুরিখে এলে?' কী যেন ভাবল জেনেটি। 'তা ছাড়া তোমাকেই বা আসতে হলো কেন? অটোব্যাংকের বা আমাদের কেসটা রানা এজেন্সির তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ নয়? ওহ্, গড, অনধিকার চর্চা হয়ে গেলে হাতজোড় করে মাফ চাই।'

রানা নিরুত্তর।

'অবশ্য তুমি নিজে আসায় আমি কৃতজ্ঞ। তোমার সাথে পরিচয় না হলে এই আনন্দটা পেতাম?'

'কীসের আনন্দ, জেনেটি?'

'আনন্দ না বলে রোমাঞ্চ বলাই উচিত।'

'কীসের রোমাঞ্চ?'

সীটের ওপর অস্থির ভঙ্গিতে একটু নড়েচড়ে বসল জেনেটি। 'সে তোমাকে বুঝিয়ে বলা যায় না! যদি বলার চেষ্টা করি, তুমি আমাকে পাগলাগারদে পাঠাবার কথা চিন্তা করবে।'

'তাই? তবু আমার কৌতূহল হচ্ছে।'

'বলি তা হলে? ভুলে যেয়ো না, আমি কিন্তু বলতে চাইনি।' আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল জেনেটির ঠোঁটে। চাঁদের আলো পড়ায় তার মুখ ঠিক যেন একটা পদ্মফুল বলে মনে হলো রানার। 'আমার মনে অদ্ভুত একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, রানা। বলতে পারো, একটা প্রশ্ন। প্রশ্নটা হলো– এখনও আমি তোমার প্রেমে পড়িনি কেন?'

'ও, আচ্ছা।' রানা নির্লিপ্ত। 'প্রশ্নটা তোমাকে রোমাঞ্চিত করছে কীভাবে?'

'তার আগে বলে নিই, কেন প্রশ্নটা দেখা দিল।'

'আমার মত পুরুষ তোমার জীবনে আর কখনও আসেনি। এরপর তুমি আমার চেহারার বর্ণনা দেবে। ব্যবহারের প্রশংসা করবে।'

'না, ভুল!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জেনেটি। 'তুমি নিষ্ঠুর আর নীরস, তোমার এই দুটো দিকই আমার চোখে বেশি করে ধরা পড়েছে। আমার যৌবন, রূপ, গ্ল্যামার, আভিজাত্য, আর্থিক প্রাচুর্য– এ-সব তোমাকে একটুও টানেনি। আমি চেষ্টা করেও তোমাকে মুগ্ধ করতে পারিনি। আমার সঙ্গ পেলে পুরুষরা ধন্য হয়ে যায়, কিন্তু তোমাকে ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমি। আমার তো এরকম এক লোকেরই প্রেমে পড়ার কথা বাকি সবাই তো চাটুকার, লোভী, ব্যক্তিত্বহীন ভাঁড়। তা হলে, রানা?'

'তা হলে কী?'

'আমি তোমার প্রেমে পড়ছি না কেন?'

'বলছিলে রোমাঞ্চ অনুভব করছ...'

সাথে সাথে জবাব দিল না জেনেটি। একটু যেন সংকোচ বোধ করছে সে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে কী যেন ঝেড়ে ফেলল সে, বলল, 'প্রেমে পড়িনি, কিন্তু পড়তে চাই। আর তাই, তোমাকে নিয়ে অদ্ভুত সব ঘটনা কল্পনা করছি আমি উদাহরণ দিতে চাই না, আমাকে তুমি একেবারে রাস্তার মেয়েদের সাথে তুলনা করে বসবে। কল্পনা করছি তোমার প্রেমে পড়ে উন্মাদিনী হয়ে গেছি আমি, বিশ্রী

সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছি...

'কাজ কিছু হচ্ছে কী?'

ঠোঁট ওল্টাল জেনেটি, চেহারা ম্লান। 'না।'

'তা হলে বরং চেষ্টাটা বাদ দাও।'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়াল জেনেটি। 'জ্বী-না, এত সহজে হার মানার মেয়ে মোনা জেনেটি নয়। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। তাই বলছি, একটু নরম হও না, প্লিজ? আজ রাতটা তোমার সাথে কাটাই আমি?'

'দুঃখিত, জেনেটি। তোমাকে বললাম না...'

'ঠিক আছে, তা হলে চলো, তোমার হোটেল দেখে আসি। নাকি তাতেও তোমার আপত্তি? ভয় নেই, গল্প-উপন্যাসে যে-সব মেয়েরা পুরুষদের ধর্ষণ করে আমি তাদের দলে পড়ি না। আমি বরং ধর্ষিতা হবার একটা রোমাঞ্চকর আকাঙ্ক্ষা অনুভব করি নিজের ভেতর। যদিও জানি, আমার সে আকাঙ্ক্ষা তোমার দ্বারা কোনও কালেও পূরণ হবার নয়। তা ছাড়া আমি শুধু তোমার হোটেলটা দেখতে চাইছি, তোমার কামরায় নিয়ে যেতে বলিনি। কী, রাজি?'

'চলো,' বলল রানা। ঠিক বুঝতে পারছে না ও, কী চায় মেয়েটা। জেনেটি নিজেও বোধহয় ভাল করে জানে না, সন্দেহ করল ও।

ধীরে ধীরে গাড়ি চালাল রানা। সরাসরি, সংক্ষিপ্ত পথটা এড়িয়ে গেল ও। ল্যামবোর্গিনি হিলটনের উল্টোদিকে যাচ্ছে দেখেও কিছু বলল না জেনেটি। জেনারেল-গুইসান-কাই হয়ে টাল-স্ট্রাসেতে এল ওরা, তারপর প্যারেড প্লাতস-এ। হোটেলের দিকে যাচ্ছে ল্যামবোরগিনি, হঠাৎ জেনেটি বলল, 'গাড়িটা তুমি বরং সরাসরি গ্যারেজে ঢুকিয়ে দাও। ঠিক বলতে পারছি না, একেবারে শেষ মুহূর্তে তোমার ঘরে একবার আমার যেতে ইচ্ছেও করতে পারে। কিংবা তুমি রাজি না হলেও আমি হয়তো তোমাকে আমার বেলেভ্যু পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাব– জোর করে।'

জেনেটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার একটা ঝোঁক চাপল রানার মনে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে তাকে তার হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে আসার কথা ভাবল। মেয়েটা বড় বেশি ছটফট করছে। গরম টিনের ছাদে একটা বিড়াল। মুশকিল হলো, কারণটা বোঝা যাচ্ছে। সেক্স যে নয় আন্দাজ করতে পারছে রানা। তার শরীর যেভাবে নড়াচড়া করছে, ব্রেকফাস্টের আগে ওর মত বারোজন পুরুষকে সামলাতে পারবে সে। অন্য কী নিয়ে যেন অস্থির হয়ে আছে মেয়েটা। হয়তো ব্ল্যাকমেইলিঙের ব্যাপারটাই এর জন্যে দায়ী। হ্যাঁ, তা হতে পারে। রানা ঠিক করল, আচ্ছা দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কী করে জেনেটি। না-হয় আরেকটু রাত পর্যন্ত থাকা যাক তার সাথে।

টালাকার স্ট্রাসেতে ঢুকল গাড়ি, সরাসরি গ্যারেজে ঢুকে অফিসের পাশে ল্যামবোরগিনি থামাল রানা। গাড়িটাকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে নিজেই বেরিয়ে এল নাইট ম্যানেজার। 'গুড ইভিনিং, মি. রানা।' ওর দিকের দরজাটা খুলল সে, জেনেটির দরজা খোলার জন্যে ইশারায় একজন অ্যাটেনড্যান্টকে ডাকল।

'ইভিনিং,' ছোট্ট করে, গম্ভীর সুরে বলল রানা।

'আশা করি ধাক্কাটা সামলে উঠেছেন, সার... তখনকার দুঃখজনক ঘটনাটার জন্যে সবাই আমরা...'

তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'লোকটাকে ধরতে পেরেছে ওরা?'

মাথা চুলকে নাইট ম্যানেজার বলল, 'না, সার। কোনদিক দিয়ে যে কোথায় পালাল...'

রানার পাশে এসে দাঁড়াল জেনেটি। 'কী নিয়ে কথা হচ্ছে, রানা, ঘটনাটা কী?'

'কিছু না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'এসো।' জেনেটির বাহু ধরে এগোল ও।

কিন্তু নাইট ম্যানেজারকে এড়ানো গেল না। ওদের পিছু নিল সে, বলল, 'এক মিনিট, মি. রানা। কথাটা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। হার্জ, রেন্ট-এ-কার থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, আপনার গাড়িটা ডেলিভারি দিয়ে গেছেন।'

ঝট করে ঘুরে তার দিকে সরাসরি তাকাল রানা। 'আপনার মাথার ঠিক নেই। কীসের গাড়ি? কার গাড়ি?'

'একটা কর্টিনা, সার। উনি বললেন, আপনি এখানেই ডেলিভারি চেয়েছেন। ওই তো, ওদিকে, সার।' নিজের অফিসে ঢুকে সাথে সাথে আবার বেরিয়ে এল ম্যানেজার, হাতে চাবি। তার চেহারায় ব্যাকুল একটা ভাব দেখা গেল। গ্যারেজের সুনাম বাড়াতে হবে তাকে, বকশিশের একটা লোভও আছে। 'হার্জের ভদ্রলোক আমাকে বললেন, যে প্যাকেজটা আপনি স্টেশন থেকে তাকে আনতে বলেছিলেন সেটা পিছনের বুটে আছে।'

'প্যাকেজ?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'কী বলছেন?' জেনেটিকে নিয়ে আবার এগোল ও। 'আপনি ভুল করছেন। গাড়িটা আর কারও হবে...'

'না, সার! উনি আপনার কথাই বলেছেন, নোট বুকে লিখে রেখেছি আমি...' ম্যানেজার পিছু ছাড়ছে না।

এবার রানাকে জোর করে দাঁড় করাল জেনেটি। 'শান্ত হও তো, রানা। ব্যাপারটা দেখতে অসুবিধে কী? নিশ্চয়ই এর একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে...'

'এই যে চাবি,' ওদের মুখের সামনে চাবির গোছাটা দোলাল ম্যানেজার, রিঙের সাথে একটা কার্ড ঝুলছে। 'এতে আপনার নাম লেখা রয়েছে, সার।'

'ঠিক আছে, চলুন,' মুখ ভার করল রানা। মনে একটা ভয় ঢুকল হঠাৎ করে। গাড়ি... বুট... প্যাকেজ... কী আছে প্যাকেজে? কে পাঠাল? 'কোন্ গাড়িটা?'

'আসুন, সার। আসুন আমার সাথে।' পথ দেখিয়ে লাল একটা গাড়ির সামনে ওদেরকে নিয়ে এল ম্যানেজার। গাড়ির নাকটা দেয়াল ছুঁই ছুঁই করছে।

'খুলুন, বুট খুলুন,' বলল রানা, ম্যানেজার বা জেনেটির দিকে ইচ্ছে করেই তাকাল না।

বুটের তলায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল ম্যানেজার, বুটের ঢাকনিটা স্যাঁৎ করে ওপরে উঠে পড়ল। 'মাই গড!' আঁতকে উঠে এক লাফে পিছিয়ে এল লোকটা।

অদম্য চিৎকার বেরিয়ে এল জেনেটির গলা চিরে, আতঙ্কের ঢেউ হয়ে বিশাল গ্যারেজের চারদিক থেকে ফিরে আসতে লাগল তার সেই রোমহর্ষক

আর্তনাদ। তাকে ধরে ঝাঁকি দিল রানা, যদিও জোর পেল না হাতে. কারণ ওর নিজেরও পেট থেকে সবকিছু গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কর্টিনার পিছনের বুটে ওটা একটা লাশ। বলা যায় কিছুই তার অক্ষত নেই। মাথায় হ্যাটটা আছে, তাই চেনা যাচ্ছে ওটার পাশে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটা মুখই হবে। ফেটে চুরমার হয়ে আছে খুলিটাও। চওড়া কার্নিস সহ হ্যাটটা চিনতে পারল রানা। ভাঙাচোরা শরীরে জড়ানো রয়েছে পশমী রেনকোট। গুইডো ফের্লাসিয়ার পক্ষ থেকে পিনটা টিউরেলাস আর জুয়ান মারভিন রানার জন্যে একটা সমস্যা তৈরি করেছে। রহস্যটা কী এবার ব্যাখ্যা করুক রানা।

দশ

একদল ডিটেকটিভ দু'ঘণ্টা ধরে জেরা করল রানাকে। একই কথা বারবার বলল রানা, বক্তব্যের মধ্যে কোথাও কোনও অসঙ্গতি থাকল না। তারপরও তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আরও কিছু বলার আছে রানার। এক পর্যায়ে রেগেমেগে বলে বসল রানা, 'আপনাদের মত বুদ্ধুদের নিয়ে জুরিখ পুলিশ টিকে আছে কী করে?'

ডিটেকটিভরা গায়ে মাখল না ওর কথা মোনা জেনেটিকেও জেরা করা হলো, তবে ডিটেকটিভরা বাড়াবাড়ি করছে দেখে মেয়েলি একটা কৌশল অবলম্বন করে পরিত্রাণ পেল সে, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ জ্ঞান হারাবার ভান করে পুলিশ স্টেশনের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে।

চোখে মুখে পানি ছিটাবার পর চোখ মেলল জেনেটি, ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকল, 'রানা, তুমি কোথায়?'

নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলাপ করে ডিটেকটিভরা সিদ্ধান্ত নিল, রাত আড়াইটার সময়, আজকের মত এখানেই ক্ষান্ত হচ্ছে তারা। গাড়ি করে রানাকে হিলটনে আর জেনেটিকে বেলেভ্যুতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

সকাল আটটা বিশ মিনিটে সবিনয়, ক্ষমাপ্রার্থী অথচ নাছোড়বান্দা ক্যাপ্টেন শ্লাচোর ঘুম ভাঙাল রানার। কোমল সুরে টেলিফোনে জানাল সে, এই মুহূর্তে রানার সাথে আলাপ করাটা নাকি ভয়ানক জরুরী। তাড়াহুড়ো করে সিল্ক ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে স্লিপারটা পায়ে গলাচ্ছে রানা, অধৈর্য ক্যাপ্টেন প্রবেশাধিকার পাবার জন্যে নক করল দরজায়। এলোমেলো চুল, দাড়ি কামানো হয়নি, মেজাজ ভাল নেই, কাজেই দরজা খুলে ক্যাপ্টেনের দিকে পিছন ফিরল রানা, বলল, 'বাথরুম সেরে আসি। আমার দেরি হবে।'

কত আর দেরি করা যায়, এক সময় বেরিয়ে আসতে হলো রানাকে। কাল রাতের চেয়ে আজ সকালে অনেক বেশি শান্ত, ফিটফাট আর আত্মবিশ্বাসী লাগছে ক্যাপ্টেনকে। গাঢ় চকলেট রঙের সুট পরেছে সে, সাদা শার্ট, সাদা-কালো ডোরাকাটা টাই, কালো জুতো আর সিলভার-গ্রে মোজা। গ্রে রঙের ফেল্ট হ্যাট, সাথে নীলচে সবুজ ময়ূরের একটা পালক। ক্যাপ্টেন তার গরিলা

সহকারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রানার। সার্জেন্ট আলফ্রেড বোনার। রানার আশঙ্কা হলো, নিজে জেরা করে সন্তুষ্ট না হলে ক্যাপ্টেন সম্ভবত সার্জেন্টের হাতে ছেড়ে দেবে ওকে। গরিলার চেহারাই বলে দিচ্ছে, ইন্টারোগেশন-এ দক্ষতা আছে তার।

'দেখে শুনে মনে হচ্ছে, মি. রানা,' ক্যাপ্টেন শ্লাচোর শান্ত সুরে বলল, 'দুর্ঘটনা আর বিপদের বীজ বহন করছেন আপনি।'

'এর আরও একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে,' বলল রানা, 'জুরিখ পুলিশ ট্যুরিস্ট বা নাগরিকদের রক্ষা করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।'

ঘোঁৎ করে আওয়াজের সাথে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সার্জেন্ট বোনার, যেন রানাকে শিক্ষা দেয়ার অনুমতি চাইছে ক্যাপ্টেনের কাছে। রানার অপমান, বোনারের প্রার্থনা, দুটোই অগ্রাহ্য করল ক্যাপ্টেন। পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল সে। 'মি. রানা,' টুথব্রাশের মত হিটলারী গোঁফের একটা প্রান্ত একবার চুলকে নিল, 'আমি কী আপনাকে কয়েকটা...?'

'দেখুন, শ্লাচোর,' প্রতিবাদের সুরে বলল রানা, 'আপনার একদল অপদার্থ সহকারী কাল আমাকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত স্টেশনে আটকে রেখেছিল। আপনি যদি কিছু বলতেই চান, আমার কফি খাবার আগে নয়– ঠিক আছে?'

'বেশ তো, খান না... কফি খাবেন, তাতে অসুবিধে কী!' রানা নড়ার আগে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন, টেলিফোন তুলে রুম-সার্ভিসে ডায়াল করল, অর্ডার দিল জার্মান ভাষায়। অপরপ্রান্ত থেকে শুনে রানার দিকে তাকাল সে, জানতে চাইল, 'কী ধরনের জুস, মি. রানা?'

'আই ডোন্ট বিলিভ দিস!' সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বলল রানা। 'গ্রেপফ্রুট... ফ্রেশ স্কুইজড। ওয়ার্ম ব্রেড রোল। বাটার। মার্মালেট জ্যাম। ওহ্, ইয়েস, অ্যান্ড ফ্রেশ ক্রীম উইথ মাই কফি। জার্মান ভাষায় অনুবাদ করুন।'

'অবশ্যই।' সুইস-জার্মান ভাষায় অনুবাদ করল শ্লাচোর।

আধ ঘণ্টা পর সেই একই জবানবন্দী দিল রানা– সবিস্তারে জানাল সন্ধ্যেটা জেনেটির সাথে কোথায় কাটিয়েছে। ব্রেকফাস্ট খাবার পর মেজাজটাও ঠাণ্ডা হয়েছে ওর। 'দেখুন, ক্যাপ্টেন, এ-সবই আপনার জানা আছে। বরং আমি একটা প্রশ্ন করি আপনাকে। গাড়িটা, কর্টিনা, ওটা চুরি করা, তাই না? কোনও রেন্ট-আ-কার কোম্পানীর গাড়ি ওটা নয়, ঠিক?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্যাপ্টেন পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কেন আপনি এ-কথা বলছেন?'

'কাজটার ধরন আমার পরিচিত লাগছে,' বলল রানা। 'ক্রেজি ডোরিগোর অনুচররা করেছে কাজটা। ফেলসিয়াকে যে বা যারাই খুন করে থাকুক...'

'ফেলসিয়া? ক্রেজি ডোরিগো? আপনি তা হলে গুইডোকে চিনতেন, মি. রানা?'

অসহায় ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'রুটিন বাদ দিতে পারেন না, ক্যাপ্টেন? গুইডো ফেলসিয়া সম্পর্কে সবই আপনার জানা আছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, কাল সকালে জুরিখে সে পা দেয়ার পর থেকেই আপনি তার

পিছু নেন। আপনি ব্যাংক ডিটেইল. তাই না? কিন্তু এখানে. আমার স্যুইটে আপনি কী করছেন– একটা হত্যাকাণ্ডের সমাধান পাবার জন্যে জেরা করছেন আমাকে?'

'হত্যাকাণ্ড? মার্ডার? কী করে বুঝলেন, ফেলসিয়া খুন হয়েছে? অকুস্থলে ছিলেন আপনি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন। 'ওটা তো একটা দুর্ঘটনাও হতে পারে, মি. রানা।'

'ওটা দুর্ঘটনা নয়, ফেলসিয়া খুন হওয়ার সময় সেখানে আমি ছিলামও না,' বলল রানা, মেজাজ ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর। 'আপনার ব্যাপারটা কী বলুন তো? কাল সন্ধ্যে থেকে কোথায় কখন ছিলাম, প্রতিটি মিনিটের খবর জেনেছেন আপনি, তারপরও বোকার মত আজেবাজে কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? সমস্যাটা কি আপনার? চাইছেন আপনার মার্ডার কেস আমি সমাধান করে দিই?'

এবার বোধহয় কাজ হলো। সশব্দে নোটবুকটা বন্ধ করল শ্লাচোর। তার খয়েরি-সবুজ চোখ কাঁচের মত চকচক করছে। সেকেন্ডগুলো নিঃশব্দে কেটে যাচ্ছে যেন একটা বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। 'আপনি বলছেন, মি. রানা, সুইটজারল্যান্ডে কাজ করার অনুমতি নেয়া আছে আপনার,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল ক্যাপ্টেন।

'আপনি আমার কার্ড দেখেছেন।'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে, তাই না, আপনার রেজিস্ট্রেশন যদি বাতিল করা হয়?'

'ইউ বাস্টার্ড!' হিসহিস করে উঠল রানার গলা। 'ভেবেছ এতই সহজ? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে না?'

'হবে, এবং করব, মি. রানা। কাজেই, সাবধানে থাকবেন।' উঠে দাঁড়াল শ্লাচোর। 'কাল রাতে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, জুরিখে আপনি কী করতে এসেছেন।'

'আমিও আপনাকে উত্তর দিয়েছিলাম,' বলল রানা।

'মার্ডার কেসে তথ্য গোপন করা ক্রাইম, আপনি জানেন না, মি. রানা?'

'আমি যে তথ্য জানি তার সাথে ফেলসিয়ার মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা।

'আসুন, এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক,' বলল ক্যাপ্টেন। 'আপনি অটোব্যাংকের পক্ষে কাজ করছেন?'

'করছি।'

'ফেলসিয়া অটোব্যাংকের একজন ক্লায়েন্ট?'

'আপনি জানেন, ছিল।'

'আপনার তদন্তের একটা অংশ ছিল না ফেলসিয়া?'

'হ্যাঁ, ছিল, কিন্তু...'

'কাল আপনি তার সাথে দেখা করেননি?'

'ব্যাংকে করেছি, সন্ধ্যে সোয়া সাতটার দিকে,' বলল রানা। 'আমার অনুমানে যদি ভুল না হয়, তাকে আপনি ব্যাংকে ঢুকতে ও বেরোতে দেখেছেন।

ভাল কথা, ব্যাংক থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল ফেলসিয়া?'

'পোস্ট অফিসে। কয়েকটা ফোন করে সে। কেন জানতে চাইছেন?'

'না, ভাবছিলাম আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে তা সে জানল কীভাবে।'

'কাল রাতে আপনি আমাকে বলেননি কেন যে ফেলসিয়া আপনাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল? লোকটা যে ফেলসিয়া, আপনি জানতেন, তাই না?'

উত্তর দেয়ার আগে সময় নিল রানা। কাপে আরও খানিকটা কফি ঢালল ও।

'আমি অপেক্ষা করছি, মি. রানা।'

কাপে চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়ল রানা। 'দুটো কারণে, ক্যাপ্টেন। ফেলসিয়া তার কোট উল্টো করে নিয়েছিল। আমার সাথে যখন দেখা হয়, ব্রাউন কোট পরে ছিল সে। সন্দেহ করেছিলাম লোকটা ফেলসিয়াই হবে, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না।'

আবার প্রশ্ন করার আগে সদ্য পাওয়া উত্তরটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল ক্যাপ্টেন। 'আরেকটা কারণ?'

'আমার তদন্তের একটা অংশ ছিল সে, সেটা কনফিডেনশিয়াল।'

'মি. রানা, রিয়েলি! উই আর বোথ ইন্টেলিজেন্ট মেন। এরকম ভান করা আপনার সাজে না যে তদন্তের সাথে খুনটার কোনও সম্পর্ক নেই।'

কফি শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখল রানা। 'সত্যি কথা বললে আপনি অবিশ্বাস করবেন, ক্যাপ্টেন। এটাই বোধহয় আপনার স্বভাব। তবু, যা সত্যি তাই বলছি, বিশ্বাস না করলে আমার বয়েই যাবে। আমার তদন্তের বিষয় হলো অটোব্যাংকের একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ফেলসিয়া আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে, কারণ কয়েক বছর আগে শিকাগোয় তার দলের বিরুদ্ধে রানা এজেন্সি একটা অভিযান পরিচালনা করে। তার বেশ ক'জন বন্ধুকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিই আমরা। এখনও তারা জেলে। এখানে আমাকে দেখার পর, ফেলসিয়ার সন্দেহ হয়, আমি বুঝি তার পিছনে লেগেছি। দ্যাট'স গড'স ট্রুথ।'

'ফেলসিয়া খুন হলো কেন?'

'শ্লাচোর, আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি আপনার একটা উপকার করতে চাই। আপনি আমার পিছু ছাড়ুন, অটোব্যাংকের কেসটা নিয়ে নিশ্চিন্তে কাজ করতে দিন আমাকে, আপনার হয়ে মার্ডার কেসটা মীমাংসা করে দেব। রাজি?'

সতর্ক একটা ভাব ফুটে উঠল ক্যাপ্টেনের চেহারায়। 'তা সম্ভব। আপনার ব্যাখ্যাটা কী?'

আড়মোড়া ভাঙল রানা, মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলল। 'শ্লাচোর, শুধু সম্ভব বললে হবে না। আমার সাথে চুক্তিতে আসতে হবে।'

'বেশ, ঠিক আছে। ফেলসিয়াকে খুন করল কে?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'প্রশ্নটা করায় খুশি হয়েছি আমি। ফেলসিয়া খুন হয়েছে তার বসের নির্দেশে। শিকাগোর ক্রেজি ডোরিগোর নির্দেশে।'

'কীভাবে জানলেন আপনি?'

'জানি না। গন্ধ পেয়েছি। যদি প্রমাণ চান, কয়েকটা ব্যাপার চেক করবার জন্যে কয়েকজন সহকারীকে লাগিয়ে দিন। বেশিরভাগ সম্ভাবনা, আপনি জানতে পারবেন, ক্রেজি ডোরিগোর দু'জন গুণ্ডা প্লেনে করে কাল জুরিখে পৌঁচেছে। এয়ারপোর্ট থেকে তারা একটা রেন্ট-আ-কার নিয়ে ফেলসিয়ার পিছু নেয়। ফেলসিয়ার ওপর নজর রাখছিল, কাল রাতে সুযোগ পেয়ে তাকে ওরা খতম করেছে। গাড়িটা আবার এয়ারপোর্টে রেখে আসে ওরা। তারপর মাঝরাতের ফ্লাইট ধরে জুরিখ ছেড়ে চলে গেছে– প্যারিস বা লন্ডনে, সেখান থেকে শিকাগোর ফ্লাইট ধরবে।'

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এমন হতে পারে ফেলসিয়ার হাত দুটো ছিল নিশপিশে, ক্রেজি ডোরিগো তা জেনে ফেলে। বলা কঠিন।'

চেহারায় অনিচ্ছার ভাব নিয়ে নোটবুকটা পকেটে ভরল ক্যাপ্টেন। বোলারের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। দরজা খুলল বোলার। 'আবার হয়তো আমাদের দেখা হবে, মি. রানা,' শ্লাচোর বলল।

'আমার তরফ থেকে কোনও উৎসাহ নেই,' জবাব দিল রানা।

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল ক্যাপ্টেন, মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে হাত দিয়ে হ্যাটের কিনারা স্পর্শ করল। 'সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ।' বোলারকে পাশ কাটিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। মৌন সার্জেন্ট রানার উদ্দেশে নিজ গালের একটা পেশী মোচড়াল, তারপর পিছু নিল বসের।

গম্ভীর হলো রানা, বন্ধ করল দরজা, হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল। 'সর্বনাশ!' বলে টেলিফোনের কাছে চলে এল ও। ডায়াল করে বাইরের লাইন চাইল, তারপর আবার ডায়াল করল রানা এজেন্সির জেনেভা শাখার নম্বরে।

'হ্যালো?' অপরপ্রান্ত থেকে সুরেলা নারীকণ্ঠ প্রশ্ন করল।

'রিনি?'

'সন্দেহ নেই মেয়েটা তোমাকে অনেক রাত পর্যন্ত আটকে রেখেছিল। রিসিভারের দিকে তাকিয়ে এক ঘণ্টা হলো বসে আছি আমি।'

'ঠিক আছে, বুঝেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে খুনসুটি করার সময় নেই আমার। কী কী জানতে পেরেছ সব এক এক করে বলো– তাড়াতাড়ি।'

'ডি.বি.-র কাছ থেকে দুটো সিগন্যাল পেয়েছি আমি, এল.-এর কাছ থেকেও দুটো। শুনেছ তো, রানা?'

'বলে যাও,' ধমক দিল রানা।

'বুঝতে পারছি, সারারাত লেগে থেকেও সুবিধে করতে পারোনি।'

'রিনি, তোমাকে বরখাস্ত করা হলো।'

'দেরি করে ফেলেছ। এইমাত্র ইস্তফা দিয়েছি আমি।'

'ফর গডস সেক, রিনি। মেসেজগুলো বলবে? অত্যন্ত জরুরী ওগুলো। তদন্তে আমি যদি দেরি করে ফেলি, সুইটজারল্যান্ড দেউলিয়া হয়ে যাবে। বলো।'

ভূমিকা বদলে ঝাড়া দু'মিনিট বিরতিহীন তথ্য যোগান দিয়ে গেল রিনি রেজা।

বাধা না দিয়ে শুনে গেল রানা, তারপর বলল, 'দ্যাস'ট গ্রেট, রিনি, জাস্ট গ্রেট।'

'জানতাম, আমি জানতাম, শেষ পর্যন্ত আমাকে তোমার ভালবাসতেই হবে,' নিঃশ্বাসের সাথে খসখসে গলায় বলল রিনি রেজা।

'প্যাঁচাল না পেড়ে মন দিয়ে শোনো। ডেভিড ব্লকের সাথে যোগাযোগ করো, ওখানে সকাল হবার সাথে সাথে। তাকে বলবে, ক্রেজি ডোরিগোর এক লোক, গুইডো ফেলসিয়া, কাল রাতে জুরিখে খুন হয়েছে। ধরে নেয়া চলে, কাজটা করেছে ডোরিগোর দু'জন ভাড়াটে গুণ্ডা। আরও প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে, প্যারিস বা লন্ডন থেকে আজ তারা শিকাগোয় ফিরবে। সম্ভব হলে ডেভিডকে বলো, সে যেন তাদেরকে আটক করার চেষ্টা করে। জুরিখে তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে দেখতে চাই। ঠিক আছে?'

'লিখে নিয়েছি,' বলল রিনি। 'আর কিছু?'

'লিলাচের সাথে প্যারিসে আর হ্যারি ডিউকের সাথে লন্ডনে যোগাযোগ করো। ইন্টারপোলের কোনও একজনের সাথেও...'

'রিচটাম হলে চলবে?'

'সবচেয়ে ভাল হয়।'

'কী বলব ওদেরকে?'

'বলবে, মোনা জেনেটি সম্পর্কে জানতে চাই আমি। লালচে-সোনালি চুল, অনেকগুলো ইউরোপিয়ান ভাষা জানে, বয়স চব্বিশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে।'

'আচ্ছা!'

'আচ্ছা মানে?'

'সে-ই তা হলে তোমাকে কাঁচকলা দেখিয়েছে। আর তুমি ভাবছ তার জীবনে আরেকজন আছে কিনা।'

'ধেত্তেরি'। শোনো, তালিকায় সে-ও আছে। তার সম্পর্কে যা জানার সব আমি জানতে চাই।'

'মোনা জেনেটি... মডেল?'

'সে-ই।'

'ঠিক আছে। আর কিছু, বস?'

'না... হ্যাঁ। আমার .৩২ চুরি হয়ে গেছে।'

উদ্বিগ্ন হলো রিনি রেজা। 'তারমানে কেউ তোমাকে বিপদে ফেলার সুযোগ খুঁজছে। সাবধানে থাকবে, রানা।'

'শোনো, আমার .৩৮-টা পাঠিয়ে দাও, সম্ভব হলে আজই। হোটেলে ডেলিভারি নেব। ভাল হয় সকালেই যদি হাতে পাই।'

'পাবে। রানা, ব্যাংক কি তোমাকে ফি-র টাকা অ্যাডভান্স করেছে?'

'না। কেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রিনি বলল, 'একটা কাজ করে ফেলেছি, অন্যায় হয়ে থাকলে পরে ক্ষমা চেয়ে নেব। কাজটা হলো... আই.বি.এম. নতুন একটা কম্পিউটার ছেড়েছে বাজারে, কাজের সুবিধে হবে ভেবে বাকিতে কিনে

ফেলেছি আমি।'

'তুমি একটা টনিক, রিনি। দিনটা শুরু করার জন্যে ঠিক এটাই আমার দরকার ছিল।' রিনি খিল খিল করে হাসছে, ক্রেডলে আস্তে করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা।

দাঁড়াল ও, মাথার ওপর হাত তুলে, শিরদাঁড়া বাঁকা করে আড়মোড়া ভাঙল। শাওয়ারের নীচে দাঁড়াবে, কিন্তু তার আগে আরও একটা ফোন করা দরকার। অটোম্যানের সাথে যোগাযোগ করল তার প্রাইভেট নম্বরে।

ব্যাকুল উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলেন অটোম্যান, 'মি. রানা?'

'জী।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি ফোন করলেন। এদিকে আমাদের পাগল হবার অবস্থা হয়েছে। মি. ফেলসিয়ার কথা বলতে চাইছি, সার। কী ঘটেছিল? যতটুকু বুঝতে পেরেছি...'

শান্ত হবার পরামর্শ দিয়ে উদ্বিগ্ন প্রেসিডেন্টকে জানাল রানা, ফেলসিয়ার ব্যাপার নিয়ে টেলিফোনে কথা বলা ঠিক হবে না। তথ্য বিনিময়ের জন্যে অটোব্যাংকে আসছে ও। তার আগে, প্রেসিডেন্ট, একটা কাজ করতে পারেন। এয়ারপোর্ট থেকে আজ সকালে ব্যাংকে আসার কথা পেড্রো ফেডানোর, তাই না? ওর অপেক্ষায় তাকে যেন তিনি ধরে রাখেন।

অটোম্যান জানালেন, তিনিও ঠিক তাই করবেন বলে ভেবেছেন।

টড কোরিঙ্গ আর মার্কাস বার্গলারের সাথে দেখা করতে চায় রানা। লাঞ্চের আগে হলে ভাল হয়। অটোম্যান কি দয়া করে তাঁর সেক্রেটারীকে দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দুটো কমিয়ে রাখবেন? সানন্দে, অটোম্যান জানালেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। বাথরুমের দিকে যাচ্ছে, ফোনটা বেজে উঠল। অবাক হয়ে ফিরে এল ও, রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'রানা।'

অপরপ্রান্ত থেকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলা হলো, 'ডেস্ক থেকে বলছি, সার। একটা মেসেজ এসেছে, আপনার স্যুইটে, কিন্তু আপনার নয়। ভদ্রলোকের সাথে আপনার কথা না বললেও চলবে।'

'দুঃখিত, বুঝলাম না।' বিরক্তিবোধ করল রানা। 'কী করতে পারি তাই বলুন।'

'ভদ্রলোকের নাম জোহান শ্লাচোর, সার। তিনি তাঁর ভাইকে ফোন করেছেন, ক্যাপ্টেন হ্যান্স শ্লাচোরকে, প্যারিস থেকে।'

'বেশ। তা আমি কী করব?'

'ক্যাপ্টেন শ্লাচোর কি আপনার সাথে আছেন, সার?'

'না। ছিল, দশ মিনিট আগে চলে গেছে। রাখলাম।'

'রাখলে চলবে না। আরও একটা ব্যাপার আছে, সার।'

'বেশ, তাড়াতাড়ি করুন। আপনি আমাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছেন।'

'জী, না। মাফ চাই, সার। কিন্তু... আমার বন্ধু, হেনেরিক, দু'জন লোক সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলতে চায়...'

হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠল রানা, এতক্ষণে মন দিয়ে শুনছে ও। 'কোন দু'জন লোক? কোথায়? কখন?'

'কাল রাতে, সার। সাড়ে ন'টার দিকে লবিতে ঢুকে তারা মি. ফেলসিয়ার কথা জানতে চাইলেন। মি. ফেলসিয়া, কাল রাতে যিনি খুন হয়েছেন।'

'কী ধরনের লোক তারা?'

'আমেরিকান, সার। একজন বিরাট, খুব শক্তিশালী, বক্সারের মত, বুঝতে পারছেন তো?'

'পারছি। আরেকজন?'

'নীচ, সার। চেহারাটাই বলে দেয়। হেনেরিক বলছে, তাদের হাবভাব তার ভাল লাগেনি। তার মনে হয়েছে, লোকগুলো গুণ্ডাপাণ্ডা না হয়ে যায় না। তার ধারণা, এই লোকগুলোই হয়তো মি. ফেলসিয়াকে খুন করেছে।'

'হেনেরিকের বুদ্ধি আছে। তাকে বলো, মোটা বকশিশ পাওনা হয়েছে তার। আর কিছু বলবে?'

'বলব, সার। বলতেই হবে। সৎ থাকার চেষ্টা, সার। মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে... সেজন্যে হেনেরিক অত্যন্ত দুঃখিত। আসলে, সার, কিছু ভেবে কাজটা করেনি সে। লোক দু'জন জানতে চেয়েছে, সে-ও বলে দিয়েছে...'

'কী বলে দিয়েছে?'

'আপনার স্যুইটের নম্বর, সার। বলেছে, কারণ, মি. ফেলসিয়াও আপনার স্যুইটের নম্বর জানতে চেয়েছিল হেনেরিকের কাছে। তিনি তো হাউজফোনে আপনার সাথে কথা বলেন, তাই না, সার?'

'না, আমার সাথে তার কথা হয়নি।'

'মাই গড!' উত্তেজিত হয়ে উঠল অপর প্রান্ত। 'আচ্ছা! তারমানে, মি. ফেলসিয়া ভান করছিলেন কথা বলার! আমরাও তাই ধরে নিয়েছি, সার।'

'কী নাম তোমার?' জানতে চাইল রানা।

'বেনিন, সার।'

'তোমারও বকশিশ পাওনা হয়েছে, বেনিন। আর কিছু?'

'মানে... হয়তো, সার।... হয়তো।'

'হয়তো কী?'

'হেনেরিক ভাবছে, সার, লোক দু'জন মি. ফেলসিয়ার খোঁজে হয়তো আপনার স্যুইটে গিয়েছিল। কারণ, সার, এরপর তাদেরকে খুব ব্যস্ততার সাথে নেমে আসতে দেখে হেনেরিক। লবি থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যায় তারা।'

'বেনিন, তোমার আসলে ডিকেটটিভ হওয়া উচিত। হেনেরিকেরও। ধন্যবাদ, তোমাদের দু'জনকেই।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ, সিনর, সার।'

এবার রানা কোনও বাধা না পেয়েই বাথরুমে ঢুকতে পারল। বেনিনের দেয়া তথ্যগুলো নিয়ে ভাবছে ও। ভাগ্যই বলতে হবে, একরকম আকাশ থেকে পড়ল তথ্যগুলো। নিখোঁজ অস্ত্র রহস্যের সমাধান পাওয়া গেছে। দু'জন লোক... না, তারা নয়। ফেলসিয়া। গ্যারেজে নিজের অস্ত্র খোয়ায় সে। গ্যারেজ থেকে

বেরিয়ে সোজা হোটেলে ঢোকে, তারপর ওর স্যুইটে এসে লুকিয়ে থাকে। ভেবেছিল, গ্যারেজ থেকে অন্তত হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টাবার জন্যে স্যুইটে ফিরবে ও। তখনই ওয়ালথারটা খুঁজে পায় ব্যাটা। তারপর, ও ফিরছে না দেখে, কিংবা হয়তো ক্রেজি ডোরিগোর গুণ্ডাদের উপস্থিতি টের পেয়ে, হোটেল ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক এ-ধরনের কিছুই ঘটেছে।

প্রশ্ন হলো, ওকে খুন করার জন্যে অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল কেন ফেলসিয়া?

শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে ভিজছে রানা, লম্বা আয়নার ওপর চোখ। ফেলসিয়া হয়তো ভেবেছিল, অটোব্যাংক রানা এজেন্সির সাহায্য নেয়ায় তার গোপন অ্যাকাউন্টের কথাটা ক্রেজি ডোরিগো জেনে ফেলবে। রানাকে তার খুন করতে চাওয়ার এটা একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু এরইমধ্যে তার গোপন অ্যাকাউন্টের কথা ফাঁস হয়ে গেছে। চিন্তা করতে গিয়ে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল রানার। ব্ল্যাকমেইলার তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে, বা ভুল করে বসেছে? নাকি দাবির টাকা পাওয়ার আগে ইচ্ছে করেই ফেলসিয়ার গোপন অ্যাকাউন্টের কথা জানিয়ে দিয়েছে ক্রেজি ডোরিগোকে? অসম্ভব চাতুর্যের আভাস পাচ্ছে রানা। সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। ব্ল্যাকমেইলার জানে, ডোরিগোকে ফেলসিয়ার ব্যাংক স্টেটমেন্টের কথা জানানো হলেই ফেলসিয়া খুন হয়ে যাবে। জেনেশুনেই কাজটা করেছে সে। ফেলসিয়া খুন হলে অটোব্যাংক কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, আতঙ্কিত হয়ে পড়বে অন্যান্য সিক্রেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা... ভিকটিমরা।

দাড়ি কামাতে শুরু করল রানা। মোনা জেনেটির কথা ভাবল। এরকম নার্ভাস মেয়ে খুব কমই দেখেছে ও। রেসের ঘোড়া যেন, উত্তেজনায় সারাক্ষণ ছটফট করছে। তুষার কণার সাথেও তুলনা করা যায়। বিরতিহীন পাঁচটা ঘণ্টা একসাথে থেকেও তার সম্পর্কে কী জানতে পেরেছে ও? প্রায় কিছুই না। মেয়েটা ইংরেজি বলে ইংরেজদের উচ্চারণে, কিন্তু তা থেকে কী প্রমাণ হয়? সে তো ফ্রেঞ্চও বলে ফরাসীদের উচ্চারণে। এমনকী জার্মানও। হয়তো সুইটজারল্যান্ডে থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছে, কিংবা ইংল্যান্ডে থেকে ফরাসী মিডিয়ামে। সঠিক তথ্য জানে কে?

দুটো ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তার ফিগারটা দারুণ, সত্যিকার সুন্দরী সে। আর মেধাবিও বটে। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার, তার টাকার কোনও অভাব নেই।

চারদিকটা দেখা আছে জেনেটির। বিলাসিতা পছন্দ করে। প্রভাবশালী মহলের সাথে যোগাযোগ আছে, যদিও খুব একটা কাছে কাউকেই ঘেঁষতে দেয় না; শুধু মাসুদ রানা বাদে। ওর প্রতি তার একটা দুর্বলতা জন্মেছে, এরকম ভাব দেখাতে চেয়েছে কাল রাতে। সত্যি, নাকি ভান? আরও একটা ব্যাপারে রানার মনে কোনও সন্দেহ নেই। ভয়ের মধ্যে আছে মেয়েটা। কী কারণ, কীসের ভয় তার? শুধু ভয় বললে কমিয়ে বলা হয়, রীতিমত আতঙ্কিত সে। কেউ বা কোনও একটা সমস্যা তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। ব্ল্যাকমেইলাররা?

হ্যাঁ, তাই হবে। কিন্তু উত্তরটা ঠিক মনে ধরল না রানার। অবভিয়াস, বড় বেশি স্পষ্ট।

সব মিলিয়ে, মোনা জেনেটিকে অভিজাত আর সুন্দরই মনে হয়েছে রানার। মডেল হিসেবে ইউরোপজোড়া চাহিদা রয়েছে তার। জেনেটির সাথে বাকি চারজন গোপন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের কোনও মিল নেই। তা হলে? গোপন করার কী আছে তার জীবনে?

স্বাধীন, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে এটা একটা সমস্যা। গোপন করার কত কী যে থাকে তাদের। হতে পারে হাইড্রোজেন বোমা মেরে লন্ডন শহরটা উড়িয়ে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্রে তারও ভূমিকা রয়েছে। হতে পারে আসলে তার চুল লাল, সেটাকে লালচে-সোনালি করে রেখেছে।

টড কোরিস, পেড্রো ফেডানো আর মার্কাস বার্গলার। এরা তেমন কোনও সমস্যা নয়। ও যা সন্দেহ করেছিল, রিনি রেজার টেলিফোন সেগুলোকে সত্যি প্রমাণিত করেছে। এরা আইন অমান্য করছে, আইনকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে, অপরাধ করছে। কিছু এসে যায় না। এদের সম্পর্কে আরও তথ্য দরকার হলেই যোগাড় করতে পারবে ও। কিন্তু রহস্যময় চরিত্র হলেন স্টিভ রোজেনবার্গ।

কাপড় পরার সময় রহস্যটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল রানা। তিনটে সম্ভাবনার কথা মনে রেখে রহস্যের ব্যাখ্যা পাবার চেষ্টা করল ও। নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে বিশ্লেষণ করলে রোজেনবার্গকে দায়ী বলে মনে করা চলে না। গুস্তার অটোম্যান তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখেন, এটা উপভোগ করেন তিনি, এর জন্যে তিনি গর্বিত। ভ্যানেসার সামনে রোজেনবার্গ খানিকটা অস্বস্তি বোধ করলেও, ভ্যানেসার আস্থাও তিনি পুরোপুরি অর্জন করতে পেরেছেন। চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ করে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, নৈতিক দিক থেকে তাঁর অধঃপতন ঘটবে, এটা আশা করা যায় না। নাকি যায়? চল্লিশে কি মানুষের ভীমরতি ধরে না?

আরেকটা মানদণ্ড হলো সাইকোলজিক্যাল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ রোজেনবার্গ। সব জিনিসের ওজন বোঝেন তিনি। গোটা অটোব্যাংক তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে। একা তাঁর হাতের মুঠোয়। তাঁর পজিশনের একজন মানুষ, ব্যাংকের ফান্ড মেরে দেয়ার জন্যে ব্ল্যাকমেইলিঙের মত পিচ্ছিল, কাঁচা একটা অপরাধ কেন করতে যাবেন? ভুক্তভোগীদের একজন যদি আন্দাজ করতে পারে যে তাদেরকে রোজেনবার্গ মোচড় দিচ্ছে, তাঁর জীবন বা ক্যারিয়ারের আর কোনও মূল্য থাকবে কি?

সমস্যা হলো, রোজেনবার্গের মাথায় কী যেন একটা আছে। এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আশ্চর্য নয়, ব্ল্যাকমেইলিং-এর হুমকি দেয়া হয়েছে এমন একটা ব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হুমকিটার কথা ছাড়াও অন্য একটা বিষয় নিয়ে অস্থির থাকবেন?

এরপর আছে, ফ্যাক্টস। একমাত্র রোজেনবার্গই গোপন অ্যাকাউন্টগুলোর প্রকৃত মালিকদের পরিচয় জানেন। তা হলে কী দাঁড়াল? রহস্যটা সেই আগের

র্যায়েই রয়ে যাচ্ছে। এ-ধরনের কাজ রোজেনবাগ করতে পারেন না। রোজেনবার্গই একমাত্র ব্যক্তি যার দ্বারা কাজটা হতে পারে। যে-কোনও একটা বেছে নাও।

আয়নায় শেক্সপিয়ারের মত নিজেকে দেখে নিল রানা। ক্রীম কালারের সিল্ক টার্টলনেক শার্ট পরেছে। লালচে মরচে রঙের কার্ডিন জ্যাকেটটা ডাবল-ব্রেস্টেড। ধূসর রঙের মোজা। সোনালি স্ট্র্যাপ সহ অ্যালিগেটর সু।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো রানার, ক্যাপ্টেন শ্লাচোরের সাথে এখুনি একবার দেখা হলে মন্দ হত না। এমনই ভাগ্য ওর, দৃশ্যপটে যখনই আগমন ঘটে লোকটার, হয় বিধ্বস্ত দেখায় ওকে, নয়তো ধুলো-বালি লেগে নোংরা হয়ে থাকে কাপড়-চোপড়।

এগারো

রোজেনবার্গ আর অটোম্যানের সাথে দেখা করার আগে একজন মক্কেলের দৃষ্টি নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে অটোব্যাঙ্কের কাজকর্ম পরীক্ষা করল রানা। প্রধান গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও, কথা বলল গার্ড মুলারের সাথে। মেঝেতে কুড়িয়ে পাওয়া চিঠিটা সরাসরি মাদাম ভ্যানেসার কাছে নিয়ে যাওয়ায় তার প্রশংসা করল রানা, বিনিময়ে মুলারের বিশ্বাস অর্জন করল। এতে তোমার বুদ্ধিই প্রকাশ পেয়েছে, তাকে বলল রানা। তার প্রশ্নের জবাবে জানাল, মাদাম ভ্যানেসা চুপ করে ছিলেন, কারণ তোমার প্রতি এত বেশি খুশি হয়েছিলেন যে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

কাল সারাটা রাত দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারেনি মুলার, রানার মুখ থেকে সুখবরটা শুনে খুশিতে চোখে পানি এসে গেল তার। গলা খাদে নামিয়ে সে জানাল, সুইটজারল্যান্ড উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। দায়ী ওই তরুণ হিপ্পিরা, কোনও সন্দেহ নেই। যেখানে যত হাঙ্গামা আর নোংরা কাজ হচ্ছে, সবকিছুর জন্যে ওরা দায়ী। কারও প্রতি কোনও শ্রদ্ধাবোধ নেই ওদের। তা না হলে, ভেবে দেখুন না, এনভেলাপটা কেউ মেঝেতে ফেলে যায়? ঈশ্বরই বলতে পারেন, এরপর আরও কী ঘটবে! তার সাথে একমত হলো রানা, তারপর চোখ-কান খোলা রাখার পরামর্শ দিল তাকে— বলা তো যায় না, একই ঘটনা আবার ঘটতে পারে। যদি ঘটে, ফিসফিস করে বলল রানা, ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ভারি খুশি হবেন মুলার যদি এনভেলাপটা সরাসরি তাঁর হাতে পৌঁছে দেয়।

রানার কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল মুলার। 'মানে, ওপরতলায়, তাঁর অফিসে?'

ঠোঁটে আঙুল রেখে শব্দ করল রানা, 'স্-স্-স্। চুপ, আস্তে! হ্যাঁ, সরাসরি তাঁর হাতে।'

বিস্ফারিত চোখ নিয়ে মাথা ঝাঁকাল মুলার। রানা চলে যেতে রুমাল দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল সে। এরইমধ্যে তার ঘাড় আর মাথা নুয়ে পড়তে চাইল

দায়িত্বটার ভারে।

লবির ব্যস্ততা লক্ষ করল রানা, ভল্ট থেকে ঘুরে এল, স্টাফদের সাথে কথা বলার সময় খেয়াল রাখল ব্যাংকের কাজ কীভাবে এগোচ্ছে। তারপর টাইপিস্ট আর কম্পিউটার অপারেটরদের বিস্মিত করে দিয়ে স্বয়ং মাদাম ভ্যানেসার শিরঃপীড়ার কারণ হলো রানা, হুট করে ঢুকে পড়ল তাঁর রাজ্যে। মাদাম ভ্যানেসার রাজ্যে কাজকর্ম যেভাবে হচ্ছে, দেখে সন্তুষ্ট হলো ও। কাল রাতে ব্যাংকটা ছিল একটা মিউজিয়াম। আজ সেটা জ্যান্ত একটা মেশিন। গোগ্রাসে টাকা হজম করছে।

লেজার রুমের সাথে ঘনিষ্ঠ হলো রানা, এবার ওর সাথে মাদাম ভ্যানেসা রয়েছেন। সবশেষে অটোম্যানের চেম্বারে ঢুকল ও, একা। মাদাম ভ্যানেসা রোজেনবার্গকে ঠিকই রিপোর্ট করবেন, ঘুর ঘুর করছিল রানা। ঠিক সেটাই চাইছে ও। ব্ল্যাকমেইলিঙের সাথে ব্যাংকের কেউ যদি জড়িত থাকে, যেমন রোজেনবার্গ, রানার এই ঘোরাফেরা তার পরবর্তী পদক্ষেপে প্রভাব ফেলতে পারে। ব্ল্যাকমেইলাররা আবার যোগাযোগ না করা পর্যন্ত তেমন কিছু করার নেই রানার। তবে ভুক্তভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকার থেকে কিছু সূত্র যে বেরিয়ে আসবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ব্ল্যাকইমেইলারদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে এমন একটা মাত্র সূত্র দরকার ওর।

টিনা, অটোম্যানের সেক্রেটারী, অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে। 'গুড মর্নিং, মি. রানা,' বলল সে, ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'হের অটোম্যান আপনাকে আশা করছেন। তিনি বলেছেন আমি যেন সাথে সাথে তাঁর কাছে নিয়ে যাই আপনাকে। তাঁর সাথে সিনর ফেডানো আছেন।'

মানিব্যাগ থেকে নিজের কার্ডটা বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'আমার জেনেভা অফিসের ঠিকানা। আমার ফি-র একটা অংশ তুমি বোধহয় আমার সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে দিতে পারো।'

'হোয়াই সার্টেনলি, মি. রানা।' রানার চোখে চোখ রেখে হাসল টিনা। 'আপনার সেক্রেটারী বোধহয় মনে করিয়ে দিয়েছে আপনাকে?'

'তুমি জানলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'থাক, বলতে হবে না। রিনির সাথে কথা হয়েছে তোমার। ব্যাপারটা...'

'ভুল বুঝবেন না, প্লিজ, মি. রানা। রিনি রেজা আমার বান্ধবী, জেনেভায় আমরা একই কলেজ থেকে বেরিয়েছি। আমরা সেক্রেটারীরা, সব সময় একজোট। আসল কথা, মি. রানা, আপনার ফি-র টাকা আপনাদের অ্যাকাউন্টে টেলেক্স করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।' রানাকে অটোম্যানের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল সে। দরজা খুলে ঘোষণা করল, 'হের অটোম্যান, মি. মাসুদ রানা।'

অটোম্যান ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে এসে রানার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন, তারপর পেড্রো ফেডানোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওর।

বেশি লম্বা নয় ফেডানো। চৌকো, শক্ত-সমর্থ, সুদর্শন। রানার মনে হলো, লোকটা নিষ্ঠুর হতে পারে। হাবভাব দেখে ব্যক্তিত্বটাও দুর্ভেদ্য বলে

মনে হলো।

'আপনি যা করছেন, আমরা সবাই সেজন্যে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, মি. রানা,' ভরাট গলায় বলল ফেডানো।

'আপনি তা হলে আর সবাইকেও চেনেন?' সাথে সাথে প্রশ্ন করল রানা।

'শুনে চিনি, মি. রানা,' বলল ফেডানো। 'হের অটোম্যান আমাকে ব্রিফ করেছেন। কাল রাতের দুঃখজনক ঘটনাটাও শুনলাম। আমাদেরই একজন...'

'ভাল কথা, মি. রানা,' মাঝখান থেকে বললেন অটোম্যান, 'আপনাকে জিজ্ঞেস করার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি। আসলে ঠিক কী ঘটেছিল বলুন তো?'

ফেলসিয়ার লাশ প্রাপ্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা ব্যাখ্যা দিল রানা। গ্যারেজে ওর সাথে মোনা জেনেটিও ছিল, তাও জানাল।

'কিন্তু কেন?' বিস্মিত অটোম্যান জিজ্ঞেস করলেন। 'একটা গাড়িতে করে লাশটা আপনার কাছে কেন পাঠাল?'

নিজের হাতের দিকে তাকাল রানা। 'হয়তো সতর্ক করে দিল। সাবধান, তা না হলে এরপর তোমার পালা।'

'কী ভয়ঙ্কর! এ-আমি কল্পনাও করতে পারি না! এভাবে চলবে কী করে? তারমানে কী শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য করা হবে আমাদের?' অটোম্যান বিহ্বল।

'শান্ত হোন, হের অটোম্যান। অস্থির হওয়ার মত এখনও কিছু ঘটেনি। খুনিদের সম্পর্কে তথ্য পেয়ে গেছে পুলিশ। প্রচুর সম্ভাবনা আছে তারা ধরা পড়বে।' ফেডানোর দিকে একবার তাকাল রানা। 'এবার, ওঁর সাথে আমার কিছু কথা হওয়া দরকার।'

'ঠিক আছে, কী জানতে চান, বলুন।' নড়েচড়ে বসল ফেডানো।

'যতদূর শুনেছি, সান্তাকোস্টার প্রেসিডেন্ট আপনার চাচা হন, তাই না?'

'সাবেক প্রেসিডেন্ট, মি. রানা। দুটো আলাদা ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' যুক্তিটা সানন্দে গ্রহণ করল রানা। 'বিশেষ করে সাবেক একজন প্রেসিডেন্টের সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রশ্নে।'

ফেডানোকে টলানো গেল না। 'সতর্ক, বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন চাচা,' বলল সে। 'অটোব্যাংকে যে ফান্ড তিনি রেখে গেছেন, তাঁর অবর্তমানে আমি যাতে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করাই ছিল।'

'তা সত্ত্বেও টাকাটা আপনি সান্তাকোস্টায় নিয়ে যেতে পারছেন না, বা প্রকাশ্যে খরচও করা যাচ্ছে না, তাই না?'

'আমরা কঠিন আর জটিল এক পৃথিবীতে বাস করি, মি. রানা। গোপন অ্যাকাউন্টটা যদি বর্তমান সামরিক সরকারের কাছে গোপন থাকে, ফান্ডটা আমি উপভোগ করার আরও ভাল সুযোগ পেতে পারি।'

'আমার বিশ্বাস, বর্তমান সামরিক সরকারকে উৎখাত করার জন্যে ওই ফান্ডের টাকা আপনি কাজে লাগাতে চান।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল পেড্রো ফেডানো। তার চোখ দুটো সরু, হাত দুটো শক্ত

মুঠো হলো। কথা বলল কঠিন সুরে, 'আমি এমন বহু লোককে খুন করেছি, মি. রানা, যারা আমার সম্পর্কে আপনার চেয়ে অনেক কম জানত।'

'তাও আমার অজানা নেই,' বলল রানা।

'আমার কাছ থেকে কী চান আপনি?'

'সত্যকথন।'

বাম হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ঘুসি মারল ল্যাটিন আমেরিকান বিদ্রোহী নেতা। 'কী বলার আছে আমার? রিয়ো-তে আমার ঘাঁটি। ওখান থেকে বিদ্রোহীদের একটা গ্রুপের সাথে যোগাযোগ রাখি আমি। তারা সবাই বিশ্বস্ত, সাহসী, মর্যাদাবান লোক। আমার চাচাকে তারা নেতা বলে শ্রদ্ধা করত, এখন আমাকে করে।

'দু'হাতে টাকা উড়িয়ে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছিলাম আমি। এখন? একটা সিগারেট খাওয়াকে মূল্যবান টাকার অপচয় বলে মনে হয় আমার। যেখান থেকে যত টাকা যোগাড় করতে পারি, সব আমি অস্ত্র কেনার জন্যে ব্যয় করছি।

'বর্তমান সামরিক সরকার সান্তাকোস্টার নিরীহ জনসাধারণের ওপর স্টীম রোলার চালাচ্ছে, আমরা তা সহ্য না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটা কোনও ক্রাইম নয়। আমরা প্রস্তুত হচ্ছি, ট্রেনিং নিচ্ছি, এবং সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন দেশ ছেড়ে পালাতে হবে সরকারকে, যদি না তার আগে দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীদের হাতে তারা খুন হয়।

'এখন, এই প্রস্তুতি পর্বে, ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, সর্বনাশের কিছু আর বাকি থাকবে না। দেশের ভেতর হাজার হাজার কর্মী গ্রেফতার হবে, রাতারাতি খুন করে ফেলা হবে বুদ্ধিজীবীদের। ব্ল্যাকমেইলাররা এখানেই কোণঠাসা করে ফেলেছে আমাকে। গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফাঁস হয়ে গেলে সান্তাকোস্টার স্বাধীনতা, জনসাধারণের মুক্তি দুই কি তিন যুগ পিছিয়ে যাবে।

'সেজন্যেই ব্ল্যাকমেইলারদের টাকাটা দিতে হবে অটোব্যাংককে। আমি কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করছি না। কাউকে দায়ী করতে চাই না। তবে শুধু এটুকু বলব– অটোব্যাংক যদি ব্ল্যাকমেইলারদের দাবির টাকা না দেয়, পরিণতিতে একের পর এক অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটবে।'

অপ্রতিভ অটোম্যান আলোচনাটা এখানেই শেষ করতে চাইলেন। 'মি. রানা, আমার ধারণা, সিনর ফেডানোর কাছ থেকে আর কোনও তথ্য আমরা আশা করছি না।'

'এক মিনিট, হের অটোম্যান,' বলল রানা। 'সিনর ফেডানোকে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি।' অটোম্যান মাথা ঝাঁকালেন। 'ব্ল্যাকমেইলাররা কীভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করল, সিনর ফেডানো?' প্রশ্ন করল রানা।

'ডাকযোগে...'

'ওটা এখানে, মি. রানা,' বললেন অটোম্যান। পেড্রো ফেডানোর সিক্রেট স্টেটমেন্টের ফটোকপিটা রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। লাল ফেল্ট পেন

দিয়ে গোটা গোটা, পরিচ্ছন্ন অক্ষরে চিঠিটা লেখা হয়েছে–

সিনর পেড্রো ফেডানো
আপনি যদি আমাদেরকে
এক মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক দেন
তা হলে আপনার গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট
সান্তাকোস্টার বর্তমান সরকারের কাছে
গোপন থাকবে।

স্টেটমেন্ট নেড়েচেড়ে ভাল করে দেখল রানা। 'আমি বোধহয় ওখানে একটা এনভেলাপ দেখতে পাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সরি,' বললেন অটোম্যান।

দাঁড়াল রানা, হাত বাড়াল এনভেলাপটার দিকে। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'ওটাই... মানে, আর কিছু নেই?' অন্যমনস্কভাবে জানতে চাইল ও, যেন কথার মাঝখানে থেমে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল।

'আর কিছু নেই,' বলল ফেডানো। 'এটা পাবার সাথে সাথে অটোম্যানকে টেলিফোন করি আমি। আজ সকালে এখানে আসার কথাও জানাই।'

'ঠিক আছে... ধন্যবাদ, সিনর ফেডানো। আপনাকে আর আটকে রাখব না আমরা। আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত।'

চেয়ার ছাড়ল ফেডানো।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল রানা। 'জুরিখে কোথায় আপনার সাথে যোগাযোগ করব আমরা?'

অটোম্যানও চেয়ার ছাড়লেন। 'সিনর ফেডানোকে আমি আমার বাড়িতে অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি, মি. রানা।' ফেডানোর দিকে ফিরলেন তিনি। 'সিনর পেড্রো, আপনার সাথে আমি যেতে পারছি না বলে সত্যি দুঃখিত। আমার শোফার আপনাকে আমার স্ত্রীর হাতে নিরাপদে তুলে দিয়ে আসবে। পরে আপনার যদি গাড়ি দরকার হয়...'

'আজকের দিনটা আমি নাক ডেকে ঘুমাব। আপনার সুন্দর ভিলার কথা কল্পনা করে এখুনি আমার ঘুম পাচ্ছে, হের অটোম্যান।' ব্রিফকেসটা তুলে নিল সে, রানার উদ্দেশ্যে বাউ করল, তারপর অটোম্যানের সাথে দরজার দিকে এগোল।

ফেডানোকে বিদায় জানিয়ে নিজের ডেস্কে ফিরে এলেন অটোম্যান। র‍্যাক থেকে একটা পাইপ বেছে নিলেন তিনি। 'ব্যাপারটা আমার কল্পনা?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন। 'নাকি সত্যিই কিছু একটা বিরক্ত করছে আপনাকে?'

ফেডানোর কাছ থেকে পাওয়া এনভেলাপটা অটোম্যানকে দেখাল রানা। 'লক্ষ করেছেন কী, এটা পোস্ট করা হয়েছে জুরিখ থেকে?'

'কই, না, লক্ষ করিনি তো।' অটোম্যান পাইপে তামাক ভরছেন। 'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ?'

ইজিচেয়ারে বসল রানা। 'হতে পারে,' বলল ও, কী যেন চিন্তা করছে

তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ফেলসিয়ার সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা হয়েছিল?'

'মি. ফেলসিয়ার সাথে কথা হয় রোজেনবার্গের,' বললেন অটোম্যান। 'এক মিনিট।' ইন্টারকমে ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করলেন তিনি। 'অটোম্যান, রোজেনবার্গ। আমার সাথে মাসুদ রানা রয়েছেন। তিনি জানতে চাইছেন, মি. ফেলসিয়া কি তোমাকে বলেছিলেন, ব্ল্যাকমেইলাররা কীভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ করে?... আচ্ছা... না, না... তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়তো নয়। ঠিক আছে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন অটোম্যান, রানার দিকে তাকালেন। 'রোজেনবার্গ বিশেষভাবে প্রশ্নটা করেছিল, কিন্তু মি. ফেলসিয়া উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। বলেন, তাতে কিছু আসে যায় না।'

হাঁটুর ওপর এনভেলাপ রেখে, সেটার ওপর আঙুলের টোকা দিচ্ছে রানা। চিন্তিত।

'আপনি আসলে ঠিক কী সন্দেহ করছেন বলুন তো?' জানতে চাইলেন অটোম্যান।

'ঠিক সন্দেহ নয়। একই জায়গা থেকে হুমকিগুলো এসেছে, এটা প্রমাণ করা গেলে তদন্ত এক ধাপ এগিয়ে যেত,' বলল রানা। 'মোনা জেনেটির সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা হয়?'

পাইপে আগুন ধরাতে গিয়ে থামলেন অটোম্যান। 'মাদমোয়াজেল জেনেটি তাঁর স্টেটমেন্টের ফটোকপিটা আমাকে দিয়েছিলেন। আপনিও দেখেছেন সেটা। কোনও এনভেলাপ ছিল না।'

'ওটা যখন এল, কোথায় ছিলেন তিনি– আপনাকে বলেছেন?' জানতে চাইল রানা।

পাইপ ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন অটোম্যান। 'প্যারিসে, আমার ধারণা। হ্যাঁ, প্যারিসের কথাই বলেছেন, যতদূর মনে করতে পারছি। আপনি চাইলে খোঁজ নিতে পারি।' সেক্রেটারীকে নির্দেশ দেয়ার জন্যে ফোনের রিসিভার ধরলেন তিনি।

তাড়াতাড়ি বাধা দিল রানা। 'না, না। এখন থাক। পরে এক সময় এমনিতেই জানা যাবে। সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। আপনি কি মার্কাস বার্গলার আর টড কোরিসের সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পেরেছেন?'

ডেস্ক থেকে টাইপ করা একটা মেসেজ তুলে নিলেন অটোম্যান। 'মি. টড কোরিস আপনার জন্যে ওলটেন-এ অপেক্ষা করছেন। বার্কলিপ্লাত্‌স-এর কাছে, লেকের ধারে ওটা একটা রেস্তোরাঁ। গেলেই দেখতে পাবেন।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, হাত বাড়িয়ে মেসেজটা নিল। 'আর মার্কাস বার্গলার?'

গম্ভীর হলেন অটোম্যান। 'বন্ধু বার্গলার একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন,' বললেন তিনি। 'কাল্পনিক শত্রুর ভয়ে এতটাই আতঙ্কিত তিনি যে...'

'তাকে দোষ দেয়া যায় না,' বলল রানা। 'তাকে বা তাদেরকে।'

অটোম্যানের চোখ সামান্য বড় হলো। 'বার্গলার সম্পর্কে জেনেছেন আপনি?'

'কিছু কিছু,' জবাব দিল রানা। 'তাকে কোথায় আমি পাকড়াও করব?'

'টড কোরিন্সের সাথে কথা বলার পর তিনি আপনাকে রিয়েতবারমুাজিয়াম-এ যেতে বলেছেন। সম্ভবত ট্যাক্সি নিয়ে গেলে আপনার সুবিধে হবে। জায়গাটা সীস্ট্রাসে-তে...'

'চিনি,' বলল রানা। 'কোথায় থাকবেন তিনি?'

'তিনি বলেছেন, ভেতরে ঢোকার দরকার নেই আপনার। ভিলার সামনে দিয়ে লেকের দিকে হাঁটতে থাকবেন। নিরাপদ বলে মনে হলে তিনি আপনার সাথে দেখা করবেন।' চেহারায় ক্ষমাপ্রার্থনার ভাব নিয়ে বললেন অটোম্যান। 'এরচেয়ে ভাল আয়োজন তাকে দিয়ে করানো গেল না...'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কী আর করা যাবে, আতঙ্কিত ইঁদুরদের নিয়ে কারবার।' ফেডানোর স্টেটমেন্ট আর এনভেলাপটা অটোম্যানকে ফিরিয়ে দিল ও। 'এভিডেন্সগুলো আপনি বরং আপনার ব্যক্তিগত সেফে রেখে দিন, হের অটোম্যান।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' রাজি হলেন অটোম্যান। দাঁড়ালেন তিনি, লাইব্রেরী সেকশনটা ঘুরিয়ে পিছনদিকটা সামনে আনলেন, অভ্যস্ত হাতে কম্বিনেশন ডায়াল অপারেট করে খুলে ফেললেন সেফের দরজা। 'বিপদ থেকে মুক্তি পাবার কোনও সম্ভাবনা কী আছে আমাদের?' জানতে চাইলেন তিনি।

'খুব তাড়াহুড়োর সাথে কাজ সারতে হচ্ছে,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে জোর দিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে, বিপদ কী ঘটবে না জানলেও, অপরাধীরা ধরা পড়বে এ-টুকু নিশ্চয়তা আপনাকে আমি দিতে পারি।'

সেফটা বন্ধ করলেন অটোম্যান, হঠাৎ তাঁকে বুড়ো লাগল। 'খুব একটা উৎসাহ পেলাম না।'

'দু'পক্ষের জন্যেই পরিস্থিতিটা তাই,' তাঁকে সান্ত্বনা দিল রানা।

'মানে?'

'ব্ল্যাকমেইলাররাও চাপের মধ্যে রয়েছে। এখন তাদেরকে ডেলিভারি সম্পর্কে নির্দেশ দিতে হবে। ডেলিভারি মানেই যোগাযোগ। আমাদের জন্যে একটা সুযোগ বয়ে আনবে।'

'সত্যি আপনি তাই ভাবছেন?' অটোম্যানের চেহারায় আগ্রহ।

'অবশ্যই। তার আগে আরও তথ্য যোগাড় করতে হবে আমাদের। ইতোমধ্যে অনেক তথ্য পেয়েছি আমরা, ওগুলোর ভেতরই লুকিয়ে আছে অনেক সূত্র, বেছে বের করা শুধু বাকি। অর্থাৎ একটা ব্রেক দরকার। গুড মর্নিং, হের অটোম্যান।'

'ধন্যবাদ, মি. রানা... গুডলাক।'

মধুময় বসন্তের আরেকটা সুন্দর দিন আজ। বানহফস্ট্রাসে আর লেকের পাড়ে প্রচুর লোক বেড়াতে এসেছে। রাস্তায় যানবাহনের দীর্ঘ মিছিল, রাস্তার পাশে

দোকান-পাটগুলোয় উপচে পড়ছে ক্রেতা। সময়টা সকালের শেষ ভাগ হলেও, বার্কলিপ্লাতস বাগানগুলোয় তরুণী মেয়েদের এত ভিড় যেন ওরা একটা সমাবেশে যোগ দিতে এসেছে। সম্ভবত লাঞ্চের আগেই দিনটা উপভোগ করার জন্যে বসের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে যে-যার অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। কিন্তু মাত্র এগোরোটা বাজে, ছুটি পেল? কেন, অজুহাত তো কত রকমই হতে পারে। না, দিনটা সত্যি ভারি সুন্দর, ওদেরকে দোষ দিতে ইচ্ছে করল না রানার।

চারদিকে তাকাল ও। সবুজ একটা পিগট রাস্তার শেষ মাথার কাছাকাছি ফুটপাতের কিনারা থেকে সরে গেল। মনে হলো গাড়িটায় যেন ক্যাপ্টেন হ্যান্স শ্নাচোর আর সার্জেন্ট বোনার রয়েছে। মোটেও বিস্মিত হবার মত কোনও ব্যাপার নয়। ক্যাপ্টেন শ্নাচোর টের পেয়ে গেছে অটোব্যাংককে ঘিরে গুরুতর কিছু একটা ঘটছে। সেটা কী, না জানা পর্যন্ত হাল ছাড়বে না সে।

ঘুরল রানা, হাঁটার গতি বাড়িয়ে বানহফস্ট্রাসের শেষ মাথার দিকে এগোল। রাস্তা পেরুবার আগে সবুজ ট্রাফিক সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করতে হলো ওকে। ওপারে পৌঁছে লেকের ধারে চলে যাবে।

রাস্তা পেরোতে শুরু করেছে রানা।

একটা ওপেল ক্যাডেট, সামনের সীটে দু'জন লোক, বানহফস্ট্রাসের বাঁক ঘুরে সোজা রানার দিকে ধেয়ে এল।

গাড়িটার বিদ্যুৎগতি লক্ষ্য করে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। ছুটে রাস্তাটা পেরোবার সময় পাবে না, তার আগেই গাড়িটা ওকে চাপা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। পিছন দিকে লাফিয়ে পড়ল রানা, সদ্য ছেড়ে যাওয়া ফুটপাতের ওপর কাঁধ দিয়ে পড়ল। দিক বদলে, শেষ মুহূর্তে রানাকে অনুসরণ করল ওপেল। ফুটপাতের পাশ ঘেঁষে ছুটে যাবার সময় রানার জ্যাকেটের ঢিলে আস্তিনটা ছুঁয়ে গেল একটা চাকা, খানিকটা ছিঁড়ে দিয়ে গেল মোটা কাপড়। গাড়িটা থামল না, জেনারেল-গুইসান-কাই ধরে ছুটে গেল সোজা, তারপর হারিয়ে গেল যানবাহনের ভিড়ে।

দু'জন লোক আর এক মহিলা ছুটে এল রানার সাহায্যে। ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ছে। ব্যাকুলতার সাথে চারদিক থেকে প্রশ্ন করা হলো ওকে, 'কোথাও লেগেছে? অ্যাম্বুলেন্স ডাকব?'

আড়ষ্ট একটু হেসে মাথা নাড়ল রানা, বলল, 'একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে ভাগ্যগুণে বেঁচে গেলাম। ধন্যবাদ।'

হন হন করে বার্কলিপ্লাতসের দিকে হাঁটছে রানা। টড কোরিসের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করছে রানা। সেই পরিচিত প্যাটার্ন। দু'জন লোক। হিট অ্যান্ড রান। ক্রেজি ডোরিগো? কিন্তু কীভাবে? এত তাড়াতাড়ি? ক্যাপ্টেন ওকে কী বলেছে মনে পড়ল রানার। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গুইডো ফেলসিয়া পোস্ট অফিসে গিয়েছিল, ওখান থেকে কয়েকটা ফোন করে সে। ফোন করে ক্রেজি ডোরিগোকে। জুরিখে রানার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেবে বলে

হুমকিও দিয়েছিল ফেলসিয়া। তার নিজের সময় শেষ হয়ে এসেছে, এটা না জেনেই ক্রেজি ডোরিগোর সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিল সে। ফেলসিয়ার খুনিরা খুনটা করার পর নিশ্চয়ই রিপোর্ট করার জন্যে শিকাগোর সাথে যোগাযোগ করে, তখনই তাদেরকে নতুন নির্দেশ দেয়া হয়। তারমানে মাঝরাতের ফ্লাইট ধরে জুরিখ ত্যাগ করেনি তারা। এখনও তারা এখানে আছে। দ্বিতীয় একটা অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরকে। মাসুদ রানাকে খতম করো।

***

কালো টাকা-২

প্রথম প্রকাশ:১৯৯০

এক

মোটাসোটা, মধ্য বয়স্কা, সদাব্যস্ত– খদ্দেররা তার নাম দিয়েছে আহ্লাদী গাভী। ওলটেন ক্যাফে-রেস্তোরাঁর মেট্রন সে, ব্যবসার অংশীদারও বটে খদ্দেররা যাই বলুক স্টাফদের কাছ থেকে পাওয়া উপাধিটা ঠিক উল্টো অর্থ বহন করে। তার জিভে খুব ঝাল, স্টাফদের একদণ্ড স্থির হতে দেয় না। তবে, সবাই একবাক্যে স্বীকার করে, তার সার্ভিস আশাতীত ভাল। সকালের বাতাসে একটু যদি উষ্ণতার আভাস থাকে, এমনকী শুধু যদি সূর্য ওঠার সম্ভাবনাও দেখা দেয়, রেস্তোরাঁর সামনে ফাঁকা জায়গাটায় রঙচঙে ডোরাকাটা ছাতার নীচে টেবিল ফেলবে আহ্লাদী গাভী, লেকে প্রথম জলযানের আগমন চোখে পড়ার আগেই। শুধু ট্যুরিস্টদের নয়, শহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছেও জায়গাটা অত্যন্ত প্রিয়। বেলেভ্যু কার ও বাস টার্মিনাল থেকে খুব বেশি দূরে নয় ওলটেন। লঞ্চ স্টিমার, ইয়ট আর স্পীডবোটে চড়ে দলে দলে আসে মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে। এলাকায় ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত কেউ যদি অতৃপ্ত থাকে, সেটা আহ্লাদী গাভীর দোষ নয়। খদ্দেরদের কাছ থেকে চড়া দাম আদায় করে সে, বিনিময়ে এমন কিছু সুযোগ করে দেয় যে একবার কেউ এলে আবার তাকে আসতে হবে। সামান্য হুইস্কি নিয়ে ঘণ্টা দু'ঘণ্টা, আধবেলা টেবিলে বসে লেকের সৌন্দর্য, পাহাড় ঘেরা উপত্যকার ব্যস্ততা দেখো, কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।

গাড়ি চাপা পড়ে মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে মাসুদ রানা যখন ওখানে পৌঁছুল, বাইরের টেবিলগুলো প্রায় সব ক'টা ভরে গেছে। মা বা নার্সদের সাথে বাচ্চারা এসেছে আইসক্রীম খেতে। তরুণ-তরুণীরা জোড়ায় জোড়ায় বসে কফি খাচ্ছে, কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস আলাপ করছে। সকাল সকাল হালকা লাঞ্চ নিয়ে বসেছে প্রৌঢ় দম্পতিরা। অশীতিপর বুড়ো-বুড়িদের সংখ্যাও কম নয়। বারান্দার কিনারায় লম্বা হ্যাট মাথায় দিয়ে বসে আছে টড কোরিস। একা একটা টেবিল দখল করে আছে সে, পেপার কাপে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মধ্যে। হুইস্কি ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না তার। চেহারায় চিন্তার ভাব, তাকিয়ে আছে লেকের দিকে।

তর্জনী নেড়ে একজন ওয়েটারকে ডাকল রানা, বিয়ারের অর্ডার দিল, চোখ ইশারায় টড কোরিসের টেবিলটা দেখিয়ে বলল, ওখানে থাকবে ও। ওয়েটার চলে যেতে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'মি. কোরিস? আমি মাসুদ রানা।'

মেদবহুল শরীর নিয়ে উঠতে সময় নিল টড কোরিস, রানার সাথে হ্যান্ডশেক করল। 'শুভ সংবাদ, বৎস, শুভ সংবাদ! টড আমার নাম। টড কোরিস। বসো হে, বসো! তুমি তা হলে আমাদের ত্রাণকর্তা, অ্যাঁ? বাহ্।' রানার আপাদমস্তকে প্রশংসামাখা চোখ বোলাল সে। 'স্মার্ট, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান– পারবে

হে, তুমিই পারবে!' রানা সামনের চেয়ারটায় বসল। 'কী বলব তোমার জন্যে, রানা, মাই বয়?' ওয়েটারের খোঁজে চারদিকে তাকাল সে।

'আমি বিয়ারের কথা বলেছি, মি. কোরিস।'

ওয়েটার এসে লম্বা একটা গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিয়ে গেল। কোরিস আপত্তি করলেও, বিল মিটিয়ে দিল রানা। 'পরের বার দেখা যাবে,' বলে ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিল ও।

'তুমি, বৎস, আমার ওটা দেখেছ... আচ্ছা, বলতে পারো, নর্দমার কেঁচোগুলো আমার পিছনে লাগল কেন?' বিরাট হ্যাটের নীচে তার প্রকাণ্ড মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'ওদের দাবি মেটানোর সামর্থ্য আপনার নেই,' বলল রানা।

'অবশ্যই নেই!' একমত হলো টড কোরিস। 'দু'চারটে ডলার তুলে রেখেছি, কে রাখে না? সব মিলিয়ে কতই বা হবে! আজকাল ওই টাকা দিয়ে খুব বেশি হলে পেট ভরে হুইস্কি খাওয়া চলে।' তার হাসিটা আড়ষ্ট শোনাল রানার কানে। পেপার কাপে ঘন ঘন চুমুক দিল সে। 'তুমি কি জানো, পেটে আলসার আছে আমার?' নাভীর ওপর হাত বোলাল সে, যেন হুইস্কি খাওয়ার সাথে সাথে আলসারের ব্যথাটা কমেছে। 'আমার এই আলসারটা সাংঘাতিক তৃষ্ণার্ত। কাজেই ওষুধ হিসেবে হুইস্কি খেতে হয় আমাকে।' তার উচ্চকিত হাসি লেকের কিনারা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, ঢেকে দিল চোখে লেগে থাকা উদ্বেগের ভাবটুকু।

কথা না বলে কোরিসকে শান্ত হবার সুযোগ দিল রানা। হাসিটা থামল, অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল টেবিলে। এবার নরম সুরে বলল রানা, 'আমার পাওয়া তথ্য বলছে, আপনার লুকিয়ে রাখা টাকাটা পেলে ভারি সন্তুষ্ট হবে ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস।'

কর্কশ গলায়, ঠিক যেন ডাক ছাড়ছে একটা গাধা, আবার শুরু করল কোরিস, 'বৎস, তুমি বোধহয় ট্যাক্স ক্লেইম সম্পর্কে বলছ। বুড়ো আংকল স্যামকে টড কোরিস বঞ্চিত করতে পারে, এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা। নো, সার! যত বড় অংকের ট্যাক্সই তারা ধরুক, পরিত্রাণ পাবার পথ ঠিকই আমি বের করে ফেলব। এক সময় ওরা বলতে বাধ্য হবে, না, টড কোরিসের কাছ থেকে আমাদের কিছু পাওনা নেই।'

'পরিত্রাণ পাওয়া আর ট্যাক্স শোধ করা এক কথা নয়,' বলল রানা।

'তা হলে, বৎস, তোমাকে বুড়ো এক ঘোড়া চোরের গল্প শোনাই।' হঠাৎ করে অত্যন্ত থমথমে হয়ে উঠল কোরিসের চেহারা। 'সারা জীবন লোকটা এই কুকর্ম করে বেড়াল। ভুক্তভোগীরা একজোট হলো; এবার তারা চোরকে ধরবেই। চোরকে চেনা গেল, কিন্তু ধরা গেল না– গল্পটার ট্র্যাজেডি এখানে। জিজ্ঞেস করবে না, স্মার্ট বয়, বুড়ো ঘোড়াচোর ধরা পড়ল না কেন?'

'কেন?'

'সে মারা গেছে। ইয়েস, সার, হি ইজ ডেড। ওই শালা ট্যাক্স অফিসাররা, ওদের কথা কী আর বলব! বাতিল কাগজ ভরা প্যান্ট-শার্ট। জুলুম করাই ওদের পেশা।' আবার পেপার কাপে চুমুক দিল কোরিস, আবার হাত বোলাল পেটে।

'হুইস্কি আমি ছুঁতাম না, শুধু এই আলসারটার জন্যে! উদ্বিগ্ন চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে, যেন প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে।

'গুইডো ফেলসিয়ার সাথে কত দিনের পরিচয় আপনার?' জিজ্ঞেস করল রানা, গম্ভীর চেহারা। লোকটার ভাঁড়সুলভ আচরণে বিরক্ত বোধ করছে ও।

ভুরু কোঁচকাল কোরিস 'জনাবের সাথে আমার কখনও পরিচয় হয়নি। সে সুযোগও আর পাব না। তার দুর্ভাগ্য সম্পর্কে শুনেছি আমি। তোমার কি ধারণা, কাজটা ব্ল্যাকমেইলারদের? একটা দৃষ্টান্ত, আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় তাদের আদেশ অমান্য করলে পরিণতি কী হতে পারে।'

'হয়তো,' ছোট্ট করে জবাব দিল রানা। 'আর পেড্রো ফেডানোকে?'

মাথা নাড়ল কোরিস।

'মার্কাস বার্গলার?'

চেহারায় কাতর ভাব নিয়ে আবার মাথা নাড়ল কোরিস।

'সুন্দরী মেয়েটাকে?'

'কার কথা বলছ? সুন্দরী মেয়েটা... সুন্দরী কিনা জানি না, তবে তুমি বোধহয় মোনা জেনেটির কথা বলছ, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তার নাম আপনি জানেন।'

'মি. অটোম্যান আমাকে বলেছেন, তাদেরকেও ব্ল্যাকমেইলাররা চিঠি দিয়েছে। কিন্তু তাদের কারও সাথে আমার কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। এ-ব্যাপারে তোমাকে আমি কোনও সাহায্য করতে পারব না, বাচা। অনুমান করি, ওটা তোমার ব্যক্তিগত সমস্যা।' বোতল থেকে পেপার কাপে হুইস্কি ভরল সে।

'আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখাশোনা করে কে?' জানতে চাইল রানা।

'আমি।'

'আপনার স্ত্রী তো জানেন।'

চেহারা বিষণ্ন করে তুলে কোরিস বলল, 'তোমার কাকীমা আজ ন'বছর হলো আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন, বাবা।'

'তিনি মারা গেছেন?'

'তওবা, ছি– না! আমাকে ডিভোর্স করেছেন তিনি। তা ছাড়া, একটা রামবোকা ছাড়া কেউ তার স্ত্রীকে সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে বলবে না। আর যাই হই আমি, বোকা অন্তত নই। দু'একটা বছর ব্যবসাপাতি ভাল যাচ্ছে না বটে, তবে আমার অবস্থা আরও অনেকেরই। সামলে নেব, বৎস, ঠিক সামলে নেব।'

'সেক্রেটারী, ম্যানেজার, আয়কর উপদেষ্টা– এরা? আপনার নাম্বারড্ অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট দেখে ফেলতে পারে, এদের মধ্যে তেমন কেউ নেই?'

হুইস্কির বোতলে আঙুল বোলাল টড কোরিস। 'আমি আমার জীবন দিয়ে ওটা রক্ষা করি, রানা। আমি ছাড়া, আবার বলছি, আমি ছাড়া ওটার ওপর কারও চোখ পড়েনি।' চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'আচ্ছা, আমার জানামতে তুমি তো ব্যাংকের হয়ে কাজ করছ, তাই না? তা হলে...?'

'ব্যাংক আর আপনাদের স্বার্থ একটা পর্যায়ে পর্যন্ত অভিন্ন,' বলল রানা।

'তা তো বটেই, হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু তোমার ফি আমাদের পকেট থেকে যাচ্ছে না। পেমেন্ট করবে ব্যাংক। কাজেই তোমার উচিত ব্যাংকের স্বার্থটা বড় করে দেখা।'

'কে বলল তাই আমি দেখছি না?'

'একটা ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই, কোথাও যদি কোনও গোলমাল হয়ে থাকে তো এই জুরিখে। হতে পারে ফেলসিয়া কোথাও ভুল করেছিল। হতে পারে আমি কোথাও ভুল করেছি। কিন্তু আমরা পাঁচজনই ভুল করেছি? কার সাথে মস্করা করছ তুমি, বাপ? সবাই আমরা একই সময় ভুল করলাম? একই ব্যাংকের পাঁচজন সিক্রেট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে কোথায় যেতে হবে তোমাকে, বলো তো? ওই ব্যাংকে। ঠিক কিনা? সেজন্যেই তোমার প্রতি আমার পরামর্শ হলো, জনাব অটোম্যানকে গিয়ে বলো লক্ষ্মী খোকার মত ব্ল্যাকমেইলারদের দাবির টাকা মিটিয়ে দিক। আমি চাই নর্দমার কেঁচোগুলো আমার ঘাড় থেকে নেমে যাক। তা না হলে আমি বরবাদ হয়ে যাব।'

'ব্ল্যাকমেইলারদের চিঠি কীভাবে পেলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পকেট হাতড়ে ব্রাউন রঙের একটা এনভেলাপ বের করল কোরিস। লস অ্যাঞ্জেলেস-এর একটা ঠিকানা লেখা রয়েছে। সেই একই লাল ফেল্ট পেন দিয়ে লেখা। স্ট্যাম্পগুলো সুইস, পোস্টমার্ক জুরিখ। এনভেলাপটা ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। কারণটা চিহ্নিত করতে পারল না বটে, তবে একটা হতাশা অনুভব করল, যেন অন্য কিছু আশা করছিল ও। 'এটা আমি রাখতে পারি?'

'কেন নয়!'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'পরে আপনার সাথে আবার কথা বলব আমি।' বিদায় নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসছে ও, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল। পেপার কাপ থেকে হুইস্কি খাচ্ছে কোরিস, নিঃসঙ্গ, একা একজন মানুষ। মদ খেয়ে মনে ফুর্তি আনার চেষ্টা করলেও, পারছে না। লেকের সুন্দর পরিবেশ আর বাচ্চাকাচ্চাদের আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে লোকটাকে একেবারেই বেমানান লাগল রানার।

অটোব্যাংক থেকে সারা সাগুডকে ফোন করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট রোজেনবার্গ। মেয়েটা সাড়া দিতে নরম গলায় তিনি বললেন, 'গুড মর্নিং, মাই ডিয়ার।' সারার জবাব শোনার জন্যে বিরতি নিলেন তিনি। এই ফাঁকে নিজের সাথে দু'একটা কথাও হলো তাঁর– সারার প্রস্তাব মেনে নিয়ে অটোব্যাংকের স্বার্থই রক্ষা করছেন তিনি। তা ছাড়া, যে-কোনও যুক্তিতে সম্রাট হাইলে সেলাসির গোপন অ্যাকাউন্টের টাকা ইথিওপিয়ারই তো প্রাপ্য। তারপর তিনি বললেন, 'তোমার এরকম অনুভূতি হচ্ছে শুনে সত্যি আমি আনন্দিত। ব্যাপারটা আমার জন্যেও... সামথিং ইউনিক। মন আর শরীরের মহামিলন, কী বলো? দুর্লভ একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এবার, ডিয়ার, ব্যবসার কথা। সেজন্যেই তোমাকে ফোন করেছি।'

'হ্যাঁ, বলো, আমি শুনছি।'

'আমি যে প্ল্যানটা করেছি, সেটার অনুমোদন থাকা দরকার। আমার বিশ্বাস, তুমিও চাইবে তোমার সরকার প্ল্যানটায় রাজি হবেন।'

'প্ল্যানটা আগে শোনাও।'

'এক কি দু'মাস সময়সীমার ভেতর, নির্ভর করে মার্কেটের ওঠা-নামার ওপর, সম্রাটের সোনা সুইস ফ্র্যাঙ্ক, জার্মান মার্ক বা ইউরোডলারে রূপান্তর করব। তুমি রাজি?'

'কত?'

'প্রথমবার, ধরো, একশো মিলিয়ন ডলার। সোনার বাজার অত্যন্ত স্পর্শকাতর, সারা। ওখানে আমরা কোনওরকম আলোড়ন তুলতে চাই না।'

'বেশ, সোনা বেচে ফ্র্যাঙ্ক বা মার্ক হলো, তারপর?'

'অর্ধেকটা ইথিওপিয়ার সরকারের নামে অটোব্যাংকে জমা হবে, রিজার্ভ ফান্ডে– পণ্য ইত্যাদি কেনার জন্যে।'

'বাকি অর্ধেক?' শান্ত সুরে জানতে চাইল সারা।

'বাকি অর্ধেক টাকা কোথায় কীভাবে বিনিয়োগ করা যায় তার একটা তালিকা তৈরি করছি আমি।'

'তালিকা চূড়ান্ত করার আগে আমাকে খানিকটা আভাস দাও, আমিও যাতে আমার সরকারকে একটা ধারণা দিতে পারি।'

'ইউ.এস. সরকারের ট্রেজারি বন্ড, দু'চারটে বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেনা যায়। সাবধানে কিনতে হবে, প্রেস যাতে কিছু টের না পায়। কিন্তু এ-সব করার আগে ইথিওপিয়া সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি পেতে হবে আমাকে। কাগজ-পত্র তৈরি হচ্ছে, তুমি ওগুলো তোমার সরকার প্রধানকে দিয়ে সই করিয়ে দেবে। এখন বলো, এভাবে এগোব, নাকি...?'

'প্ল্যানটা তো ভালই মনে হচ্ছে,' বলল সারা। 'কাগজ-পত্রগুলো কবে নাগাদ হাতে পাব আমি?'

'কবে নাগাদ মানে? আমি চাই আজ রাতেই ওগুলো আদ্দিস আবাবায় পাঠানো হোক, যদি সম্ভব হয়।'

তিনটের দিকে দেখা করার সিদ্ধান্ত হলো। অফিস বিল্ডিঙের লবিতে সারার জন্যে অপেক্ষা করবেন রোজেনবার্গ। অনেক অফিসের লোকজন আসা-যাওয়া করে ওখানে, কাজেই বিশেষভাবে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে না। সারা জানাল, একজন কুরিয়ার অপেক্ষায় থাকবে, কাগজগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে প্লেন ধরে চলে যাবে রোমে। রোমের ইথিওপিয়ান অ্যামব্যাসাডর কুরিয়ারের কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে সরাসরি ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের একটা প্লেনে তুলে দেবেন, ডিপ্লোম্যাটিক পাউচ-এ ভরে। সকালের মধ্যে আদ্দিস আবাবায় পৌঁছে যাবে পাউচটা।

'রিয়েতবারম্যুজিয়াম চেনো?' জার্মান উচ্চারণে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অবশ্যই চিনি, সার,' ইংরেজিতে জবাব দিল ড্রাইভার। 'কিছু যদি মনে না

করেন, সার– আপনি কোন্ দেশের নাগরিক?'

'বাংলাদেশের নাম শুনেছ?'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে সবিস্ময়ে তাকাল ড্রাইভার। 'একাত্তর সালে বিশ মার্ক চাঁদা দিয়েছিলাম, সার। ডিসেম্বর মাসে যখন শুনলাম আপনারা স্বাধীন হয়ে গেছেন, আমাদের মনে হলো আপনাদের বিজয়ের আমিও একজন অংশীদার। আপনি, সার, যুদ্ধে...?'

'হ্যাঁ, যুদ্ধ করেছি। তুমি হয়তো শুনে খুশি হবে, জেনেভায় আমার একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম আছে। সরকারী বেরসকারী সবরকম সমস্যা নিয়ে কাজ করি আমরা।'

তা হলেই দেখুন, সার, সার্ভিস দেয়ার ক্ষমতা কমবেশি সবারই থাকে। দুনিয়ার বুকে কেউ আমরা তুচ্ছ নই। সার, জুরিখে এই বুঝি প্রথম এলেন আপনি?' কথা বলতে ভালবাসে লোকটা, বিশেষ করে বিদেশী আরোহী পেলে তার কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

'ঠিক তা নয়,' রানা আশা করল, ওর নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে ক্ষান্ত হবে ড্রাইভার।

লাল ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে গাড়ির গতি মন্থর করল ড্রাইভার। 'দেখলেন তো, আমার কথাই সত্যি প্রমাণিত হলো!' চেহারায় বিজয়ের উল্লাস নিয়ে বলল সে।

'তোমার কোন্ কথা?' জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলো রানা।

'জুরিখে আসতে হয় মানুষকে। বিখ্যাত সব লোকদের কথা বলছি, সার। জেমস জয়েস্, লেখক ভদ্রলোক। এখানকার ওয়াইন তাঁর ভাল লেগেছিল। জুরিখের ওয়াইন দুনিয়ার সেরা একথা কেউ বলবে না, কিন্তু তাঁর ভাল লেগেছিল। তারপর ধরুন, গ্যেটে– মহান জার্মান কবি। তাঁর কাছে ব্যাপারটা ছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য। পাহাড় আর গাছ আর লেক। ঠিকই ধরেছিলেন তিনি। এমন সুন্দর দৃশ্য জুরিখ ছাড়া আর কোথাও আপনি পাবেন না। তারপর লেনিনের কথা বলি। কী, সার, অবাক হলেন? জ্বী, লেনিন। রাশিয়ান ভদ্রলোক। আমাদের জুরিখ সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে বসেই তো লেখাপড়া করেছেন তিনি। বললে কেউ বিশ্বাস করবে, রুশ বিপ্লব শুরু হয় আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী থেকে? আরও আছে... ওয়াগনার, জার্মান সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। তাঁর এক গার্লফ্রেন্ড ছিল এখানে। সেই গল্পই তো বলছি আপনাকে। সত্যি, খুবই মজার গল্প। ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

হাসি চেপে রানা বলল, 'কী রকম?'

'ওয়াগনারের বান্ধবীর নাম ছিল মাদাম ওয়েসেনডঙ্ক। সুন্দরী, লোকে বলত। ঠিক যেন একটা পরী।'

'বুঝলাম না,' বলল রানা।

'বুঝলেন না? আমি তো ভেবেছিলাম নতুন আশা একজন ট্যুরিস্টও ধরে ফেলবে। তা হলে আরেকটু বলি। মাদাম ওয়েসেনডঙ্ক ছিলেন বিরাট ধনী। তাঁর নিজের ভিলা ছিল। ভারি সুন্দর জায়গা। দামী দামী সব গাছ। বাগান। লেকের

কাছে। এবার বুঝতে পারছেন তো?'

'না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। ইতোমধ্যে রিয়েতবারম্যুজিয়ামের চত্বরে পৌঁছে গেছে ট্যাক্সি। ঠিক চত্বর নয়, গোটা এলাকাটাকেই সুদৃশ্য পার্কের চেহারা দেয়া হয়েছে।

'আপনাকে নিয়ে এসেছি, এবার আপনি নিজের চোখেই দেখুন, সার!' এমন সুরে বলল ড্রাইভার, যেন এই তো আজই সকালে একা শুধু রানার জন্যে পার্ক আর মিউজিয়ামটা তৈরি করেছে সে।

'কী দেখব?'

'রিয়েতবারম্যুজিয়াম ছিল মাদাম ওয়েসেনডঙ্কের সেই ভিলা। এখন এটা শহরের সম্পত্তি, আমরা এখানে ব্যারন ফন ডার হেইট-এর কালেকশন রেখেছি। তিনি ছিলেন মহান পরিব্রাজক। পেরু, ইন্ডিয়া, খেমার, আমের্নিয়া, জাপান, তিব্বত, চীন, কোথায় না গেছেন!'

'কত?'

'সাড়ে বারো।'

বন্ধুভাবাপন্ন, সবজান্তা ড্রাইভারকে পঞ্চাশ মার্ক দিল রানা। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভান করল ভিলায় ঢুকতে যাচ্ছে, তারপর লেকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ধাপের ওপর স্থির হয়ে গেল, যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। একটা দম্পতিকে নিয়ে ট্যাক্সিটা চলে যাবার পর ধাপ থেকে নেমে বাগান আর পার্কের ভেতর ঢুকল রানা, লেকের দিকে হাঁটছে।

পার্কে লোকজন নেই, রানা একা। সোনালি হলুদ কাঁকর ছড়ানো পথে শব্দ করছে জুতোজোড়া। গাছগুলোর মগডাল থেকে পাতা আর বাতাসের ফিসফাস আলাপ ভেসে আসছে। পাখিদের কলগুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠছে সীস্ট্রাসে থেকে ভেসে আসা যানবাহনের আওয়াজ। লেকের কিনারা থেকে বাঁশি বাজিয়ে রওনা হলো একটা ফেরি। হিস হিস করে উঠল একটা গলা, চমকে উঠল ও। 'মি. রানা!'

ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই একটা রডোডেনড্রন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা লোকটাকে। ঘন ঘন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে।

এগোল রানা, লোকটা সম্পর্কে যা যা জানে সব মনে পড়ে গেল। মার্কাস বার্গলার একটু বেঁটে, গোলগাল লালচে চেহারা। দেখতে খানিকটা ভাঁড়ের মত হলেও, প্রকৃতি ও চরিত্রে ভাঁড়ামির ছিটে-ফোঁটাও নেই। লোকটা নিষ্ঠুর, ধূর্ত, প্রতিশোধপরায়ণ, হিংস্র।

'আপনি নিশ্চয়ই মার্কাস বার্গলার...?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আমরা একটা বেঞ্চে বসি?'

এগিয়ে এসে কাঠের একটা লম্বা বেঞ্চে বসল রানা। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর রানার পাশে বসল মার্কাস বার্গলার।

'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমি,' বলল রানা।

'ফালতু সময় নষ্ট করা হবে,' সাথে সাথে ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল বার্গলার।

'কেন?'

'মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ঘোড়ার আণ্ডা কিই-বা আপনি জানতে পেরেছেন?'

নিজেকে শান্ত রাখল রানা। যদিও ইচ্ছে হলো, কখন আফ্রিকানরা তার নাগাল পাবে সে-অপেক্ষায় না থেকে নিজের হাতেই কাজটা সেরে ফেলতে। 'কয়েক ঘণ্টা রানা এজেন্সির জন্যে যথেষ্ট সময়, হের বার্গলার। আমরা অনেক কিছুই এরমধ্যে জেনেছি।'

'আপনার অনেক কিছু জানা আমাদের নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট নয়। আপনার সবটুকু জানতে যে-সময় লাগবে, ততদিনে ওদের হাতে খুন হয়ে মাটির সাথে মিশে যাব আমি।'

'ওদেরকে দিয়েই শুরু করি। ওরা কারা?'

'ওরা কারা মানে?'

'আফ্রিকানদের কথা বলছি। তাদের পরিচয় কী?'

হড়কে বেঞ্চের একেবারে শেষ প্রান্তে সরে গেল মার্কাস বার্গলার। 'ওদের কথা আপনি জানলেন কীভাবে?' চাপা গলায় গর্জে উঠল সে। তার চেহারা আতংকে নীল হয়ে উঠল।

'আপনি একজন আর্মস ডিলার, তাই না?'

'আমি খয়ের বেচি বা চুন, তা দিয়ে আপনার কী দরকার?' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা।

'দরকার আছে বৈকী। আপনি নতুন আফ্রিকান সরকারগুলোর কাছে অস্ত্র বিক্রি করেন, তাই না? ওরা বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে ওগুলো। কিছু কিছু বিদ্রোহী গ্রুপকেও অস্ত্র দিচ্ছেন আপনি। ফলে দু'পক্ষই আপনার শত্রু হয়ে উঠেছে। ঠিক কিনা?'

'আমি একজন ব্যবসায়ী, যার কাছ থেকে বেশি টাকা পাই তার কাছে মাল বেচি।'

'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, বাতিল সেকেলে অস্ত্র গছিয়ে দিয়ে ক্রেতাদের আপনি ঠকিয়েছেন।'

'এ-সব আমার শত্রুরা রটাচ্ছে!'

'আপনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগটি হলো,' বলে চলেছে রানা, 'একই অস্ত্রের চালান দুই রাষ্ট্র বা গ্রুপের কাছে বিক্রি করেন। ক্রেতার কাছে পৌঁছুবার পথে চালানটা আটক করা হয়– কখনও সীমান্তে, কখনও গভীর জঙ্গলে বা সমুদ্রপথে। যারা আটক করে তাদের কাছ থেকেও আপনি ওই চালান বাবদ টাকা নিয়ে রাখেন। কোন্ পথে চালান যাচ্ছে আপনি তাদেরকে আগেই তা জানিয়ে দেন।'

হাত দিয়ে কান দুটো চেপে ধরল মার্কাস বার্গলার। 'এ-সব আমি শুনতে চাই না। এরপর আপনি বলবেন, আমি আসলে হিটলার, ছদ্মবেশ নিয়ে আছি।'

'শুনতে আপনাকে হবেই। আরও আছে। গরীব রাষ্ট্রগুলোর কাছে অস্ত্র বিক্রি করার সময় অফিসারদের ঘুষ দেন আপনি, অচল মাল দিচ্ছেন দেখেও তারা চোখ বন্ধ করে রাখে।'

'অটোম্যান আমার বন্ধু মানুষ। তাঁর একজন ক্লায়েন্টের সর্বনাশ হয়ে যাবে,

এ তিনি কখনও চাইতে পারেন না!'

'এভাবে, মানুষকে ঠকিয়ে, টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছেন আপনি। বেশ, সেটা আপনার ব্যাপার– ভুগতে হলে আপনি ভুগবেন। আপনাকে যদি আফ্রিকানরা মেরে ফেলার প্ল্যান করে, রানা এজেন্সি সেটা ঠেকাতে যাবে না।'

এবার কিছু বলল না বার্গলার। বিশাল একটা রুমাল বের করে মুখের ঘাম মোছার চেষ্টা করল সে, তার হাত দুটো কাঁপছে দেখে বিস্মিত হলো রানা। জিজ্ঞেস করল, 'ব্ল্যাকমেইলাররা কীভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করল?'

অস্পষ্টকণ্ঠে, প্রায় শোনা যায় না, বার্গলার বলল, 'প্রথমে টেলিফোনে।'

'টেলিফোনে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিলেন আপনি?'

'বনে। ওখানে আমার একটা সুরক্ষিত ভিলা আছে। সশস্ত্র গার্ড, ট্রেনিং দেয়া কুকুর, কাঁটাতারের বেড়া– একমাত্র ওখানেই সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করি আমি।'

'দূরপাল্লার টেলিফোন, নাকি লোকাল?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত দূরপাল্লার।'

'গলার আওয়াজ তো চিনতে পেরেছেন। কার?'

'হ্যাঁ.., না... চিনি না।'

'শুনতে কী রকম লাগল... ম্যানে, উচ্চারণটা?'

'সত্যি কথা বলব?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল বার্গলার।

'বলবেন আপনার নিজের স্বার্থে,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'গলাটা বোধহয় আমি চিনতে পেরেছি।'

'কার?'

'মনে হলো স্টিভের।'

'কার?'

'স্টিভ রোজেনবার্গের। অটোব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আপনি তাকে চেনেন না?'

'চিনি,' ধীরে ধীরে বলল রানা, সতর্ক হয়ে উঠেছে। 'তারপর কী ঘটল?'

'তারপর ডাকযোগে পেলাম এটা।' পকেটে হাত ভরে খয়েরী রঙের একটা এনভেলাপ বের করল বার্গলার। সেটা নেড়েচেড়ে দেখে একটুও অবাক হলো না রানা। সেই লাল ফেল্ট পেন দিয়ে ঠিকানা লিখেছে ব্ল্যাকমেইলার। সুইটজারল্যান্ডের স্ট্যাম্প, পোস্টমার্ক জুরিখ। এনভেলাপের ভেতর বার্গলারের গোপন অ্যাকাউন্টের মাসিক স্টেটমেন্ট, সাথে একটা মেসেজ। তাতে লেখা হয়েছে–

হের মার্কাস বার্গলার
আপনি যদি আমাদেরকে
এক মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক দেন
তা হলে এই ব্যাংক স্টেটমেন্টের কথা
আফ্রিকান ক্লায়েন্টরা জানবে না।

রানার আস্তিন খামচে ধরল বার্গলার। তার ঠোঁটের কোণে লালা বেরিয়ে এসেছে। রুদ্ধশ্বাসে কথা বলতে শুরু করল সে, 'ওরা... আফ্রিকানরা বর্বর! অসভ্য, জংলী! কোনওভাবে একবার যদি এই স্টেটমেন্টের কথা জানতে পরে, আমার ওপর ওরা নির্যাতন চালাবে। ওরা যে কী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ আপনি জানেন না...'

'এতই যখন ভয়, টাকাগুলো আপনি ফিরিয়ে দিলেই পারেন,' পরামর্শ দিল রানা।

'আপনি সিরিয়াস? সে-প্রস্তাব তো আমি দিয়েই রেখেছি। সব টাকা ফেরত দেব আমি।' এখনও রানার আস্তিন ধরে আছে বার্গলার। 'শুধু যদি আমাকে খানিকটা সময় দিত ওরা...'

'আপনার প্রস্তাব পেয়ে কী বলছে ওরা?'

হঠাৎ নিজের গলাটা এক হাতে চেপে ধরল বার্গলার, চেহারা দেখে মনে হলো তার বমি পাচ্ছে। তাকে একটা ঝাঁকি দিল রানা। কিন্তু এক ঝটকায় সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'ওরা আসছে,' ফিসফিস করে বলল। 'এটাই আমার একমাত্র প্রোটেকশন, ওদের আসার আওয়াজ পাই আমি।' রানা থামাবার আগেই ঝোপ আর গাছপালা লক্ষ্য করে ছুটল সে। ঘুরপথ ধরে রিয়েতবারম্যুজিয়ামের গেটের দিকে যাচ্ছে।

দুই

বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়াল রানা, ধীর পায়ে ফিরে যাচ্ছে ভিলার মূল অংশে। স্টিভ রোজেনবার্গ, ভাবল ও, ভাইস প্রেসিডেন্ট। ওর সন্দেহের তালিকায় প্রথম থেকেই রয়েছেন ভদ্রলোক। তবে, পুরনো ব্রিটিশ রহস্যকাহিনিতে যেমন একজন বাটলার থাকে, আসল ভিলেন ধরা না পড়া পর্যন্ত তাকেই সন্দেহ হয়, রোজেনবার্গকেও রানার সেরকম একটা চরিত্র বলে মনে হয়েছে। হাইপথেটিক্যাল ভিলেনের আসল ভিলেন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় একটা ধাক্কা খেয়েছে ও। চিন্তাটার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অস্বস্তিবোধ করল।

মিউজিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, সিদ্ধান্ত নিলো রোজেনবার্গের ব্যাপারে একটা কিছু করা দরকার। হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল ও। একটা বাজে। তার আগে বোধহয় খাওয়াদাওয়াটা সেরে নেয়া দরকার। না, প্রথমে জেনেভায় ফোন করে রিনি রেজার সাথে কথা বলবে। তাকে দিয়ে ওয়াশিংটনের ডেভিড ব্লককে ফোন করানো যেতে পারে, বিশেষ করে যখন মনে হচ্ছে ক্রেজি ডোরিগোর ভাড়াটে খুনিরা জুরিখ ছাড়েনি। খুনিদের পরিচয় সম্পর্কে ডেভিড ব্লক তথ্য দিতে পারলে সুবিধে হবে রানার। শত্রুদের চেনাটা জরুরী। তথ্যগুলো পেলে বন্ধুবর ক্যাপটেন শ্রাচোরকে জানিয়ে দিতে পারে ও। এক ঢিলে দুটো পাখি মারা হবে–গুইডো ফেলসিয়ার খুনিদের

পুলিশের হাতে তুলে দেয়া, সেই সাথে তাদেরকে নিজের ঘাড় থেকে খসানো। এক্ষেত্রে ক্যাপটেন শ্লাচোর সম্ভবত ওর চেয়ে খানিকটা এগিয়ে আছে। চুরি করা গাড়িতে খুনিরা যদি হাতের ছাপ রেখে গিয়ে থাকে, সেগুলোর নমুনা এরইমধ্যে ইন্টারপোলে পাঠিয়ে দিয়েছে ক্যাপটেন। কাজেই পাঁচ মিনিটের জন্যে ক্যাপটেনের সাথে দেখা হওয়াটাও জরুরী। দেখা হওয়া দরকার অটোম্যানের সাথেও। এরই মধ্যে হয়তো ব্ল্যাকমেইলারদের পরবর্তী নির্দেশ এসে গেছে। উফ্, কাজের সময় দিনগুলো এত ছোট লাগে!

রানা চিন্তা করছে, একটা ট্যাক্সি এসে সামনে থামল। ঠিক করেছে, হোটেলে ফিরে যাবে। ছেঁড়া জ্যাকেটটা বদলাতে হবে, হাত-মুখ ধোবে, ফোন করবে, খাবে। হোটেলে ফিরলে ল্যামবোর গিনিটাকেও নাগালের মধ্যে পাবে ও।

চোখ খুলে দিল সকালের কাগজে ছাপা বিজ্ঞাপনটা। যত দূর বুঝতে পারল গার্ড হ্যানস মুলার, তার মত সীমিত আয়ের লোকও মেশিনটা কিনতে পারবে। মস্ত সুবিধেটা হলো তোমার রুচি আর পছন্দ মত যে-কোনও মসলা মেশাতে পারো তুমি। একদিন পোর্ক খেলে তো পরদিন খাও ভীল কিংবা সালামি। মাংসের সাথে মেশাতে পারো সব্জি বা পনির। গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার নিজের ওপর। সব এক করে মেশিনে ঢেলে দাও, তোমার খুশিমত কম বেশি পেষো। তারপর টান দাও একটা লিভারে, পেষাই করা খাবার একটা কেসে জায়গা পেয়ে যাবে। মেশিনের আরও একটা বৈশিষ্ট্য এটা– যে-কোনও সাইজের কেস ভেতরে ঢোকানো যায়। এরকম একটা মেশিন বাড়িতে থাকলে কত রকম খাবার তৈরি করা যায় কল্পনা করতে গিয়ে জিভে পানি এসে গেল ভোজনরসিক মুলারের।

'মাফ করবেন,' সবিনয় একটা কণ্ঠস্বর বাধা দিল তাকে।

অবিশ্বাস্য ঠেকল মুলারের। লোভনীয় খাবার নিয়ে যখনই চিন্তা করছে সে, এই ব্যাপারটা ঘটছে। চোখ খুলতে রীতিমত ভয় লাগল তার। যখন খুলল, হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই– সেই বুড়িটা। মাথায় সেই কালো স্কার্ফ, কাঁধে সেই কালো শাল, হাতে সেই তোবড়ানো ব্যাগ। ঘষা কাঁচের মত চোখ দুটোও চিনতে পারল মুলার।

'আজ আরও একটা দেখতে পাচ্ছি,' বলল বুড়ি।

'আরও একটা কী?' জিজ্ঞেস করল মুলার। শুধু সময় পাবার জন্যে প্রশ্নটা করল সে। জিনিসটা কী তা সে আগেই আন্দাজ করে নিয়েছে। উত্তরে মেঝের দিকে একটা আঙুল তাক করল বুড়ি। সেদিকে তাকিয়ে এনভেলাপটা দেখতে পেল মুলার।

ঢেকুর তুলল সে। পেট থেকে অ্যাসিড উঠে আসায় জ্বালা করে উঠল বুক আর গলা। দম বন্ধ করে ঝুঁকল সে, তুলে নিল এনভেলাপটা। যেন পিছিয়ে গিয়ে গতকালকের সকালে ফিরে গেছে সময়, তার জন্যে আবার শুরু হয়েছে তিক্ত দিনটা। সেই সাদা এনভেলাপ। উজ্জ্বল লাল কালি দিয়ে লেখা হয়েছে– 'হের গুস্তার অটোম্যান, প্রেসিডেন্ট'। নীচে লেখা, আগের মতই, 'জরুরী'। কী

করবে ভাবছে মুলার, তার দিকে খোলাচোখে অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বুড়ি। মুলার মনে করার চেষ্টা করছে, প্রথম এনভেলাপটা পেয়ে কী করেছিল সে।

তারপর মনে পড়ল। এনভেলাপটা শরীর থেকে খানিকটা দূরে রাখল সে। সিঁড়ি বেয়ে মাদাম ভ্যানেসার কমপিউটার রুমের দিকে উঠে যাচ্ছে। তারপর আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল তার। বিদেশী ভদ্রলোক তার সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছেন, তিনিই তাকে পরামর্শটা দিয়েছেন। আবার কোনও এনভেলাপ পেলে সরাসরি প্রেসিডেন্টের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। বড় করে একটা শ্বাস টানল মুলার, ধাপ থেকে নেমে এসে এগোল এলিভেটরের দিকে।

'প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে চলো আমাকে,' অপারেটরকে নির্দেশ দিল মুলার।

প্যারেড প্লাতসের টেবিল ছেড়ে ক্যাপ্টেন হ্যানস শ্লাচোরের সাথে হ্যান্ডশেক করল রানা, তারপর বানহফস্ট্রাসে ধরে অটোব্যাংকের দিকে এগোল। সাক্ষাৎকারটা সন্তোষজনকই বলা যায়। তবে, সতর্ক ক্যাপ্টেনের মনের কথা আন্দাজ করা সত্যি কঠিন। কর্টিনায় পাওয়া হাতের ছাপ ইন্টারপোলে চলে গেছে, এটুকু স্বীকার করেছে সে। তবে, ছাপগুলো সম্পর্কে তার নাকি সন্দেহ আছে। তার ধারণা, খুনিদের হাতে দস্তানা থাকাটাই স্বাভাবিক। হাতের ছাপগুলো গাড়ির মালিক আর তার পরিবারের কারও হতে পারে।

কার্ই ব্রিজের ঘটনাটা তাকে জানাল রানা, একটা ওপেল ক্যাডেট ওকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। শ্লাচোর প্রতিশ্রুতি দিল, রেন্টাল কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে দেখবে সে। রানা বলল, ওর সন্দেহ অমূলকও হতে পারে। হয়তো দু'জন মাতাল গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। তবু, আগের রাতে গুইডো ফেলসিয়ার দেয়া হুমকির কথা মনে রেখে বলতে হয়, একটা যোগাযোগ থাকতেও পারে। ক্যাপ্টেন রানাকে জিজ্ঞেস করল, অটোব্যাংকের তদন্ত কেমন এগোচ্ছে। ঢিলে তালে, বলল রানা। ক্যাপ্টেন গাম্ভীর্যের সাথে জানাল, রানার বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনার কথা ভাবছে সে। পরামর্শ দিয়ে বলল, তার আগেই ওর তদন্তের বিষয় সম্পর্কে তাকে সব কথা জানানো উচিত। উত্তরে রানা বলল, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনও তথ্য হাতে পাওয়ামাত্র ক্যাপ্টেনকে জানাবে ও। ও যে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী, তার প্রমাণ এক সাথে কফি খেতে বসে কার্ই ব্রিজের ঘটনা সম্পর্কে ক্যাপ্টেনকে সব বলে দিচ্ছে। ওর কথা শুনে ক্যাপ্টেন খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না।

বানহফস্ট্রাসের ধরে হাঁটতে হাঁটতে রানা ভাবল, ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলায় লাভ হয়েছে এইটুকু যে লোকটা আরও ব্যস্ত হয়ে উঠবে ফেলসিয়ার খুনিদের ধরার জন্যে। পিছনে পুলিশ লেগে থাকলে ক্রেজি ডোবিগোর লোক দু'জনও ওকে ঘায়েল করার জন্যে সুযোগ কম পাবে।

অটোব্যাংকের কাছাকাছি এসে রানা ভাবল, টানেল-এন্ট্রান্স দিয়ে ভেতরে ঢুকবে আজ। লবিতে একটা নিউজস্ট্যান্ড রয়েছে, হেরাল্ড ট্রিবিউন কেনার জন্যে

থামল একটু। নিউজস্ট্যান্ডের দিকে পিছন ফিরেছে, এই সময় দেখতে পেল মেয়েটাকে।

দারুণ সুন্দরী তো! কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কালো চুল। কালো মেয়ে। সাদা কাপড় পরে আছে। তেইশ, নাকি চব্বিশ? পোশাকটা এত বেশি সাধারণ, অত্যন্ত দামী কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। পোশাকের সাথে মিল রেখে পায়ের জুতো জোড়াও সাদা। হাতব্যাগটাও। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে কোনওরকম উত্তেজনা, অসহিষ্ণু ভাব বা বিরক্তি নেই, নেই দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনও চেষ্টা। তবু বুঝতে পারল রানা, মেয়েটা কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। লোকটা যে-ই হোক, বেরিয়ে আসবে অটোব্যাংক থেকে, কারণ একমাত্র টানেলের দিকেই খানিকটা মনোযোগ রয়েছে তার। কিছু একটা দেখার সুযোগ হতে পারে ভেবে নিউজস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে পত্রিকাটা পড়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। লবিতে লোকজনের আসা-যাওয়ায় কোনও বিরাম নেই, আড়াল পেতে কোনও অসুবিধে হবে না।

টানেল থেকে বেরিয়ে এলেন রোজেনবার্গ, তার দিকে মেয়েটাকে এক পা এগোতে দেখল রানা। আরেকটু হলে ওর হাত থেকে হেরাল্ড ট্রিবিউন পড়ে যাচ্ছিল। দু'জনের ভাব দেখে মনে হলো, পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে ওরা। চোরা চোখে এদিক-ওদিক বার কয়েক তাকালেন রোজেনবার্গ, যেন একটা অন্যায় বা গোপন কাজ করছেন তিনি। কালো একটা পোর্টফোলিও এত দ্রুত আর কৌশলে হাত বদল হলো যে রানার মনে হলো, একমাত্র সে-ই দেখতে পেয়েছে। দু'জনের হাত হালকাভাবে এক হলো, মুখটা সামান্য বাড়িয়ে চুমো খাওয়ার একটা ভঙ্গি করল মেয়েটা। পরমুহূর্তে টানেলে ফিরে গেলেন রোজেনবার্গ, মেয়েটাও লবি থেকে রাস্তার দিকে হাঁটা ধরল।

রোজেনবার্গ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর মেয়েটার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। মোড়ের দিকে হাঁটছে মেয়েটা, রাস্তা পেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাবে বলে মনে হলো। ঠিক তাই, রাস্তার ওপারে গিয়ে সরাসরি একটা ট্যাক্সির দিকে এগোল সে, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। উত্তর দিকে মুখ করে আছে ট্যাক্সিটা, রেলরোড স্টেশনটা ওদিকেই। রাস্তা পেরোচ্ছে রানা, একটা খালি ট্যাক্সি দেখে হাত তুলল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বলল, 'আস্তে চালও, এখনও ঠিক করিনি কোথায় যাব।'

বানহফস্ট্রাসেতে যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়। প্যারেড প্লাতসে পৌঁছে পুরনো শহরের দিকে ঘুরে গেল মেয়েটার ট্যাক্সি। সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা এদিকে। ট্যাক্সি দুটোর মাঝখানে এক জোড়া স্কুটার আর তিনটে মিনি কার রয়েছে। দু'পাশের দালান-কোঠায় প্রাচীন স্থাপত্য-রীতির ছাপ, রাস্তার ওপর ঝুঁকে আছে বাড়ি-ঘর, যেন সকৌতুকে লক্ষ করছে ওদেরকে।

ওয়েন প্লাতসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে একবার থামল মেয়েটার ট্যাক্সি, একটা ঝর্নার পাশে। শ্বেতবসনাকে নামিয়ে দিয়েই দ্রুতগতিতে ব্রিজ পেরোল, অদৃশ্য হয়ে গেল লিমাট কাইয়ের দিকে।

মেয়েটার হাতে পোর্টফোলিওটা নেই। রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না,

আবার সেটা হাতবদল হয়েছে। আগেই দেখেছে ও, ট্যাক্সিতে মেয়েটার জন্যে অপেক্ষা করছিল এক আফ্রিকান।

মেয়েটার ভাব দেখে মনে হলো হাতের কাজ শেষ করে স্বস্তিবোধ করছে সে। অলস পায়ে একটা কাফের দিকে হাঁটছে সে। ভেতরে ঢুকে খালি একটা টেবিলে বসল। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রানা। ধীর পায়ে কাফের ভেতর ঢুকল।

সরাসরি মেয়েটার দিকে এগোল রানা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল তার সামনে। 'দেরি করার জন্যে দুঃখিত, ডিয়ার,' সহাস্যে বলল রানা, যেন কতকালের পরিচয়। 'আমার কী দোষ বলো, বানহফস্ট্রাসেতে এমন ট্রাফিক জ্যাম লেগেছে যে কী বলব! জানি তুমি গাল ফুলিয়ে বসে থাকবে। লক্ষ্মী, রাগ কোরো না! কী অর্ডার দেব বলো তো?'

'আপনি কোথাও ভুল করছেন...'

'ভুল করছি?' রানা যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল। মেয়েটাকে রেগে ওঠার বদলে অস্বস্তিবোধ করতে দেখে মনে মনে নিজের প্রশংসা করল ও, নাটকীয় ভূমিকা গ্রহণ করায় কাজ হচ্ছে। 'কী যা-তা বলছ! আমি রানা। মনে পড়ছে না তোমার? মাসুদ রানা?'

'ও, মাসুদ রানা। আমি...,' হঠাৎ করে উপলব্ধি করল সারা, মাসুদ রানাকে তার চেনার কথা নয়। পরমুহূর্তে তার চেহারা লালচে হয়ে উঠল। কারণ মনে পড়ে গেছে, কাল রাতে রোজেনবার্গের সাথে বিছানায় ছিল সে, তখনই মাসুদ রানার কথা শুনেছে সব।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমি ভুল করলে তোমার নাম জানলাম কীভাবে? বানানটা কীভাবে লেখ বলো তো, দেখি মেলে কিনা?'

'এস-এ-আর-এ...কিন্তু...'

'ধেত্তেরি!' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। 'আমি তোমার দ্বিতীয় নামটার বানান শুনতে চাইছি। সারা তো সবাই একইভাবে লেখে।'

'এস-এ-জি-ইউ-ডি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই আছে। আমরা যে পরস্পরের পরিচিত এখন আর তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অদ্ভুত ব্যাপার, তুমি আমার কথা একদম ভুলে বসে আছ! কী পান করা যায় বলো তো? হোয়াইট?' হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল ও। 'হোয়াইট। এক প্লেট কাজুবাদাম।'

ওয়েটার চলে যেতে সারার দিকে ফিরে উষ্ণ হাসি উপহার দিল রানা। ভুরু মোছার জন্যে টিস্যু পেপার ব্যবহার করল। 'তোমাকে আবার ফিরে পেয়ে মনে হচ্ছে জীবন সার্থক হলো। পথে দেরি হচ্ছিল দেখে ভয় লাগছিল, তোমাকে বোধহয় চিরকালের জন্যে হারালাম।'

উভয়সংকটে পড়ে গেছে সারা। ইতিমধ্যেই সে প্রমাণ দিয়ে ফেলেছে যে রানাকে চেনে। এখন আর অস্বীকার করে লাভ হবে না। অথচ রোজেনবার্গকে না জড়িয়ে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয় রানা সম্পর্কে কীভাবে জানল সে। রোজেনবার্গকে জড়ালে থলে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বিড়াল। তার

এতদিনের সাধনা যখন সফল হতে যাচ্ছে, ছোট্ট একটা ভুলের জন্যে সব মাঠে মারা যেতে পারে। কাজুবাদাম আর ওয়াইন নিয়ে এল ওয়েটার। সারার ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বাদাম চিবানোয় মন দিল রানা। এই ফাঁকে চিন্তা করতে পারবে সারা।

'ধন্যবাদ, আর্মান্ড,' ওয়েটারকে বলল রানা।

গ্লাসে ওয়াইন ঢালছিল ওয়েটার, স্থির হয়ে গেল হাত। 'আপনি, সার, আমার নাম জানলেন কীভাবে?'

'সেটা একটা গোপন রহস্য, আর্মান্ড।' সারার দিকে একবার তাকাল রানা। 'আমি অনেকের অনেক গোপন রহস্য জানি।'

কৌতুকপ্রিয় ওয়েটার খেলাটায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। 'তা হলে বলুন তো, সার, আমার স্ত্রীর নাম কী?'

ইঙ্গিতে তাকে মাথা নোয়াতে বলল রানা, তারপর তার কানে কানে ফিসফিস করল, 'তোমার স্ত্রীকে লোকেরা আদর করে আহ্লাদী গাভী বলে ডাকে। আর তোমার গার্ল-ফ্রেন্ডের নাম রিটা।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল ওয়েটার, গ্লাসে ওয়াইন ভরে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। চেহারায় কৃত্রিম আতংক।

নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরল রানা, দেখাদেখি সারাও তাই করল। যার যার গ্লাসে একই সাথে চুমুক দিল ওরা। খানিকটা কৌতুক বোধ করছে সারা, কিন্তু কী হারাতে হতে পারে জানা থাকায় ঝুঁকি নিয়ে রানার সাথে তাল মেলাতে পারছে না। হাসিখুশি, কৌতুকপ্রিয় মেয়ে সে, স্বভাবটা লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে তাকে।

'তুমি সুইস নও,' হালকা সুরে বলল রানা। 'অস্ট্রেলিয়ান হতে পারো...

'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়বেন না। আমার জন্ম জার্মানীতে।'

'হয়তো,' বলল রানা, 'তবে আমি আমার সর্বস্ব বাজি রেখে বলতে পারি লেখাপড়া করেছ যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে।'

'ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সেও,' বলল সারা।

'যোগফল হতে পারে তোমার বাবা ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে আছেন।'

'অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে...,' দাঁত দিয়ে জিভ কাটতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল সারা।

তার গ্লাসে আরও খানিকটা ওয়াইন ঢেলে দিল রানা। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল সারা, কিছু বলতে গেল, সিদ্ধান্ত বদলে তুলে নিল হাতব্যাগটা। 'ওয়াইনের জন্যে ধন্যবাদ,' বলল সে। 'মজার মজার কথা বলার জন্যেও। কিন্তু সিন্ধুঘোটক যেমন বলেছিল, দা টাইম হ্যাজ কাম।' উঠে দাঁড়াতে গেল সে।

সারার কব্জিতে নরম একটা হাত রেখে বাধা দিল রানা। 'এখুনি উঠো না। আমার কিছু বলার আছে, তুমিও তা শুনতে চাইবে।' ইতস্তত করছে সারা। মিষ্টি করে হাসল রানা। 'তা ছাড়া, কোটেশন গুলিয়ে ফেলেছ তুমি। সিন্ধুঘোটক বলেছিল, দা টাইম হ্যাজ কাম টু টক অভ মেনি থিংস। আমি শুধু একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই।'

সুন্দর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল সারা। 'শুনতে রাজি হলাম না।' পুরোপুরি দাঁড়াল সে, হাতব্যাগটা শক্ত করে ধরে আছে।

তার সাথে রানাও দাঁড়াল। 'আমি তোমার সাথে রোজেনবার্গের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই,' শান্তসুরে বলল ও। সারার চোখে চোখ রাখল, তার চেহারায় উদ্বেগের ছায়া পড়তে দেখে দুঃখবোধ করল। 'ঠিক আছে। দু'মিনিটের জন্যে বসছি তা হলে।' আবার বসল সারা, তাকে শান্ত হবার সুযোগ দেয়ার জন্যে কয়েক সেকেন্ড পর বসল রানা।

দু'জনেই ওরা একসাথে হাত বাড়াল বোতলটার দিকে।

'প্লিজ,' বলে বোতলটা তুলে নিল রানা, প্রথমে সারার গ্লাসে ওয়াইন ঢালল। 'কাল পর্যন্ত আটজন লোক জানত অটোব্যাংকের কী সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি আমি। কেন যেন মনে হচ্ছে, আজ ন'জন জানে।'

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত দুটো নাড়ল সারা। 'এ ব্যাপারে আমার কোনও স্বার্থ বা আগ্রহ নেই।'

'হতে পারে।' রানা লক্ষ করল, ব্যাগটা নাড়াচাড়া করছে সারা। 'সিগারেট খেতে ইচ্ছে হলে খেতে পারো,' বলল ও। 'আমরা খোলা জায়গায় রয়েছি, তা ছাড়া– সলিউশন টু পলিউশন ইজ ডিলিউশন।'

ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করল সারা।

'আমার তদন্তের বিষয় সম্পর্কে তুমি যদি কিছু না জেনে থাকো, তা হলে কোনও ক্ষতি হয়নি।'

রানা লক্ষ করল, লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাবার কায়দাটা ভালই রপ্ত করেছে সারা। তার চেহারাতেও ভাবটা আছে, নিজের কাজে দক্ষ সে।

'আমি অপেক্ষা করছি,' বলল সারা। আগের চেয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে সে। 'কিন্তু শোনার মত কিছুই আপনি বলছেন না।'

'তদন্তের এই পর্যায়ে রোজেনবার্গকে ভিলেন হিসেবে সন্দেহ করার যথেষ্ট জোরাল যুক্তি দেখতে পাচ্ছি আমি,' বলল রানা, সারার হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ শুনতে পেল। 'সন্দেহটা আরও জোরাল হলো যখন দেখলাম গোপনে তিনি কাগজ-পত্র পাচার করছেন। যদি কোনও ব্যাখ্যা থাকে, আমাকে বলতে পারো। আর যদি না থাকে, তুমি আর রোজেনবার্গ জুরিখ জেলে পচবে– অবশ্য আলাদা সেলে।'

'আপনি প্রলাপ বকছেন!' দপ্ করে জ্বলে উঠল সারা।

'তুমি আমাকে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে বলো?'

সিগারেটে ঘন ঘন টান দিল সারা, ব্যস্ততার সাথে চুমুক দিল নিজের গ্লাসে। 'আমরা একটা অচলাবস্থায় পৌঁচেছি,' বলল সে।

'মানে? কী বলতে চাও?'

'আপনার ধারণা, আপনি একটা সিকিউরিটি প্রবলেমে পড়েছেন।' হাসল সারা, সেই মুহূর্তে মেয়েটার ভেতর একটা পরিণত নারীকে দেখতে পেল রানা। 'আমার সমস্যার তুলনায় আপনারটা নেহায়েতই তুচ্ছ। মুশকিল হলো, আমার সমস্যার কথা আপনাকে বলা সম্ভব নয়। আপনি যেমন অটোব্যাংকের সমস্যা

আমাকে বলতে পারেন না।'

'এসো, একটু একটু করে এগোই. অচলাবস্থা দূর করার চেষ্টা করি,' বলল রানা। 'পোর্টফোলিওটায় কী ছিল?'

'কাগজ। গোপন কাগজ-পত্র। অটোব্যাংকের সাথে ব্যবসা করছি আমি। আমার হয়ে ব্যবসাগুলো দেখাশোনা করছেন রোজেনবার্গ।'

রানা বুঝতে পারল, প্রথম দফায় এর বেশি কিছু আদায় করা যাবে না। জানতে চাইল, 'তোমার সাথে যোগাযোগ করার দরকার হলে কী করতে হবে আমাকে?'

'আমার ঠিকানা গোপন কোনও ব্যাপার নয়। আলফ্রেড এসজারস্ট্রাসেতে আমার অ্যাপার্টমেন্ট আছে। টেলিফোন গাইডেও আছি আমি।'

'অবস্থার যদি পরিবর্তন ঘটে, মানে তুমি যদি বিশ্বাস করে আমাকে সব কথা বলতে রাজি থাকো,' বলল রানা, 'প্যারেড প্লাতসের হোটেল হিলটনে পাবে আমাকে। টোয়েনটি-ফোর-আওয়ার সার্ভিস, মাদাম।' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল ও। 'ব্যাংকে পৌঁছুনো উচিত ছিল আধঘণ্টা আগে। দেখলে তো, সুন্দরী কারও সাথে দেখা হয়ে গেলে কী হয়?'

'দৌড় দিন, মি. রানা। আপনি আপত্তি না করলে, আর্মান্ডের সাথে আরও কিছুক্ষণ থেকে ওয়াইনটুকু শেষ করতে চাই আমি।'

'আহ্লাদী গাভীর ব্যাপারে একটু সাবধান থেকো।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'শুনেছি সে নাকি ভয়ানক হিংসুটে।'

সমস্ত আড়ষ্টতা আর আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে সারার ইচ্ছে হলো সুদর্শন যুবকটির হাত ধরে আবার তাকে বসায়, সারাটা দিন তার সাথে গল্প করে, গোটা শহর হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু না, বিশাল একটা দায়িত্ব রয়েছে তার কাঁধে, ব্যাপারটার সাথে স্বদেশের স্বার্থ জড়িত। নিজেকে শক্ত করে বেঁধে রাখতে না পারলে মাসুদ রানা নামে এই অদ্ভুত লোকটা কোথায় তাকে ভাসিয়ে নেবে কেউ বলতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বপ্ন আর সাধ বিসর্জন দিতে না পারায় তার মত অনেক মেয়ে দেশের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছে, সারা তাদেরকে কোনও দিন ক্ষমা করেনি। মৃদু হেসে বলল সে, 'আপনার সাথে অন্য কোনও সময়, অন্য কোনও পরিস্থিতিতে দেখা হলে ভাল হত।'

জবাব না দিয়ে ছোট্ট করে বাউ করল রানা। কাফে থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ওয়াইনের বিল নিয়ে ওকে থামাল আর্মান্ড। তাকে পরামর্শ দিল ও, রিটার সাথে সাবধানে মেলামেশা করো। তারপর ওয়েটারের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

রানার চলে যাওয়াটা দেখল সারা। শুধু সুদর্শন নয়, শরীরটাও অ্যাথলেটিক। তবে, ভাবল সে, বুদ্ধি আর দৃষ্টিশক্তি আরেকটু কম হলে খুশি হত সে। অটোব্যাংকের লবিতে রোজেনবার্গের সাথে মিলিত হতে চাওয়াটাই উচিত হয়নি তার। আগেই মনে হয়েছিল, ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। মাসের পর মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে সে, সতর্কতার সাথে প্ল্যান ধরে একটু একটু করে এগিয়েছে। সামান্য একটা ভুলের জন্যে সব ভেস্তে যেতে বসেছে এখন। একটা

ব্যাপার পরিষ্কার, মানুষ চিনতে কখনও ভুল করে না সে। রোজেনবার্গকে মচকাতে পেরেছে বটে, কিন্তু জানে মাসুদ রানা সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। কোনওরকম লোভ দেখিয়েই বশ করা যাবে না তাকে।

তিন

গুস্তার অটোম্যানের অফিসরুমে অটোম্যান শুধু একা নন, ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিভ রোজেনবার্গ ও চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট মাদাম ভ্যানেসাও উপস্থিত। বিকেল চারটের এই জরুরী বৈঠকের আলোচ্যসূচী, ব্যাংক মেইলারদের সর্বশেষ চিঠি। বৈঠকে সবার শেষে যোগ দেয়ায়, লাল ফেল্ট পেন দিয়ে গোটা গোটা পরিচিত অক্ষরে লেখা চিঠিটাও সবার শেষে পড়ল মাসুদ রানা। চিঠিটা প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে।

কাল সকালে আপনার প্রতিনিধি ও একজন জিম্মি,
মাদমোয়াজেল মোনা জেনেটি, গাড়ি নিয়ে নিউফ্সু-
জারাইন গ্রামে যাবে। গাস্টহাউসে উঠবে তারা।
অপেক্ষা করবে পরবর্তী নির্দেশের।
পুলিশের খবর দেবেন না। পিছু পিছু আর কাউকে
পাঠাবেন না। নির্দেশ অমান্য করলে জিম্মির
প্রাণহানি ঘটবে।
তাদের সাথে একটা ব্যাগ থাকবে, ব্যাগটা হতে হবে
চামড়ার তৈরি, তাতে কোনও চিহ্ন থাকা চলবে না।
ব্যাগে থাকবে দশ মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের না-কাটা
হীরা।

পেমেন্ট পুরোপুরি বুঝে পেলে আমাদের তরফ থেকে মুখ না খোলার নিশ্চয়তা দেয়া হবে।

চিঠিটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে পড়ল রানা। এনভেলাপে ভরে অটোম্যানকে ফেরত দিল, তারপর ফিরে গিয়ে নিজের লেদার আর্মচেয়ারে বসল। অটোম্যান, রোজেনবার্গ আর ভ্যানেসা চোখে প্রত্যাশা নিয়ে ওর দিকে তাকালেন। রানা কোনও কথা বলল না।

'মি. রানা?' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন অটোম্যান।

'ঠিক আমি যা আশা করেছিলাম,' বলল রানা। 'নির্দেশের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে আমাকে, তবে সব মিলিয়ে... অবাক হবার মত কিছু দেখছি না।'

'তা হলে কি ব্যাংক ওদের কাছে নতি স্বীকার করবে? আমরা টাকা দেব?' ক্ষোভ আর রাগের সাথে প্রশ্ন করলেন মাদাম ভ্যানেসা।

রানা খানিকটা বিরক্তি নিয়ে তাকাল তাঁর দিকে। 'মাদাম,' বলল ও,

'হুমকিটা নিয়ে কয়েকবার বৈঠক করেছি আমরা। সবাই আমরা একটা ব্যাপারে একমত হয়েছি। অটোব্যাংক থেকে কিছু টাকা বেরিয়ে যাবে, গুরুত্বের দিক থেকে এটা দু'নম্বর ব্যাপার। এক নম্বর গুরুত্ব হলো, গোপনীয়তা রক্ষা করা।'

সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করলেন অটোম্যান। 'ঠিক তাই, ভ্যানেসা। এ-ব্যাপারে আমাদের মনোভাব সম্পর্কে তুমি সম্ভবত এখনও সবটুকু জানো না।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'মাদাম ভ্যানেসা আজকের বৈঠকে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন এই কারণে যে এত বড় অংকের একটা টাকা চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্টের অনুমোদন ছাড়া ব্যাংক থেকে বেরোতে পারে না।'

'তা তো বটেই,' জবাব দিল রানা। 'পাথরগুলো যোগাড় করতে পারবেন?'

'হীরা কোনও সমস্যা নয়,' জানালেন রোজেনবার্গ। 'অটোব্যাংকে আনকাট ডায়মন্ড লেন-দেন হয়, আমাদের ভল্টে সবসময় সাপ্লাই থাকে।'

অবাক হওয়ার মত একটা ব্যাপার, তাই না? নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা। পেমেন্ট হিসেবে এমন একটা জিনিস চাইল ব্ল্যাকমেইলাররা, অটোব্যাংকের ভল্টে যে-জিনিসটার কোনও অভাব নেই। অপেক্ষা করছে ও, যে প্রশ্নটা ওঠা দরকার সেটা কেউ করে কিনা শোনার জন্যে।

অটোম্যান বললেন, 'তা হলে সব আয়োজন করে ফেল, রোজেনবার্গ।'

'কিন্তু আমাকে জানতে হবে,' মাদাম ভ্যানেসা বললেন, 'দশ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক খরচের কোন্ খাতে দেখাব আমি?'

'সেটা একান্ত ভাবে আমাদের সমস্যা, ভ্যানেসা,' তাড়াতাড়ি বললেন অটোম্যান। 'পরে এ-ব্যাপারে আলোচনা করব আমরা।'

রানা ভাবছে, রোজেনবার্গ যদি ব্ল্যাকমেইলার হন, প্রশ্নটা তার না তোলারই কথা।

'আমি কিছু বলতে চাই,' শুরু করল ও। 'ব্ল্যাকমেইলিঙের প্যাটার্ন এক এক দেশে এক এক রকম। আমেরিকান ব্ল্যাকমেইলারদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে আমার। এখানকার পরিস্থিতি অবশ্যই আলাদা। এখানে ব্ল্যাকমেইলাররা কাউকে জিম্মি করে রাখেনি, তবে তাদের হাতে রয়েছে মারাত্মক তথ্য। সাধারণ পরিস্থিতিতে নিয়ম হলো, ব্ল্যাকমেইলারদের টাকা দিয়ে জিম্মিকে উদ্ধার করো, তারপর ক্রিমিন্যালদের পিছু নাও। পরিস্থিতি আলাদা হলেও, আমি চাই এখানেও আমরা সেই নিয়ম ধরে এগোই।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না...,' শুরু করলেন মাদাম ভ্যানেসা।

'কী বুঝতে পারছেন না?' জানতে চাইল রানা।

'এখানকার পরিস্থিতি সেরকম নয়, কোনও মিলই নেই।'

'অমিলটা কোথায় বলো, ভ্যানেসা,' তাগাদা দিলেন অটোম্যান।

'অমিলটা হলো... আপনি একজন বাবা। আপনার বাচ্চাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে কিডন্যাপারদের দাবির টাকা আপনি মিটিয়ে দিলেন। এখন বাচ্চাকে ফিরে পেয়েছেন, এবার কিডন্যাপারদের গ্রেফতার করুন। কিন্তু টাকা দেয়ার পর আমরা কি ফেরত পাচ্ছি? আমরা তো না বাচ্চা, না তথ্য, কিছুই ফেরত পাচ্ছি না।'

আপত্তিটা নাড়া দিল অটোম্যান আর রোজেনবার্গকে। রানা বিস্মিত হয়নি, কারণ এই প্রশ্নটাই আশা করছিল ও।

রানার দিকে ঝুঁকে অটোম্যান জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. রানা, এর কী বিহিত করবেন?'

'একটা পর্যায় পর্যন্ত মাদাম ভ্যানেসার কথায় যুক্তি আছে। আমি তো আগেই বলেছি, এখানকার পরিস্থিতি আলাদা।'

'তা হলে টাকার বিনিময়ে কী পাচ্ছি আমরা? যদি কিছু না পাই, টাকাটা দিতে যাই কেন?' প্রশ্ন দুটো এল রোজেনবার্গের তরফ থেকে, চেহারায় নির্ভেজাল উদ্বেগ ফুটে উঠল। রানা ভাবল, বৈঠকে রোজেনবার্গ উপস্থিত না থাকলে ভাল হত, তবে আরও ভাল হত তার সপক্ষে যদি অকাট্য প্রমাণ থাকত ওর হাতে। নিজের দলের খেলার কৌশল এমন একজন লোকের সামনে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়, যে লোকটা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ক্যাপটেন হতে পারে।

'টাকা দিয়ে কী পাচ্ছি আমরা?' প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করল রানা। 'পাচ্ছি, সময়। দশ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক অনেক টাকা, আবার চাওয়ার আগে বেশ কিছু কাজ সারতে হবে তাদেরকে। পাথরগুলো বেচতে হবে, ভাগ-বাঁটোয়ারা আছে। সদ্য পাওয়া বিপুল টাকা তাদের লাইফস্টাইলে তাৎক্ষণিক কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য, তাতেও খানিকটা সময় ব্যয় হবে। তারা উপলব্ধি করবে, ঠিকানা বদল করা দরকার। এ-সব যখন ঘটবে, আমরা পঙ্গু হয়ে বসে থাকছি না।'

'বসে থাকছি না, হয়তো– কিন্তু কী করছি, একটু ব্যাখ্যা করবেন, প্লিজ?' মাদাম ভ্যানেসা 'মাথাব্যাথা'র ভূমিকা নিতে চাইছেন।

'অটোব্যাংকে অনুসন্ধান চালানো প্রথম কাজ। ব্যাংকের ভেতর কোথাও একটা ফুটো থাকতে পারে। থাকলে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। সেটা খুঁজতে গিয়ে আপনারা দেখতে পাবেন, অনেক জায়গায় অনেক ফাঁক আছে, সেগুলো সময়মত বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে এ-ধরনের সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে।'

'ব্যাংকে যদি কোনও লিক থাকে, সেটা খুঁজে বের করার প্রধান দায়িত্ব আমাদের,' মাদাম ভ্যানেসা বললেন। 'আপনি মনে করিয়ে দেয়ায় ধন্যবাদ, মি. রানা। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, সময় পেয়ে আপনি কী করবেন?'

'প্রতি ঘণ্টায় ব্ল্যাকমেইলারদের দিকে এক পা করে এগোচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'এরইমধ্যে একজনকে আমি সন্দেহ করতে শুরু করেছি...'

'আপনি একজনকে সন্দেহ করছেন?' তিনজন ওঁরা একযোগে প্রশ্ন করলেন।

'আসলে দু'জনকে,' বলল রানা।

'কারা তারা? আমাদের জানান।' জেদ ধরলেন অটোম্যান।

'এভিডেন্সগুলো যখন কোর্টে টিকবে বলে মনে করব, তখন আপনাদের জানাব,' বলল রানা। সবাই একযোগে আপত্তি করে উঠল, একটা হাত তুলে তাদেরকে থামাল ও। 'শুনুন, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রত্যেকে নির্দোষ। যাদের কথা ভাবছি আমি, তারা নির্দোষও হতে পারে।'

অটোম্যান বললেন, 'কিন্তু...'

'প্লিজ,' তাঁকে বাধা দিল রানা। 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। কাল পেমেন্ট দিতে যেতে হবে, তাই না? মোনা জেনেটির নিরাপত্তা সম্পর্কে কি করা হবে ভেবেছেন কিছু?'

'হ্যাঁ,' রোজেনবার্গ বললেন, 'তার বিপদ হতে পারে।'

'ব্ল্যাকমেইলাররা তাকে আটক করলে আমি একটুও অবাক হব না।' অবাক না হলেও, বিচলিত দেখাল মাদাম ভ্যানেসাকে। স্বজাতির প্রতি তাঁর দরদ একটু বেশি থাকাই স্বাভাবিক।

'ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনি বিরাট একটা সুযোগও দেখতে পাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'মোনা জেনেটিকে রক্ষা করতে হবে আমার। গ্রামটায় আপনার প্রতিনিধি হিসেবে,' অটোম্যানের দিকে তাকাল ও, 'আমি যাব।'

'নিউফ্সুজারাইনে?' জিজ্ঞেস করলেন রোজেনবার্গ।

'হ্যাঁ। যে-কোনও ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হয়েই যাব আমি। আমার শুধু দরকার ওদের একটা ভুল। ডায়মন্ড নেয়ার জন্যে ওদের কাউকে ওখানে থাকতেই হবে। নির্জন পাহাড়ে দশ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক বেশিক্ষণ ফেলে রাখতে পারবেন না আপনি। ব্যাগটা যখন নিতে আসবে, তখনই সুযোগটা পাব আমি।' উঠে দাঁড়াল রানা।

দেখাদেখি ওঁরাও উঠলেন।

আন্তরিক হাসি উপহার দিলেন অটোম্যান। 'মি. রানা, আপনি আমাদেরকে খানিকটা আশার আলো দেখিয়েছেন। আমি তো চারদিকে অন্ধকার দেখছিলাম।'

'কাল কখন আমি হীরাগুলো নিতে আসব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অটোম্যান তাঁর অধস্তনদের দিকে তাকালেন। 'রোজেনবার্গ? ভ্যানেসা?'

'মি. রানা যখনই বলবেন, এখানে থাকব আমরা। আজ রাতেই আমরা প্যাকেটটা তৈরি করতে পারি।'

'সকাল সাতটায়, ঠিক আছে?' জানতে চাইল রানা।

'সামনের গেটে,' রোজেনবার্গ বললেন।

'আমরা সবাই কিন্তু একটা ব্যাপার একদম ভুলে গেছি,' মাদাম ভ্যানেসা বললেন, তাঁর অভিযোগভরা দৃষ্টি রানার দিকে স্থির হয়ে আছে।

'কী?'

'মোনা জেনেটির ব্যাপারটা। তিনি যেতে রাজি হবেন কিনা আমরা জানি?'

রোজেনবার্গ আর অটোম্যান মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

তিনজনের মুখের দিকে তাকাল রানা, কিন্তু কিছু বলল না। প্রশ্নটা নিয়ে আগেই মাথা ঘামিয়েছে ও। মেয়েটার প্রকৃতি আর চরিত্র মনে রেখে, ওর সঙ্গ তার কী রকম ভাল লাগে জানা থাকায়, নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে ও– সে যাবে। তা ছাড়া, ব্ল্যাকমেইলারদের নির্দেশ, অমান্য করার উপায়ও তো নেই তার।

'ধন্যবাদ, ভ্যানেসা,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন অটোম্যান। 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মাদমোয়াজেল জেনেটির সাথে কথা বলব।' রানার দিকে

ফিরলেন তিনি। 'আপনি আমার গাড়িটা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারেন। শোফারকে বলে রাখব।'

'ধন্যবাদ। ল্যামবোরগিনি নিয়ে যাব আমরা। লোকগুলো যদি ত্যাড়া টাইপের হয়, শোফারকে দেখে বলবে আমরা তাদের নির্দেশ অমান্য করেছি।'

'বাকি তিনজনকে এ-বিষয়ে কিছু জানাব কি? টড কোরিস, মার্কাস বার্গলার আর পেড্রো ফেডানোকে?' জানতে চাইলেন য়োজেনবার্গ।

'এদিকটা আমি সামলাব,' বলল রানা, তাকাল অটোম্যানের দিকে। 'শুধু পেড্রো ফেডানোকে আপনি বলতে পারেন। সে তো আপনার ভিলায় থাকছে, তাই না?'

'ঠিক আছে।'

'ওদের সাথে আবার কথা বলার একটা সুযোগ দরকার আমার,' বলল রানা। 'টড কোরিস তো প্লাজায়, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর মার্কাস বার্গলার?'

অটোম্যানকে সন্দিহান দেখাল। 'উনি এ-ব্যাপারে এতই আতংকিত যে...'

'কিন্তু, হের অটোম্যান, আমরা তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি। খবরটা শুনে খুশি হবে সে।'

'তা হয়তো হবে।' তবু দ্বিধা গেল না অটোম্যানের। খানিকক্ষণ ইতস্তত করার পর অবশেষে তিনি হোটেলটার নাম জানালেন।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। তিনজনের উদ্দেশে হাত নাড়ল ও। তারপর দুটো আঙুল খাড়া করে বিজয়ের প্রতীক চিহ্ন ইংরেজি ভি অক্ষরটা তৈরি করল। 'আশা করি কাল আমরা ভাগ্যের সহায়তা পাব। আমাকে এগিয়ে দেয়ার দরকার নেই। আপনাদের কথা তো শেষ হয়নি।'

আউটার অফিসে অটোম্যানের রিসেপশনিস্ট-সেক্রেটারী টিনার সাথে কথা বলার জন্যে একবার থামল রানা।

'গুড আফটারনুন, মি. রানা। আমার বিশ্বাস... মানে বলতে চাইছি...,' কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে থেমে গেল টিনার। অফিসে যা ঘটছে তা যদি তার জানা থাকেও আলোচনা করার মত পদমর্যাদা নেই।

'টিনা, মাই ডিয়ার,' বলল রানা, 'তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো।'

'ইয়েস, সার– এনিথিং অ্যাট অল।' উজ্জ্বল লাল গোলাপের মত মুখ উঁচু করল টিনা।

'জেনেভায়, আমার সেক্রেটারীকে একটা ফোন করতে পারবে, প্লিজ? তাকে বলবে, আজকের দিনটা, শুধু আজকের দিনটা সে যেন পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করে। হয়তো তারপরও থাকতে হতে পারে। তার সাথে কথা বলতে চাই আমি। তার বকবকানি থামলে বলবে, পনেরো মিনিটের মধ্যে হোটেল থেকে ফোন করব আমি।'

'সার্টেনলি, মি. রানা, সার। আ প্লেজার।' গলার ভেতর থেকে ছোট্ট হাসির শব্দ তুলে ফোনের দিকে হাত বাড়াল টিনা।

চার

আবিদজান থেকে জুরিখ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামল প্লেনটা। একটা ডিসি-৮। আরোহীদের মধ্যে নজর কাড়ার মত লোক একজনই আছে, আব্বাস হোমায়রা। এমনিতেই লম্বা সে, ছ'ফুটের বেশি, তার সাথে যোগ হয়েছে কোঁকড়ানো আফ্রিকান চুল আর রূপালি ফিতে জড়ানো পাইরেট হ্যাটের অতিরিক্ত ছ'ইঞ্চি। কালো ভেলভেটের ট্রাউজার পরেছে সে, লেদার বুট জোড়া হাঁটুর কাছাকাছি উঠে এসেছে। গায়ের শার্টটা লাল আগুনের শিখা, বুকের কাছে খোলা। রূপালি এমব্রয়ডারির কাজ করা ওয়েস্টকোট, চওড়া লেদার বেল্টটাকে লুকাতে পারেনি। তার গলার মুক্তো বসানো নেকলেসটা প্লেনের মহিলা আরোহীদের ঈর্ষাকাতর করে তুলেছিল। জুরিখ এয়ারপোর্টে সারা বছর অপেক্ষা করলেও আব্বাস হোমায়রার মত একজন আফ্রিকানের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না।

জুরিখের রক্ষণশীল পরিবেশে তাকে দেখে খানিকটা যদি কিম্ভূতকিমাকার বলে মনেও হয়, সেটা তুচ্ছ হয়ে উঠবে তার মুখের জার্মান বা ফরাসী শুনলে। তিনটে ভাষাতেই তার চমৎকার দখল। কিছুক্ষণের মধ্যে ইমিগ্রেশন ঝামেলা সেরে বেরিয়ে এল আব্বাস, কালচে-সবুজ ন্যাপস্যাকটা সংগ্রহ করল লকার থেকে, ভাড়া করল একটা ফোক্সওয়াগেন, শহরে যাবার পথে ফুল ভলিউম দিয়ে রেডিওতে ফরাসী গান শুনছে।

সঙ্গীতের সাথে ঝাঁকি খাচ্ছে আব্বাসের শরীর, তার বাম হাতের আঙুলগুলো স্টিয়ারিং হুইলে তবলা বাজাচ্ছে। আব্বাসের পোশাক, চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই যে মার্কাস বার্গলারের আতংকের জ্যান্ত প্রতিমূর্তি সে।

'রিনি? আমি রানা বলছি।'

'যাও, তোমার সাথে কথা নেই আমার,' ঝাঁঝের সাথে বলল রিনি রেজা। 'এইমাত্র রেজিগনেশন লেটারে সই করে উঠলাম। তোমার চাকরি আমার পোষাবে না।'

'কেন?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'আমি আবার কী করলাম?'

'আমার খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। কাজে ভুল করছি। রাতে ঘুমাতে পারছি না।'

'কেন? তা ছাড়া, তোমার ব্যক্তিগত সমস্যার জন্যে আমাকে তুমি দায়ী করছ কেন?'

'তোমাকেই তো দায়ী করব,' বলল রিনি। 'তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় আছি বলেই তো সমস্যাগুলো পেয়ে বসেছে আমাকে।'

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ... ঠিক বুঝলাম না!' রানা। বিস্মিত।

'তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে।'

রেগে গেল রানা। 'কী আশ্চর্য, তোমার কি মাথা খারাপ হলো? আমি না মাসুদ রানা? নাকি তোমার ধারণা আমি ওর ভূমিকায় অভিনয় করছি?'

'পুংদের নিয়ে আমার তেমন কোনও মাথাব্যথা নেই,' গম্ভীর সুরে বলল রিনি। 'কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গদের একবিন্দু বিশ্বাস করি না। ওরা পারে না এমন কাজ নেই। তা ছাড়া, আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, ওদের কাছে কত অসহায় তুমি।'

হেসে ফেলল রানা। তারপর বলল, 'বোঝা যাচ্ছে, মোনা জেনেটি সম্পর্কে কিছু তথ্য তুমি পেয়েছ, সেগুলো সম্ভবত তার পক্ষে যাচ্ছে না।'

'না।'

'না মানে?'

'মোনা জেনেটি সম্পর্কে কিছুই আমি জানতে পারিনি। কেউ কোনও তথ্য দিতে পারেনি আমাকে।'

'কী বলছ!' বিশ্বাস করতে পারল না রানা। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ও, তারপর বলল, 'রিনি, কাজ নিয়ে ঠাট্টা কোরো না।'

'ঠিক আছে,' নরম হলো রিনি। 'কিন্তু সাবধান, টিনাকে আর কখনও আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলবে না, মনে থাকে যেন। পাঁচটা পর্যন্ত যেন থাকি, ফর গডস সেক!'

'ও, এই কথা। ঠিক আছে, ভুল হয়ে গেছে। এবার মোনা জেনেটির কথা বলো।'

গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেল রিনি, মাঝে মধ্যে নোট নিল রানা।

'তুমি জাদু জানো,' রিনিকে থামতে বলল ও। 'এবার সারা সাগুড সম্পর্কে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রিনি, তারপর উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'আরও একটা স্ত্রীলিঙ্গ?'

'আফ্রিকান মেয়ে। বয়স ছাব্বিশ থেকে আটাশ। কোনও কূটনীতিকের মেয়ে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সে লেখাপড়া করেছে। বাস করছে জুরিখে। সি.আই.এ-তে খোঁজ নিয়ে দেখো। ইন্টারপোলও তোমাকে সাহায্য করতে পারে। কোনও সূত্র দিতে পারছি না। শুধু মনটা খুঁত খুঁত করছে বলে তার সম্পর্কে জানতে চাইছি।'

'মনটা খুঁত খুঁত করছে কেন? চোখ টিপেছে? নাকি ল্যাং মারল?'

'রিনি, আমার আগে কেউ তোমাকে জানিয়েছে যে তোমার মনটা অত্যন্ত নোংরা?'

'নোংরা নয়, স্রেফ বাস্তববাদী। নিজেকে চিনি তো, তাই ওদেরকেও চিনতে ভুল করি না– তোমার মত যুবকদের পাকড়াও করার জন্যে সদাসর্বদা ফাঁদ পেতে বসে আছে ওরা।'

'তুমিও... আমার জানা ছিল না! খোদার কসম বলছি, তোমার ফাঁদে ধরা পড়তেই তো চাই আমি।'

বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল রিনি। 'আল্লা তোমাকে আগে ওদের হাত থেকে বাঁচাক তো!' বলে রিসিভার রেখে দিল সে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, ভাবছে মোনা জেনেটিকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাবে কিনা। এখন তার কেস-হিস্ট্রি জানা থাকায় দ্বিতীয় সাক্ষাতে সুবিধে করার আশা আছে। আবার, বলা যায় না, যে মেজাজী মেয়ে, চাপ দিলে হয়তো হিতে বিপরীতটাই ঘটবে, মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে। তা ছাড়া, কাল তো ঘণ্টাকয়েক এক সাথে থাকার সুযোগ হবেই– ব্ল্যাকমেইলারদের হাতে নিউফ্সুজারাইনে হীরা তুলে দিয়ে আসার সময়। সিদ্ধান্ত নিল, থাক। কাল শরীরের ওপর বেশ খানিকটা ধকল যাবে, রাতটা নাক ডেকে ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। বিশেষ করে গতরাতে ওটায় যখন ঘাটতি হয়েছে।

রামি-স্ট্রাসে ছাড়িয়ে এল আব্বাস, গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল জুরিখ ইউনিভার্সিটি এলাকায়। ইউনিভার্সিটি রেলরোড স্টেশনের কাছাকাছি থামল সে, পার্কিং লটে আলো ও যানবাহন দুটোরই অভাব। ইগনিশন থেকে চাবি খুলে ভেলভেট ট্রাউজারের পকেটে ভরল সে, আবেশে চোখ বুজে আড়মোড়া ভাঙল।

তারপর হাতঘড়ি দেখল আব্বাস। মাথা থেকে পাইরেট হ্যাট আর আফ্রিকান পরচুলা খুলে ফেলল। পরচুলার নীচে খুলি কামড়ে রয়েছে ছোট করে ছাঁটা কালো কোঁকড়া চুল।

গাড়ি থেকে নেমে সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাল আব্বাস। আশপাশে কেউ নেই দেখে নেকলেস, ওয়েস্টকোট, শার্ট আর লেদার বুট খুলে ফেলল। কালো একটা টার্টল-নেক পরল সে, অন্ধকারে প্রায় মিশে গেল কাঠামোটা। ফোক্সওয়াগেনের পিছনের সীট থেকে ন্যাপস্যাকটা বের করল। কালো একটা .৪৫ বেরোল সেটা থেকে, সাথে সাইলেন্সার। আরও বেরোল সুইচব্লেড আর এক প্রস্থ রশি। .৪৫ আর সাইলেন্সার শোল্ডার হোলস্টারে ঠাঁই পেল, সেটাও ন্যাপস্যাক থেকে বেরিয়েছে। ভেলভেট ট্রাউজারের আড়ালে, ডান পায়ের গোড়ালির খানিকটা ওপরে, স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধল সুইচব্লেডটা। রশিটা লেদার বেল্টের হুকে আটকাল। ন্যাপস্যাক থেকে সবশেষে বেরোল একটা কালো লেদার জ্যাকেট। পরার পর বোতাম এঁটে দিল আব্বাস। গায়ের এখানে সেখানে চাপড় মেরে পরীক্ষা করল, সব জায়গা মত আছে। ঘুরতে যাবে, এই সময় আরেকটা কীসের কথা যেন মনে পড়ে গেল। ঝুঁকে ফোক্সওয়াগেনের ভেতর মাথা গলাল, ভেতর থেকে বের করে আনল ওয়েস্টকোট আর মানিব্যাগ। মানিব্যাগটা ঢুকল পিছনের পকেটে, খুচরো পয়সাগুলো জায়গা করে নিল ভেলভেট ট্রাউজারের ডান দিকের পাউচে। আব্বাস হোমায়রা এখন সম্পূর্ণ তৈরি।

'হাই, দেয়ার, স্ট্রেঞ্জার। লং টাইম নো সী!'

প্লাজা হোটেলের লবি ধরে এগোচ্ছে মাসুদ রানা, নিরেটদর্শন চৌকো একটা

মার্বেল পিলারের পাশে রাখা লেদার আর্মচেয়ার থেকে ওকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলল মেয়েটা। আর কেউ নয় সে, মোনা জেনেটি স্বয়ং। অবাক করে দিতে পেরে খুশি।

'মোনা... তু... মাই গড!'

'কোন সন্দেহ নেই, আমিই,' সায় দিল মোনা জেনেটি।

'কীভাবে... কী? মানে, তোমার না...?'

'হার মানো, রানা,' বলল জেনেটি। 'আমি নিজেই নারীসুলভ রহস্যের জাল ছিন্ন করছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট হের গুস্তার অটোম্যান আমাকে জানালেন, তুমি তোমার গোয়েন্দা বিষয়ক দায়িত্ব পালন করার জন্যে হের মার্কাস বার্গলার আর মি. টড কোরিসের সাথে দেখা করতে যাবে। বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তেও পারে, এই আশায় প্লাজায় এসে অপেক্ষা করছি। বেলেভ্যু থেকে টেনেটুনে একশো মিটার দূরত্ব হবে। যখন তখন যেখানে খুশি পৌঁছে যাবার আমার স্বভাবটার সাথে এখনকার আচরণে কোনও অমিল খুঁজে পাচ্ছ কি?'

কুণ্ডলী ছাড়িয়ে আর্মচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল মোনা জেনেটি। লম্বা, ঢিলেঢালা, বহুরঙা একটা সেইন্ট লরেন্ট শেমিজ পরে আছে সে। ঠিকমত আলো পড়লে শেমিজের ভেতর চামড়ারঙা ব্রেসিয়ার আর নীচের প্যান্টিহোস ভালই দেখতে পাওয়া যাবে। আর আলো ঠিকমত না পড়লে লোভী দর্শকদের হতাশা বাড়বে। এক পা থেকে আরেক পায়ে দেহের ভর চাপিয়ে রানার গাল ছুঁলো জেনেটি, দু'আঙুলে ধরে একটু টিপে দিল।

'এইমাত্র টড কোরিসের সাথে দেখা করলাম,' বলল রানা, জেনেটিকে ধরতে দেয়ার জন্যে সামনে বাড়াল একটা হাত। 'এবার যেতে হবে মার্কাস বার্গলারের কাছে। থাকতে চাও সাথে? পরে হয়তো হ্যামবার্গার বা অন্য কিছু শেয়ার করতে পারি।'

'আমার খুব রোমাঞ্চ লাগছে,' চেহারায় ফুর্তি নিয়ে বলল জেনেটি। 'এত আয়োজন করে, চুপিচুপি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি। ভালই যখন লাগছে, ভাল লাগাটা থাকতে থাকতে আজ রাতের জন্যে একটা প্ল্যান তৈরি করলে পারি। আসলে ভয়ে আধমরা হয়ে আছি আমি। ঘরে একটু শব্দ হলে হয়, লাফিয়ে সাত ফুট ওপরে উঠে যাই। যদি আপত্তি না করো, সত্যি আমি তোমার লেজ ধরে ঘুরতে চাই। তুমি আমার মূর্তিমান অভয় হতে পারো, রানা।'

'তুমি হতে পারো আমার সহকারিণী,' বলল রানা। 'বার্গলারের আপত্তির কোনও কারণ দেখি না। যদি আপত্তি করেই, তাকে আমি বলব, রোমাঞ্চপ্রিয় মেয়েদের আমি একদম এড়াতে পারি না।'

'প্রশ্ন হলো, সেটা কি সত্যকথন হবে?'

'শতকরা একশো ভাগ,' নিশ্চয়তা দিয়ে বলল রানা।

ইউনিভার্সিটি থেকে ছাড়া ট্রেনে উঠে ফ্লোরহফগাসে-তে নামল আব্বাস। দু'জন ছাত্রের পিছু পিছু একটা হোটেলের পাশ ঘেঁষে সেটার পিছন দিকে চলে এল

সে। সামনেই খিড়কি দরজা, হোটেলের দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই পথ দিয়ে ভেতরে ঢোকে। স্টাফদের গাড়িগুলোকে পাশ কাটাল সে, কিচেনের পাশে রাখা আবর্জনা ভরা ক্যানগুলো টপকাল, সাধানে ঘোরাল দরজার হাতল। যা আশা করেছিল, দরজায় তালা দেয়া নেই। লেদার জ্যাকেটের ডান পকেট থেকে একটা চামড়ারঙা স্টকিং মাস্ক বের করল সে। মুখোশটা পরে টেনেটুনে ঠিক করল, ফুটো দুটো থাকল ঠিক চোখের সামনে। বাঁ পকেট থেকে বেরোল সাদা চামড়ার একজোড়া দস্তানা। দস্তানা পরা হাত দিয়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে .৪৫-টা বের করল সে, মাজলে সাইলেন্সার ফিট করল। বাঁ হাত দিয়ে দরজার কবাট খুলে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

উদয় হবার সময়টা বড় ভাল বেছেছে আব্বাস। কেনার্ড, হোটেলের মালিক ও প্রধান শেফ, তরল পনিরে ঠিকমত মশলা ও রুটির টুকরো মেশানো হয়েছে কিনা দেখার জন্যে সবেমাত্র কিচেনে ঢুকেছে। সহকারী গ্রিফিনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছে, ক্রীম কম দিয়েছ কেন? মশলা আরেকটু লাগবে না? সতর্কতার সাথে দরজা বন্ধ করে ওদের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করল আব্বাস। দু'জনেই তারা পিছন ফিরে রয়েছে।

তাড়াহুড়ো করল না আব্বাস। প্ল্যান, রিহার্সেল আর বাস্তব মঞ্চ এক কথা নয়। চারদিকে তাকিয়ে বুঝল, তাকে দেয়া তথ্যে কোনও ভুল নেই। তার বাঁ দিকে ভারি দরজা, ওদিক দিয়ে প্যান্ট্রিতে যাওয়া যায়। তার ডান দিকে ঠাণ্ডাঘর, হাঁড়ি-পাতিল আর কড়াই ধোয়ার জন্যে সিঙ্কটাও ওখানে। কিচেনে দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে কাটা-বাছা করার জন্যে লম্বা বেঞ্চ। স্টোভগুলো মেঝের মাঝখানে, কংক্রিটের উঁচু বেদীর ওপর। একটা স্টোভের সামনে ঝুঁকে রয়েছে কেনার্ড আর গ্রিফিন। তাঁদের সামনে, কিচেনের উল্টোদিকে, একটা সুইংডোর দেখা যাচ্ছে। প্যাসেজ হয়ে ওই পথে ডাইনিংহলে যাওয়া যায়। সব মিলিয়ে দেখে, ভারি সন্তুষ্ট হলো আব্বাস। বজ্জাত বেঈমানটা ভেতরে থাকলে কাজটায় বিঘ্ন ঘটার কোনও কারণ নেই। শেষ খাওয়া খাচ্ছে শালা। 'আরে মিয়া, ঢক ঢক করে গিলে ফেলো সুপটা,' মার্কাস বার্গলারকে মনে মনে বলল সে। 'তোমার পেট ওটা হজম করার সময় পাবে না।'

প্রস্তুতি শেষ হতে খাবারটা চেখে দেখল কেনার্ড। ভুরু কুঁচকে স্বাদটা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছে সে, তার দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে আছে সহকারী গ্রিফিন।

'ঠিক আছে?' ব্যাকুলস্বরে জিজ্ঞেস করল গ্রিফিন।

'ঠিক আছে,' এক মুখ হাসি নিয়ে বলল কেনার্ড।

'না,' ঘোষণা করল আব্বাস।

বিস্ময়, অবিশ্বাস আর রাগ নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোক দু'জন, সাইলেন্সারের লম্বা নাকের দিকে তাকাল। তারপর চোখ উঠে গেল মুখোশ আর মুখোশের গায়ে জ্যান্ত ফুটো দুটোর দিকে। ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলল তারা।

আগ্নেয়াস্ত্র নেড়ে প্যানট্রির দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল আব্বাস। সেদিকে এগোতে গিয়ে তাড়াহুড়োর মধ্যে হোঁচট খেলো কেনার্ড আর গ্রিফিন। প্যানট্রির

দরজার কাছে কেনার্ডকে দাঁড় করাল আব্বাস, তার মাথা থেকে শেফের সাদা ক্যাপটা তুলে নিল। ইশারা করে বলল, সাদা কোটটাও খুলতে হবে। ব্যস্ততার সাথে তার নির্দেশ পালন করল কেনার্ড, তারপর গ্রিফিনের পিছু পিছু প্যানট্রিতে ঢুকল, দরজাটা বন্ধ করে বোল্ট লাগিয়ে দিল কাঁপা হাতে। পাথুরে দেয়ালে সিমেন্টের প্লাস্টার বেশ পুরু, প্লাস্টারের গায়ে কাঠের প্যানেল থাকায় ওরা চিৎকার করলেও বাইরে থেকে কেউ শুনতে পাবে না। তা ছাড়া, আব্বাসের হাতে .৪৫ থাকায় অন্তত দশ কি পনেরো মিনিট ওরা কোনও শব্দ করবে বলে মনে হয় না। তার আগেই, আব্বাসের আশা, কাজ শেষ করে ফিরে যেতে পারবে সে।

মাথায় শেফের ক্যাপটা পরল আব্বাস, একটু বাঁকা করে। কোটটা যথেষ্ট বড় হওয়ায় লেদার জ্যাকেটটা পুরোপুরি ঢাকা পড়ল। অস্ত্রটা পকেটে ভরে স্টোভের সামনে এসে দাঁড়াল সে, সদ্য তৈরি খাবারের গামলাটা নিয়ে বেরিয়ে এল প্যাসেজে, ডাইনিং হলের দিকে এগোল। আল্লা ন্যায়বিচারক, তিনি যেন আমার সঙ্গে থাকেন, প্রার্থনা করল সে।

ডাইনিং হলের লম্বা পিকনিক টেবিলে ছ'জন পুরুষ, চারজন মহিলা আর মার্কাস বার্গলার বসে আছে। আজ রাতে প্রধান শেফ কেনার্ড তার নিজের উদ্ভাবিত নতুন একটা খাবার পরিবেশন করবে। উপলক্ষ্য একটা আছে বটে, তবে সেটা কেনার্ডের মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী না শাশুড়ির জন্মদিন, ঠিক মনে করতে পারছে না বার্গলার। উপলক্ষ্য যাই হোক, কেনার্ডের সেলার থেকে আজ বিশেষ লাল ওয়াইন বেরিয়েছে। এর জন্যে আলাদা কোন বিল দিতে হবে না। ওয়াইনের সাথে খানিকটা জিন মেশানো রয়েছে, মাত্র কয়েক ঢোকেই বেশ ভাল ধরেছে বার্গলারকে। সুপ খাওয়ার সময় দেখা গেল মনের আনন্দে বকবক করছে সে, বেমালুম ভুলে গেছে আফ্রিকানদের কথা।

ডাইনিং হলে ঢুকল আব্বাস, বড় গামলাটা উঁচু করে ধরে আছে সে, মুখটা সম্পূর্ণ আড়াল করা। অর্কেস্ট্রার তালে তালে বার্গলার তখন মাথা দোলাচ্ছে, চামচ দিয়ে টোকা মারছে টেবিলে। শেফের সাদা কোট দেখে তাড়াতাড়ি পরিবেশনের জন্যে তাগাদা দিল সে।

তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থে এগোল আব্বাস, প্রতিবার একজনকে পরিবেশন করল। তার উদ্ভাবিত খাদ্যের স্বাদ জিভে নিয়ে সবাই যখন প্রশংসা করছে, বার্গলারের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল সে। ছ'জন পুরুষ আর চারজন মহিলা হঠাৎ চমকে উঠে দেখল, বড় গামলাটা সবেগে নেমে এসেছে বার্গলারের মাথার ওপর। গরম পনির বার্গলারের মুখের চামড়া ছাড়িয়ে আনল। উপুড় করা গামলাটা তার মাথায় আটকে গেছে। দু'হাত দিয়ে সেটা সরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো বার্গলার।

সাদা কোটের ভেতরে হাত গলিয়ে রশিটা বের করল আব্বাস, ফাঁসটা বার্গলারের গলায় পরাল। রশির দুটো প্রান্ত ধরে টান দিয়ে গলায় আঁট করল ফাঁসটা। এবার রশির লম্বা প্রান্তটা ছুঁড়ে দিল সিলিঙের কাছাকাছি একটা

ক্রসবিম-এর দিকে। প্রান্তটা ক্রসবিম ঘুরে নেমে এল নীচে, সেটা ধরে টান দিল আব্বাস। বেঞ্চ ছেড়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল মার্কাস বার্গলার। পিকনিক টেবিলের ভোজনবিলাসীরা সবাই যেন পঙ্গু হয়ে গেছে. একচুল নড়ছে না কেউ, মুখে আতঙ্কের মুখোশ।

লাফ দিয়ে বেঞ্চে উঠল আব্বাস, তারপর টেবিলে। রশিটা ক্রসবিমে পেঁচাল সে। মেঝেতে নেমে এবার সুইচব্লেডটা বের করল। বার্গলারের পিঠে, হৃৎপিণ্ড বরাবর, সুইচব্লেডটা দু'বার ঢোকাল সে। শরীরটাকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি খেতে দেখে বুঝল, জায়গামত লাগাতে পেরেছে। তবে, কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে। দশ মিলিয়ন স্বজাতিকে ঠকিয়েছে লোকটা। সুইচব্লেড বাম হাতে নিয়ে, ডান হাত দিয়ে .৪৫-টা বের করল এবার। বার্গলারের তলপেটের নীচে আগ্নেয়াস্ত্রের মাজল চেপে ধরল, তাক করেছে ওপর দিকে, যাতে বুলেটটা মাথার দিকে উঠে যায়। ট্রিগার টিপল সে। .৪৫-এর ভারি বুলেট শিরদাঁড়ার সাথে সমান্তরাল একটা পথ তৈরি করে উঠে গেল। খিঁচুনি শুরু হলো বার্গলারের শরীরে, পা দুটো এত জোরে বাড়ি খেলো টেবিলে যে বাসন-পেয়ালা কাপ-পিরিজ সব ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তারপর টেবিলটাও উল্টে গেল। আতঙ্কিত দর্শকরাও যে যেদিকে পারল লাফ দিয়ে পড়ল মেঝেতে।

সামনে বাড়ানো দুই হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আর সুইচব্লেড নিয়ে পিছু হটতে শুরু করল আব্বাস। কেউ তাকে বাধা দিল না। হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা রেল স্টেশনে চলে এল সে।

প্লাজা হোটেল থেকে কতটুকুই বা দূরত্ব, ফার্স্ট গিয়ার বদলাবার সুযোগই হলো না রানার। তবে পথ সামান্য হলেও, একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট দীর্ঘ– আজ রাতে মোনা জেনেটি যেন সম্পূর্ণ অন্য এক মেয়ে। অন্তত কাল রাতে যার সাথে দেখা হয়েছিল, তার সাথে কোনও মিল নেই। হালকা নীল রঙের হাতাহীন কোট পরে আছে জেনেটি, চিতাবাঘ যেন পোষ মেনেছে, খুশি করার জন্যে ব্যাকুল, রানার যে-কোনও প্রস্তাবে সাড়া দেয়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি। এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না, জেনেটির মনে একটা ভয় বাসা বেঁধেছে, পাশে একজনের উপস্থিতি চায় যার ওপর ভরসা রাখা যায়, প্রয়োজনে যে তাকে রক্ষা করতে পারবে। এই মুহূর্তে রানা ছাড়া আর কাউকে তেমন দেখছেও না সে। মতলবটা ফাঁস হবার পরও তার সান্নিধ্য মধুর লাগছে রানার। সুন্দরী মেয়েদের প্রতি রানা যে প্রায়ই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তার অন্যতম কারণগুলোর একটা হলো, তাদের কেউ কেউ মাত্রা ছাড়িয়ে রোমাঞ্চ প্রিয় আর বেপরোয়া। তারা ভয় পেলে পুরুষ সঙ্গীদের খুব সুবিধে, দরজা থেকে বিদায় করে দেয়ার আশঙ্কা প্রায় থাকে না বললেই চলে। বিছানায় রানাকে পাশে পেলে আরও বেশি নিরাপদ বোধ করবে মোনা জেনেটি। চিন্তাটা অনুপ্রাণিত করে তুলল রানাকে। এক অর্থে ব্যাপারটা 'কাজ এবং সেই সাথে ফুর্তি' হলেও, মনের তরফ থেকে রানা কোনও বাধা অনুভব করছে না। আজ রাতে পরস্পরকে ওরা যদি ভাল করে চিনে নিতে পারে; কাল ওরা আরও ভাল বন্ধু হতে পারবে।

হোটেলটার উল্টোদিকে ল্যামবোরগিনি থামাল রানা। 'মাত্র দু'মিনিট লাগবে, যাব আর আসব,' জেনেটিকে বলল ও।

'যদি ভেবে থাকো, মাসুদ রানা, গাড়িতে আমাকে একা বসিয়ে রেখে যাবে, তোমাকে আমি আস্ত একটা পাগল মনে করব।'

মৃদু হাসল রানা, গাড়ি থেকে নামল, আরোহীর দরজা খুলে নামার পথ করে দিল জেনেটিকে। নীচে নেমেই রানার একটা কাঁধ আর বাহু আঁকড়ে ধরল জেনেটি।

রাস্তা পেরোল ওরা, ধাপ বেয়ে উঠল লবিতে, চিৎকার আর ছুটোছুটির শব্দ পাচ্ছে। রানাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল জেনেটি। 'কিছু একটা ঘটেছে, না জেনে ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না।' জবাব দিল না রানা, থামলও না। ওর পাশে থাকার জন্যে প্রায় ছুটতে হলো জেনেটিকে।

রিসেপশন ডেস্কে বয়স্কা এক মহিলাকে পাওয়া গেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে।

'রানা, প্লিজ!' আবেদনের সুরে বলল জেনেটি। 'ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে এখানে।' চোখ ইশারায় ডাইনিং হলটা দেখাল সে। সেদিকে ছুটল রানা, কিন্তু পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরল জেনেটি। 'না, তোমাকে আমি যেতে দেব না! ওরা তোমাকে মেরে ফেলতে পারে!'

'কাজে বাধা দিয়ো না, মোনা!' ঝাপটা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল রানা, ছুটল ডাইনিং হল লক্ষ্য করে।

ডাইনিং হলের লোকজন এতক্ষণে মেঝে থেকে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। ক্রসবিম থেকে এখনও ঝুলছে মার্কাস বার্গলারের লাশটা। লাফ দিয়ে একটা বেঞ্চে উঠল রানা, কিন্তু বিম পর্যন্ত নাগাল পেল না। জেনেটির আর্তচিৎকার শুনতে পেল ও। ডাইনিং হলের সবাই তার দিকে ঘাড় ফেরাল। মেঝেতে পড়ে থাকা তৈজসপত্রের মাঝখান থেকে একটা ছুরি তুলে নেয়ার সময় রানা শুনতে পেল জেনেটি বলছে, 'নো, ওহ্ নো! প্লিজ গড!'

রানার হাতে ওটা একটা রুটি কাটার ছুরি। দাঁড়াবার জন্যে যথেষ্ট উঁচু একটা কিছুর খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল ও। তারপর শান্তদৃষ্টিতে ভাল করে দেখল লাশটাকে, উপলব্ধি করল মার্কাস বার্গলার মারা গেছে। হাতের চুরি ফেলে দিয়ে জেনেটির পাশে এসে দাঁড়াল ও। এখনও হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চিৎকার করছে সে, কাজেই কষে একটা চড় মারতে হলো। 'জেনেটি! ধেত্তেরি ছাই, বুঝতে পারছ না, এদের সাহায্য দরকার!' জেনেটিকে ধরে বার কয়েক ঝাঁকি দিল ও। শান্ত হলো মেয়েটা, সন্ত্রস্ত চোখে ভাল করে তাকাবার পর চিনতে পারল রানাকে। 'এদেরকে শান্ত করো, অভয় দাও, আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।' পুতুলের মত ঘাড় কাত করল জেনেটি, কী করার আছে দেখার জন্যে এদিক ওদিক তাকাল। তার হিস্টিরিয়ার ভাবটা কেটে গেছে বুঝতে পেরে হন হন করে রিসেপশনে ফিরে এল রানা।

'আমার স্বামী,' পৌঢ় মহিলা ফুঁপিয়ে উঠে জানতে চাইল। 'কেমন আছে?'

'আপনার স্বামী... কে আপনার স্বামী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শেফ,' বলল মহিলা। 'হোটেলের মালিক।'

'পুলিশ ডাকুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'আপনার স্বামী কোথায় দেখছি আমি। ক্যাপ্টেন হ্যানস শ্লাচোরকেও আসতে বলবেন। আপনি নিজে কথা বলবেন তার সাথে। বলবেন, মাসুদ রানা এখানে তাকে ডেকেছেন।'

পাঁচ

মার্কাস বার্গলার পছন্দ করত ছোট্ট নারীদেহ, কিন্তু তার স্তন হতে হবে বিশাল। হাননা ঠিক সেরকম একটা মেয়ে। মাদাম হারবান্ট পরিচালিত পতিতাবাহিনীর সে-ও একজন সদস্যা, মার্কাস বার্গলারের বিশেষ প্রিয়পাত্রী। ট্রেন থেকে নামতেই সে দেখল, শেষ বগিটায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল এক দীর্ঘদেহী আফ্রিকান। বিস্ময়ের ঘোর কাটল না, তার আগেই ছেড়ে দিল ট্রেন।

অদ্ভুত ব্যাপার তো, ভাবল হাননা। জনান্তিকে সবসময় আফ্রিকানদের কথা বলে বার্গলার। হঠাৎ তাদেরই একজনকে দেখে ফেলল সে, ট্রেন থেকে নামতে না নামতে। কালো পুরুষদের সম্পর্কে শুনেছে হান্না, তার অনেক দিনের আশা মাদাম হারবান্টের খদ্দের হয়ে একদিন অন্তত একজন আসবে। মেয়েদের মধ্যে গুজব, বিছানায় নাকি নিগ্রোদের কোনও তুলনা হয় না। হাননা এমনও শুনেছে যে কোনও কোনও মেয়ে নাকি ভোরের দিকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অন্তত কালো পুরুষদের ঘরে তুলেছে এমন মেয়েরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তাই বলেছে তাকে। একটা মেয়ে তো জানাল, পরবর্তী সাতদিন আর খদ্দের নিতে পারেনি সে। তবু নাকি ওদেরকে বিছানায় পাবার লোভ ছাড়া যায় না। 'বিদায় শীত' নামে একটা উৎসব হয় জুরিখে, আকাশ জুড়ে জ্বলতে থাকে একের পর এক আতসবাজি, বিরতিহীন– মেয়েটার শরীরেও নাকি ঠিক সেই অনুভূতি হয়েছিল। হাননা ভাবল, আজ রাতে যদি মাদাম হারবান্টের খদ্দের হয়ে আসত কালো লোকটা, কী ভালই না হত! তারপর মনে পড়ল, দেরি করে ফেলছে সে, মাদাম হারবান্ট আস্ত রাখবে না! নিজের পথে রওনা হয়ে গেল সে, ভুলে গেল কালো লোকটার কথা।

হাননা তার নিজের ঠিকানায় ফিরছে, ওদিকে ফোক্সওয়াগেন নিয়ে অটোবান ধরে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে আব্বাস হোমায়রা। পরচুলা ইত্যাদি পরে আবার আগের ছদ্মবেশ নিয়েছে সে। জুরিখে থেকে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করার একটা ঝোঁক চেপেছিল তার মনে, যদিও এ-ধরনের ঝোঁক খুব বেশিক্ষণ ভোগায় না তাকে। তার পেশায় যতটা দরকার ততটা সতর্ক সে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রাসেলসে ফিরে সন্ধ্যার সময় ফুর্তি ইত্যাদি করা যাবে। আটটা পঞ্চাশের সাবেনা ফ্লাইট ধরার প্ল্যান তার, ঠিক সময়েই পৌঁছুল এয়ারপোর্টে। নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে সারতে পছন্দ করে আব্বাস। বেঁচে থাকার জন্যেই তা দরকার।

ক্যাপ্টেন হ্যানস শ্লাচোরের ছোট্ট কালো গোঁফ সন্দেহে খাড়া হয়ে গেল! তার

চেকো শক্ত-সমর্থ শরীর আরও যেন নিরেট হয়ে উঠল, আদৌ যদি তা সম্ভব হয়। তার খয়েরী-সবুজ চোখ দুটো থেকে কাঁচের মত স্বচ্ছ আলোর বর্শা ছুটল, ভেদ করে গেল দুর্ভাগা খদ্দেরদের অন্তরাত্মা, যাদের একমাত্র অপরাধ, চলতি দশকের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করেছে তারা।

মার্কাস বার্গলারের হত্যাকাণ্ড উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ক্যাপ্টেনকে, তবে আরও বেশি উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছে তাকে অন্য একটা সমস্যা। সমস্যাটার নাম, মাসুদ রানা। তার ধারণা, রানা তাকে ভয় করে। অন্তত তার উপস্থিতিতে যে ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার দৃষ্টিতে এশিয়ান ইনভেস্টিগেটর লোকটা তেমন একটা বুদ্ধি রাখে না। তার ব্যর্থতা ও আনাড়িপনা বারবার প্রকাশ হয়ে পড়ছে, বলা যায় তার সামনে উলঙ্গ হয়ে পড়ছে লোকটা। এক অর্থে রানাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে সে, তবে বিশ্বাস করে, তার প্রতিভার ধারেকাছে পৌঁছুনোর সামর্থ্য ওর হবে না কোনওদিন। নিজের সম্পর্কে জানা আছে তার, জুরিখের পুলিশ বিভাগ তাকে সুইটজারল্যান্ডের সবচেয়ে সফল অফিসার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তবু ভাবতে হবে, কোনও লোক যদি প্রতি পদক্ষেপে বিপদ ডেকে আনে বা যেখানেই বিপদ সেখানেই যদি তার উপস্থিতি ঘটে, তাকে কীভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায়? অকুস্থলে তোমার চেয়ে আগে পৌঁছে যাচ্ছে যে-লোক? যে-লোক সব ক্ষেত্রেই জানে কী ঘটছে বা কেন ঘটছে। কাল পর্যন্ত ক্যাপ্টেন ভেবেছে, অটোব্যাংকে কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যাটা পুলিশী কেস হলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানাচ্ছে না। কিন্তু আজ মার্কাস বার্গলারের বীভৎস লাশটা দেখার পর নতুন একটা চিন্তা ঢুকল তার মাথায়, এ-সবের সাথে মাসুদ রানাও জড়িত নয় তো? অপরাধে কোনও ভূমিকা না থাকলে প্রতিবার কীভাবে একজন লোক অকুস্থলে সবার আগে উপস্থিত থাকতে পারে?

যেন ক্যাপ্টেনের সন্দেহ দৃঢ় করার জন্যেই আজকের এই কেসটাতেও সম্ভাব্য সমস্ত তথ্য যোগাড় করে ফেলেছে রানা, অকুস্থলে পুলিশ এসে পৌঁছুনোর আগেই। হোটেলের মালিক আর তার সহকারীকে প্যানট্রি থেকে মুক্ত করেছে ও। তাদেরকে জেরা করে জেনে নিয়েছে কীভাবে ভেতরে ঢুকল খুনি, ছদ্মবেশটা কী রকম ছিল, কী অস্ত্র ব্যবহার করেছে। বাকি আছে শুধু আততায়ীর পরিচয়টা জানার। ক্যাপ্টেনের ভয় হলো, সুযোগ দেয়া হলে সেটাও হয়তো জেনে ফেলবে রানা।

কেনার্ড আর গ্রিফিনকে জেরা করার দায়িত্ব দিল ক্যাপ্টেন এলাকার পুলিশ স্টেশন থেকে আসা অফিসারদের। হোমিসাইড থেকে দু'জন ডিটেকটিভও এসেছে, সাথে পুলিশ ফটোগ্রাফার, অ্যাম্বুলেন্স, একজন ডাক্তার। লাশের গন্ধ পাওয়া শকুনের মত ভিড় জমিয়েছে একদল সাংবাদিকও। গরিলাসদৃশ সার্জেন্ট বোনারকে সাথে নিয়ে রানা আর মোনা জেনেটিকে জেরা করবে ক্যাপটেন শ্লাচোর নিজে।

লবি, ডাইনিংহল আর কিচেন থেকে দূরে পার্লার-কাম-রাইটিং রুমটাকে বেছে নিল ক্যাপ্টেন। খাড়া পিঠ, হাতলহীন দুটো শক্ত কাঠের চেয়ারে রানা আর

মোনা জেনেটিকে বসাল সে। পালিশ করা চৌকো একটা টেবিলের ওদিক থেকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ওদের দিকে। জেরা শুরু করার আগে একটু ভয় পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা। রানার মনে হলো, প্রকাণ্ডদেহী সার্জেন্টকে দরজার কাছাকাছি দাঁড় করানো হয়েছে হঠাৎ ওরা পালাতে চেষ্টা করলে বাধা দেয়ার জন্যে।

'মি. রানা,' শুরু করল শ্লাচোর, 'দেখা যাচ্ছে আবার আপনি দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছেন...'

'আমি নই, শ্লাচোর,' বাধা দিল রানা। 'মার্কাস বার্গলার। সে-ই দুর্ভাগ্যের শিকার। নাকি আপনার সন্দেহ আছে সে নয়, মারা গেছি আমি?'

'প্রশ্ন করব আমি, মি. রানা। আপনি শুধু উত্তর দেবেন।'

'বেশ তো, করুন। প্রশ্ন ফালতু কথা না বললেই হলো।'

দম বন্ধ করল শ্লাচোর, 'ফালতু' শব্দটা লেগেছে তার। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল সে। 'আজ রাতে এখানে আপনি কী করছিলেন?'

অসহিষ্ণু ভাব নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল রানা। 'একই জায়গায় ঘুরপাক খাওয়ার কোনও মানে হয়? শ্লাচোর, আপনি...'

'দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'অটোব্যাংক আর ক্লায়েন্টদের হয়ে একটা ব্যাপারে তদন্ত চালাচ্ছি আমি। ক্লায়েন্টদের একজন হলেন মাদমোয়াজেল মোনা জেনেটি। আরেকজন হলেন– ছিলেন– হের বার্গলার। মোনা জেনেটিকে সাথে নিয়ে আমি হের বার্গলারের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। আমরা পৌঁছাই খুনটা ঘটে যাবার পর। ব্যস, এর মধ্যে আর কিছু নেই।'

ক্যাপ্টেনের গম্ভীর থমথমে চেহারায় কোনও পরিবর্তন ঘটল না। 'মি. রানা...'

'ইয়েস?'

'মি. রানা, এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার আপনি হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়লেন। আপনাকে আমি আগেও জানিয়েছি, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য গোপন রাখা আইনের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। হত্যাকাণ্ডের সহায়তা করার জন্যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যেতে পারে...'

আবার তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'ফর গডস সেক, শ্লাচোর! সুইটজারল্যান্ডের আইন সম্পর্কে অন্তত আমাকে জ্ঞানদান করবেন না!'

'তা হলে আপনার তদন্তের বিষয় সম্পর্কে বলুন আমাকে।'

'কাল রাতের বা আজকের খুনের সাথে আমার তদন্তের কোনও সম্পর্ক নেই, কোনই সম্পর্ক নেই।'

'কাম অন, মি. রানা। আপনি কি আমাকে ছাগল ধরে নিয়েছেন? আপনার কাছে সম্ভবত সব পুলিশই রামছাগল?'

'আপনাকে আমি বোকা... না, বোকা মনে করি না,' বলল রানা। 'আপনাকে আমার জেদি বলে মনে হয়েছে– তবে বুঝতে পারি, এখনও আপনাকে গোঁয়ার বলা চলে না। আপনি যদি জানতে চান মার্কাস বার্গলারকে কে খুন করল বা কেন করল, আমি আপনাকে জানাতে পারি।'

সার্জেন্ট আর ক্যাপটেন দৃষ্টি বিনিময় করল, দু'জনেরই মুখের চেহারা হলো হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যর্থ প্রেমিকের মত। কঠিন সুরে, চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠল ক্যাপ্টেন, 'বেশ, ভাল কথা, বলুন কেন খুন হলেন হের বার্গলার? কে এবং কেন? জানতে পারলে ভারি খুশি হই। জুরিখের গোটা পুলিশ বাহিনী আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন,' মিষ্টি গলায় বলল রানা। 'আমি জানি এটা আপনার মনের কথা।'

'বলুন!' খেঁকিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন।

'বার্গলার আর্মস ডিলার ছিল,' জানাল রানা। 'হেডকোয়ার্টার বনে। ইন্টারপোলে খবর নেয়ার সময় করতে পারলে আপনিও জানতে পারবেন, আফ্রিকার বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে নানাভাবে ঠকিয়েছে সে। তার কপালে যে মরণ ঘনিয়েছে, আগে থেকেই সেটা বোঝা গেছে। কাজটা একজন পেশাদার করেছে। সেরা লোকদের একজন, বলব আমি। লোকটা হয়তো ভাল নয়, কিন্তু নিজের কাজে দক্ষ সে।'

উত্তরটা হজম করার জন্যে কয়েক পা হাঁটল ক্যাপ্টেন, কিন্তু ধাক্কা খেলো বেঢপ একটা আলমিরার সাথে। সদ্য রঙ করা হয়েছে সেটা, চড় চড় শব্দের সাথে আস্তিনের কাপড় ছাড়াল সে, আশা করল রানা বা জেনেটি ব্যাপারটা টের পায়নি। সে উপলব্ধি করতে পারছে, তার পুরনো ভয়টাই সত্যি হতে যাচ্ছে। তার নাকের সামনে বসে এশিয়ান লোকটা জটিল মার্ডার কেস মীমাংসা করে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। লোকটা আসলে কী? জাদু জানে? ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওর কাছে গোটা ব্যাপারটা পানির মত সহজ, যুক্তিসঙ্গত, অকাট্য। এরমধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও একটা ঘাপলা আছে। চরকির মত আধপাক ঘুরে রানার মুখোমুখি হলো আবার সে।

'পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা, মাদমোয়াজেল জেনেটি?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন।

'উনি কিছু জানেন না,' জেনেটির হয়ে জবাব দিল রানা। 'উনি স্রেফ...'

'হের রানা,' জেদের সুরে বলল ক্যাপ্টেন। 'আমি মাদাম জেনেটির সাথে কথা বলছি। আপনি দয়া করে বাধা দেবেন না। মাদাম জেনেটি?'

'সত্যি আমি কিছু জানি না,' বলল জেনেটি। 'আমি মি. রানার সাথে এসেছি মাত্র।'

অসহায়বোধ করল ক্যাপ্টেন, তার ইচ্ছে হলো বোনারকে বলে এক হাতে তুলে নাও রানাকে, অপর হাতে ধরো জেনেটিকে, তারপর দু'জনকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দাও নদীতে। ইচ্ছেটা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব নয়, কাজেই আবার রানার দিকে ফিরল সে। 'আপনি জুরিখ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না,' নির্দেশ দিল। 'আবার জেরা করার জন্যে আপনাকে যেন যে-কোনও সময় পাওয়া যায়।' দ্রুত ঘুরল সে, খানিকটা টলে উঠল শরীর, দরজার এত কাছাকাছি পৌঁছে গেল যে বোনারের পক্ষে কবাট খোলা সম্ভব নয়। বোনারকে হাতলটা ধরার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে পিছিয়ে আসতে হলো তাকে। খোলা

দরজার ভেতরে ওদেরকে রেখে বেরিয়ে গেল তারা।

রানা আর জেনেটি চেয়ার ছাড়ল। দরজার দিকে এক পা এগিয়েছে রানা, অনুভব করল ওর বাহু খামচে ধরেছে জেনেটি। তার হাতটা ওর বাহুতে ঢিলে হয়ে আসছে বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে উঠল রানা, হাত বাড়াল তাকে ধরার জন্যে। ওর হাতের ওপরই জ্ঞান হারাল মোনা জেনেটি।

পাঁজাকোলা করে তাকে তুলে নিল রানা, আস্তে-ধীরে শুইয়ে দিল টেবিলের ওপর। চোখে-মুখে পানি ছিটাতে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল জেনেটি।

'বড় করে শ্বাস টানো,' পরামর্শ দিল রানা। 'বড় করে, জোরে।'

বার কয়েক শ্বাস টানার পর টেবিলের ওপর উঠে বসল জেনেটি, দু'হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরে টেবিল থেকে মেঝেতে নামল। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল সে। ধীরে ধীরে রঙ ফিরে এল চেহারায়। 'তোমার খুব সাহায্যে এলাম,' বলল সে। হাসিটা ক্ষমাপ্রার্থীর।

'অবশ্যই সাহায্য করেছ,' বলল রানা, এখনও ওর একটা বাহু ধরে আছে জেনেটি। 'তুমি একটা কথাও বলোনি, শ্লাচোরের মত লোকের সামনে ঠিক যা করা দরকার।'

'নিজেকে আমার বোকা লাগছে,' বলল জেনেটি। 'স্বপ্ন দেখছিলাম আজ রাতটা তোমার সাথে কাটাব। বুঝতে পারছ– নরম আলো, মিউজিক, ডিনার, শ্যাম্পেন, আর তারপর তোমার কামরায় গিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়া, দেয়া-নেয়ার টাগ-অভ-ওঅর। কিন্তু কী হলো? আমি একটা রোগিণীতে পরিণত হয়েছি, যার দরকার একজোড়া অ্যাসপিরিন আর বিছানা। আমি জানি, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না, রানা।'

'পারব না,' জেদের সুরে বলল রানা। 'অন্তত সকালের আগে নয়। তারপর ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে ভাবব।'

পরদিন বিষ্যুৎবার, সকাল ছ'টা চল্লিশ মিনিটে হিলটনের গ্যারেজ থেকে ল্যামবোরগিনি নিয়ে টালাকার স্ট্রাসেতে বেরিয়ে এল রানা, দ্বিতীয়বার বাম দিকে ঘুরে প্যারেড প্লাতসে ঢুকল বানহফস্ট্রাসে হয়ে অটোব্যাংকে যাবার জন্যে। প্যারেড প্লাতসে একটা ফুলের দোকান রয়েছে, সেটার ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয়ার কোনও কারণ নেই। সুইটজারল্যান্ডে ফুলের দোকান থাকবে, খোলা দোকানে সকালবেলা বেচাকেনাও চলবে, এটাই প্রত্যাশিত। সেজন্যেই কাপড়ের ক্যাপ পরা লোকটাকে লক্ষ করল না রানা। রানার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে চমকে উঠল লোকটা, ব্যস্ততার সাথে দোকানের ভেতর ঢুকে দু'মুখো রেডিওটা বের করে সঙ্কেত পাঠাল। পর পর তিনবার সঙ্কেত পাঠাতে হলো তাকে, তারপর অপরপ্রান্ত থেকে জার্মান ভাষায় সাড়া মিলল। কী এমন ঘটল?'

'রানা।'

'কী হয়েছে তার?'

'গাড়ি নিয়ে এইমাত্র পাশ কাটাল আমাকে। এই মুহূর্তে বানহফস্ট্রাসে ঢুকছে। সম্ভবত অটোব্যাংকে যাচ্ছে।'

‘গড! ব্যাংকের ওপর নজর রাখার জন্যে আছে কেউ?’

‘না। হেডবার্নকে রাখা হয়েছে বেলেভ্যু প্লাতসে। মেয়েটার ওপর নজর রাখছে সে।’

‘ঠিক আছে। হেডবার্নের সাথে যোগাযোগ করছি আমি। তুমি রানার পিছু নাও।’

‘পায়ে হেঁটে?’

‘তুমি একটা গাধা নাকি? বাতাসে ডানা মেলো। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, তা না হলে শ্মাচোর তোমার চাকরি নট করে দেবে। রানা যদি ব্যাংকে না থামে, একটা ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করো।’

টপকোটের পকেটে রেডিও ভরে দোকানটা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল লোকটা। বানহফস্ট্রাসেতে ঢুকল সে, এত অস্থির হয়ে আছে যে সবুজ মার্সিডিজটা দেখতেই পেল না। তাকে পাশ কাটিয়েই বানহফস্ট্রাসেতে ঢুকল গাড়িটা, থামল অটোব্যাংক থেকে বেশ খানিকটা পিছনে একটা গাছের নীচে, ওখান থেকে মার্সিডিজের দু'জন আরোহী ব্যাংকের সামনে থামা ল্যামাবোরগিনিটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। আরোহী দু'জন অত্যন্ত সতর্ক, মলিন টপকোট আর ময়লা ক্যাপ করা অস্থির লোকটাকে সময়মতই দেখতে পেল তারা– মার্সিডিজকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল।

ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থামল লোকটা, যেন দোকানের শো-কেসে সাজানো পুতুলগুলো তাকে ডাক দিয়েছে। এদিক ওদিক চোরাদৃষ্টিতে তাকাল। তারপর পকেট থেকে কী যেন একটা বের করে মুখের সামনে তুলল।

‘ফাটা কপাল আর বলে কাকে!’ টিউরেলাসকে বলল মারভিন। ‘আমাদের টার্গেটকে রীতিমত একটা সেনাবাহিনী পাহারা দিচ্ছে। ব্যাটাকে নাগালের মধ্যে পাওয়াই দুষ্কর।

‘সব জায়গায়, সব সময় পাহারা দেবে?’ মাথা নাড়ল টিউরেলাস। ‘তা ছাড়া, কে বলল ওকে তারা পাহারা দিচ্ছে? বল নজরে রাখছে, আমাদের মতই।’

‘মারার জন্যে?’ চোখে অবিশ্বাস নিয়ে জানতে চাইল মারভিন।

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে নড়েচড়ে বসতে গেল টিউরেলাস, কাঁধের ক্ষতটায় টান পড়তে গুঙিয়ে উঠল। ‘ওকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে, গাধা,’ খেঁকিয়ে উঠল সে।

‘পিনটা,’ উদ্বেগের সাথে বলল মারভিন, ‘কাঁধটা বুঝি খুব ব্যথা করছে, না?’

‘সামান্য,’ বলল টিউরেলাস। ‘ভাগ্য ভাল যে বুলেটটা বেরিয়ে গেছে, তা না হলে ডাক্তারের কাছে ধর্ণা দিতে হত।’

‘ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানে তো...’

‘হ্যাঁ, ধরা পড়ে যাওয়া। অ্যালকোহল ঢালায় ক্ষতটা পরিষ্কার থাকছে। পুঁজ জমতে পারছে না।’

‘তবে ধরা পড়ার ভয়ে মিথ্যে কথা বোলো না, পিনটা। ডাক্তারকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিয়ে তাকে আমরা ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।’

'আরে না, বললাম তো ঘায়ে পুঁজ জমেনি। আমার এখন একটাই চিন্তা, রানাকে শোয়ানো। ওকে না মেরে ফিরব না। বারবার বাধা আসছে দেখে খুঁত খুঁত করছে মনটা, এই যা।'

'তুমি আহত হয়েছ তাই ওরকম মনে হচ্ছে। আজ সকালেই আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে, তুমি দেখো। রানা আর তার সৌখিন চারচাকাটাকে পাহাড়ের মাথা থেকে লেকে ফেলে দেব আমরা।'

'আমেন,' প্রার্থনা কবুল করার আবেদন জানাল টিউরেলাস।

অটোব্যাংকের ভেতর বেল বেজে উঠতেই খুলে গেল দরজা, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট রোজেনবার্গ। 'আসুন, মি. রানা,' অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

লবির ভেতর হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মাদাম ভ্যানেসা। ব্যাগটা রানার হাতে ধরিয়ে দেয়ার সময় তাঁর নির্লিপ্ত চেহারায় কোনও পরিবর্তন ঘটল না। 'যাবার আগে ভেতরটা একবার দেখে নিতে পারেন,' বললেন তিনি।

আঙুল দিয়ে টিপে ভেতরের পাথরগুলো অনুভব করল রানা, ব্যাগের মাথা থেকে চামড়ার ফিতে খুলে ভেতরে তাকাল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিতেটা বাঁধল আবার। 'আনকাট ডায়মন্ড সম্পর্কে কী জানি আমি? আপনি যদি বলেন এগুলোর দাম দশ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক, আমি তাই মেনে নেব।'

ফেরার জন্যে ঘুরল রানা, পরমুহূর্তে কী মনে করে দরজার দিকে পিছন ফিরল। 'হের অটোম্যানকে বলবেন, কাজটা শেষ হওয়ামাত্র রিপোর্ট করব তাঁকে। নির্দেশে যা বলা হয়েছে, তা থেকে বোঝার উপায় নেই কতক্ষণে ফিরে আসতে পারব। ইচ্ছে করলে ওরা আমাকে চব্বিশ ঘণ্টাও বসিয়ে রাখতে পারে।'

'আমার মনে হয়,' রোজেনবার্গ বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাগটা হাতে পেতে চাইবে ওরা।'

'হয়তো। কিন্তু তারপরও বাকি থাকবে কিছু কাজ– দু'পক্ষেরই। তবে আশা করি ব্যাংক বন্ধ হওয়ার আগেই ফিরে আসতে পারব আমি। ধন্যবাদ।' ব্যাংক থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা।

ওর পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন রোজেনবার্গ, গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন রানাকে। ভদ্রলোককে নার্ভাস মনে হলো রানার, তাড়াহুড়ো না করে তাঁকে খানিকটা সময় দিল প্রসঙ্গটা তোলার জন্যে।

সুযোগটা গ্রহণ করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'মিস সারা আমাকে ফোন করেছিলেন,' বললেন তিনি।

রানা ধারণা করল, রাতের বেশিরভাগ সময় দু'জন বোধহয় একসাথে কাটিয়েছে। কোনও মন্তব্য না করে শোনার অপেক্ষায় থাকল ও।

'অন্তত এটুকু আমি বুঝি যে আমরা দু'জন... মানে, চুপিচুপি দেখা করায় আর কী... আপনার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে।'

কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে থাকল রানা, বলার তেমন আছেই বা কী?

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, মি. রানা, আপনার সন্দেহের আসলে কোনও ভিত্তি নেই। অটোব্যাংক আমার জীবন। যা-ই আমি করে থাকি বা করছি, কারণ হিসেবে কাজ করছে আমার একটা উচ্চাশা। অটোব্যাংককে আমি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ফাইন্যানশিয়াল ইন্সটিটিউটে পরিণত করতে চাই। ব্যাংকের কোনও ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ করা আমার চিন্তার বাইরে।'

'শুনে খুশি হলাম, হের রোজেনবার্গ,' বলল রানা। 'কথাটা সত্যি হলে আপনার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই।'

'না, মানে...'

'আমার কারবার ফ্যাক্টস নিয়ে,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ফ্যাক্টস যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকে এগোই আমি। সুপ্রভাত, হের রোজেনবার্গ। ভদ্রলোকের সাথে করমর্দন করে গাড়িতে উঠল ও, বসল ড্রাইভিং সীটে। চাবি দিয়ে গ্লাভবক্স খুলল, হীরা ভরা ব্যাগটা তাতে রেখে গাড়ির দরজা বন্ধ করল। ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন রোজেনবার্গ। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে ল্যামবোরগিনি স্টার্ট দিল রানা। রোজেনবার্গের উদ্দেশে হাত নেড়ে ছেড়ে দিল গাড়ি, এগোল কাই ব্রিজের দিকে।

ল্যামবোরগিনিটাকে চলে যেতে দেখছেন রোজেনবার্গ, নিজের চিন্তায় এত ব্যস্ত যে রানার পিছু নেয়া সবুজ মার্সিডিজ বা রাস্তার ওপারে রেডিও হাতে দাঁড়িয়ে থাকা টপকোট পরা লোকটাকে তিনি দেখতেই পেলেন না।

ছয়

বিষ্যুৎবার সকালের মোনা জেনেটিকে দেখে মানতেই হলো, করিৎকর্মা মেয়ে বটে। বিশাল আকৃতির গাঢ় রঙের গ্লাস পরেছে সে, মাথায় জড়িয়েছে স্কার্ফ, টার্টলনেক শার্টের ওপর পরেছে সাগর-সবুজ প্যান্ট-সুট, পায়ে গলিয়েছে খাটো হিল ফ্লোরেন্টিনা জুতো। তার বাঁ হাতের ভাঁজে প্যান্ট-সুটের সাথে মিল রেখে ম্লান সবুজ রেইনকোট ঝুলছে, কাঁধ থেকে কোমরের কাছে নেমে এসেছে একটা ব্যাগ– নিউফসুজারাইন অভিযানে যাবার জন্যে কাল রাতে ওটা প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রে ভরে নিয়েছে। বেলেভ্যু হোটেলের দারোয়ান, বিশালদেহী এক লোক, হাত নেড়ে সরিয়ে দিল রানাকে, সসম্ভ্রমে পথ দেখিয়ে এগিয়ে আনল মোনা জেনেটিকে, নিরাপদে তুলে দিল গাড়ির ভেতর।

'অল সেট?' জিজ্ঞেস করল রানা, ড্রাইভিং সীটে বসে সীটবেল্ট বাঁধছে ও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের সীটে রেইনকোটটা রাখল জেনেটি, ঘাড় আবার সোজা করে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল শোল্ডার ব্যাগটা।

'সীটবেল্ট বেঁধে নেই,' জবাব দিল জেনেটি। 'দুটো প্রান্ত কোনওদিন একসাথে খুঁজে পাই না।' রানা সীটবেল্ট বাঁধতে সাহায্য করছে তাকে, জিজ্ঞেস

করল সে, 'নিউফস্‌সুজারাইন কোথায়? ওরা আমাদের ওখানে পাঠাচ্ছেই বা কেন?'

ড্যাশবোর্ড থেকে একটা ম্যাপ বের করল রানা, জেনেটিকে দেয়ার আগে ভাঁজ খুলল সেটার। 'তুমি আমার নেভিগেটর,' বলল ও, 'কাজেই তোমার কাছে এটা থাকা দরকার।' ম্যাপের ওপর তর্জনী রাখল। 'অটোবান ধরে লেকের দক্ষিণ-পশ্চিম তীর ঘেঁষে যাব আমরা। ওয়েডেনসউইল-এর মোড় পর্যন্ত। ওখান থেকে পাহাড়ে চড়ব, যাব জাগ আর নিউফস্‌সুজারাইনের দিকে। মোড়টায় দাগ দিয়ে রেখেছি আমি।'

মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটা দেখল জেনেটি। 'আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি?'

'দেশটা স্বাধীন,' উৎসাহ দিল রানা।

'আমরা আগেই পাহাড়ে উঠি না কেন? পাহাড়ী পথ ধরার জন্যে... এটা কী... অ্যাডলিসউইল... অ্যাডলিসউইল থেকে পাহাড়ে চড়তে পারি আমরা।'

'কিন্তু তা হলে পৌঁছুতে আমাদের দেরি হয়ে যাবে,' আপত্তি করল রানা।

'কী আসে যায়? ইতর ব্ল্যাকমেইলাররা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। ইচ্ছে করলে আরও সহজ একটা ব্যবস্থা কি করতে পারত না ওরা?'

'যেমন?'

'বলতে পারত, অটোব্যাংকের একটা লকারে ডায়মন্ডগুলো রাখতে হবে। কাজেই, দেরি হয়ে যাবার ভয়ে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। কী যেন নাম... ওখান থেকে তাকালে এত সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারে...'

'অ্যাডলিসউইল?'

'আমার বহুদিনের ইচ্ছে ওখানে উঠি...'

'কিন্তু...'

'জানো,' উচ্ছ্বাসে কল কল করে উঠল জেনেটি, 'ওখানে না একটা কেবল কার আছে। সেই একেবারে ফেলসিনেগ পর্যন্ত। চড়লে কি দেখতে পাবে জানো? লেক আর আল্পস, ফর গডস সেক!- আকাশে গাড়ি চড়া, কী দারুণ রোমাঞ্চকর!'

'ঠিক আছে, এসো আপোস করি।'

'আপোস? ঠিক আছে, শুনি কী বলতে চাও তুমি।'

'পাহাড়ী পথ ধরেই যাব আমরা,' বলল রানা। 'ফিরব অটোবান ধরে। কিন্তু ফেলসিনেগ যাবার জন্যে কেবল কারে চড়ব না।'

মুখ ভার করল জেনেটি। 'আমার স্যুইটে তোমাকে প্রথম দেখেই আমি বুঝেছিলাম,' ঝাঁঝের সাথে বলল সে, 'লোক তুমি সুবিধের নও।' দু'জনেই ওরা একযোগে হেসে উঠল।

ল্যামবোরগিনি স্টার্ট দিল রানা, গিয়ার বদলে বেলেভ্যু প্লাতসকে একবার চক্কর দিল কাই ব্রিজে ফেরার জন্যে।

বেলেভ্যু প্লাতসের মাঝামাঝি জায়গায় ট্রাম টার্মিন্যালটা, গেট থেকে ল্যামবোরগিনিকে দেখতে পেল হেডবার্ন। সাথে সাথে ক্যাপটেন শ্লাচোরের

তার শ্রবণযন্ত্রে সঙ্কেত পাঠাল সে। কাই ব্রিজে উঠল ল্যামবোরগিনি, সন্দেহমুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে রয়েছে দু'জন আরোহী অর্থাৎ মারভিন আর টিউরেলাসকে নিয়ে সবুজ মার্সিডিজ। সকাল দীর্ঘ হবার সাথে সাথে রাস্তায় যানবাহনের ভিড় বাড়ছে, মারভিন সিদ্ধান্ত নিল ল্যামবোরগিনির আরও কাছাকাছি থাকা দরকার তাদের।

রিয়ার-ভিউ মিররে সবুজ মার্সিডিজকে দেখে লোভ হলো রানার, ভাবল কখনও যদি ল্যামবোরগিনিটাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনও গাড়ি কেনে ও, একটা মার্সিডিজই কিনবে। আবার যখন জেনারেল উইট স্ট্রাসে আর তৃতীয়বার বাডেনস্ট্রাসেতে দেখল ওটাকে, প্রথমে শ্লাচোরের কথাই উঁকি দিল মনে।

'বাস্টার্ড!' বিড়বিড় করল রানা।

'কী ব্যাপার, আর?' জানতে চাইল জেনেটি।

'একটা গাড়ি পিছু নিয়েছে,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।'

'পিছু নিয়েছে?' উত্তেজিত হয়ে উঠল জেনেটি। 'কে হতে পারে? কোন্ গাড়িটা? আমি কি পেছন ফিরে তাকাব?'

'না। সম্ভবত বন্ধু হ্যানস শ্লাচোর।' দরজায় লাগানো আয়নায় চোখ রেখে মার্সিডিজটাকে আবার দেখল রানা। 'কিছু যদি মনে না করো, শক্ত হয়ে বসতে হবে,' বলল ও। 'শহরেই ওটাকে খসাতে চাই আমি। খোলা রাস্তায় কাজটা কঠিন। নিউফসুজারাইনে শ্লাচোরকে অন্তত আমরা চাই না।'

'ওটাকে যদি খসাতে চাও, গাড়িটা আমার হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত তোমার,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জেনেটি।

জবাব না দিয়ে হঠাৎ সামনের বাঁকটা ঘুরে ওয়াফেন প্লাত্সে ঢুকে পড়ল রানা, প্রায় সাথে সাথে আবার বাঁক নিয়ে চলে এল নাম-না-জানা আরেক রাস্তায়। সাধারণ একটা গাড়ির অভিনয় ত্যাগ করল মার্সিডিজ, ফুলস্পীডে পিছু নিল। জেনেটিকে মার্সিডিজের ওপর নজর রাখতে বলে রাস্তার ওপর গাড়ির কসরৎ প্রদর্শনে মনোযোগ দিল রানা। সামনে বাঁক দেখলেই মোড় ঘুরল, ঝাঁক ঝাঁক সাইকেল আরোহী বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আতংকিত করে তুলে ঝড়ের বেগে পাশ কাটাল, ওভারটেক করল দৈত্যাকৃতি ট্রাকবহরকে, ধাক্কা দিয়ে উল্টে দিল দু'একটা ঘোড়ার গাড়ি। কীভাবে ক্রুনাউ স্ট্রাসেতে পৌঁছুল, বলতে পারবে না রানা। ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে মাত্র একটা মোড় পিছনে ফেলে এসেছে মার্সিডিজকে। ঝুঁকি নিয়ে ঠিক করল, অলমেন্ড স্ট্রাসেতে পৌঁছুবে। সকালের এই সময়টায় ওখানে যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড় থাকার কথা, ওর প্রোটেকশন হিসেবে কাজে আসতে পারে– আর যদি উল্টোটা ঘটে, যানজটে আটকা পড়ে যায়, ধরে নিতে হবে কপাল খারাপ।

অলমেন্ড স্ট্রাসেতে ঢোকার পর প্রথম পাঁচশো গজ নির্বিঘ্নে ছুটল ল্যামবোরগিনি। ট্রাফিক সিগন্যালে থামতে হলো ওদেরকে। পিছনে মার্সিডিজ নেই, তবে যে-কোনও মুহূর্তে উদয় হতে পারে।

সিগন্যাল বদলের সাথে সাথে গাড়ি ছাড়ল রানা, ইতিমধ্যে ওদের পিছনে

যানবাহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে। জেনেটি বুঝতে পারল মার্সিডিজকে ফাঁকি দিতে পেরেছে তারা। যদিও রানা কোনও ঝুঁকি নিল না, স্পীড না কমিয়ে জাগ-লুজার্ন ট্রাঙ্ক রোডে উঠে এল।

'উফ!' দম ছাড়ল জেনেটি। 'দশ মিনিটে এই প্রথম।'

'ড্রাইভিং সীটে বসলে অতটা ভয় লাগে না,' স্বীকার করল রানা।

'পরের বার আমার গাড়িতে থাকব আমরা, আমি চালাব।'

'কী চালাও তুমি?' হালকা আলাপের সুরে জানতে চাইল রানা।

'জাগ, মানে জাগুয়ার, যখন বাড়িতে থাকি,' বলল জেনেটি।

'বাড়ি মানে কি স্থায়ী ঠিকানার কথা বলছ?' মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা। 'নাকি বাড়ি মানে দেশ?'

'আমি ভবঘুরে, ভুলে গেছ?' হাসল জেনেটি।

'তাকেও কোথাও ফিরতে হয়। তুমি কোথায় ফেরো?'

'কে জানে!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জেনেটি। 'জানতে পারলে তো হতই। তাকাও, তাকাও, এমন সুন্দর দৃশ্য দেখেছ কখনও? বলিনি তোমাকে?'

মিথ্যে বলেনি জেনেটি, ভাবল রানা। সত্যি অপূর্ব দৃশ্য, বিশেষ করে সকালে যখন নীচের লেক আর কিছু কিছু উপত্যকায় এখনও হালকা কুয়াশা রয়েছে। ওদের নীচে ছবির মত ফুটে আছে ঘন বনভূমিতে ঢাকা ঢাল, ধীরে ধীরে বনভূমির ওপারে আত্মপ্রকাশ করছে জুরিখ। আরও দূরে বিশাল সুইস আকাশের নীল গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে মাথায় তুষার নিয়ে পাহাড়শ্রেণী।

'অন্য কোনও অর্থে নিয়ো না,' চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালাবার পর বলল রানা, 'তোমাকে সাথে করে না আনতে পারলেই খুশি হতাম আমি।'

'ধরে নিচ্ছি তুমি বলছ না যে আমার সান্নিধ্য তোমার খারাপ লাগছে,' জবাব দিল জেনেটি।

'তোমাকে ওরা জিম্মি হিসেবে চেয়েছে,' বলল রানা। 'আমি যাতে ওদের কাছাকাছি হতে না পারি। আমি যদি কোনও কৌশল খাটাতে যাই, প্রাণ দিয়ে তোমাকে তার দাম মেটাতে হতে পারে।'

'আমাকে তুমি ভীতু মনে কোরো না। তা আমি নই,' বলল জেনেটি, ঠিক তাই বোঝাতেও চাইল।

'হয়তো,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি।'

'তোমাকে হয়তো গোঁয়ার নীতিবান ধরে নিয়েছে ওরা,' বলল জেনেটি। 'তোমার হাত দুটো বাঁধার জন্যে আমাকে ব্যবহার করছে।'

'সম্ভবত তাই,' বলল রানা। 'কী জানো, ওদেরকে আমার এতটা বোকা মনে হয়নি যে এই পর্যায়েই ফাঁদে ধরা পড়বে। আরও ধৈর্য ধরতে হবে আমাকে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। একজন কৃষককে পাশ কাটাল ল্যামবোরগিনি। লাল ট্রাক্টর চালাচ্ছে লোকটা, পিছনের ট্রেইলরে হাসিখুশি দুটো বাচ্চা। তাদের একজন রানার উদ্দেশে হাত নাড়ল। রানাও নাড়ল।

'হীরাগুলো সত্যি তুমি দিতে চাও ওদেরকে?' জিজ্ঞেস করল জেনেটি।

উত্তরে ডান হাত হুইলের নীচে নামিয়ে গ্লাভবক্সের চাবিটা দেখাল রানা। 'চাবিটা বের করে নাও,' নির্দেশ দিল ও।

চাবিটা হাতে নিয়ে জেনেটি বলল, 'এবার?'

হাত-ইশারায় আবার গ্লাভবক্সটা দেখাল রানা। কৌতূহলী হয়ে বক্সের দরজাটা খুলল জেনেটি। চামড়ার ব্যাগটা দেখে হাঁপিয়ে উঠল সে। 'কী ওটা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল।

'প্রায় চার মিলিয়ন মার্কিন ডলার। খোলো না, নিজের চোখেই দেখতে পাবে– দশ মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক।'

ব্যাগটা হাতে নেয়ার সময় হাত দুটো কাঁপল জেনেটির। চামড়ার ফিতেটা খুলতে অনেক সময় নিল সে। ব্যাগটা কাত করে বার কয়েক ঝাঁকাল, কয়েকটা হীরা পড়ল কোলের ওপর। ম্লান পাথরগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে। 'দেখতে আহামরি কিছু নয়, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কারও হৃদয়ে ওগুলোর একটা জায়গা আছে।'

'কেন?' জানতে চাইল জেনেটি। 'মানে, আমি বলতে চাইছি, ডায়মন্ড কেন?'

'ছোট্ট একটা ব্যাগের ভেতর বিপুল টাকা,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'ছোট বলে লুকানো সহজ। বাজারে ছাড়াও কোনও সমস্যা নয়। কাটা নয় বলে সূত্র ধরে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। ভারি চালাক লোক, জনাব এক্স বা সর্বজনাব এক্স-ওয়াই-জেড। এটুকু প্রশংসা না করলেই নয়।'

ম্লান পাথরগুলো ব্যাগে ভরে রাখল জেনেটি, মুখটা বন্ধ করে ব্যাগটা কোলে নিয়ে বসে থাকল। খানিক পর বাঁ হাতের তালুতে নিয়ে ওটার ওজন পরীক্ষা করল। চামড়ার গা টিপছে, অনুভব করছে পাথরগুলো। কথা বলার সময় স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল তার গলায়, 'যাক বাবা, একটু পরই ঝামেলা থেকে মুক্ত হব আমরা।'

ঘাড় ফিরিয়ে জেনেটির দিকে তাকাল রানা। আকর্ষণীয় দেহ-সৌষ্ঠব কাপড়ের আড়ালে গোপন থাকেনি। বাতাসে উড়ছে লালচে-সোনালি চুল। কাঁধ দুটো কাত হয়ে আছে দুশ্চিন্তার ভারে। দুঃখবোধ করল রানা। বলল, 'তোমার কোনও বিপদ হবে না, আমি কথা দিলাম।'

জেনেটির চেহারায় আবেগ ফুটে উঠল, খসখসে শোনাল তার গলা, 'তুমি সত্যি কত ভাল!' কাত হলো সে, রাঙা ঠোঁট দিয়ে আলতোভাবে রানার গাল স্পর্শ করল। কোমল স্পর্শ মাত্র, তাতেই সারা শরীরে বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেল রানা। নিজের অজান্তেই অ্যাকসিলারেটরে পায়ের চাপ পড়ায় গাড়ির স্পীড বেড়ে গেল, গতিসীমা লঙ্ঘন করে ছোট্ট একটা গ্রামকে ছাড়িয়ে এল ল্যামবোরগিনি।

'উফ্স্!' হেসে উঠল রানা।

সাড়া দিয়ে হাসল জেনেটিও, কিশোরীসুলভ তার এই হাসি আগে কখনও শোনেনি রানা। সামনের দিকে ঝুঁকল জেনেটি, বক্সের ভেতর রেখে দিল ব্যাগটা। চাবিটা ঢুকিয়ে রাখল রানার রিঙের ভেতর।

'ওই তো!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল জেনেটি, হাত বাড়িয়ে সাইনপোস্টটা দেখাল।
'এই না হলে আমার নেভিগেটর!'
পাহাড়ী পথ, নির্বিঘ্নে গাড়ি চালাতে পারেনি রানা। খানিক পরপর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে হয় ছাগল বা ভেড়া নয়তো গরুর পাল। কৃষকদের ছোট ছোট ভ্যানগুলো ইচ্ছে থাকলেও পথ ছাড়তে পারেনি, বেশিরভাগ রাস্তার একপাশে গভীর খাদ, আরেক পাশে পাহাড়ের পাথুরে গা। কয়েক মাইল পরপর রাস্তা চওড়া হয়েছে, পাশেই ছোট ছোট গ্রাম। রঙ খুব পছন্দ করে সুইসরা, প্রায় প্রতিটি বাড়ি-ঘর সুন্দরভাবে রঙ করা। এদিকে গরুর গাড়ি দেখে অবাকই হলো রানা। গরুগুলোর গলার সাথে ঝুলছে ক্ষুদ্রাকৃতি ঘণ্টা, মিষ্টি আওয়াজটা বারবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে গ্রামবাংলায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল ওকে।
'এখানে ওরা আসতে বলায় একদিক থেকে সত্যি আমি খুশি হয়েছি,' বলল জেনেটি। ছোট্ট খুকির মত হাততালি দিল সে।
শেষ গরুর গাড়িটাকে সতর্কতার সাথে পাশ কাটাল রানা।
ইতোমধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে জেনেটি। রাস্তা থেকে প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে ঢাল, তারপর শুরু হয়েছে উঁচু-নিচু উপত্যকা, উপত্যকার শেষ প্রান্তে খুদে একটা লেক, সূর্যের আলো লেগে এইমাত্র উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে। সশব্দে শ্বাস টানল জেনেটি। 'কী মনে হয় তোমার, ওটা হতে পারে?'
জেনেটির দৃষ্টি অনুসরণ করে দ্রুত একবার তাকাল রানা। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা একটা গ্র্যানিট পাথরের কার্নিসের শেষ মাথায়, যেন ঝুলে রয়েছে, মিনার আকৃতির গির্জার চারপাশে লাল টালির একটা ছাদ।
'বোধহয়,' বলল রানা।
রাস্তার পাশে চওড়া খানিকটা ঘাসজমি দেখে বাঁক নিল রানা, ল্যামবোরগিনি থামিয়ে স্টার্ট বন্ধ করল। গাড়িটা থামার আগেই সীটবেল্ট খুলে ফেলল জেনেটি, এক ঝটকায় দরজা খুলে নেমে পড়ল নীচে, সশব্দে নাক টেনে বসন্তের নির্মল বায়ুতে ভরে নিল ফুসফুস। ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নামল রানা, আড়মোড়া ভাঙল, মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলল একটা।
'কী সুন্দর, তাই না?' চারদিকে তাকাল জেনেটি।
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রূপসুধা পান করল ওরা। নীচের লেকের পানি পারদের মত টলটল করছে। ঢালের ওপর বাতাসে দুলছে বনভূমি, মাঝখানে কোথাও কোথাও ফাঁকা খুদে মাঠে সবুজ ঘাসের গালিচা, পাশেই লাল রঙ করা ঘর-বাড়ি নিয়ে পাহাড়ী গ্রাম, নগ্ন পাথরের উঁচু-নিচু কর্কশ গা, তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে নিউফসুজারাইন গ্রামটা।
'আমার অনুমানটা শুনবে?' জিজ্ঞেস করল জেনেটি।
তার দিকে তাকাল রানা।
'ব্ল্যাকমেইলাররা অটোব্যাংকের ডায়মন্ড পাবার পর কী করবে, জানো?'
'কী করবে?'
'পর্যটন ব্যবসায়ে নামবে। বুঝতে পারছ না, আমাদের খরচে এখন থেকেই

প্র্যাকটিস করছে ওরা!'

'ভাল বলেছ!'

'আচ্ছা, রানা,' বলল জেনেটি, 'এই পাহাড়ে চিরকাল বাস করা যায় না?'

রানা জবাব দিল না দেখে ঘাড় ফেরাল জেনেটি, দেখল চোখ সরু করে পাহাড়ের ওপর দৃষ্টি বোলাচ্ছে ও, যেন পাহাড়ের ছাল ছাড়িয়ে ব্ল্যাকমেইলারদের গোপন আস্তানাটা খুঁজছে। ঠোঁট ফোলাল জেনেটি। 'এখানে, জনাব, আমিও আছি,' কাঁধ দিয়ে আস্তে করে রানাকে ধাক্কা দিল সে।

এবার তার কথা শুনতে পেল রানা। ঘুরল ও, চোখে অনুরাগ, দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকেও টেনে নিত যদি না নারীসুলভ প্রতারণায় আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটিকে এড়িয়ে যেত জেনেটি। সরু একটা পথ ধরে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে জেনেটি, পথটা শেষ হয়েছে বিশাল এক পাথরে গিয়ে, নিঃসঙ্গ পাথরটা বিপজ্জনকভাবে উপত্যকা থেকে এক হাজার ফুট শূন্যে ঝুলছে।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। জেনেটির অবাধ্য হাসি পিছু নিতে সাহস যোগাল ওকে, চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল ও, সরু পথ ধরে পৌঁছে গেল পাথরটার কাছে, কাঁপা পায়ে যেই না মাত্র পাথরটার গায়ে নেতিয়ে পড়েছে মেয়েটা!

ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে জেনেটি। তার পাশে সাবধানে বসল রানা, দু'হাত বাড়িয়ে মুখটা ধরল, নিজের দিকে ঘোরাল যাতে চোখ দুটো দেখতে পায়, যেন নীল পর্দা ভেদ করে ভেতরটায় চোখ বোলাতে চায়। ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে রানার চোখে তাকাল জেনেটি।

জানতে চাইল, 'কী, রানা? অমন করে কী দেখছ?'

হাত দুটো খসে পড়ল রানার, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঢেউ-খেলানো পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকাল। 'তোমার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি,' সাবধানে বলল ও। 'তোমার রুচি, অভ্যেস, প্রিয় রঙ ও খেলা, কোন্ ঋতুর ভক্ত। একশো পাঁচ পাউন্ড ওজন তোমার। তুমি পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। বয়স ছাব্বিশ। হ্যামবার্গার পছন্দ করো।'

'এইটুকু, আর কিছু জানোনি?' জেনেটির চেহারায় একাধারে গাম্ভীর্য ও কৌতূহল।

'না, আরও আছে,' বিজয়ীর হাসি নিয়ে বলল রানা। 'তোমাকে যারা চেনে, সবাই তারা একমত, অভিনয় জগতে ঢুকলে দুনিয়াজুড়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতে পারতে তুমি। যদি চাইতে, গানের ভুবনেও তুমি হতে পারতে মহারানী। কিন্তু দু'একটা দুর্লভ ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তুমি আঁকড়ে ধরে থাকলে মডেলিং। কেউ জানে না কেন।'

জেনেটির আঙুলগুলো একটা পিঁপড়েকে ধারওয়া করল, নিজের আস্তানায় নতুন গন্ধ পেয়ে কৌতূহল মেটাতে এসেছে ওটা। 'আর কিছু?'

'তোমার আগ্রহ দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'তোমার অ্যাকাউন্টে নিয়মিত ব্যাংক ড্রাফট জমা পড়ে। লন্ডন থেকে আসে ওগুলো।' বুকের ভেতর একটা টান টান ভাব অনুভব করল ও, অনিয়মিত হয়ে উঠল নিঃশ্বাস, কারণটা জানে না। 'একটা ইংলিশ অ্যাকাউন্ট থেকে আসে ড্রাফটগুলো, অ্যাকাউন্ট

হোল্ডারের নাম লর্ড স্যাক্সটন। তাঁর খবরও পেয়েছি আমি। রাজপরিবারের সদস্য, রাজনৈতিক প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী, বিরাট ধনী, বিবাহিত।'

আঙুলে চাপ দিয়ে পিঁপড়েটাকে আহত করল জেনেটি, মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে ওটা, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ইঁচড়ে পাকা কিশোর মনে হলো তোমাকে আমার, মাসুদ রানা।' পাথরের গা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, হেঁটে গেল কিনারা পর্যন্ত, ভাব দেখে মনে হলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

'সাবধান,' সতর্ক করল রানা। 'বিপদ হতে পারে।' দাঁড়াল ও, পিছন থেকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল জেনেটিকে, টেনে আনল নিজের নিরাপদ ঘেরের মধ্যে। কী যেন ঘটে গেল জেনেটির শরীরে, ঝাঁকিটা ফুঁপিয়ে ওঠার কারণেও হতে পারে। অপেক্ষা করছে রানা। অবশেষে বড় করে শ্বাস টানল মেয়েটা, গলা থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এল বিষাদমাখা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাথে।

'আমাকে ঘিরে অনেক রহস্য আছে,' বলল জেনেটি, কথা বলার ফাঁকে চিন্তা করছে। 'আমি চিরকাল রহস্যময়ী। সেই ছোটবেলা থেকে রহস্য ভালবাসি আমি। কথাটা তোমার জানা দরকার– প্রথম যেদিন তোমার চোখে চোখ পড়ল, আমার স্যুইটে, সেদিনই, সেই মুহূর্তেই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, আমার সব কথা তোমাকে খুলে বলা দরকার। কিন্তু বলার জন্যে যখনই চেষ্টা করেছি, তখনই শয়তান মনটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটা কি তুমি বিশ্বাস করবে?'

'এখনও দেরি হয়ে যায়নি, জেনেটি। আমার তরফ থেকে কোনও তাগাদা নেই। তোমার যখন সময় হবে, বলবে।'

ঘুরল জেনেটি, রানাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, মাথা রাখল ওর কাঁধে। 'ধন্যবাদ, রানা। সত্যি তুমি ভাল।' তার চোখে টলটল করে উঠল দু'ফোঁটা পানি, ভিজে পাতা নিয়ে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। রানা সচেতন, এত সুন্দর কোনও মেয়েকে এত শক্ত করে আগে কখনও বুকে জড়ায়নি ও। 'ইশ্ শ্! আমরা যদি আবার সব নতুন করে শুরু করতে পারতাম!'

তার নরম ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা। 'শ্-শ্-শ।'

তারপর জেনেটির মাথা উঁচু হলো, নিচু হলো রানার মাথা, এক হলো দু'জনের খোলা মুখ, দু'জনের রক্তস্রোতে বান ডাকল হরমোনের। নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে মুখ উঁচু করে রানা বলল, 'দেখ কাণ্ড! বুঝতে পারছ কি, সুইটজারল্যান্ডের সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে কামলালসার লাগামে ঢিল দিয়েছি আমরা?'

'ও-সব আমি গ্রাহ্য করি না,' অবোধ বালিকার মত পরমানন্দে হেসে উঠল জেনেটি। 'দেখা হবার পর থেকে প্রতিমুহূর্তে চাইছিলাম এভাবে তুমি আমাকে চুমো খাও।'

'এতক্ষণে বলছ!' কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করল রানা। 'চলো, শ্যালেটা খুঁজে বের করি। লোকটা ওখানেই তো উঠতে বলেছে আমাদের, তাই না? ব্ল্যাকমেইলারদের নির্দেশ মানতে হয়।'

'বিশেষ করে ব্ল্যাকমেইলারদের নির্দেশ,' বলল জেনেটি। 'দেখি কে আগে গাড়ি ছুঁতে পারে,' চ্যালেঞ্জ করল সে, পাথুরে সরু পথটা ধরে চঞ্চলা হরিণীর ক্ষিপ্রতা নিয়ে ছুটল।

সাত

মধ্য সুইটজারল্যান্ডের পাহাড়ী এলাকায় নিউফসুজারাইন গাস্টহাউস-এর মত সরাইখানা অনেক আছে। এটার ছাদ প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে, যাতে বরফ জমে কাঠে পচন ধরাতে না পারে। প্রতিটি ওপরতলার সামনের দিকে কাঠের অতিরিক্ত দেয়াল, দেয়ালের গায়ে সার সার জানালা। মাথার দিকে কজা নিয়ে প্রতিটি জানালায় রয়েছে শাটার, ফলে কবাটগুলো ওপর দিকে ঠেলে খোলা হয়, ব্যবহার করা হয় পালিশ করা পাইন পোল। নিউফসুজারাইনের সরাইখানার একতলাটা উঁচু করা মাটির মঞ্চের ওপর তৈরি করা হয়েছে। প্রধান প্রবেশপথের কাছে রয়েছে বেসমেন্ট, সেখান থেকে নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা উঠনে বেরিয়ে আসা যায়। উঠনে এরইমধ্যে পাঁচ-সাতটা টেবিল ফেলা হয়েছে, তুষার-ধবল টেবিলক্লথ দিয়ে ঢাকা, টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে রুপালি পেয়ালা-পিরিচ, বাসনকোসন আর স্বচ্ছ জুরিখ গ্লাস।

গাস্টহাউসের দারোয়ান জানাল, 'একটা করে রিজার্ভেশন করা হয়েছে, মোট দুটো।'

জেনেটির দিকে তাকাল রানা। 'আয়োজনে পরিবর্তন আনার দরকার আছে কি?'

'মনটা আসল কথা নয়?' রিজার্ভেশন কার্ডে সই করছে জেনেটি। 'আয়োজন কোনও বাধা হতে পারে? দুটো কামরা মানে দুটো আলাদা পরিবেশ। তুমি জানো, আমি বৈচিত্র্যের ভক্ত।'

রানা লক্ষ করল, লাগেজের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দারোয়ান। 'যতদূর বুঝতে পারছি, শুধু দিনের বেলাটা থাকব আমরা,' দারোয়ানকে বলল ও। 'বিকেলেই আবার জুরিখে ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে।' লোকটার চেহারা থেকে সন্দেহের ভাবটুকু কেটে গেল।

জানতে চাইল, 'আপনারা লাঞ্চ খাবেন তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রানা। 'ঠিক দুপুরে, কেমন?'

'ঠিক আছে, সার। মেইডকে পাঠিয়ে দিই, আপনাদের কামরা দেখিয়ে দেবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কামরাগুলো কি উঠনের সামনে? জানতে চাইল জেনেটি।

'জী,' বলে হাসল দারোয়ান।

'রানা,' ওর দিকে ফিরল জেনেটি। 'তুমি বিয়ার বা কফি নিয়ে রোদটায়

বসতে পারো। চট করে কাপড়টা পাল্টে হালকা কিছু পরে আসি আমি?'

ভুরু কুঁচকে, চোখে বিস্ময় আর সন্দেহ নিয়ে, জেনেটির শোল্ডার ব্যগাটার দিকে তাকাল রানা। 'মানে?'

'এটার ভেতর কী আছে দেখলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে, বুঝলে,' সহাস্যে বলল জেনেটি। 'আমি গার্লস গাইড ছিলাম। সবসময় প্রস্তুত।'

কাউন্টারের একটা বোতামে চাপ দিল দারোয়ান, গোলগাল এক যুবতী ঢুকল হলরুমে। কালো ইউনিফর্ম পরে আছে সে, কলার আর ক্যাপটা সাদা। তার পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল জেনেটি। বিয়ারের অর্ডার দিয়ে রোদ আর উঠনে বেরিয়ে এল রানা। নিচু পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে একটা টেবিল বেছে নিল, এখানে বসে নীচের গ্রাম আর উপত্যকাগুলো দেখা যায়। গ্রামের পর আবার শুরু হয়েছে পাহাড়ের সারি।

ওয়েটার বিয়ার নিয়ে এল গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে রানা, হীরা হস্তান্তরের কথা ভাবছে। ঠাণ্ডা নির্মল বাতাস এলোমেলো করে দিচ্ছে মাথার চুল। এখুনি, তদন্তের এই পর্যায়ে; বিশেষ করে দুর্গম এই পাহাড়ী মঞ্চে, ব্ল্যাকমেইলারদের কাবু করা সম্ভব বলে মনে হলো না ওর। মনে মনে স্বীকার করল, একটা প্ল্যান ধরে কাজ করছে ব্ল্যাকমেইলাররা। খেয়ালবশত এই জায়গাটা বাছেনি তারা। তাদের আগের পদক্ষেপগুলো সে-কথা মনে করিয়ে দেয়। হীরাভর্তি ব্যাগটা এমন এক জায়গায় রেখে আসতে বলা হবে ওকে, যেখান থেকে তারা ওকে দেখতে পাবে, কিন্তু তাদেরকে দেখা যাবে না। তারপর অপেক্ষা করবে। ল্যামবোরগিনি নিয়ে ওরা চলে গেলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কুড়িয়ে নেবে ব্যাগটা। চোখে বিনকিউলার নিয়ে তারা ওদেরকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যেতে দেখতে পাবে। ব্যাগটা নিয়ে ল্যামবোরগিনির উল্টোদিকে রওনা হবে তারা। যতটুকু বুঝতে পারছে রানা, প্ল্যানটা নিশ্ছিদ্র।

'ধেত্তেরী ছাই!' একটা নারীকণ্ঠ, প্রায় স্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা। গাস্টহাউসের সামনের দেয়াল বেয়ে উঠে গেল ওর দৃষ্টি। প্রায় সরাসরি ওর মাথার ওপরে, চারতলায়, হাঁ করা জানালার সামনে, চৌকো বাক্স আকৃতির ফুলভর্তি ঝুল-বারান্দার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনেটি। স্কার্ফ আর গাঢ় রঙের গ্লাস খুলে ফেলেছে, মাথা ঝাঁকিয়ে ঢিলে করে নিয়েছে চুল। প্যান্ট সুটের জ্যাকেটটাও নেই গায়ে।

'সমস্যাটা কী?' জানতে চাইল রানা, নরম সুরে।

খানিকটা আলুথালু, ফলে ভয়ানক লোভনীয় জেনেটিও চাপা গলায় বলল, 'আমি আর কক্ষনো ফ্রেঞ্চ ড্রেস পরব না!' ঠোঁট ফোলাল সে। 'দেখো না, হুকটা কেমন জ্বালাতন করছে। কত চেষ্টা করছি, খুলতে পারছি না।'

'আসছি আমি,' বলল রানা, দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তিনশো ছ'নম্বর,' সতর্ক করে দিল জেনেটি। 'খুঁজে না পেলে তোমার লাঞ্চে আমি বিষ মেশাব। খুশি মনে।'

হাত নাড়ল রানা, উঠন পেরিয়ে হোটেলের লবিতে ঢুকল। মনে মনে স্বীকার করল ও, প্রত্যাশায় পালসের গতি বেড়ে গেছে। অনুভূতিটা সুখকর। কাঠের

সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, ডেস্ক থেকে ভেসে আসা কাশির শব্দ শুনতে পেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও।

'মাফ করবেন, স্যার,' ক্ষমাপ্রার্থনা করল দারোয়ান। 'আপনার চাবিটা এখানে।'

'আরে, তাই তো!' ধরার জন্যে হাত বাড়াল রানা, দারোয়ান ছুঁড়ে দিল চাবিটা। সেটা লুফে নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল ও।

পিছন থেকে দারোয়ান বলল, 'তিনশো পাঁচ নম্বর, সার।'

'ধন্যবাদ।'

চারতলার করিডরে সরু এক প্রস্থ কার্পেট থাকলেও, রানার পায়ের তলায় কাঠের মেঝে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। আকস্মিক ঝোঁকবশত তিনশো পাঁচ নম্বরে একবার উঁকি দিল ও। সুন্দরভাবে সাজানো কামরাটা। জোড়া বিছানায় সম্ভবত পালকের গদি ফেলা হয়েছে, শুয়ে আরাম পাওয়া যাবে। মনে মনে বলল রানা, জেনেটির কামরায় যদি জোড়া বিছানা থাকে তা হলে বুঝতে হবে কোথায় টানছে বিরতি আমার। করিডরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল ও, নক করল তিনশো ছয়ে।

'আটকানো দুটো হুক আমরা, তা ছাড়া আর তো কেউ নেই এখানে,' জেনেটির গলা ভেসে এল রানার কানে। প্রথম যে চিন্তাটা ঢুকল ওর মাথায়, এ-ধরনের হাস্য-কৌতুক আর ফুর্তির টগবগে স্রোত আশা করেনি সে জেনেটির মধ্যে।

তিনশো ছ'নম্বরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পর জেনেটি নয়, ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল বিশাল ফায়ারপ্লেসটা। ওখানে ছোট্ট একটা আগুন জ্বলছে, লকলক করছে গোলাপি শিখাগুলো। 'সব মিলিয়ে, কামরাটা তোমার জন্যে যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, আমি যেন সেক্সের গন্ধ পাচ্ছি,' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। 'তুমি যেন কারও সাথে মিলিত হতে যাচ্ছ!'

'মিলিত হবার আগে, জনাব মাসুদ রানা, হুক সমস্যার সমাধান করবে, প্লিজ?' আবেদন জানাল জেনেটি।

'সরি,' বলল রানা।

দোরগোড়া থেকে কার্পেটের ওপর দিয়ে তার দিকে এগোবার সময় চোখে চোখ রাখল রানা। দেখে মনে হলো, পিঠের হুক খোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় হাত দুটো দিয়ে গলাটিপে নিজেকে মারতে চাইছে জেনেটি।

তার হাত দুটো ধরে শরীরের দু'পাশে নামিয়ে দিল রানা, তার নাকের ডগায় আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল, দু'হাতে কাঁধ ধরে ঘোরাল শরীরটা। জুতো খুলে স্লিপার পরেছে জেনেটি। হুক আর সরু চেইন, দুটোই আটকে গেছে। হুকটা খুলল রানা, দেখল চেইনটা ব্রা পর্যন্ত আগেই নামিয়ে এনেছে জেনেটি। ব্রা-র একটা সুতো ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় আটকে গেছে চেইনটা। সুতোটা টেনে বের করে আনল রানা, তারপর টার্টলনেক শার্টের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নামিয়ে আনল চেইনটা। মৃদু ঝাঁকি দিয়ে শার্টটা কাঁধ থেকে নামাল জেনেটি, বলল, 'উফ, স্বস্তি পেলাম!' পরমুহূর্তে বুকের ওপর চেপে ধরল সেটা। 'বুঝলে তো, লজ্জা নারীর ভূষণ, আদিম যুগের নারীর মত সমর্থ পুরুষের সামনে আমিও

নিজের অজান্তে সতর্ক।'

তারপর, ধীরে ধীরে, মুঠোটা ঢিলে করল সে, হাত থেকে খসে কার্পেটে পড়ে গেল শার্টটা।

রানা অনুভব করল গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। বুকের ভেতর একটা চাপ। কাপড় পাল্টাচ্ছে জেনেটি, তাকিয়ে আছে ও। জেনেটির চোখের সাদা জমি তামাটে হয়ে উঠছে আবেশে। টান টান ব্রেসিয়ারের ভেতর নড়াচড়া করছে যেন দুটো জ্যান্ত প্রাণী। মস্তিষ্ক থেকে পাওয়া নির্দেশ সম্পর্কে দু'জনের কেউই সচেতন নয়, যে নির্দেশের ফলশ্রুতিতে পরস্পরকে চার হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওরা, ঠোঁট খুলল পরস্পরের জিভের ডগাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জন্যে।

'আমার ধারণা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জেনেটি, 'আমাদের জন্যে লাঞ্চ নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা।'

'আমারও তাই ধারণা,' জবাব দিল রানা, ওর আঙুলগুলো জেনেটির ব্রা-র হুক খুঁজে নিল, সকেট থেকে বের করল সেটাকে।

'কিন্তু তা হলে...?'

'মেসেজে বলা হয়েছে...,' বাকিটা জেনেটিকে পূরণ করার সুযোগ দিয়ে থেমে গেল রানা।

'পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল জেনেটি।

ব্রেসিয়ার খসে পড়ল কার্পেটে। রানা বলল, 'অপেক্ষার মুহূর্তগুলো যাতে একঘেয়ে না লাগে...'

'তাই আমরা সময় পার করছি। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া কী?' ফিসফিস করল রানা।

'আমাকে বিছানায় নিয়ে চল, তার আগে কাপড়চোপড় ছাড়ো; তোমার জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে।'

গলার ভেতর থেকে হেসে উঠল রানা, পাঁজাকোলা করে জেনেটিকে তুলে নিল বুকের ওপর।

পরস্পরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। মাত্র কয়েক মিনিট টিকল, তারপরই তাজা শরীর নিয়ে চোখ মেলল দু'জন। নিজেকে রানার বাহুবন্ধন থেকে ছাড়াল জেনেটি, পিঠে বালিশ দিয়ে আরাম করে আধশোয়া হলো, চোখ তুলে পুরনো কাঠের সিলিঙের দিকে তাকাল। 'রানা?' কোমল সুরে ডাকল সে।

'হুঁ?'

'তুমি যদি কথা দাও আমার দিকে তাকাবে না, আমার সব কথা এখনি তোমাকে আমি বলতে পারি।'

'এত আলিস্যি লাগছে, তাকাবার ইচ্ছে নেই,' আশ্বাস দিল রানা 'বলে ফেলো।'

লিনেন চাদরের কর্কশ কিনারায় আঙুল বোলাচ্ছে জেনেটি, মনের কথাগুলো

গুছিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে। 'তোমার হয়তো ধারণা, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয়েছে আমার। আসলে ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো।'

রানা কিছু বলল না, তাকালও না।

'লোকের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আমার বাবার চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু বাঁচানো গেল না। তবু আমার স্কুলের খরচটা অনেক কষ্টে চালিয়ে গেল মা। পনেরো বছর বয়েস, হাতে কোনও পয়সা নেই, মা-ও আমাকে ফেলে গেল। নানরা বললেন, তাঁরা আমাকে কনভেন্টে থাকতে দেবেন। ওখান থেকে আঠারো বছর বয়েসে পালাই আমি...' জেনেটি তার অসুখী কৈশোর আর প্রথম যৌবনের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে। 'একটা দুটো কাজ পেলাম। মডেলিঙের। অভিনয় আর গান শেখার স্কুলে ভর্তি হলাম, লন্ডনে। একবেলা না খেয়ে ফি-র টাকা যোগাড় করতে হয়েছে আমাকে। তখনই আমার সাথে পরিচয় হলো লর্ড স্যাক্সটনের। সে এমন একটা মানুষ, ভাল না বেসে পারা যায় না। দেখতে রাজপুরুষ, স্বভাবটা কোমল, উন্নত রুচি। জানতাম সে বিবাহিত, কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিনি... খুব কি অবাক হচ্ছ?'

'না, মোটেও না। যে-কোনও মেয়েই সুযোগটা নেবে, সাধারণত যা হয় আর কী।'

রানার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল জেনেটি। 'বাকিটা তুমি কল্পনা করে নাও। গোটা ইউরোপ বেড়িয়ে এলাম। চার্টার করা প্লেন থেকে নামি না বললেই চলে। ফাইভ স্টার হোটেল ছাড়া রাত কাটাই না। মিঙ্ক কোর্ট, মার্সিডিজ গাড়ি, হীরে বসানো গহনা, সব আমার নাগালের মধ্যে চলে এল। মধ্যপ্রাচ্যে গেলাম নাচতে, শীতকালে অস্ট্রিয়ায় গেলাম স্কি করতে। আমার জীবন হয়ে উঠল স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর।'

সিধে হয়ে বসল জেনেটি, বালিশটা কোলে রেখে, সেটার ওপর কনুই ঠেকাল, হাতের তালুতে ঠেকাল চিবুক। 'অল্প বয়স, মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি, বুকে লাগাম ছাড়া আশা। স্যাক্সটন কখনও বলেনি, কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতাম সে তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে আমাকে বিয়ে করবে। হঠাৎ একদিন ব্যাখ্যা করল সে। বলল, 'তা সম্ভব নয়। তার স্ত্রী ডাচেস না কী যেন, আয়ের উৎসটা একাই নিয়ন্ত্রণ করে সে। মোট কথা, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে পথের ফকির হয়ে যাবে সে।'

'তোমার কপাল খারাপ,' সহানুভূতির সুরে বিড়বিড় করল রানা।

'আসলে তা নয়।' হেসে উঠল জেনেটি। 'আসলে বিয়ের প্রসঙ্গ তোলা স্রেফ আমার একটা চালাকি। স্যাক্সটন তো দু'হাতে দিচ্ছিলই আমাকে, না চাইতেই। বিয়ের কথা উঠতে জেদ ধরল, আমার জন্যে স্থায়ী একটা ব্যবস্থা করবে সে। অটোব্যাংকে তার নাম্বারড অ্যাকাউন্ট আছে, সেখান থেকে নিয়মিত টাকা পাব আমি। যতদিন না আমাকে বিয়ে করতে পারে ততদিন ঘুষ দিয়ে আমাকে ভালবাসার অধিকার আদায় করা আর কী। পাওয়ার অভ অ্যাটর্নিও পেলাম আমি... তৈরি হও, এবার তুমি সত্যি ধাক্কা খাবে।'

'বাজি ধোরো না,' পরামর্শ দিল রানা।

'ওয়েল, ইউ আস্কড্ ফর ইট। বয়স কম হলে কী হবে, আমার ধারণা ছিল টাকা-পয়সার ব্যাপারটা আমি খুব ভাল বুঝি। প্রিয় জনাব অটোম্যানের কাছে গেলাম চমৎকার এক প্রস্তাব নিয়ে। পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি আছে, কাজেই টাকাগুলো বিনিয়োগ করার জন্যে বুদ্ধি চাইলাম। জানো, কী ভেবেছিলাম আমি?'

'কী ভেবেছিলে?'

'ভেবেছিলাম, আরে, এ তো পানির মত সহজ। স্যাক্সটনের টাকাটা বিভিন্ন লাভজনক ব্যবসায় খাটাব, অংকটা দ্বিগুণ করব, ফিরিয়ে দেব তার অংশটা, বাকি অর্ধেক নিয়ে চলে যাব নিজের পথে। ফল হলো ভয়াবহ।'

'কেন, কী হলো?' জানতে চাইল রানা।

'কী আবার হবে! অটোম্যানকে দুষতে পারি, ভুল পরামর্শ দেয়ার জন্যে। যে-ক'জায়গায় বিনিয়োগ করা হলো, একটা থেকেও ভাল কোনও ফল পেলাম না। বলতে গেলে সব হারিয়ে পথে বসলাম আমি। তবে দোষটা আমার নিজেরই। বোকার মত ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আসলে, ওর টাকাটা ওকে ফিরিয়ে দেয়ার একটা জেদ চেপেছিল... কী জানো, রানা? জেদটা এখনও আমার আছে। এখনও আমি আশা করি, একদিন না একদিন ওর টাকা ওকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব...'

'চেষ্টা করলে কেন পারবে না,' বলল রানা। 'মানুষের অসাধ্য কী।'

'দিশেহারা বোধ করছি, এই সময় ব্ল্যাকমেইলাররা হুমকি দিল। জীবনে আর কিছুতে এতটা ভয় পাইনি আমি, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। শুনছ তো, রানা?'

'হ্যাঁ, বলে যাও।'

'ওরা হুমকি দিল, লর্ড স্যাক্সটনের সাথে আমি যে একটা নাম্বারড অ্যাকাউন্ট শেয়ার করছি, সেটা ওরা লন্ডনে প্রকাশ করে দেবে। তা যদি দেয়, তুমি কল্পনা করতে পারো স্যাক্সটনের কপালে কী ঘটবে? মন্ত্রীসভার সদস্য সে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে, তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। শোনা যায়, একদিন প্রধানমন্ত্রী হবে সে। তুমি তো জানোই, ইংল্যান্ডের প্রেস কী জিনিস। এ-ধরনের একটা কেলেঙ্কারি পেলে মাসের পর মাস হেডিং হবে কাগজগুলোয়। তার পদত্যাগ দাবি করে সম্পাদকীয় লেখা হবে। আমাদের দু'জনের সম্পর্ক কতটা গভীর, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করা হবে। সবাই জানবে, সে আমাকে গোপনে টাকা দিচ্ছিল। বলো, এটা কি আমি সহ্য করতে পারব? তার আগে আমার আত্মহত্যা করাই কি ভাল নয়?'

'ইট'স আ ভেরি হিউম্যান স্টোরি,' মন্তব্য করল রানা।

'আমি জানি– না, হিউম্যান কিনা জানি না। আমার কাছে ব্যাপারটা অনেকটাই কৈশোরসুলভ। লর্ড স্যাক্সটনের প্রতি এখনও আমি কৃতজ্ঞ, এখনও আমি তাকে ভালবাসতে চাই... তবে, শুধু বন্ধু হিসেবে। যা কিছু ঘটেছে আমার বুদ্ধির দোষে ঘটেছে, কারণ তখন আমার বয়স কম ছিল। ছোট্ট একটা খুকিই বলা যায়। তার প্রতি প্রেম, সেটা অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে। আমি জানি, অনুমান করতে পারি, আমাকে ভাল মেয়ে বলে ভাবতে পারছ না তুমি। কারণ

এ-ধরনের একটা বোকামি করা আমার উচিত হয়নি। তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলেও, আমাকে ক্ষমা করতে পারত না।' চোখে ব্যাকুল আবেদন, যেন রানার সহানুভূতি আর দরদ পাবার জন্যে কাঙাল হয়ে উঠেছে মেয়েটা।

'ক্ষমা করার আছেটা কী?' বলল রানা। 'কম বয়েসে তুমি যদি ভুলটা না করতে, বয়স বাড়ার পর তোমাকে আমি হয়তো খুঁজেই পেতাম না।'

রানার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল জেনেটি। ওকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় পাগল করে তুলল। 'রানা, এমন একজন পুরুষের অভাব বহুযুগ ধরে অনুভব করছি আমি, যে আমাকে বুঝতে চেষ্টা করবে। তোমার ওপর আমার কোনও দাবি নেই। তোমাকে ভাল লেগেছে এ-কথা যদি বলি, জেনো তার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য বা স্বার্থবোধ কাজ করছে না। যাকে প্রেম বলে, তা হয়তো আমার জীবনে আর কখনোই আসবে না। কারণ নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছি আমি। তবু, ভাল একজন বন্ধু আমাকে পেতেই হবে। স্যাক্সিটনকে সেরকম একজন বন্ধু হিসেবে চাই বটে, কিন্তু জানি তা পাওয়া আমার কপালে নেই। কোনও বাঁধন না-ই থাক, না-ই থাক কোনও শর্ত, তুমি আমার সেরকম একজন বন্ধু হতে পারো না?' চোখ দুটো ভিজে উঠল জেনেটির।

'কে বলল পারি না?' হাসল রানা, জেনেটির কাঁধে হাত রাখল একটা, তাকে টেনে বুকের মধ্যে আনল। 'এই তো আমি তোমার বন্ধু হলাম।'

ফিসফিস করে জেনেটি বলল, 'চলো, খেতে যাই। আমার খিদে পেয়েছে।'

গাস্টহাউসের বাইরে, টেরেসে বসে খাওয়াদাওয়া সারল ওরা। ঠাণ্ডা বাতাসের গতিবেগ খানিকটা বেড়েছে, যদিও তা অস্বস্তিকর নয়, কারণ ভরদুপুরের রোদে উত্তাপও যথেষ্ট, তা ছাড়া দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে বসে সঙ্গসুখ উপভোগে দু'জনেই ওরা উন্মুখ, একটা মুহূর্তও অপচয় করতে চায় না। মাসরুম দিয়ে শুরু হলো ভোজন পর্ব। সুপটা তৈরি করা হয়েছে সিম, মটরশুঁটি, সেদ্ধ করা গরুর মাংস, আলু ইত্যাদি দিয়ে। শুরুতে খাওয়ার দিকেই মনোযোগ থাকল ওদের। সুস্বাদু খাবার, ওয়াইন, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, চারপাশের পরিবেশ, ওদের দেহ-মনে তৃপ্তির একটা আমেজ এনে দিল। একজনের তুচ্ছ একটা মন্তব্য আরেকজনের প্রাণখোলা হাসির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

তবু যা অনিবার্য তা তো ঘটবেই। টেরেসে শুধু পা দিয়েছে ওয়েটার, হাতে রূপালি কফির ট্রে, তাকে দেখামাত্র বন্ধ হয়ে গেল ওদের হাসি। তারপর ওদের চোখে পড়ল পরিচিত সাধা এনভেলাপটা। ওয়েটার কফি পরিবেশন করছে, থমথমে চেহারা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকল ওরা। অবশেষে, এনভেলাপটা তুলে নিল সে, বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। 'মঁশিয়ে?'

জেনেটির দিকে তাকাল রানা। 'ওটা বোধহয় আমাকে নিতেই হবে, কী বলো?'

'ভাল হত যদি...,' শুরু করল জেনেটি, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। 'হ্যাঁ, নিতেই হবে, রানা।'

ওয়েটারের হাত থেকে এনভেলাপটা নিল রানা। সেই লাল ফেল্ট পেন দিয়ে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে ঠিকানার জায়গায় লেখা হয়েছে–

মি. মাসুদ রানা
কফির সাথে

'চিঠিটা... কে ডেলিভারি দিল?' ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'একজন সুইস সার্ভেন্ট, মঁশিয়ে,' সবিনয়ে জবাব দিল ওয়েটার। 'আজ সকালে... বলে গেল, কফির সাথে আপনাকে দিতে হবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, পরিষ্কার একটা ছুরি দিয়ে এনভেলাপটা ছিঁড়ল।

'আপনাদের আর কিছু লাগবে, মঁশিয়ে?'

'নাহ্!' এরইমধ্যে চিঠির ভেতর ডুবে গেছে রানা।

'পরবর্তী নির্দেশ? জানতে চাইল জেনেটি।

'শালারা!' দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

'কী ব্যাপার, ডার্লিং?' কৌতূহলী জেনেটির চেহারায় বিস্ময় ও উদ্বেগ।

'বাস্টার্ডস!' গাল দিল রানা। 'আগে যদি জানতাম, আমি...'

'কী হয়েছে? আমাকে বলো, রানা!' তাগাদা দিল জেনেটি।

'হীরাগুলো ডেলিভারি দিয়ে আসতে হবে একা তোমাকে।'

'ওহ্, গড!' অস্ফুটে বলল জেনেটি।

'তার আগে ওদেরকে আমি দেখে নেব,' বলল রানা।

'কেন শুধু শুধু মাথা গরম করছ, রানা?' ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল জেনেটি। 'যেতে যখন হবেই, যাব। আমি ভয় পাচ্ছি না।'

'আমি পাচ্ছি।'

'ডার্লিং, লেট'স ফেস ইট। ওরা যদি আমাকে খুন করারই প্ল্যান করে থাকে, হীরা ডেলিভারি দিতে গেলেও করবে, গাড়িতে বসে অপেক্ষায় থাকলেও করবে। ভেবে দেখো, আসলে কোনও পার্থক্য আছে কি?'

'না,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তা নেই।'

রানার হাতে মৃদু চাপড় দিল জেনেটি। 'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা কোরো না। এসো, কফিটা শেষ করি। তুমি বিল মিটিয়ো, আমি আমার কামরা থেকে একবার ঘুরে আসব, ব্যাগটা নিতে হবে। মনটাকে শান্ত করো, প্লিজ। বিশ মিনিটের মধ্যে মিটে যাবে সব। তারপর আমরা জুরিখের পথে রওনা হয়ে যাব। ঠিক আছে?'

রোদ লেগে ঝিকমিক করছে জেনেটির লালচে-সোনালি চুল, তার নীল চোখে কোমল মিনতি। ক্ষীণ হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।

টুইড কাপড়ের কোট পরে আছে শিকারী, কনুইয়ের কাছে চামড়ার আবরণ, মাথায় পরেছে হান্টিং ক্যাপ। তার পাশের একটা পাথরে খাড়া করে রাখা হয়েছে রাইফেলটা, সাথে টেলিস্কোপ সাইট।

চোখে বিনকিউলার তুলে দূরে তাকিয়ে আছে শিকারী। কী খুঁজছে সে, কী দেখছে? লোকটা কি হরিণ মারবে, কিংবা বন্য শূকর?

সেরকম কিছু মনে হলেও, আসলে ম্লান সোনালি ল্যামবোরগিনির ওপর

নজর রাখছে সে।

মাসুদ রানার ল্যামবোরগিনি নিউফসুজারাইন গাস্টহাউস ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ড্রাইভিং সীটে বসেছে রানা, পাশে জেনেটি, খোলা ম্যাপে চোখ রেখে রানাকে পথ নির্দেশ দিচ্ছে সে। এমন একটা জায়গা বেছে নিয়েছে শিকারী, বহুদূর পর্যন্ত ল্যামবোরগিনিটাকে দেখতে পাবে সে। আগেই আন্দাজ করে নিয়েছে গাড়িটা কোন দিকে যাবে, তার অনুমান ভুল হয়নি দেখে মনে মনে নিজের ওপর সন্তুষ্টবোধ করল সে।

দুই ফুটপাতের মধ্যবর্তী রাস্তা থেকে বাঁক ঘুরে একটা লেন-এ ঢুকল ল্যামবোরগিনি, এগিয়ে আসছে শিকারীর দিকে। লেনটা শেষ হয়েছে খোলা একটা উপত্যকার কিনারায়, তারপর সামনের জায়গাটাকে প্রায় একটা গিরিখাদই বলা যায়।

উপত্যকার চারদিকের কিনারায় উঁচুনিচু পাথর ছড়ানো রয়েছে, ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে ডালপালা বিস্তার করেছে অসংখ্য গাছ, আড়ালগুলোয় গোটা একটা সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা যায়। গিরিখাদের নীচে বনভূমি, বেশিরভাগই পাইন গাছ। বিনকিউলার ঘুরিয়ে শিকারী দেখল, সরু একটা পথ পাইন বনে ঢুকে হারিয়ে গেছে, আবার সেটা বেরিয়ে এসেছে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায়। জায়গাটার মাঝখানে পাথরের একটা স্তূপ।

শিকারী দেখল, গাড়ি থেকে নেমে পুরুষ সঙ্গীর সাথে মেয়েটা কী নিয়ে যেন তর্ক করল। ভাব দেখে তার মনে হলো, অনিচ্ছাসত্ত্বেও চামড়ার একটা ছোট্ট পাউচ মেয়েটার হাতে তুলে দিল পুরুষ সঙ্গীটি। ঘুরল মেয়েটি, ধীর পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়ল পাইন বনে।

মেয়েটির গন্তব্য আন্দাজ করতে পারল শিকারী, তবু নিশ্চিত হবার জন্যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। বিনকিউলারে মেয়েটির স্কার্ফ পরা মাথা দেখতে পেল, এইমাত্র ফাঁকা জায়গাটায় পা রাখল। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে পাথরের স্তূপটার দিকে এগোল সে, স্তূপ বেয়ে খানিকটা উঠল। হাত উঁচু করে চূড়ার ওপর, একটা ফাটলের মাঝখানে রাখল পাউচটা। কাজ সেরে স্তূপের গা থেকে সাবধানে নামল সে, ঘুরল, তারপর ফিরতি পথ ধরল, এবার ছুটছে সে।

আর কিছু দেখার দরকার নেই শিকারীর। চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে কেসে ভরল সে। রাইফেলটা তুলে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। ঢালের নীচেই ফাঁকা জায়গাটা।

ডেলিভারি দেয়ার জন্যে পাঠানো না হলে জেনেটিকে গুলি করা হবে, ব্ল্যাকমেইলাররা এই হুমকি না দিলে কাজটা রানাই করত। জেনেটিকে একা ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল ও, দুশ্চিন্তায় আর রাগে ফুঁসছে, আশা করছে জেনেটির কোনও বিপদ হবে না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, ট্রাঙ্কে একটা বিনকিউলার রয়েছে। ইডিয়ট বলে গাল দিল নিজেকে, ইগনিশন থেকে চাবি বের করল, ট্রাঙ্ক খুলে বের করল বিনকিউলারটা। ট্রাঙ্কের ঢাকনি বন্ধ করে

জানালা দিয়ে ড্রাইভিং সীটের ওপর চাবিটা রাখল, উপত্যকার পাথুরে কিনারা ঘুরে হন হন করে এগোল খানিকটা। চারপাশে কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় লোকটা ওর চোখে পড়ে গেল। গায়ে টুইড কোট, মাথায় হান্টিং ক্যাপ, হাতে টেলিস্কোপ ফিট করা রাইফেল। গিরিখাদের ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ফাঁকা জায়গাটার দিকেই নামছে বলে মনে হলো।

কী করবে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ভুগল রানা। নির্দেশে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, পুরুষ সঙ্গী অর্থাৎ রানাকে দূরে সরে থাকতে হবে, তারপর ডেলিভারি দিয়ে জেনেটি ফিরে আসা মাত্র গাড়ি নিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে ওদেরকে। কিন্তু গিরিখাদের নীচে রয়েছে নিরস্ত্র জেনেটি, প্রতি মুহূর্তে তার আরও কাছে চলে যাচ্ছে রাইফেলধারী লোকটা। 'যা আছে কপালে,' বলে ছুটল রানা, ফিরে এল গাড়ির কাছে। সীটের ওপর চাবির পাশে বিনকিউলারটা রাখল, গাড়ির কাগজ-পত্র ভরা প্লাস্টিক পাউচ থেকে বের করল .৩৮ অটোমেটিকটা, আবার ছুটল পাইন বন লক্ষ্য করে।

বনভূমির কিনারায় জেনেটির সাথে মিলিত হলো রানা, ছুটতে ছুটতে ওর দিকেই আসছে সে। রানাকে দেখে তার চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'ওহ্, রানা, বাঁচলাম! রেখে এসেছি ওটা।'

জেনেটির হাত ধরে টান দিল রানা, তারপর পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওকে। 'দৌড় দাও, সোজা গাড়িতে গিয়ে বসো, জলদি!' আদেশ করল ও। 'জানালার কাঁচ নামিয়ে, মাথা নিচু করে থাকবে। যদি গুলি হয়, ফুলস্পীডে ফিরে যাবে নিউফ্সুজারাইনে, চেষ্টা করবে লোকজনের সাহায্য পাবার।'

'কী ব্যাপার, রানা? নির্দেশে বলা হয়েছে...'

'ছোট,' গর্জে উঠল রানা।

রানার চেহারা দেখে জেনেটি বুঝল, তর্ক করা বৃথা। সন্ত্রস্ত খরগোশের মত গাড়ির দিকে ছুটল সে।

ঘুরল রানা, আগ্নেয়াস্ত্রটা শক্ত করে ধরল, তারপর সরু পথ ধরে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোল। মাঝে মধ্যে থামল ও, কান পাতল শিকারীর পায়ের আওয়াজ শোনার জন্যে। ঝোপের ডাল ভেঙে হাঁটছে লোকটা, পরিষ্কার শুনতে পেল ও। এখনও ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছায়নি সে।

হন হন করে হাঁটছিল রানা, এবার ছুটতে শুরু করল। থামল ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় এসে। যদি বন্দুকযুদ্ধই হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর আগে পৌঁছে একটু দম নেয়া দরকার। ঝোপের আড়ালে মাথা নিচু করে লুকিয়ে থাকল ও, শিকারীর পায়ের শব্দ পাচ্ছে। একটু পরই ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় দেখা গেল তাকে, রানার কাছ থেকে বেশ একটু দূরে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বোলাল শিকারী। সামান্য হাঁপাচ্ছে সে, তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল রানা। সাবধানে বেরিয়ে এল লোকটা ফাঁকা মাঠে, স্তূপটার দিকে এগোচ্ছে।

স্তূপের গায়ে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখল শিকারী, তারপর পাথর বেয়ে উঠতে শুরু করল।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, নিঃশব্দ পায়ে হাঁটছে স্তূপ লক্ষ্য করে। চূড়ায় হাত তুলে ফাটলের মাঝখান থেকে চামড়ার ছোট্ট পাউচটা নিল শিকারী। ধীরে ধীরে নেমে আসছে নীচে।

শেষ ছ'ফুট ডাইভ দিয়ে পেরোল রানা, লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরল, তাকে সাথে নিয়ে পড়ল স্তূপের গোড়ায়।

গড়াগড়ি খেলো লোকটা, রানাকে সে-ও ছাড়ছে না। তার একটা কনুই রানার তলপেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারল। লোকটাকে ঘোরাবার জন্যে বাহুর বাঁধন ঢিল করল রানা, প্রায় একযোগে দু'জনেই সিধে হয়ে দাঁড়াল, পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

এতক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনতে পারল রানা। 'ক্যাপটেন হ্যানস শ্লাচো,' তিক্তকণ্ঠে বলল ও। 'আপনি আস্ত একটা গর্দভ, বুঝলেন! জানেন, এর পরিণতি কী হতে পারে?'

আট

'কী বলছেন আপনারা!' রানা আর জেনেটির কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না হের গুস্তার অটোম্যান। 'ব্ল্যাকমেইলারদের পেমেন্ট করার সমস্ত আয়োজন ভেস্তে গেছে?'

রানা আর জেনেটি নিঃশব্দে একযোগে মাথা ঝাঁকাল।

'আর সেজন্যে আপনারা দায়ী করছেন ক্যাপ্টেন হ্যানস শ্লাচোরকে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

রাগে রঙিন হয়ে উঠলেন অটোম্যান। 'লোকটা আনাড়ি, রাম-ছাগল, নাকি নিজেই লাভবান হতে চায়? এদিকটা ভেবে দেখেছেন কি?'

প্রেসিডেন্টের ডেস্কের দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু'জন। রিভলভিং চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন অটোম্যান, তাঁর সামনে রানা আর জেনেটি, ডেস্কের ওপর পড়ে রয়েছে হীরাভর্তি চামড়ার পাউচটা। পাউচটা খোলা, কয়েকটা হীরা পড়ে রয়েছে ডেস্কে।

'শ্লাচোর? ব্ল্যাকমেইলারদের একজন?' রানা হতভম্ব।

র‍্যাক থেকে একটা পাইপ বেছে নিয়ে রানার উদ্দেশে সেটা নাড়লেন অটোম্যান। 'নয় কেন? জুরিখ ব্যাংক ভিটেইল-এর চার্জে রয়েছে লোকটা। তার যে ক্ষমতা... বাই গড, ব্যাপারটা আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি!' বয়স্ক ভদ্রলোক অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'কী ধরতে পেরেছেন?' জানতে চাইল রানা।

পাইপটা আবার রানা আর জেনেটির উদ্দেশে নাড়লেন অটোম্যান। 'আমাকে বলুন– এই নাম্বারড সিক্রেট অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম কে জানে?'

রানার দিকে তাকাল জেনেটি, লক্ষ করল প্রশ্নটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা

করছে ও।

'আপনি,' জবাব দিল রানা। 'মাদাম ভ্যানেসা হের রোজেনবার্গ। এই তো।' মুখ তুলে অটোম্যানের দিকে তাকাল।

বিজয়ীর হাসি দেখা গেল প্রেসিডেন্টের মুখে। 'একটা কথা আপনার মনে পড়ছে না। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'তাই?' নিজের অজান্তেই একটা হাত চিবুকে উঠে গেল রানার, স্মৃতির পাতা ওল্টাচ্ছে। আলোটা এল নিকট অতীত থেকে, প্রথম যেদিন অটোব্যাংকে পা রাখে ও। 'আরে, তাই তো!' সবিস্ময়ে বলল ও। 'আপনি হয়তো ঠিকই ধরেছেন।'

মাথা ঝাঁকালেন অটোম্যান, তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। 'দেখলেন তো! সবাই আমরা ব্যাপারটা দেখেও দেখিনি।'

চেহারায় হতভম্ব ভাব নিয়ে দু'জনের দিকে ঘন ঘন তাকাল জেনেটি। 'কেউ আমাকে বলবেন,' চেহারায় অভিমান নিয়ে বলল সে, 'কী নিয়ে কথা বলছেন আপনারা?'

'প্রতিটি সুইস ব্যাংকের নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের আসল নাম সহ একটা মাস্টার লিস্ট আছে...,' শুরু করল রানা।

'বার্ন-এর ফেডারেল ট্রেজারিতে,' বাক্যটা শেষ করলেন অটোম্যান। 'এবার আমাকে বলুন তো, ডিয়ার, বার্নের সেই তালিকা কেউ যদি দেখার সুযোগ পায়, লোকটা কে হতে পারে?'

'আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন, সুযোগটা একমাত্র শ্লাচোর পেতে পারে?'

'ঠিক তাই, মি. রানা। ঘটেছেও ঠিক তাই। জুরিখ ব্যাংক ডিটেইল-এর প্রধান হিসেবে সেটা দেখার অধিকার তার আছে...'

'কিন্তু কাজটা আইন বিরুদ্ধ,' প্রতিবাদের সুরে বলল জেনেটি।

'তা তো বটেই,' একমত হলো রানা।

'হয়তো তাই...,' ইতস্তত করে বললেন অটোম্যান, 'কিন্তু...,' হঠাৎ আবার তিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। 'সে হয়তো কাজটা আন অফিশিয়ালি করেছে। বার্নের কাউকে ঘুষ দিয়ে থাকতে পারে। ব্যাংক ডিটেইল-এর প্রধান হিসেবে শ্লাচোরের জানার কথা কোথায় কার কাছে তালিকাটা আছে।'

নিজেকে স্থির রাখার জন্যে ডেস্কের কিনারা আঁকড়ে ধরল জেনেটি।

'জেনেটি, তুমি অসুস্থ বোধ করছ?' উদ্বিগ্ন হলো রানা।

'ও কিছু না,' বিড়বিড় করে বলল জেনেটি।

ভদ্রতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, বুঝতে পেরে ডেস্ক ঘুরে জেনেটির দিকে এগিয়ে এলেন অটোম্যান। 'মাই ডিয়ার মাদমোয়াজেল জেনেটি। আমি আমার খেয়ালি আচরণের জন্যে ক্ষমা চাইছি। আপনাকে এমনকী বসার অনুরোধও জানাইনি আমি। আপনাকে খানিকটা শেরি দিতে পারি? কফি? খানিকটা হুইস্কি?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেছে জেনেটির, সে যেন নিজের মধ্যে নেই। 'মেয়েরা তা হলে বোধহয় সত্যি দুর্বল সেক্স। শরীরের ওপর আজ একটু ধকল গেছে,

মানতেই হবে। আমাকে যদি ক্ষমা করা হয়, হোটেলে ফিরে একটু বিশ্রাম নিতে চাই। আমাকে তো আপনাদের দরকার নেই, তাই না?'

'না, কোনও দরকার নেই,' আশ্বাস দিলেন অটোম্যান।

'তোমাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ছেলেমানুষি কোরো না, ডার্লিং,' বলল জেনেটি। 'দোরগোড়া থেকে আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নেব।'

আলতো করে রানার গালে ঠোঁট ছোঁয়াল সে, তার চোখে স্মৃতি আর প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল রানা। বাড়িয়ে দিয়ে নিজের হাতটা অটোম্যানকে ধরার সুযোগ দিল সে, তাকে এলিভেটর পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট।

রানার কাছে ফেরার সময় এক মুহূর্ত থেমে সেক্রেটারী টিনার সাথে ক'টা কথা বললেন অটোম্যান। ফিরে এসে রানাকে বসতে অনুরোধ করলেন, ওর জন্যে একটা গ্লাসে স্কচ ঢাললেন খানিকটা, নিজে নিলেন ভোদকা। বার-এর সামনে দাঁড়িয়ে, রানার দিকে পিছন ফিরে বললেন, 'হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, চেক করে দেখতে বললাম টিনাকে। শ্লাচোর লোকটা বারবার যেভাবে আমাদের পায়ের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে, ভাল লাগছে না আমার। আপনাকে বলেছে, নিউফসুজারাইমে কেন গিয়েছিল সে? তার ব্যাখ্যাটা কী?'

স্কচের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিল রানা। 'বলছে অজ্ঞাতনামা একজনের টেলিফোন থেকে খবর পায়।'

'আপনি বিশ্বাস করেন?' নিজের গ্লাস হাতে ডেস্কে ফিরে এলেন অটোম্যান, রিভলভিং চেয়ারে বসলেন।

মাথা নাড়ল রানা। 'না।'

'আর কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে?'

চিন্তা করছে রানা। 'লোকটা আমার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে।' সকালের কথা মনে পড়ে গেল ওর। 'তবে সম্ভাব্য অনুসরণ এড়াবার জন্যে আজ আমি দু'একটা কৌশল খাটিয়েছি। কোনও গাড়ি অন্তত ল্যামবোরগিনির পিছু নিয়ে ওখানে যায়নি, আমি জানি।' হঠাৎ চুটকি বাজাল রানা। 'আচ্ছা! ট্রাফিক কপ্টার! কথাটা একদম ভাবিনি। শ্লাচোর হয়তো আমাদের ওপর নজর রাখছিল হেলিকপ্টার নিয়ে।'

অটোম্যানের ইন্টারকম পিপ-পিপ করে উঠল। রিসিভার তুলে টিনার কথা শুনলেন তিনি। রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, 'আমার সন্দেহই সত্যি হতে যাচ্ছে।'

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা।

'শ্লাচোরের এক ভাই আছে... নামটা মেলে দেখে টিনাকে চেক করতে বলেছিলাম।'

'কে সে?'

'জোহান শ্লাচোর। জুরিখের জন্ম, বাস করে প্যারিসে। ইন্টারন্যাশনাল বন্ড ছাড়াও অন্যান্য আরও বহু কিছুর ডিলার সে। আপনি কী বেচতে চান বা কিনতে

চান, জোহানের কাছে সেটা কোনও ব্যাপার নয়, বিশ পার্সেন্ট কমিশন পেলেই খুশি সে।'

নিজের মাথায় একটা চাঁটি মারল রানা। 'ধেত্তেরি!' বলল ও। 'একদম ভুলে গেছি। জোহান শ্লাচোর! কাল সে অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে তার ভাইকে টেলিফোনে পেতে চাইছিল। হিলটনের লোকেরা আমার কামরায় খোঁজ করেছিল।'

'বুঝতেই পারছেন,' বললেন অটোম্যান, 'ঠিক সূত্র ধরেই এগোচ্ছি আমরা।'

'কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না, ক্যাপ্টেনের লাভ কী?'

'ঠিক কী বলতে চাইছেন?' হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন অটোম্যান। হীরাগুলো পাউচে ভরছেন।

'আসুন, ধরা যাক, আপনার সন্দেহই ঠিক,' বলল রানা। 'দুই ভাই ষড়যন্ত্র করেছে। ব্ল্যাকমেইল করার উদ্দেশ্যটা কী তাদের? শুধু ওগুলো পেতে চায়?' গ্লাস ধরা হাত দিয়ে পাউচ দেখাল ও।

পাউচের মুখটা বন্ধ করলেন অটোম্যান, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন, বুককেসের সামনে এসে ওয়ালসেফে ভরে রাখলেন সেটা। সেফের দরজায় তালা দিয়ে বইগুলো আবার জায়গামত রাখলেন, তারপর ফিরে এলেন নিজের চেয়ারে। 'আপনার কাছে কষ্টকল্পনা বলে মনে হতে পারে, তবে আমার ধারণাটা হলো এই– জোহান শ্লাচোর যে রকম ধূর্ত, হ্যানস শ্লাচোর শুধু যদি তার সামান্য ছোঁয়াও পেয়ে থাকে, দু'ভায়ের এই জোটটা শুধু ব্ল্যাকমেইলিঙের সামান্য টাকায় সন্তুষ্ট হবে না। আরও বড়, আরও অনেক বড় অংকের স্বপ্ন দেখছে ওরা।'

'কী রকম?'

'টাকা বা হীরাগুলো তো নেবেই। আরেকটু হলে তো পেয়েই গিয়েছিল। শুধু আপনার জন্যে পারেনি।'

'তারপর?'

'তারপর ক্যাপ্টেন শ্লাচোর প্রেসকে জানিয়ে দেবে যে অটোব্যাংক ব্ল্যাকমেইলারদের শিকারে পরিণত হয়েছে।'

'আপনার কথায় খানিকটা যুক্তি আছে,' বলল রানা। 'নিজেকে আড়াল করার জন্যে আদর্শ একটা পন্থা হতে পারে ওটা।'

অটোম্যান বললেন, 'এর মধ্যে ওদের জন্যে আরও অনেক মিঠাইমণ্ডা আছে। কাগজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যখন সব কথা জেনে ফেলবে, তখনই পড়ব আমরা সত্যিকার বিপদে। কিছুদিনের জন্যে অটোব্যাংকে কোনও টাকা জমা পড়বে না। অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা লাইন দেবে যার যার টাকা তুলে নেয়ার জন্যে। সম্ভবত সব সুইস ব্যাংকেই এই দৃশ্য দেখতে পাব আমরা। জানা কথা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে সুইস ফ্র্যাঙ্কের দাম কমে যাবে, অন্তত সাময়িকভাবে। ওদের প্ল্যানটা আপনি বুঝতে পারছেন তো, মি. রানা?'

'দুঃখিত, না। কীসের প্ল্যান?'

ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন অটোম্যান। 'দ্রুত কথা বলছি,

সেজন্যে ক্ষমা চাই। আমি ধরেই নিয়েছিলাম... আপনি কি জানেন, ফিউচার বলতে কী বোঝায়?'

'আবছাভাবে,' বলল রানা। 'এখন কেনো, দাম দাও পরে, এ-ধরনের কিছু, তাই না?'

'এক অর্থে,' বললেন তিনি। 'ধরুন, প্যারিসে বসে জোহান শ্লাচোর দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের জন্যে অর্ডার দিল, দশ দিনের মধ্যে সুইস ফ্র্যাঙ্কে মূল্য পরিশোধ করবে সে। এই কেনা-বেচায় তার ধার থাকল, ধরুন পঁচিশ মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক, সুইস ফ্র্যাঙ্কের মূল্য দশ দিনের মধ্যে কী থাকল না থাকল সেটা কোনও ব্যাপার নয়। পরিষ্কার বোঝাতে পারলাম কী?'

'পারলেন,' বলল রানা। 'বাজারের ওপর জুয়া খেলছে সে।'

'ঠিক তাই। তারপর কী ঘটল? ব্ল্যাকমেইলিঙের কাহিনি রটে যাওয়ায় ফ্র্যাঙ্কের মূল্য কমে গেল, যদিও জোহান শ্লাচোরকে এখনও সেই পঁচিশ মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্কেই শোধ করতে হবে। ততদিনে, দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়মূল্য দাঁড়াবে সুইস ফ্র্যাঙ্কে তিরিশ, পঁয়তিরিশ বা এমনকী হয়তো চল্লিশ মিলিয়ন।'

'দু' একটা টেলিফোন করল, ব্যস, দশ থেকে বিশ মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক রোজগার হয়ে গেল।'

'জুয়ায় যদি ওদের জিত হয়, হ্যাঁ।'

'সাইড বিজনেসের মত, সাইড বাজিও ধরেছে ওরা, ব্ল্যাকমেইলিঙের টাকাটাও ওরা পকেটে ভরবে,' চিন্তিত সুরে বলল রানা।

'পারলে এরচেয়ে ভাল কোনও সমাধান দিন আমাকে,' চ্যালেঞ্জ করলেন অটোম্যান। দাঁড়ালেন তিনি, এগোলেন বারের দিকে। 'আপনার গ্লাসে আরেকটু স্কচ দিই, মি. রানা?'

চেয়ার ছেড়ে তাঁর পাশে বারের সামনে দাঁড়াল রানা। 'সামান্য,' বলল ও। 'ব্যাপারটা চেক করে দেখার কোনও উপায় আছে কি?' 'ঠিক কী ভাবছেন আপনি?' জানতে চাইলেন অটোম্যান।

'কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই একটা তালিকা আছে। চলতি হপ্তায় যদি কেউ বড় অংকের ডলার কিনে থাকে, তার কোনও রেকর্ড থাকবে না? চেক করে দেখতে পারেন না?'

সুদৃশ্য ইলেকট্রনিক দেয়ালঘড়ির দিকে চোখ তুললেন অটোম্যান। সাড়ে ছ'টা বাজে। 'এক্সচেঞ্জ বন্ধ হয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। পারা যায়, কিন্তু সময় লাগবে। ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি। কিছু লোক তো আছেই যাদেরকে ফোন করতে পারি।' ডেস্কের কাছে ফিরে এলেন তিনি।

'কাজটা সারুন আপনি, আমি একটু জেনেভার সাথে কথা বলি– আজ সারাদিন আমার সহকারীর সাথে যোগাযোগ হয়নি।'

'আমার ফোনটাই ব্যবহার করুন, প্লিজ...,' শুরু করলেন অটোম্যান।

'দরকার নেই,' এগিয়ে গেল রানা। 'টিল্লার সাথে আমার খাতির আছে।'

আউটার অফিসে বেরিয়ে এল রানা। কফি টেবিলের ওপর টেলিফোন

সেটটা ক্লায়েন্টদের জন্যে, যারা এখানে বসে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করার অপেক্ষায় থাকে। কী চাই ওর, টিনাকে জানাল রানা।

'আপনি আরাম করে চেয়ারে বসুন, আমি ডায়াল করছি,' প্রস্তাব দিল টিনা। জেনেভায় ফোন করার জন্যে সুইচবোর্ড ডায়াল ব্যবহার করল সে, রিনি রেজাকে জানাল রানা তার সাথে কথা বলবে, তারপর ইঙ্গিতে রিসিভার তুলতে বলল রানাকে।

'রিনি?'

রিনির কণ্ঠস্বরে সতর্কতা। 'তুমি ব্যাংকে?'

'হ্যাঁ।'

'কী খবর?'

'সারাদিন সময় করতে পারিনি। খুব ব্যস্ত ছিলাম। সকালে বেরিয়ে এইমাত্র ফিরেছি।'

'বোঝা যাচ্ছে, মুখ খুলতে পারছ না। বেশ, আমিই আন্দাজ করি। সারা সাগুড সম্পর্কে তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা একটা প্রজাপতি।'

'কী রকম?'

'বাপ ছিল অ্যামব্যাসাডর, ফ্র্যান্সে। আর্মি অফিসারদের বিছানায় রাত কাটানো মেয়ের একটা অভ্যেসে পরিণত হয়।'

'হরহামেশা ঘটছে।'

'হ্যাঁ। এটার বেলায় পার্থক্য হলো, ইথিওপিয়ার সুপ্রিম প্রোগ্রেসিভ কাউন্সিলের সদস্য সে।'

'অর্থ?'

'বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত সারা। নিজের দেশকে ভালবাসে, দেশের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে পারে না এমন ব্যক্তিগত কিছু নেই তার। কূটনীতিক মহলে গুজব, ইথিওপিয়া সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে সে।'

'বিশেষ কোনও অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছে?'

জবাব দিল না রিনি।

'কী হলো, রিনি?'

'শোনো, রানা, সঠিক জানা যায়নি... একটা সূত্র বলছে কথাটা, সেটাও গুজব বলে মনে হয়।'

'দূর ছাই, কী কথা বলো না!'

'গুজবটা হলো, সে নাকি সম্রাট হাইলে সেলাসির জমানো সোনা উদ্ধার করে ইথিওপিয়া সরকারকে পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। শুনে উদ্ভট মনে হয়েছে আমার। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাস, আর তোমার সারা যেন শেহরাজাদ... লাইনে তুমি এখনও আছ তো, রানা? কিছু একটা বলো। তোমার গল্প শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি।'

'আমি চিন্তা করছি,' বলল রানা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রিনি। 'আল্লা মেহেরবান,' বলল সে। 'শব্দ শুনে ভাবলাম টিনা আবার ভ্যাকিউম ক্লিনার চালু করে দিল নাকি। করো, চিন্তা করো। আর কিছু আছে, নাকি ঘরে ফিরে গিয়ে স্বামী আর পুত্রকন্যাদের সেবা করব?'

'এই তো দু'দিন আগেও তুমি কুমারী ছিলে, এরই মধ্যে বিয়ে করে ছেলেপুলের মা হয়ে গেলে?'

'মেয়েদের ব্যাপার তুমি কী বুঝবে!' খানিকটা ঝাঁঝের সাথে বলল রিনি। 'আমরা প্র্যাকটিক্যাল, এমনকী আমাদের স্বপ্নের মধ্যেও গোঁজামিল নেই। আকাশকুসুম কল্পনা করি না, ঠিক যা চাই তাই স্বপ্ন দেখি।'

'ও, আচ্ছা। তা স্বপ্নে কার সাথে ঘর-সংসার করছ তুমি? তার পরিচয়টা জানতে পারি?'

'পারো না,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রিনি।

রিসিভার রেখে দিয়ে দাঁড়াল রানা, সেই সাথে দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা। ঝট করে ঘাড় ফেরাল ও। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন অটোম্যান। দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসী অটোম্যান নন, এলোমেলো চুল আর বিস্ফারিত চোখ নিয়ে এ যেন অন্য এক মানুষ। 'মি. রানা? কোথায় আপনি?' বেসুরো গলায় প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

দীর্ঘ পদক্ষেপে দরজার দিকে এগোল রানা, অটোম্যানের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল, হতভম্ব টিনার মুখের ওপর বন্ধ করে দিল দরজাটা। ডেস্ক ধরে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করলেন অটোম্যান, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। তাঁর চেহারা রয়েছে ঠিক যেন মোমের তৈরি একটা মুখোশ।

'কী ব্যাপার, হের অটোম্যান?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা। 'বসুন, প্লিজ, শান্ত হোন। আপনি অসুস্থ বোধ করছেন?'

'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ,' রুদ্ধশ্বাসে বললেন অটোম্যান। 'ভয়ংকর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।' রানা তাকে ধরে একটা আর্মচেয়ারে বসিয়ে দিল। চোখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে সামনের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

'হুইস্কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। কিন্তু অটোম্যান শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না।

'আপনার কথাই ঠিক,' খানিক পর বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

'কী কথা?' জানতে চাইল রানা।

'কারেন্সির বড় একটা অর্ডার দেয়া হয়েছে আজ। পাঁচটা বাজার এক মিনিট আগে। ঠিক এক্সচেঞ্জ বন্ধ হবার আগের মুহূর্তে।'

'কী ধরনের কারেন্সি?'

'মার্ক আর ডলার। পঁচিশ বা তিরিশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের।'

'দাম মেটানো হবে সুইস ফ্র্যাঙ্কে?'

'হ্যাঁ।'

বসল রানা, বলা ভাল, চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল। অর্থকড়ির এমন একটা

ধাঁধাবহুল জগৎ এটা, যেখানে ওর থই পাবার কথা নয়। 'তারমানে শ্লাচোররাই দায়ী?' জানতে চাইল ও।

'না-না, শ্লাচোররা নয়,' অটোম্যান বললেন।

'তা হলে কারা?' রানা বিস্মিত। কামরার ভেতর দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল, রানা শুধু অটোম্যানের হাঁপানির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। জবাব দিলেন তিনি, কিন্তু শোনা গেল না। 'জোরে বলুন, হের অটোম্যান, প্লিজ। কে কারেন্সির অর্ডার দিয়েছে?'

'অটোব্যাংক।'

এবার পরিষ্কার শুনতে পেলেও, রানার মনে হলো ভুল শুনেছে ও। 'কী বললেন?'

'কারেন্সির অর্ডার দেয়া হয়েছে অটোব্যাংকের তরফ থেকে,' বিড়বিড় করলেন অটোম্যান, ঘামে ভিজে গেছে তাঁর কপাল।

'অটোব্যাংক? অটোব্যাংক?' রানার গলা নিজের কানেই কর্কশ শোনাল। 'অটোব্যাংকের কে?'

অটোম্যান উত্তর দেয়ার আগেই নামটা আন্দাজ করতে পারল রানা। প্রেসিডেন্ট বললেন, 'স্টিভ রোজেনবার্গ, আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

নয়

হপ্টবানহফের রেস্তোরাঁটায় ঢুকে চারদিকে তাকাল সারা। দ্রুত পায়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল হেড ওয়েটার। 'আপনি একা, মাদাম?' সবিনয়ে জানতে চাইল সে।

'একজন বন্ধুর সাথে দেখা করব,' বলল সারা। 'সম্ভবত আমার আগেই পৌঁচেছেন তিনি।'

'ভেরি গুড। একটু ঘুরে দেখুন, প্লিজ।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতর দিকে পা বাড়াল সারা। একটা হাত উঁচু হলো, সেদিকে তাকিয়ে এককোণে রোজেনবার্গকে দেখতে পেল সে। মনে মনে বলল, ভদ্রলোক সাবধান বটেন।

অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন রোজেনবার্গ। তাড়াহুড়ো করে একটা চেয়ার রোজেনবার্গের সামনে জায়গামত বসিয়ে দিল একজন ওয়েটার। সিধে হলো সে, সারার কাছ থেকে অর্ডার পাবার প্রত্যাশায় টান টান হয়ে দাঁড়াল।

'বলো কী খাবে?' জানতে চাইলেন রোজেনবার্গ।

'কিছু না, শুধু কফি– আপাতত।'

ওয়েটারের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন রোজেনবার্গ।

'কান পেতে আছি,' ওয়েটার চলে যেতে বলল সারা। 'আশা করি কিছু খবর

এরইমধ্যে পেয়েছেন আপনি?'

'খবর সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই,' রোজেনবার্গ বললেন। 'বিভিন্ন পরিস্থিতির সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি শুধু একটা পদক্ষেপ নিয়েছি।' ওয়েটার কফি নিয়ে ফিরে আসছে দেখে চুপ করে গেলেন তিনি।

কফির কাপে চুমুক দিল সারা, কাপটা নামিয়ে রেখে রোজেনবার্গের হাতে হাত রাখল। 'আপনি যা করছেন, এর জন্যে আমরা কতটা কৃতজ্ঞ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে কথা দিচ্ছি, এই ঋণ আমি আমার সাধ্যমত পরিশোধ করার চেষ্টা করব। পরে... হয়তো আজ রাতেই,' বলে মুখ নিচু করল সে। রোজেনবার্গ পুলকের সাথে লক্ষ করলেন, তার চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে।

খুক করে কেশে ভুরু কোঁচকালেন রোজেনবার্গ। 'দিনটা আজ খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। দুপুরে তুমি আমাকে ফোন করে জানালে, আদ্দিস আবাবা আমাদেরকে পুরোপুরি সমর্থন করবে, প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র রোমের পথে পাঠিয়ে দেয়া হবে আজ বিকেলে, আমরা যাতে সময়মত পাই। কিন্তু বিকেলে কী ঘটল জানো? অপ্রত্যাশিতভাবে সোনার দর বেড়ে গেল, প্রতি আউন্সে পাঁচ ডলার। সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না, প্রায় তিরিশ মিলিয়ন ডলার সোনা বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছি।'

ছোট্ট খুকির মত হাততালি দিল সারা। 'দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল, মি. রোজেনবার্গ!'

'এটা তো মাত্র শুরু,' রোজেনবার্গ বললেন। 'সোনার বিনিময়ে সুইস ফ্র্যাঙ্ক নিয়েছি আমি। তারপর আবার উদ্বেগ শুরু হলো। তুমি কি জানো যে বিশেষ একটা ব্যাপার ঘটছে...?'

'মাসুদ রানা? সিক্রেট অ্যাকাউন্ট? কেসটার কোনও অগ্রগতি হলো?'

'অবনতি ঘটেছে।' গম্ভীর হলেন রোজেনবার্গ, মুখ তুলে সারার দিকে তাকালেন। 'সারা...?'

'শুনন,' উচ্ছ্বাসে কলকল করে উঠল সারা সাগুড, 'আমাকে নিয়ে আপনার যে আশা, আমি যদি সেটা পূরণ করতে ব্যর্থ হই, আপনার উচিত আমাকে চাবুক পেটা করা। সত্যি।'

আবার মুখ খোলার চেষ্টা করলেন রোজেনবার্গ, 'শোনো, সারা...'

'আপনি আমার দেশের জন্যে যা করছেন, একজন দেশপ্রেমিক ইথিওপিয়ানও তা করত কিনা সন্দেহ।'

'জানি,' রোজেনবার্গ বললেন। 'আমি জানি। শোনো, কী ঘটেছে বলি। মি. রানা আজ ভিকটিমদের একজনকে সাথে নিয়ে ব্ল্যাকমেইলারদের পেমেন্ট দিতে গিয়েছিলেন... জুরিখের দক্ষিণে, ছোট্ট এক শহরে।'

'কোনও বিপদ হয়েছে?' চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সারা।

জবাব দেয়ার আগে কফির কাপে চুমুক দিলেন রোজেনবার্গ। 'এরচেয়ে খারাপ আর কিছু ঘটতে পারে না। পুলিশ ওখানে আগে থেকেই ওত্ পেতে বসেছিল। ঠিক কী ঘটেছে, এখনও আমি পুরোপুরি জানি না। মি. রানা ওখান

থেকে ফোন করেছিলেন হের অটোম্যানকে, বলেছেন ডায়মন্ড নিয়ে ফিরে আসছেন তিনি।'

'ঘটনাটার সাথে আমাদের ব্যবসার সম্পর্ক কী?' সরাসরি জানতে চাইল সারা।

'হয়তো কোনও সম্পর্ক নেই,' রোজেনবার্গ বললেন। 'নির্ভর করে পুলিশ কতটুকু কী জানে তার ওপর।'

'ঠিক বুঝলাম না...'

'সে অনেক কথা,' সারাকে বাধা দিয়ে বললেন রোজেনবার্গ। 'ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে। পুলিশ জানলে প্রেসও জানবে। ফলে টান পড়বে সুইস ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ ফান্ডে। টাকা তোলার হিড়িক পড়ে যাবে। স্বভাবতই দামও কমে যাবে সুইস ফ্র্যাঙ্কের।'

'এতক্ষণে বুঝতে পারছি,' বলল সারা, চেহারা কালো হয়ে গেল তার। 'আমাদের করার কিছু নেই?'

'যা করার এরইমধ্যে করেছি আমি,' রোজেনবার্গ বললেন।

'করেছেন? সময় পেলেন কখন?'

'তাড়াতাড়ি কাজ করতে জানলে সময় পাওয়া যায়,' মৃদু হাসলেন রোজেনবার্গ।

'সত্যি কিছু করেছেন, নাকি করার কথা ভেবেছেন?'

'করেছি। এক্সচেঞ্জ বন্ধ হবার ঠিক আগের মুহূর্তে তোমার সমস্ত ফ্র্যাঙ্ক বদলে নিয়েছি মার্ক আর ডলারে।'

'গড, হের রোজেনবার্গ, কী বলব আমি!'

'তুমি কী বলবে জানি না। তবে আমি বলব, আমাদের দুঃস্বপ্ন যদি সত্যি হয়, ব্ল্যাকমেইলিঙের ঘটনাটা যদি কাগজে ছাপা হয়, দশ দিনের মধ্যে বিপুল টাকা কামাবে ইথিওপিয়া সরকার।'

'ভবিষ্যৎকে বাজি ধরে জুয়া খেলা হয়ে যাচ্ছে না?' রুদ্ধশ্বাসে বলল সারা।

'জুয়াটা তুমি খেলছ না,' রোজেনবার্গ বললেন। 'অটোব্যাংক আর সুইটজারল্যান্ডের পক্ষে আমি খেলছি।'

'ওহ্, স্টিভ!' কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত সারার গলা থেকে মধুর সম্বোধন ছাড়া আর কোনও শব্দ বেরোল না, তবে হঠাৎ উথলে ওঠা চোখের পানি দেখে তার মনের অবস্থা বোঝা গেল। লেস-এর তৈরি একটা রুমাল বের করে চোখে চেপে ধরল সে।

'এবার একটু শ্যাম্পেন দিতে বলি?' জিজ্ঞেস করলেন রোজেনবার্গ।

মাথা নাড়ল সারা। 'খেতে বসে সামান্য ওয়াইন নেব।'

সারা প্রকৃতিস্থ হয়েছে দেখে ওয়েটারকে ডেকে নিজের জন্যে ভারমুথ চাইলেন রোজেনবার্গ।

'স্টিভ?' ওয়েটার চলে যেতে ডাকল সারা।

'বলো।'

'আমিও চিন্তা করছিলাম। দিনটা আজ এই করেই কেটেছে। তুমি যেমন

করছ তেমন নাটকীয় কিছু নয়, তবে আমারও একটা পরামর্শ আছে।'

'বলো শুনি।'

'স্টিভ, আমার ধারণা আমরা যা করছি... ব্যবসা বলো আর যাই বলো, সব কথা ওই ভদ্রলোককে খুলে বলা দরকার।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রোজেনবার্গের। 'কোন্ ভদ্রলোককে?'

'মাসুদ রানাকে...'

'কিন্তু... তুমি... আমার... ভয়...'

'কীসের ভয় তোমার?'

'মানে ভয় পাই তিনি যদি ভুল বোঝেন?'

'অদ্ভুত কাণ্ড!' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বলল সারা। 'আমার সমস্যার সমাধান করার সময় রীতিমত প্রতিভার পরিচয় দিলে। কিন্তু যখন নিজেকে তোমার রক্ষা করার প্রশ্ন উঠল, বোকার মত আচরণ করছ। কী ঘটছে বুঝতে পারছ না তুমি? এরইমধ্যে তোমাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছেন ভদ্রলোক। আসল কথা না জানা পর্যন্ত তার মন থেকে সন্দেহ দূর হবে না।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'ধারণা নয়, আমি জানি,' দৃঢ়তার সাথে বলল সারা। 'শোনো, মাসুদ রানা অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি সন্দেহ করছেন, অটোব্যাংককে ব্ল্যাকমেইল করছ তুমি। এখন যদি তিনি তোমার বিরুদ্ধে একটা কেস দাঁড় করান, কী হবে ভাবতে পারো? তোমাকে গ্রেফতার করা হতে পারে, তুমি জেলে যেতে পারো... নাহ্, আমি আর ভাবতে পারি না। তোমার উচিত, আর দেরি না করে তার সাথে কথা বলা।'

'এখুনি?'

'এখুনি।'

'কিন্তু...'

'দ্বিধা কোরো না, স্টিভ। আমি চাই না আমার সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে বিপদে পড়ো তুমি। আমি তোমার ঋণ শোধ করতে চাই, মনে আছে? আজ রাতে, কাল রাতে, পরশু রাতে... চিরকাল। তুমি যদি বিপদে জড়িয়ে পড়ো, বলতে পারো আমার কী হবে?'

ঢোক গিললেন রোজেনবার্গ। তারপর জানতে চাইলেন, 'কী বলব আমি তাঁকে?'

'প্রথমে শান্ত করো নিজেকে। ফোন করে ভদ্রলোককে স্টেশনে আসতে বলো। মেইন লবিতে, ইনফরমেশন ডেস্কে। বলো, জরুরী ব্যাপার। কে জানে, হয়তো এই মুহূর্তে তিনি হের অটোম্যানকে বলছেন, সবকিছুর জন্যে তুমিই দায়ী।'

'ঠিক আছে, তোমার কথাই থাক।' চেয়ার ছেড়ে টেলিফোনের দিকে এগোলেন রোজেনবার্গ।

রানার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন হের অটোম্যান। রানার হাত থেকে স্কচ হুইস্কি

নিয়ে খাওয়ার পর সুস্থ বোধ করছেন তিনি। রানার আশ্বাসও তাঁকে খানিকটা শান্ত করতে পেরেছে। রানার সাথে একমত হয়ে তিনিও এখন ভাবছেন, রোজেনবার্গ যা করেছেন তার অন্য কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে, তিনি হয়তো অটোব্যাংকের স্বার্থই রক্ষা করছেন। এই মুহূর্তে বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছেন ভদ্রলোক, মনে মনে জানেন আজ শুধু মাসুদ রানা তাঁর অফিসে উপস্থিত ছিলেন বলে সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরতে পারছেন তিনি।

ডেস্কের কাগজ-পত্র গুছিয়ে চেয়ার ছাড়তে যাবেন, এই সময় ইন্টারকম বেজে উঠল।

'ইয়েস, টিনা?' রিসিভারে প্রশ্ন করলেন অটোম্যান।

'হের রোজেনবার্গ মি. রানার সাথে কথা বলবেন,' টিনা জানাল।

রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিলেন অটোম্যান। 'রোজেনবার্গ,' রানাকে বললেন তিনি। 'আপনার সাথে কথা বলবে।'

'কী বলেছিলাম? হাসল রানা। 'গিলটি একজন লোকের আচরণ বলে মনে হচ্ছে?' রিসিভারটা অটোম্যানের হাত থেকে নিল ও।

'মি. রানা?' অপরপ্রান্ত থেকে জানতে চাইলেন রোজেনবার্গ।

'বলছি।'

'আপনার সাথে আমার দেখা হতে পারে? আমাদের কথা হওয়া দরকার। বিষয়টা জরুরী।'

'কোথায় আপনি?'

'হপ্টবানহফে। আপনার সাথে আমি ইনফরমেশন ডেস্কে দেখা করতে পারি। সাথে আমাদের একজন বন্ধু থাকবে।'

'ঠিক আছে। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব।' রিসিভার নামিয়ে রেখে অটোম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'রেলরোড স্টেশনে দেখা হবে তাঁর সাথে। বলছেন, জরুরী।'

টপকোট আর হ্যাট একটা চেয়ারের দিকে ছুঁড়ে দিলেন অটোম্যান। 'সেক্ষেত্রে,' বললেন তিনি, 'আপনার কাছ থেকে ভাল-মন্দ একটা কিছু না শুনে আমি বাড়ি ফিরছি না।'

'তার কোনও দরকার নেই...

বাধা দিয়ে অটোম্যান বললেন, 'ফোন করে স্ত্রীকে বলছি, আমার দেরি হবে। মি. রানা, আমি শুনতে চাই আমার ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্দোষ।'

'আধ ঘণ্টার মধ্যে ফোন করব আমি,' প্রতিশ্রুতি দিল রানা। 'হপ্টবানহফ থেকে।'

অটোব্যাংক থেকে বেরিয়ে আসবে রানা, ধৈর্য ধরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ক্রেজি ডোরিগোর দুই কিলার। সবুজের বদলে কালো একটা মার্সিডিজ ব্যবহার করছে তারা। সবার চোখের সামনে পার্ক করা রয়েছে, ল্যামবোরগিনি আর ওটার মাঝখানে আর মাত্র তিনটে গাড়ি। এবার কোনও রকম ঝুঁকি নিচ্ছে না তারা। গাড়িতে বসে আছে পিন্নটা টিউরেলাস, ব্যাংকের উত্তরদিকে। ট্যুরিস্টের

ভূমিকা নিয়ে ব্যাংকের দক্ষিণে রয়েছে জুয়ান মারভিন, বার্কলিপ্লাতস পার্কে ঘুর ঘুর করছে সে। সবুজ পিগট চালাচ্ছে যে লোকটা তার নাম দিয়েছে ওরা বেজন্মা, এখনও সে ব্যাংকের সামনের রাস্তা দিয়ে খানিক পরপর আসা-যাওয়া করছে। লোকটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না তারা, তাদের ধারণা বেজন্মা তার সমস্ত মনোযোগ রানার সন্ধানে ঢেলে দিয়েছে, কালো মার্সিডিজ বা তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নয়। আজ রাতেই কাজটা সারতে হবে। শিকাগোয় বসে ক্রেজি ডোরিগো দাঁতে দাঁত পিষছে, প্রশ্ন তুলছে তাদের যোগ্যতা নিয়ে। টিউরেলাস আর মারভিন এই প্রশ্ন তোলার অর্থ জানে। কাজটায় ব্যর্থ হলে ওদেরকে ক্ষমা করা হবে না, লেক মিশিগানে পুলিশ ওদের লাশ খুঁজে পাবে।

অটোব্যাংক থেকে রানা বেরিয়ে এল ঝড়ের বেগে। ল্যামবোরগিনি বাঁক নিল ইংরেজি ইউ অক্ষরের আদলে, তীরবেগে ছুটল গাড়ি, যেন কেউ ধাওয়া করেছে রানাকে। যতটা সম্ভব দ্রুত মার্সিডিজে ফিরে এল মারভিন, গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করেনি সে, তার আগেই ইউ টার্ন নিয়ে ল্যামবোরগিনির পিছু নিল টিউরেলাস।

'সাবধানে চালাও,' খেঁকিয়ে উঠল মারভিন, দড়াম করে বন্ধ করল দরজা। 'শালা কি আবারও টের পেয়ে গেছে?'

'নাহ্। কোনও সুযোগই দিইনি,' বলল টিউরেলাস। 'কারও সাথে দেখা করতে যাচ্ছে ব্যাটা। ভালই হলো আমাদের জন্যে, যদি হারিয়ে না ফেলি। ওকে আমরা ডালে বসা পাখির মত পাব।'

হপ্টবানহফে পৌঁছুতে সময় নিল রানা সাড়ে পাঁচ মিনিট। পিছনে রেখে এল আতঙ্কিত কয়েকজন পথিক, রাগে কাঁপতে থাকা দু'জন বাস ড্রাইভার আর নার্ভাস পাঁচজন বাড়িমুখো ব্যবসায়ীকে। টিউরেলাস আর মারভিন কয়েক মুহূর্ত পিছিয়ে থাকলেও, তাদের মরিয়া ভাবের সাথে ভাগ্যের সহায়তা যোগ হওয়ায় রেলরোড স্টেশনের বিশাল আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লটে ল্যামবোরগিনিটাকে ঢুকেই অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল তারা।

'জায়গাটা দেখতে যেন শিকাগোর ফিল্ড মিউজিয়ামের মত,' মারভিন গুঙিয়ে উঠল। 'শালাকে খুঁজে বের করতে এখানে এক হপ্তাও লেগে যেতে পারে।'

'দেখাই যাক না,' জবাব দিল টিউরেলাস, মন্থরবেগে বানহফ প্লাতস লেনে ঢুকল গাড়ি নিয়ে, সামনেই দেখা যাচ্ছে পার্কিং স্টেশনে ঢোকার প্রবেশপথটা। 'রেলরোড স্টেশনে কেউ কারও সাথে দেখা করতে এলে হয় বড় ঘড়িটার নীচে দাঁড়ায়, নাহয় ইনফরমেশন ডেস্কের পাশে। আর যদি দেখতে না-ই পাই, গাড়িটার কাছে অপেক্ষা করব। আজই ওর শেষ দিন।'

আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং স্টেশনের ভেতর থেকে করিডর ধরে বিশাল একটা ভিড়ের মধ্যে বেরিয়ে এল রানা। ইনফরমেশন ডেস্ক দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল, চারদিকে চোখ বুলিয়ে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে রোজেনবার্গ আর সারাকে খুঁজছে। বুঝতে পারল, মিনিট দুই আগে পৌঁছে গেছে ও। সফল ব্যাংকার

ভদ্রলোক কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট মুহূর্তটিতে পৌঁছুবেন, সন্দেহ নেই। কাউন্টার থেকে জুরিখের ওপর লেখা একটা ফোল্ডার তুলে ভাঁজ খুলল ও। ট্যুরিস্টদের জন্যে জুরিখে সবচেয়ে সহজলভ্য বিনোদন হলো ফোক মিউজিক আর ঝলমলে নাইটক্লাবে সুন্দরী মেয়েদের শারীরিক কসরৎ।

ফোল্ডার থেকে চোখ তুলে আরেকবার রোজেনবার্গ আর সারাকে খুঁজল রানা, লবির আরেক দিকে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন লোককে দেখে এই প্রথম আভাস পেল বিপদের। চারদিকে চোখ বোলাবার সময়, ওদের ওপর দৃষ্টি পড়লেও, রানার সে-দৃষ্টি স্থির হলো না, সরে গেল আরেকদিকে। কিন্তু মাত্র একবারের চোখ বোলানোতেই কয়েকটা ব্যাপার ধরা পড়ে গেল। হালকা টপকোট পরে আছে তারা, হ্যাট দুটো নেমে এসেছে চোখের কাছাকাছি, দু'জনেরই ডান হাত টপকোটের পকেটে। চার চাকার গাড়ি নিয়ে একজন পোর্টার এগোচ্ছে, গাড়িতে উঁচু হয়ে আছে লাগেজের স্তূপ, সেটার আড়াল পাবার জন্যে অতিমাত্রায় শান্তভাবে সরে যাবার ভঙ্গিটাও সন্দেহজনক মনে হলো রানার। ওর ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেল মাথার চুল। ফোল্ডারটা বাঁ হাতে সাবধানে ধরে রাখল ও, আড়াল হিসেবে, তারপর ডান হাতটা ধীরে ধীরে জ্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিল, শোল্ডার হোলস্টার থেকে .৩৮টা বের করবে।

টিউরেলাস আর মারভিন একই সময়ে উপলব্ধি করল তাদেরকে দেখে ফেলেছে রানা, একযোগে বিদ্যুৎ খেলে গেল তাদের শরীরে, হাতে বেরিয়ে এল আগ্নেয়াস্ত্র।

অবিশ্বাস্য ঘটনাবহুল মুহূর্তটিতে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে নিচু হলো রানা, বন্ধুসুলভ উজ্জ্বল হাসিমাখা মুখে রানার দিকে এগিয়ে এলেন রোজেনবার্গ, সাদর অভ্যর্থনায় ডান হাতটা ওর দিকে লম্বা করে দিয়েছেন, পর পর দুটো করে গুলি ছুঁড়ল টিউরেলাস আর মারভিন। ঝাঁকি খেলেন রোজেনবার্গ। দুটো বুলেট ঢুকল তাঁর পিঠে, বুক বরাবর উচ্চতায়। আর্তনাদ করে উঠল সারা, তার তীক্ষ্ণ চিৎকার স্টেশন লবির প্রতিটি লোককে হকচকিয়ে দিল। রোজেনবার্গের মুখের হাসি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলো, ব্যথায় কাতর চেহারা হয়ে উঠল নীল, রানার অপেক্ষারত জোড়া বাহুর মধ্যে ঢলে পড়েন তিনি।

হপ্টবানহফের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল। লোকজন ছুটল, যদিও কেউ জানে না কীসের ভয়ে ছুটছে তারা। অনেকেই সারাকে অনুকরণ করে চিৎকার জুড়ে দিল, তারাও জানে না কেন চিৎকার করছে। বোকা, সাহসী বা সহানুভূতিশীল যা-ই বলা হোক, কিছু লোক রোজেনবার্গের দিকে ছুটে এল। কি করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছে না রানা। সম্ভবত মারা যাচ্ছে এমন একজন লোক ওকে জড়িয়ে ধরে আছে, তাকে ঠেলে ফেলে দেয় কী করে? আবার খুনিরা পালিয়ে যাক তা-ও চাইছে না। মরিয়া হয়ে গর্জে উঠল ও, ওর কর্কশ আর ভারি গলা গোটা লবিতে ছড়িয়ে পড়ল, হঠাৎ করে থেমে গেল সমস্ত শোরগোল।

'খুনিদের ধরুন! খুনিদের বাধা দিন!' রানার হাতের অস্ত্রটা টিউরেলাস আর মারভিনের দিকে তাক করা রয়েছে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকাল কয়েকজন লোক, কিন্তু কেউ নড়ল না। এই সময়, যেন ভোজবাজির মত,

একেবারে আকাশ থেকে পড়ল ক্যাপ্টেন শ্লাচোর আর সার্জেন্ট বোনার। ছুটতে ছুটতে অকুস্থলের দিকে এগিয়ে আসছে তারা, পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে। নিউফস্ভারাইনে যা ঘটেছে, তারপর থেকে রানার দু'চোখের বিষে পরিণত হয়েছে ক্যাপ্টেন শ্লাচোর, তবু তাকে দেখে পরম স্বস্তি বোধ করল ও, হাঁক ছেড়ে বলল, 'শ্লাচোর, এদিকে!'

কৌতূহলী ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন আর সার্জেন্ট। 'কী ঘটেছে?' জানতে চাইল শ্লাচোর।

'একটা অ্যাম্বুলেন্স দরকার, বোনার,' বলে রোজেনবার্গের অজ্ঞান দেহটা হতভম্ব সার্জেন্টকে ধরতে দিল রানা। 'আসুন,' শ্লাচোরের বাহু ধরে টান দিল ও। 'আপনার সাথে আগ্নেয়াস্ত্র আছে?'

জবাবে কোমরে হাত গলিয়ে কুৎসিতদর্শন একটা জার্মান হ্যান্ডগান বের করল ক্যাপ্টেন।

'খুনি দু'জন,' লবির মেঝে ধরে ছুটছে রানা, বলল, 'আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। আমার ধারণা গ্যারেজের দিকে পালিয়েছে। সন্দেহ নেই ব্যাংক থেকে আমার পিছু নিয়েছিল।'

লোকজন সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, বাঁক ঘুরে লবি থেকে চওড়া করিডরে ঢুকল ওরা, দু'পাশে চোখ ধাঁধানো আলো নিয়ে সার সার দোকানপাট ওদের সামনে, করিডরের একেবারে শেষ মাথায়, পলকের জন্যে টিউরেলাস আর মারভিনকে দেখতে পেল ওরা।

'স্টপ! পুলিশ!' গর্জে উঠল ক্যাপ্টেন।

জবাবে সিঁড়ির মাথা থেকে, দেয়ালের সাথে সেঁটে গিয়ে দ্রুত একটা গুলি করল মারভিন। রানা আর শ্লাচোর, গুলি হবে বুঝতে পেরে, বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল দু'পাশের শপ উইন্ডোর দিকে। ওদের সামনের একটা প্লেট গ্লাসে লাগল বুলেটটা।

'আপনি সিঁড়ির দিকে যান,' রানাকে বলল শ্লাচোর। 'ওদিকে একটা স্টাফ এলিভেটর আছে, ওদের সামনে থাকার চেষ্টা করব আমি।'

পাশের একটা করিডর ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাপ্টেন, নাক বরাবর সিঁড়ির দিকে ছুটল রানা। সময় ছিল, মারভিনের পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করা যেত, কিন্তু সিঁড়ির মাথায় আরও লোকজন রয়েছে। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল ও, একেকবারে তিনটে করে ধাপ টপকাল। গ্যারেজের প্রবেশমুখে পৌঁছে গেছে খুনিরা, ইতিমধ্যে বিপজ্জনক কাছাকাছি চলে এসেছে রানা। ওকে লক্ষ্য করে আবার একটা গুলি করার চেষ্টা করল মারভিন, তার আগেই গর্জে উঠল রানার .৩৮, কঠিন কংক্রিটের দেয়ালে লেগে বাঁক নিল বুলেটটা, আঘাত করল টিউরেলাসের গোড়ালিতে।

সিঁড়ির মাথায় রানাও পৌঁছুল, দরজাটাও বন্ধ হলো। সিদ্ধান্ত নিতে সিকি সেকেন্ড সময় নিল ও। সিঁড়ির মাথায় উপস্থিত লোকজনদের পিছু হটতে বলে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা খুলল, লাফিয়ে পড়ল মেঝেতে, ক্রল করে ভেতরে ঢুকল। বাতাসে শিস কেটে, মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট, তবে

একটা গাড়ির আড়াল পেয়ে গেছে রানা। অকস্মাৎ শ্রুতিমধুর শ্লাচোরের গলা শুনতে পেল ও, চিৎকার করছে সে, 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও! পুলিশ!'

জবাবে গুলি করারই কথা খুনিদের, কিন্তু এখন তারা রানা আর ক্যাপ্টেনের মাঝখানে আটকা পড়েছে। ক্যাপ্টেনের একটা গুলি টিউরেলাসের মুখের পাশে লাগল, ভারি বুলেটটা তার মুখের মাংস আর হাড় ভেদ করে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, চুরমার করে দিল দাঁত, চোয়াল আর খুলির একটা অংশ। রানার বুলেটটা মারভিনের ক্যারটিড শিরা ছিঁড়ে দিল, হাতের অস্ত্র ফেলে দিল হতভম্ব খুনিটা, বিস্ফারিত চোখে দেখছে তার নিজের রক্ত বেরিয়ে গিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে জীবনপ্রদীপ। গলাটা চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল সে, ভারসাম্য হারিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে।

ধীর পায়ে পরস্পরের দিকে এগোল ওরা, রানা আর শ্লাচোর।

'ওরা আত্মসমর্পণ করল না কেন?' খানিকটা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন, অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরে রাখছে।

'জানত তাতে কোনও ফায়দা নেই,' বলল রানা। 'আপনি তাদের না মারলে, মারার জন্যে শিকাগো থেকে লোক পাঠাত ওদের বস্।'

'বরাবর লক্ষ করছি, প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর আপনার জানা, মি. রানা।'

'যদি ইচ্ছে হয়, শ্লাচোর, ওদের কাগজ-পত্রগুলো চেক করুন,' বলল রানা। 'আমার এক মক্কেল অপেক্ষায় কাতরাচ্ছেন, কাজেই থাকতে পারলাম।' ঘুরল ও, দরজার দিকে ছুটল। ওকে বাধা দেয়ার জন্যে একটা হাত তুলল শ্লাচোর, তারপর কী ভেবে হাতটা নামিয়ে নিল। হন হন করে এগোল সে, ঢুকে পড়ল গ্যারেজ অফিসে। ডেস্কের তলা থেকে মাথা তুলল অ্যাটেনড্যান্টরা, উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল কে ঢুকেছে ভেতরে। নিজের পরিচয় দিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়াল ক্যাপ্টেন।

দশ

জুরিখ পুলিশ আর হাসপাতাল কর্মীদের সেবাপরায়ণ দক্ষতা লক্ষ করে মুগ্ধ হলো রানা। হপ্টবানহফের বিশাল লবিতে ফিরে এসে দেখল, স্টেশনের একেবারে ভেতরে এনে দাঁড় করানো অ্যামবুলেন্সের দিকে রোজেনবার্গকে নিয়ে যাচ্ছে স্ট্রেচারবেয়ারাররা। বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে স্ট্রেচারের পাশে রয়েছে সারা সাগুড। ব্যস্ততার মধ্যেও তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল রানা, বলল ওদের সাথে সে-ও আসছে হাসপাতালে। টেলিফোন বুদ লক্ষ্য করে ছুটল ও, এবার তিক্ত দায়িত্বটা পালন করতে হয়, হের অটোম্যান ওর অপেক্ষায় বসে আছেন অফিসে।

অভিজ্ঞ লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো, বিপদের সময় তারা অবিচলিত থাকতে পারে। দুঃসংবাদটা শোনার পর রানাকে কথা দিলেন অটোম্যান, হাসপাতালে

যাবার পথে মিসেস রোজেনবার্গকে বাড়ি থেকে তুলে নেবেন তিনি। রানা জানাল, ওখানে তাদের দেখা হবে।

রোজেনবার্গকে অপারেটিং থিয়েটারে নিয়ে যেতে খুব অল্পই সময় লাগল, ক্যানটনসপিটার-এর মুখোশ পরা বিশেষজ্ঞরা গুরুতর আহত ভাইস-প্রেসিডেন্টের শরীর থেকে বুলেট বের করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আগে বুলেট বের করতে হবে, তারপর, যদি সম্ভব হয়, মেরামত করা হবে পাঁজর, ফুসফুস আর বুক। আশা খুব কম। শুধু যদি অলৌকিক কিছু ঘটে তবেই তিনি বাঁচবেন। সাদা আলোয় ঝলমলে করিডরের পাশে, একটা ওয়েটিংরুমে, রানা আর অটোম্যান ব্যস্ত থাকল মিসেস রোজেনবার্গ আর সারাকে নিয়ে।

'সব দোষ আমার,' চোখে পানি নিয়ে রানাকে বলল সারা।

'আসলে তা নয়,' বলল রানা। 'সবাই আমরা যার যার স্বার্থ রক্ষা করতে চাই।'

'না, আমার জেদেই আপনাকে ফোন করে সে। সব কথা আপনাকে আমরা বলতে চেয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন...'

'কী কথা?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাবার শক্তি অর্জন করেছে সারা। তারপর সে উপলব্ধি করল, অটোম্যান আর মিসেস রোজেনবার্গ কাছাকাছি রয়েছেন, যদিও হয়তো ওদের কথা শুনছেন না তাঁরা। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, ধীর পায়ে ওয়েটিংরুম থেকে বেরিয়ে এল করিডরে। 'ব্যাপারটা ব্ল্যাকমেইল সম্পর্কে।'

'হুঁ-হুঁ।'

'স্টিভকে আমি জানাই, আপনি তাকে সন্দেহ করেন। ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকলেও সব কথা খুলে বলার জন্যে জেদ ধরি আমি।'

'কী কথা?'

'স্টিভ আমার হয়ে কাজ করছে...'

'হাইলে সেলাসির সোনা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সারা। হাঁ হয়ে গেছে সে। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে জানতে চাইল, 'তারমানে প্রথম থেকেই সব আপনি জানেন?'

'প্রথম থেকে নয়...ঘণ্টা কয়েক আগে জেনেছি। চলতি দরে সুইস ফ্র্যাঙ্ক বিক্রি করেছেন তিনি, ডলার আর মার্ক কিনেছেন। সুইস ফ্রাঙ্কগুলো এল কোত্থেকে?'

'হ্যাঁ, হাইলে সেরাসির সোনা বেচা ফ্র্যাঙ্ক ছিল ওগুলো। আমাদের ফান্ডকে রক্ষা করার জন্যে কাজটা করেছে সে। কে জানে, কিছু যদি ঘটে আর হঠাৎ যদি সুইস ফ্র্যাঙ্কের দাম কমে যায়। পুলিশ অফিসারটির কথা জানার পর সিদ্ধান্ত নেয় স্টিভ।'

'পুলিশ অফিসার? কোন্ পুলিশ অফিসার?'

'ব্ল্যাকমেইলারদের জন্যে রেখে আসা হীরাগুলো যিনি...'

'গুড গড!' হাত নেড়ে অসহায় ভঙ্গি করল রানা। 'কিছুই দেখছি গোপন

রাখার যো নেই!'

'বিচলিত হবেন না,' বলল সারা। 'আমি যেমন আপনারটা জানি, তেমনি আপনিও আমার গোপন ব্যাপারটা জানেন। আর কেউ জানবে না, রাজি?'

বাদামি চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি, সারা যেন রানার অন্তর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। অতিরিক্ত কোনও সুবিধে চাইছে না মেয়েটা, কী চাইছে জানে, বিনিময়ে প্রতিপক্ষের স্বার্থ রক্ষারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। শুধু সুন্দরী নয়, রুচিশলি পুরুষদের প্রিয়পাত্রী হবার সমস্ত যোগ্যতাও রাখে, সরলতা তার মস্ত গুণ।

'এক শর্তে,' বলল রানা। 'না, শর্ত নয়– শুধু একটা সৎ পরামর্শ। আমি আশা করি রোজেনবার্গ বেঁচে যাবেন, তবে বাঁচুন আর না-ই বাঁচুন, হের অটোম্যানের সাথে দেখা করে সব কথা খুলে বলুন তাঁকে। তিনি বুঝবেন।'

কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে রানার একটা হাত ধরল সারা, তারপর ঝোঁকের মাথায় সামনের দিকে ঝুঁকে চুমো খেলো ওর গালে। ওয়েটিংরুমে একসাথে ফিরে এল ওরা। ওদেরকে দেখে দাঁড়ালেন অটোম্যান, এগিয়ে এলেন।

'এক্সকিউজ মি,' বললেন তিনি। 'মি. রানা, আপনার সাথে একটা কথা ছিল।'

থামল না সারা, সোজা মিসেস রোজেনবার্গের দিকে এগোল, রানাকে ছেড়ে দিল অটোম্যানের সাথে কথা বলার জন্যে। রানার একটা হাত ধরে করিডরে বেরিয়ে এলেন অটোম্যান।

'মানুষের জীবনে কখন যে কোন্টা গুরুত্ব পায়, বলা কঠিন,' বললেন তিনি। 'রোজেনবার্গকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কথাটা একদম ভুলে গেছি।' পকেটে হাত ভরলেন তিনি।

তাঁর পকেট থেকে সাদা একটা এনভেলাপ বেরিয়ে এল, এনভেলাপের গায়ে লাল ফেল্ট পেন দিয়ে লেখা হরফগুলো দেখে সামান্যই অবাক হলো রানা। চিঠিটা রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'নতুন আরেকটা এসেছে।'

'পরবর্তী নির্দেশ?'

'কীভাবে ডেলিভারি দিতে হবে, তার নতুন নির্দেশ। কাল সকালে। টাকার অংক বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা, পনেরো মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক চায়– ওই টাকার হীরাই। বলেছে, এবার যদি কোনও গোলমাল করা হয়, তিনজন জিম্মি খুন হবে।'

'খুন হবে? তিনজন জিম্মি? কোন্ তিনজন জিম্মি?' রানা বিমূঢ়।

'দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন অটোম্যান। 'ভুলে যাচ্ছি চিঠিটা আপনি পড়েননি এখনও।'

এনভেলাপ খুলে চিঠিটা পড়ল রানা। 'মানা জেনেটি, টড কোরিস আর পেড্রো ফেডানোকে ওরা জিম্মি বলছে। এবার ওরা কোন ফাঁক রাখতে রাজি নয়।'

'হ্যাঁ, এবার ওরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না,' বললেন অটোম্যান। খুক করে কাশলেন তিনি। 'ভাল কথা, মি. রানা, আপনি কী... মানে, বেচারা স্টিভ আহত হবার আগে... কোনও তথ্য পেয়েছেন?'

'আমার বিশ্বাস তিনি নির্দোষ,' ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করল রানা। 'তিনি যা করেছেন, ব্যাংক ব্যবসায় তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর নিজের বিশ্বাস, অটোব্যাংকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন তিনি।'

সিধে হলেন অটোম্যান, যেন ভারি একটা বোঝা থেকে মুক্ত হলো তার কাঁধ দুটো। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' হাঁফ ছাড়লেন তিনি।

নিঃশব্দে হাঁটছেন অটোম্যান, পাশে রানা, দু'জনের মনে একই চিন্তা, রোজেনবার্গ যদি না হন, তা হলে কে?

'সে যদি...'

'আপনি কী...'

একযোগে কথা শুরু করে, রানার সাথে অটোম্যানও হেসে উঠলেন। 'আপনিই বলুন,' আহ্বান জানাল রানা।

'আমি বলতে চাইছিলাম, রোজেনবার্গ যদি নির্দোষ হয়, আমরা কি তা হলে শ্লাচোরদের কাছে ফিরে এলাম?'

'সম্ভবত,' বলল রানা। আসলে অটোম্যানের কথায় মন নেই ওর, ব্ল্যাকমেইলারদের সর্বশেষ পাঠানো চিঠিটার ওপর চোখ বোলাচ্ছে। 'তিনজন জিম্মি,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'কীসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি। কীসের বলুন তো? ওরা কোথায়?'

'কারা কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন অটোম্যান।

'জিম্মি তিনজন?'

'তাঁরা... কী জানি!'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের সাথে যোগাযোগ করুন,' বলল রানা। "নতুন নির্দেশ সম্পর্কে জানান। বলবেন, আজ রাতে যেন বিশেষভাবে সতর্ক থাকে।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ হাঁটলেন অটোম্যান, তারপর বললেন, 'এবার আপনি বরং আমার গাড়িটা নিয়ে যান।'

'মন্দ হয় না,' রাজি হলো রানা। 'আপনার শোফার আমাদেরকে তুলে নেবে... আপনার ভিলা থেকে পেড্রো ফেডানোকে নিয়ে রওনা হবে, ধরুন আটটার সময়, তারপর আমাকে তুলে নেবে হিলটন থেকে। টড কোরিস আর জেনেটির কাছে সাড়ে আটটার দিকে পৌঁছুব আমরা।' দাঁড়াল রানা, হাত বাড়িয়ে এলিভেটরের বোতামে চাপ দিল।

'আপনি চলে যাচ্ছেন?' জানতে চাইলেন অটোম্যান।

'কয়েকটা ব্যাপার চেক করা দরকার,' হালকা সুরে বলল রানা। 'তবে সকালে আমাকে হিলটনে ঠিকই পাবে আপনার শোফার। চিন্তা করবেন না। হের রোজেনবার্গের জন্যে আমার শুভেচ্ছা থাকল।' এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ভেতরে পা রাখল ও। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করল, 'অতিরিক্ত ডায়মন্ড...?'

'ভ্যানেসা ওদিকটা দেখছে। কাল সকালে শোফার আপনাকে পাউচটা দেবে।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হচ্ছে, হাসি মুখে রানার উদ্দেশে বাউ করলেন

অটোম্যান। রানা ভাবল, এত কিছুর পরও ভেঙে পড়েননি ভদ্রলোক। সত্যি কথা বলতে কী, ভদ্রলোককে এতটা অবিচলিত বা নির্লিপ্ত দেখতে পাবে বলে আশা করেনি ও। কে কতটা চাপ সহ্য করতে পারে তা সঙ্কট দেখা দেয়ার আগে বোঝার কোনও উপায় নেই। চাপ প্রসঙ্গে রানার মনে পড়ল, ওকেও আজ রাতে ভয়ানক চাপের মধ্যে সময় কাটাতে হবে। প্রথমে টেলিফোন করতে হবে রিনি রেজাকে, তারপর যোগাযোগ করতে হবে কূটনৈতিক মহলের রাঘববোয়ালদের সাথে। ভাগ্য যদি সহায়তা করে, নাজুক একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করার সুযোগ হবে ওর... বিখ্যাত এক ব্যক্তিত্বের সাথে। সেই আলাপের সূত্র ধরে মেধাবী একদল লোকের পরিচয় বেরিয়ে আসতে পারে। অটোব্যাংককে যারা ব্ল্যাকমেইল করছে তারা যে মেধাবী, রানার মনে সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এখনও তারা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ পেতে দেয়নি।

জেনেভা রেডিও স্টেশন থেকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় শুক্রবারের আবহাওয়ার খবর দেয়া হলো। জুরিখ সহ পুব দিকে অস্ট্রিয়া সীমান্ত আর উত্তর দিকে জার্মান সীমান্ত পর্যন্ত আবহাওয়া মেঘলা থাকবে, মাঝেমধ্যে সূর্যের মুখ দেখা গেলেও যেতে পারে। জুরিখ থেকে প্রচারিত জার্মান ভাষার আবহাওয়া বার্তায়ও প্রায় একই অবস্থার পূর্বাভাস দেয়া হলো। হিলটনে নিজের স্যুইটে বসে রানা ভাবল, স্যাঁতসেঁতে আর ভিজে একটা দিন।

ক্লান্ত শরীর, মেজাজ বিগড়ে থাকারই কথা। ক্লান্ত, কারণ সারাটা রাত বসে কেটেছে ওর, চোখ বুজে ঝিমালেও ঘুমাতে পারেনি। ভোরে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাবার পরও রোজকার তাজা ভাবটা ফিরে পায়নি ও। কফিটা মনে হলো ঠাণ্ডা, ডিমগুলো বেশি সেদ্ধ করা হয়েছে, রুটিগুলো যেন একদিনের বাসি। নাহ্, বোঝাই যাচ্ছে, শুরুতেই দিনটা আজ ওর ওপর বিরূপ হয়ে আছে। অথচ আজ ওকে এমন একটা অভিযানে বেরোতে হবে, পরিকল্পনাটা যেন সুইস ন্যাশন্যাল ট্যুরিস্ট অফিসের করা। ব্ল্যাকমেইলারদের নির্দেশ মেলাবার জন্যে রোড ম্যাপ খোলার পর নিজের ভুলটা বুঝতে পারল রানা, অটোম্যানের শোফারকে আটটার বদলে রওনা হতে বলা উচিত ছিল সাতটায়। অটোবান ধরে পাফিকন-এ যেতে হবে ওদেরকে, লেকের উত্তর তীর থেকে হার্ডেন-রাপিসউইল ব্রিজ পেরোতে হবে, তারপর পুব দিকে গাড়ি-চালিয়ে ধরতে হবে ওয়াটউইল-এর পথ। ওয়াটউইল দশ কিলোমিটার দূরে থাকতে খুঁজে নিতে হবে একটা রেস্টিং জোন, সেখানে পরিত্যক্ত একটা গাড়ি দেখতে পাবে ওরা। গাড়ির ভেতর পাওয়া যাবে পরবর্তী নির্দেশ।

আরেকবার অতি সতর্ক মস্তিষ্কের প্রশংসা করতে বাধ্য হলো রানা, যার মাথা থেকে অপরাধ পরিকল্পনাটা বেরিয়েছে। ওয়াটউইল। ভারি চমৎকার। ওয়াটউইল থেকে যে-কোনও জায়গায় যেতে পারো তুমি। ইচ্ছে করলে চক্কর দিয়ে জুরিখে ফিরে আসা যায়, উইল-উইনটারথার হাইওয়ে ধরে। উত্তর-পুবে রওনা হয়ে পৌঁছুতে পারো সেন্ট গ্যালেন বা বোডেনসী-তে, এমন কী অস্ট্রিয়া সীমান্তও তোমার নাগালের মধ্যে চলে আসবে। টোগেনবার্গ-এর আপারথার

উপত্যকায় যেতে চাও, কিংবা আল্‌পস্টাইন-এর পাদদেশে? ওয়াটউইল থেকে সহজেই তা সম্ভব। কে জানে, হীরা নিয়ে কোন্‌ পথে পালাবার বুদ্ধি করেছে ব্ল্যাকমেইলাররা। তবে একটা ব্যাপারে রানার মনে কোনও সন্দেহ নেই। এ-যাত্রায় প্রতিপক্ষরা যাতে প্রাণ নিয়ে ফিরতে না পারে সে-চেষ্টাই করবে ব্ল্যাকমেইলাররা। জীবিত ভিকটিমদের সব ক'জনকে জিম্মি হিসেবে চাওয়ায় ব্যাপারটা ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সাক্ষী-প্রমাণ সব নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে ওরা, মাসুদ রানাকে সহ। হত্যাযজ্ঞটা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সেটাই হলো কথা।

কর্কশ টেলিফোনের শব্দে লাফিয়ে উঠল রানা। ডেস্ক থেকে ওকে জানানো হলো, ওর গাড়ি অপেক্ষা করছে। ম্যাপ আর নির্দেশ ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ভরল ও। বামবগলের তলায় হাত দিয়ে দেখে নিল .৩৮-টা ঠিকমত আছে কিনা, তারপর ক্লজিটের কবাটে লাগানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকাল। সোয়েড চামড়ার তৈরি খয়েরী জ্যাকেট পরেছে, নীচে ক্যানারি শার্ট। কোমর আর উরু কামড়ে থাকা ডাবল-নিট ট্রাউজার ধূসরবর্ণ পশমের তৈরি। জ্যাকেটের মতই সোয়েড চামড়ার জুতো, একই রঙ, ক্রস-স্ট্র্যাপের মাঝখানে রয়েছে সোনালি মেটাল লুপ। হলুদাভ-বাদামি রঙের ইটালিয়ান রেইনকোটটা পরল রানা, কোমরের কাছে শক্ত করে বাঁধল সোনালি বেল্ট। আজ ওর যে ভূমিকা, পোশাকটা তার সাথে মানানসই। যদি জেতে, ভাল। আর যদি হারে... কাঁধ ঝাঁকাল রানা। মৃত্যুকে ভয় পায় না ও। তবে যদি মাটির বুকে চির শয্যায় লম্বা হতে হয়, ওকে দেখে যেন লোকে বলতে না পারে যে লোকটা রুচিহীন ছিল।

গুস্থার অটোম্যানের লিমুসিনটা কালো একটা মার্সিডিজ ৬০০। হিলটনের ধাপ বেয়ে নামার সময় রানা দেখল, গাড়ির পাশে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে শোফার, দরজা খোলার অপেক্ষায়। পিছনের সীটে বসে আছে পেড্রো ফেডানো, হাত তুলে অভ্যর্থনা জানাল রানাকে। পাল্টা হাত নেড়ে শোফারের দিকে ফিরল রানা। 'গুড মর্নিং, আমি মাসুদ রানা।'

স্যালুট করল ড্রাইভার। 'গুড মর্নিং, সার। স্টিফেন ডগহার্ড, সার। হের অটোম্যান আমাকে হার্ড বলে ডাকেন।'

'ফাইন, হার্ড। আমার জন্যে তুমি একটা প্যাকেট এনেছ?'

মার্সিডিজের ভেতর হাত গলিয়ে গ্লাভবক্স থেকে পরিচিত পাউচটা বের করল হার্ড, আকারে সেটা আগের চেয়ে ফুলে রয়েছে। অতিরিক্ত হীরার দাম দুই মিলিয়ন ডলার। 'এই যে, সার।'

'ধন্যবাদ, হার্ড। ওগুলো আমাদের হলে ভাল হত, কী বলো?'

'হের অটোম্যানও তাই বললেন, সার।'

গাড়িতে উঠতে যাবে রানা, কী মনে করে সিধে হলো, ঘুরল আবার। 'হার্ড?'

'সার?'

'হের অটোম্যান কী তোমাকে বলেছেন, কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'শুধু বলেছেন কাকে কোত্থেকে তুলে নিতে হবে, সার। বাকি আছেন মি. টড কোরিস আর মাদমোয়াজেল, মোনা জেনেটি। তারপর আপনার নির্দেশ শুনতে হবে আমাকে, সার।'

'গুড। আমরা ওয়াটউইল যাচ্ছি, হার্ড। ওয়াটউইল দশ মাইল দূরে থাকতে আমাকে জানিয়ো।'

'অটোবান ধরে যাব তো, সার? তাড়াতাড়ি হবে।'

'আমিও তাই ভেবেছি, হার্ড। একজন প্রফেশন্যাল আমার ধারণাটা সমর্থন করায় খুশি হলাম।'

প্রশংসা শুনে রঙিন হলো স্টিফেন ডগহার্ডের চওড়া মুখ, হাসিমুখে দরজা খুলে রানাকে গাড়িতে তুলল সে। ভেতরে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল পেড্রো ফেডানো। আগের মতই ভদ্র বিনয়ের সাথে কথা বলল সে, তবে চেহারাই বলে দেয় অস্থির ও নার্ভাস বোধ করছে, জানে না কী ধরনের বিপদে পড়ার জন্যে ডাকা হয়েছে তাকে। 'আপনাকে দেখে পরম স্বস্তিবোধ করছি, সিনর রানা। আপনিই তো আমাদের একমাত্র ভরসা।'

'আপনার অন্য দুই সঙ্গীর পরিণতি দেখার পর, মানে মি. ফেলসিয়া আর হের বার্গলার খুন হবার পর,' গম্ভীর সুরে বলল রানা, 'আমিও স্বস্তি বোধ করছি–আপনি বেঁচে আছেন দেখে।'

'দু'জনের অনুভূতি মিলে যাচ্ছে,' স্বীকার করল পেড্রো ফেডানো। 'ভাল কথা, সিনর রানা, আজ কী ঘটবে বলে ধারণা করেন আপনি?'

'যদি কিছু মনে না করেন,' বলল রানা, 'টড কোরিস আর মোনা জেনেটির জন্যে আমরা অপেক্ষা করি না কেন? পুনরাবৃত্তির ঝামেলা এড়াতে পারি।'

'অবশ্যই, সিনর রানা,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল পেড্রো ফেডানো। 'আসলে আমার বোধহয় জিজ্ঞেস করাই উচিত হয়নি। উতলা মনটাকে সংযত রাখা বেশ কঠিন।'

'বিচলিত নয় কে?' একমত হলো রানা। 'বিশেষ করে আমরা যারা বেঁচে থাকতে ভালবাসি?'

বার্কলি প্লাতস হয়ে কাই ব্রিজ পেরোল মার্সিডিজ, থামল প্লাজার সামনে। পথে আর কোনও কথা হয়নি। হোটেলের বাইরে আগেই বেরিয়ে এসেছে টড কোরিস, অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ফুটপাতের ওপর। নিরাপত্তার ভয় নেই লোকটার? ভাবল রানা। তার মাথায় স্টেটসন হ্যাট। চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে আছে, সম্ভবত গতরাতে বেশি করে মদ খাওয়ার ফল। গায়ের টপকোটটা দুমড়েমুচড়ে আছে, মনে হয় ওটা পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কৃত্রিম হাসিখুশি যে ভাবটা থাকে, চেহারা থেকে আজ সেটা একদম উধাও। রানা আর ফেডানোর পাশে বসতে না বসতে শুরু হয়ে গেল তার অভিযোগ।

'কীসের মিটিং এটা?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে। 'ব্যাটা অটোম্যান একটা ইয়ে। আমার কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিল না!'

'মোনা জেনেটি গাড়িতে উঠলে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা,'

ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। কী কারণে কে জানে, টড কোরিসের শারীরিক উপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করে ও। শুরু থেকেই মার্কিনীসুলভ দাম্ভিক একটা ভাব আছে বলেই কী?

'আপনিও তো দেখছি অটোম্যানের চেয়ে কম যান না।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল টড কোরিস।

'আমি চাই আপনি চুপ করুন!' কঠিন সুরে বলল রানা।

'লে বাবা, এ দেখছি তাজা বোমা!' তড়পে উঠল টড কোরিস। 'কী ভাবেন আপনি নিজেকে, মি. শার্লক হোমস? আমাদের ব্যাংক আপনার ফি দিচ্ছে, যে ব্যাংক আমাদের টাকা থেকে লাভ করে। আপনার দায়িত্ব আমাদেরকে রক্ষা করা। আপনার মত ব্যর্থ শার্লক হোমস জীবনে আমি দেখিনি। ফেলসিয়া খুন হয়েছে, খুন হয়েছে বার্গলার। কাগজে দেখলাম, রোজেনবার্গও মারা যেতে বসেছে। তারমানে দাঁড়াল, মাত্র একজনকে রক্ষা করছেন আপনি– নিজেকে। নিজেকে আর মিলিয়ন ডলার দামের ল্যামবোরগিনিটাকে। জ্বী-সার, আপনি আমাদের রক্ষা করছেন না।'

রানার ইচ্ছে হলো, শোফারকে গাড়ি থামাতে বলে, টেনে-হিঁচড়ে কোরিসকে রাস্তায় নামায়, তারপর মনের সুখ মিটিয়ে আচ্ছামত ধোলাই দেয়। কোরিসের ভাগ্যই বলতে হবে, ঠিক এই সময় বেলেভ্যু হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ।

লবিতে অপেক্ষা করছিল মোনা জেনেটি, গাড়িটা দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এল সে। জানালার কাঁচে টোকা দিল রানা, তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজাটা খুলে দিল হার্ড। বাইরে বেরোতে পেরে স্বস্তিবোধ করল রানা, কোরিসের ওপর রাগটা দমন করা সহজ হলো। সাহায্য করল জেনেটি, বেলেভ্যু হোটেলের পাথুরে খিলান আর সুদৃশ্য মর্মরমূর্তির মাঝখানে উদয় হলো সে, যেন প্রাচীন যুগের ভার্জিন মেরী, প্যারিসের নটর ডেম-এ সমবেত ভক্তদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে। জুতো থেকে শুরু করে স্কার্ফ পর্যন্ত সবই তার সাদা। ইউনিফর্ম পরা, সশস্ত্র একজন সামরিক অফিসার তার ছোট সুটকেসটা নিয়ে পিছু পিছু আসছে, আসলে লোকটা হোটেলের দারোয়ান। হোটেলের প্রবেশমুখ আর রাস্তার মাঝখানে বিশাল পাকা চত্বর, হাইহিলের শব্দ তুলে এগিয়ে আসার সময় জেনেটির নিতম্বে যে ঢেউ উঠল তা দেখে একশো গজের মধ্যে সব ক'জন পুরুষের হার্টবিট বেড়ে গেল। রানা জানে, জেনেটি সম্পর্কে ওর যে অনুভূতি, অন্য কোন মেয়ের প্রতি এ-ধরনের অনুভূতি হয়নি কখনও।

'হ্যালো, ডার্লিং,' বলল সে, নিচু গলায়, চোখে পুলক নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার মুখে, তার ব্যাকুল দৃষ্টি আবেগ আর ভালবাসা খুঁজছে। আলতো করে নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল ছোঁয়াল সে, তারপর আঙুলটা রানার ঠোঁটে রাখল। আজকের মোনা জেনেটি যেন তাজা একটা ফুল, তাকে দেখে দিনটা যে মেঘলা সে-কথা সহজেই ভুলে থাকা যায়। দারোয়ান কাশল, তার হাত থেকে সুটকেসটা নিল হার্ড।

'ওটা তোমার সাথে সামনে রাখো, প্লিজ,' শোফারকে বলল জেনেটি।

'জ্বী, মাদমোয়াজেল্ল,' আজ্ঞা পালন করল হার্ড।

দারোয়ানের হাতে দশ ফ্র্যাঙ্কের একটা নোট গুঁজে দিল রানা, তারপর জেনেটিকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল। টড কোরিস আর পেড্রো ফেডানো দু'পাশে সরে গেছে মাঝখানের জায়গাটা খালি করার জন্যে।

'রানা কোথায় বসবে?' জিজ্ঞেস করল জেনেটি।

'সামনের সীটে। ঢোকো। কোনও সমস্যা নেই,' বলল রানা।

কাই ব্রিজ ট্রাফিকের পিছু নিয়ে অটোবানের দিকে ছুটল মার্সিডিজ, সেই সাথে আবার ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করল কোরিস। জেনেটির উদ্দেশে সে বলল, 'গোটা ব্যাপারটা কী নিয়ে, মি. শার্লক হোমসের কাছ থেকে জেনে নেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। উনি পণ করেছেন, আমাদের কিছু বলবেন না।'

'রানা?' জিজ্ঞেস করল জেনেটি। তার নীল চোখ এমন এক নারীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকাল, যে তার পুরুষকে চেনে।

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম,' বলল রানা। ইতিমধ্যে মনটাকে শান্ত করে নিয়েছে ও। 'ফেডানো ব্যাপারটা বুঝেছেন। আমাদের টেক্সান ষাঁড়ের সমস্যা হলো, উনি তাঁর নিজের দুশ্চিন্তার খানিকটা ভাগ আমাকে গছাতে চান।'

'আপনার কোন অধিকার নেই, মি. রানা...,' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল টড কোরিস।

তার বাহুতে একটা হাত রাখল জেনেটি। 'প্লিজ, মি.কোরিস। সমস্যাটা আমাদের সবার, সবাই আমরা ভুগছি। আপনি দয়া করে শান্ত হোন।'

জেনেটির মত সুন্দর মেয়ের ছোঁয়া পেয়েই হোক, বা তার মিষ্টি কথা শুনেই হোক, আপাতত খানিকটা শান্ত হলো কোরিস, মাথা নিচু করে আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগল সে, কী বলছে শোনা গেল না। পকেট থেকে হীরাভর্তি পাউচটা বের করল রানা, উঁচু করে ধরল ওদের তিনজনের সামনে, সবাই যাতে দেখতে পায়। 'এতে কী আছে জেনেটি জানে,' বলল ও।

'আগের চেয়ে যেন বড় মনে হচ্ছে?' বলল জেনেটি।

'কী আছে ওটায়?' জানতে চাইল ফেডানো।

'ওটা আগের চেয়ে বড় কেন?' জিজ্ঞেস করল জেনেটি।

'ব্ল্যাকমেইলাররা জানিয়েছে, পনেরো মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক দিতে হবে।'

হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করে আরও যেন নার্ভাস ও অসুস্থ হয়ে পড়ল টড কোরিস। ঘামছে সে। 'টাকাটা দিচ্ছে কে?' জানতে চাইল। 'আমার টাকা থেকে যেন একটা কানাকড়িও না যায়। নো, সার, চাঁদা দিতে আমি রাজি নই।'

'আপনি চুপ করবেন?' ধমক দিল রানা। 'আগেই তো জানানো হয়েছে, ব্ল্যাকমেইলারদের পেমেন্ট করছে অটোব্যাংক। আপনাদেরগুলোও।'

মারমুখো ভঙ্গি নিল কোরিস, মনে হলো গাড়ির ভেতরই মারপিট শুরু করবে সে। ঘন ঘন ঢোক গিলল, তারপর আবার নেতিয়ে পড়ল সীটের এক কোণে।

'এবারও, আগের মতই, ব্যাংকের একজন প্রতিনিধিকে দিয়ে আনকাট ডায়মন্ড পাঠাতে বলেছে ব্ল্যাকমেইলাররা। ব্যাংক প্রতিনিধির সাথে জিম্মি

হিসেবে আপনাদের তিনজনকেও থাকতে বলেছে তারা, তা না হলে কোনও চুক্তি হবে না।'

চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না কোরিসের পক্ষে। 'ফেলসিয়ার কপালে কী ঘটেছে আমরা ভুলে গেছি? ভুলে গেছি বার্গলার আর রোজেনবার্গের কথা?' কাতর আবেদনভরা চোখে ফেডানো আর জেনেটির দিকে তাকাল সে। 'এ তো স্রেফ পাগলামি! কোথায় যাচ্ছি আমরা? উনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আপনারা কেউ প্রতিবাদ করছেন না কেন? আপনাদের মৃত্যুভয় নেই নাকি?'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা, রানা? এ-টুকু অন্তত আমাদের বলা যায় না?'

'জেনেটি. মাই ডিয়ার। সত্যি, আমি নিজেই জানি না।' পকেট থেকে ব্ল্যাকমেইলারদের চিঠিটা বের করে জেনেটির দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। লাল অক্ষরগুলো পড়ার জন্যে জেনেটির দিকে ঝুঁকে পড়ল কোরিস আর ফেডানো।

তারপর হেলান দিল কোরিস, ঘন ঘন মাথা নাড়ল। একজোড়া জেলোসিল ট্যাবলেট বের করে মুখে পুরে চুষতে শুরু করল সে, দেখে মনে হলো অসুস্থ বোধ করছে। হেলান দিল ফেডানোও, গম্ভীর ও চুপচাপ। চিঠিটা রানাকে ফেরত দিল জেনেটি, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।

চিঠিটা পকেটে ভরে ঘাড় ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকাল রানা, শোফার আর ওর মাঝখানে গ্লাস প্যানেলটা তোলা রয়েছে। দরজার দিকে ঝুঁকে পড়ল ও, চাপ দিল একটা বোতামে, গ্লাস প্যানেলটা গাড়িটাকে দু'ভাগ করল—একদিকে রানা আর ডগহার্ড, আরেক দিকে বাকি তিনজন। নিচু গলায় তার সাথে কথা বলল রানা। মাথা না ঘুরিয়ে ওর প্রশ্নের জবাব দিল হার্ড, পিছনের সীটে বসা আরোহীরা কেউ শুনতে পেল না। কথা শেষ হতে গ্লাস প্যানেল তুলে দিল রানা, জানালার দিকে ঝুঁকে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে ওরা। বাঁক নিয়ে অটোবানে পড়ল মার্সিডিজ।

কোরিসের কথায় ঘাড় ফেরাল রানা, ফেডানোকে সে বলছে, 'ছারপোকা খুঁজছেন, মি. ফেডানো? আপনি দেখছি সত্যি ভারি চালাক লোক!'

ফেডানো শুধু একা নয়, রানা দেখল কোরিসও হাত দিয়েছে কাজটায়—অ্যাশট্রে, কুশন, বালব, কার সিলিঙে আড়িপাতা যন্ত্র খুঁজছে তারা।

'মি. শার্লক হোমস নাক বরাবর সামনে তাকাচ্ছেন এই জন্যেই, আমরা যাতে বুঝতে না পারি যে তাঁর পিছনে মাইক্রোফোন লুকানো আছে। আমাদের কথাবার্তা সব টেপ করা হবে, টেপটা পৌঁছে যাবে বুড়ো অটোম্যানের কাছে। এই উদ্দেশেই তো সে তার গাড়িটা ব্যবহার করতে দিয়েছে।'

'তারমানে আমার সাথে একমত আপনি?' জানতে চাইল ফেডানো।

'সম্পূর্ণ,' বলল কোরি। 'আমার তো ধারণা, বুড়ো হারামজাদাই বোধহয় সমস্ত নষ্টের গোড়া। কেউ যদি বলে সে-ই আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করছে, আমি অবিশ্বাস করব না।'

ঠোঁট টিপে হাসল রানা।

'ব্যাপার কি একেবারেই অসম্ভব, সিনর রানা?' প্রশ্ন করল ফেডানো। 'কোনও সুইস ব্যাংকই ফাইন্যানশিয়াল স্টেমেন্ট প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। এমন

হতে পারে না, অটোব্যাংক মারাত্মক কোনও বিপদে পড়েছে?'

'অটোব্যাংক তো বিপদে পড়েইছে,' বলল রানা। 'আপনাদের তিনজনকে রক্ষার জন্যে পনেরো মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক দিতে হচ্ছে না ওদের?'

'আপনি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন, সিনর রানা। কখনও ভেবে দেখেছেন কি, হের অটোম্যান আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারেন? ব্ল্যাকমেইলারদের দাবি মেটানোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহটা আপনি লক্ষ করেছেন? তাদের সব দাবি তিনি মেনে নিচ্ছেন। কেন? এরপর হয়তো দেখা যাবে, সব ক'টা সুইস ব্যাংককে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে। কে জানে, হের অটোম্যান হয়তো অল্প পরিশ্রমে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঘরে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। প্রথমে তিনি আমাদের পাঁচজনকে বেছে নিয়েছেন, যারা প্রকাশ্যে অভিযোগ করতে পারবে না। তাদের মধ্যে দু'জন মারা গেছে, বেঁচে আছি আমরা তিনজন। আজ দিনটা শেষ হবার আগে আমরা বেঁচে থাকব কিনা তার কি নিশ্চয়তা আছে?'

ওদের তিনজনের দিকে পালা করে তাকাল রানা। ফেডানো শান্ত আর বিনয়ী হলেও, প্রয়োজনে বিষাক্ত সাপের মত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। মানুষ খুন করার অভিজ্ঞতা আছে তার, একজন বিপ্লবী। তারপর জেনেটি। রানার প্রতি তার মন নরম বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ফেডানোর যুক্তি শোনার পর সংশয় ফুটে উঠেছে তার চেহারায়।

সবশেষে কোরিসের দিকে তাকাল রানা। ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল সে, 'মি. শার্লক হোমস, আপনি কি বুড়ো অটোম্যানের সাথে হাত মিলিয়েছেন, লাভের বখরা পাবার আশায়, নাকি আপনিও আমাদের মত তার একটা শিকার?'

প্রশ্নটাকে বাতাসে ভেসে থাকতে দিল রানা। টেক্সাসে এ-ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় গুলি করে বা ছুরি মেরে। সে-সব কিছু না করে মস্ত একটা হাই তুলল রানা, চেহারায় রাজ্যের আলিস্যি নিয়ে। এই সময় ডগহার্ড রাস্তার ধারের একটা মাইলস্টোন দেখাল, ওয়াটউইল আর দশ কিলোমিটার দূরে।

রানা বলল, 'রেস্টিং জোন দেখতে পেলে গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকবে।'

একটু পরই দেখতে পেল হার্ড, হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। গোটা রেস্টিং জোন খালি। 'এরপর, সার?' প্রশ্ন করল সে।

'পরেরটা দেখতে হবে,' বলল রানা।

আবার হাইওয়েতে ফিরে এল মার্সিডিজ, তার আগে একটা পোরশে আর ভলভোকে নাকের সামনে দিয়ে ছুটে যেতে দিল হার্ড।

'রানা?' ডাকটা এল জেনেটির তরফ থেকে।

'বলো।'

'যদি এমন হয়... মানে... ওখানে যদি কিছু না থাকে?'

'ব্ল্যাকমেইলার বন্ধুরা এমন গাফিলতি কি করতে পারে, যার দরুন পনেরো মিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক হাতছাড়া হয়ে যাবে?'

'তা ঠিক,' গলায় সন্দেহ নিয়ে বলল জেনেটি। 'পারা উচিত নয়।'

স্লো লেন ধরে সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে হার্ড, রাস্তার ধারে ছোট্ট

একটা সাইনবোর্ড দেখে জানা গেল, পরবর্তী রেস্টিং জোনটা সামনেই।

এটায় একটা সেমি ট্রেইলার পার্ক করা রয়েছে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে ড্রাইভার। রেস্টিং জোনের শেষ মাথায় আকাশনীল সিত্রোঁটার মাথার অংশ ক্রীম কালারের, খালি বলেই মনে হলো। কাছাকাছি পৌঁছে মার্সিডিজ দাঁড় করাল হার্ড। 'আপনারা কি এটাই খুঁজছেন, সার?'

'অপেক্ষা করো, আমি দেখে আসি।' দরজা খুলে নীচে নামল রানা, কাঁকর ছড়ানো মেঝের ওপর দিয়ে সিত্রোঁর দিকে এগোল। হ্যাঁ, খালি। ড্রাইভিং সীটের ওপর একটা সাদা এনভেলাপ পড়ে রয়েছে, জানালাটা খোলা।

এনভেলাপে লেখা রয়েছে, 'অটোব্যাংকের প্রতিনিধির জন্যে'।

সিত্রোঁর দরজা খুলে ভেতরে হাত গলাল রানা, এনভেলাপটা নিয়ে খুলল। চিঠিটা দ্রুত পড়ল ও, ফিরে এল মার্সিডিজের কাছে। গাড়ির ভেতর মাথা গলাল ও, হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করল জাম্প সীটটা। 'বেরিয়ে আসুন সবাই,' বলল ও। 'পৌঁছে গেছি আমরা।'

গাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে হার্ডের পাশে চলে এল রানা, প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে ফেডানো আর জেনেটির বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় রয়েছে সে। 'ধন্যবাদ, হার্ড,' শোফারকে বলল ও।

'তারমানে কি আমাকে আর আপনার দরকার নেই, সার?' সবিনয়ে জানতে চাইল হার্ড।

'আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, এখান থেকে সিত্রোঁ নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

'আসুন তার আগে চেক করে দেখে নিই সিত্রোঁটা সচল হবে কিনা,' প্রস্তাব দিল ফেডানো। গাড়ি থেকে নেমেছে সে, জেনেটিকে নামতে সাহায্য করছে।

'গুড আইডিয়া,' বলল রানা। 'দেখুন চেক করে।'

সিত্রোঁর দিকে এগোল ফেডানো, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ঘাড় ফিরিয়ে হার্ডের দিকে তাকাল রানা। 'হের অটোম্যানকে বলবে; আমাদেরকে উন্টারওয়াসার-এ যেতে বলা হয়েছে, যেখানেই হোক সেটা।'

চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে হার্ড বলল, 'ওটা একটা উইন্টার স্কি রিসোর্ট, সার। বছরের এই সময়টায় ওখানে কেউ আছে বলে মনে হয় না।'

'ওখানে পৌঁছুলাম, তারপর কী ঘটবে?' জানতে চাইল জেনেটি।

'কী করে বলি।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আবার নির্দেশ পাবার জন্যে অপেক্ষা করব আমরা। ব্ল্যাকমেইলার বন্ধুরা ভারি সতর্ক, প্রতিবার মাত্র একটা করে পা ফেলতে দিচ্ছে আমাদের। ডায়মন্ড রেখে আসার পর পুলিশ যাতে হামলা করতে না পারে। সভ্যতা থেকে এত দূরে টেনে আনার সেটাই আসল কারণ। ওখানে গরু ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

সগর্জনে জ্যান্ত হয়ে উঠল সিত্রোঁর এঞ্জিন।

'মাদমোয়াজেল মোনা জেনেটির সুটকেসটা সিত্রোঁয় রাখি, সার?' হার্ডকে অনুমতি দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, এমন সময় হঠাৎ ওর খেয়াল হলো মার্সিডিজ থেকে এখনও নামেনি টড কোরিস।

'কোরিস, বেরিয়ে আসুন,' মার্সিডিজের জানালার সামনে মুখ নিচু করে বলল রানা। 'বললাম না, আমরা পৌঁছে গেছি?'

নড়ে উঠল কোরিস, তারপরই আবার সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল। দরদর করে ঘামছে সে, নিঃশ্বাস ফেলছে যেন একটা হাঁপানির রোগী। 'প্লিজ, মি. রানা, প্লিজ!' কাতর গলায় বলল সে। 'আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি পারব না। প্লিজ, প্লিজ।'

'এত নার্ভাস হবার কী আছে? বেরিয়ে আসুন। মনটাকে শক্ত করতে হবে আপনার। আমাদের সবার কথা ভেবে।'

চোখ উল্টে গেল কোরিসের, বেরিয়ে থাকল শুধু সাদা অংশটুকু। একটা হাত দিয়ে পেট খামচে ধরল সে, শুকনো বমির আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে। কর্কশ, নিস্তেজ কণ্ঠে বলল সে, 'অসুস্থ। ভয়ানক অসুস্থ। আমার যাওয়া হবে না। জুরিকে ফিরে হাসপাতালে ভর্তি হব।'

সিধে হলো রানা, গাড়ির ওপর দিয়ে ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা জেনেটির দিকে তাকাল।

'কী করা উচিত?' জানতে চাইল জেনেটি।

'দেখে মনে হচ্ছে,' বলল রানা, 'পাহাড়ী রাস্তায় ঝাঁকি খেয়েই মারা যাবে। হার্ড?'

'সার?'

'মি. কোরিসকে জুরিখে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, হয় তার হোটেলে নাহয় হাসপাতাল পৌঁছে দেবে।'

'ঠিক আছে, সার।'

জেনেটি সরে যেতে মার্সিডিজের ওদিকের দরজা বন্ধ করল হার্ড, নিজের দিকেরটা বন্ধ করল রানা। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল হার্ড, স্টার্ট দিল, মন্থর বেগে হাইওয়েতে ফিরে গেল গাড়ি নিয়ে।

পাশাপাশি হেঁটে সিত্রোঁর কাছে চলে এল রানা আর জেনেটি। রানাকে দেখামাত্র ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এল ফেডানো।

'কেন, আপনি চালালে অসুবিধে কী? জিজ্ঞেস করল রানা। 'ম্যাপ দেখে আমি আপনাকে পথনির্দেশ দেব।'

'সেক্ষেত্রে আমাকে পিছনের সীটে বসতে দাও,' বলল জেনেটি। 'এ-ধরনের রাস্তায় তিনজন মানে ভিড়।'

সেভাবেই বসা হলো। সিত্রোঁ ছেড়ে দিয়ে হাইওয়েতে উঠে এল ফেডানো। রেসিং ড্রাইভারের মত দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর দক্ষতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে সে, ক্ষিপ্রতার সাথে দ্রুতগামী অন্যান্য গাড়ির গতিবেগ আর দূরত্বের চুলচেরা হিসেব করে নিচ্ছে। আরোহী হবার সুযোগ পেয়ে রানা খুশি, খানিকটা ঝিমিয়ে নিয়ে তাজা হবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

'গাড়িটা কেমন বুঝছেন?' ফেডানোকে জিজ্ঞেস করল জেনেটি।

'অন্তত একটা সিলিন্ডারে ত্রুটি আছে। কারবুরেটর নোংরা। গ্যাসোলিন ভরা হয়েছে লো-গ্রেডের...'

হেসে উঠল রানা, 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ– চুরি করা গাড়ি।'

'চুরি করা?' পিছন থেকে আঁতকে উঠল জেনেটি।

'অবশ্যই। ভেতরে কোনও কাগজ-পত্র নেই। না রেজিস্ট্রেশন, না ইন্সুরেন্স। এটা নিয়ে কোনও সীমান্ত পেরোবার চেষ্টা করলে বোকামি হবে।'

'সেরকম কোনও নির্দেশ এখনও আমরা পাইনি,' বলল রানা। 'তবে, বলা যায় না।' পকেটে হাত ভরল ও, রোডম্যাপটা বের করল। 'এখানে, ওয়াটউইলে রয়েছি আমরা,' ফেডানোকে বলল ও। ম্যাপের গায়ে একটা বিন্দুর দিকে আঙুল তাক করল। রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে চট করে একবার সেটা দেখে নিল ফেডানো।

'ওয়াটউইল ছাড়াবার পর কোন্‌দিকে?' জানতে চাইল সে।

'রুট সিক্সটিন ধরে দক্ষিণে। এবন্যাট, ক্রমেনাউ, নেসনাউ ইত্যাদি ধরে উন্টারওয়াসার। উন্টারওয়াসারে পৌঁছে ফিউনিকুলার রেলে চড়ব। তারপর নতুন নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা।'

'বাহ্, ভাল বিপদেই পড়া গেছে দেখছি!' বিড়বিড় করল ফেডানো।

আবার একটা হাই তুলল রানা। 'পাঁচ মিনিটের জন্যে চোখ বুজলে কেউ কিছু মনে করবেন?' জিজ্ঞেস করল ওদেরকে। 'কেসটা আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।'

'তোমার শুধু একার?' জিজ্ঞেস করল জেনেটি। 'তোমার সাথে আমিও একটু ঝিমাব!'

'ব্যাপরটা মিটে গেলে, ফেডানো, আপনি আমাদেরকে অ্যাপেনজেল-এর গল্প শোনাবেন।' ঠাট্টা করল রানা।

'অ্যাপেনজেল কী?' জানতে চাইল জেনেটি। 'পুরোদস্তুর শহুরে মেয়ে আমি।'

'তোমার প্রশ্ন শুনে খুশি হয়েছি আমি,' শিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বলল রানা। 'আমরা যেখানে রয়েছি, এটাকেই অ্যাপেনজেল বলা হয়। দেখতে পাচ্ছ না, এলাকাটা ফার্ম ল্যান্ড, ঢালগুলো উঠে গেছে আল্‌পস্টাইন পাহাড়শ্রেণীর দিকে? ওদিকেই তো যাচ্ছি আমরা! উন্টারওয়াসারে।'

'বৈশিষ্ট্যটা কী?'

'বৈশিষ্ট্য? ইউরোপের যে-কোনও দেশে যাও, এই ফার্ম ল্যান্ড সবখানে একইরকম দেখতে পাবে। চাষীরা এখনও নিজেদের সমাবেশে হাজির হয় সাথে তলোয়ার নিয়ে, বোঝাবার জন্যে যে তাদের ভোট দেয়ার অধিকার আছে। নারী-পুরুষ সবাই আগেকার দিনের কাপড় পরে। কয়ফ্‌ চেনো?'

'কয়ফ্? আগেকার দিনে নানরা যেমন মাথায় পরত?'

'ঠিক ধরেছ। এদিকের মেয়েদের মাথায় আজও তুমি ওটা দেখতে পাবে। ওদের বাড়িগুলোও বিশেষ ধরনের।'

'আমি একটা দেখতে পাচ্ছি।' হাত তুলে দেখাল জেনেটি। 'ভারি সুন্দর, তাই না? ছাদে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। ইস, এরকম একটা বাড়িতে যদি

থাকতে পারতাম!'

'তৈরি করার গুণে, বিশেষ করে শীতের দিনে ওগুলো তুমি গরম পাবে। চারদিকে বরফ জমে থাকায় মেয়েরা যখন বাইরে বেরোতে পারে না, ঘরে বসে এমব্রয়ডারির কাজ করে।'

ছোট একটা শহরের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে সিত্রোঁ, গাড়ির গতি কমিয়ে এনেছে ফেডানো।

'জনাব মাসুদ রানা, তুমি তো ইউরোপের লোক নও। এত কথা জানলে কোত্থেকে? কষ্ট করে জেনেছই বা কেন?' পিছন থেকে রানার ঘাড়ে টোকা দিল জেনেটি।

'তুমি এশিয়া সম্পর্কে জানবে না বলে আমিও ইউরোপ সম্পর্কে জানতে পারব না? কষ্ট? কষ্ট কীসের? দুনিয়াটাকে চেনা আমার নেশা। দুনিয়ার মানুষ সম্পর্কে আমি যদি না জানি, আমার জন্ম অনেকটাই বৃথা হয়ে গেল না?'

'আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে গেল,' বলল ফেডানো, ঠিক বোঝা গেল না ব্যঙ্গ করল কিনা।

'এসো কোথাও থেমে খেয়ে নিই,' কাতরকণ্ঠে আবদার জানাল জেনেটি। 'তা না হলে খিদেতে মরে যাব আমি। এটাই হয়তো ওদের প্ল্যান– আমাদেরকে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলা।'

'আপনি কী বলেন, সিনর রানা?'

'মন্দ কী,' বলল রানা। 'আমার অবশ্য শুধু এক কাপ কফি হলেই চলবে।'

শহরের চৌরাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করার জায়গা, গাড়ি থামতে নেমে পড়ল ওরা। আকাশে প্রচুর মেঘ, কিন্তু বাতাস নেই। যে-কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হতে পারে। রাখালরা গরু নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে, প্রায় সবার পরনে লাল ওয়েস্টকোট। বাজারের একটা দোকান থেকে অ্যাপেনজেল্ল কেক কিনল ওরা। সাথে সুস্বাদু শুকনো সসেজ, নাম অ্যালপেনক্লুবলার। চৌরাস্তায় ফেলা একটা টেবিলে বসে গরম রুটির অর্ডার দেয়া হলো, তার সাথে তরল পনির। ওয়েট্রেস মেয়েটার সাদা ব্লাউজে এমব্রয়ডারির সূক্ষ্ম কাজ দেখে মুগ্ধ হলো জেনেটি। তার স্কার্টটা অত্যন্ত খাটো দেখে ভুরু কোঁচকাল সে। পুরুষদের দুটো বিয়ার পরিবেশন করল ওয়েট্রেস, ক্রীম আর মাখন সহ কফি দিয়ে গেল। মেয়েটার সাথে জার্মান ভাষায় গল্প জুড়ে দিল রানা, তাই দেখে কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করল জেনেটি। 'তুমি না বলেছিলে জার্মান জানো না?'

'ওকে আমার এত ভাল লেগে গেছে যে এইমাত্র শিখে ফেললাম,' জবাব দিল রানা।

'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইলে ওর কপালে খারাবি আছে, বলে রাখলাম,' হুমকি দিল জেনেটি।

'শুনেছি, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার আগের দিন নাকি আসামীদের খুব আয়োজন করে খাওয়ানো হয়,' বলল ফেডানো। 'আ-আমরা কি নিজেদের অজান্তে শেষ খাওয়া খেতে বসেছি?'

'ভয় দেখাবেন না তো!' চেহারা ম্লান হয়ে গেল জেনেটির। 'আমি অন্তত

মরার কথা ভাবছি না। তা ভাবলে আসতে রাজি হতাম না। আমার মন বলছে, সব ভালয় ভালয় মিটে যাবে।'

'সব ভালয় ভালয় মিটে গেল, ধরো,' বলল রানা। 'তারপর? কী করবে তুমি? কোথায় যাবে?'

'কোথায় যাব? কী জানি! মানুষ কি কখনও নিজের বৃত্ত থেকে বেরোতে পারে? আমিও সম্ভবত আমার পুরনো জগতে ফিরে যাব– মডেলিঙে।'

'মডেলিঙে, কিন্তু কোথায়? আমেরিকায় যাবার কথা ভেবেছ কখনও? নতুন মুখের কদর আছে ওখানে।'

'নতুন কোথাও গিয়ে আবার শুরু করার জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, রানা,' বিষণ্ন সুরে বলল জেনেটি।

'আপনি, সিনর ফেডানো,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনি কী করবেন?'

'আমার কাজ বিপ্লব সফল করা,' বলল ফেডানো। 'শুধু সেজন্যেই বেঁচে আছি আমি।'

হঠাৎ বাতাস ছাড়ল। ঠাণ্ডায় কাঁপ ধরে গেল ওদের। কোনওমতে নাকে মুখে গুঁজে তাড়াতাড়ি গাড়িতে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

এগারো

ফিউনিকুলার রেলওয়ে টার্মিন্যালটা উন্টারওয়াসারের মাথার ওপর। গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে গাড়ি, বাড়িঘরের ছাদের ওপর দিয়ে তাকাতে হাইওয়েটা দেখা গেল, পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করা, উন্টারওয়াসার থেকে ওয়াইল্ডহাউজার স্কাফবার্গের দিকে উঠে গেছে। ট্রেনের মোটর নিয়ে কাজ করছে একজন এঞ্জিনিয়ার, টার্মিন্যালে এসে থামল সিট্রো। গাড়ি থেকে নামছে ওরা, অবাক না হয়ে তাকিয়ে থাকল সে। তিনজনকে একসাথে এগিয়ে আসতে দেখে সিধে হয়ে দাঁড়াল, মাথা ঝাঁকাল নিঃশব্দে। আরোহীর জন্যে অপেক্ষা করছিল লোকটা।

ট্রেনে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। চারদিকের পাহাড়ের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল এঞ্জিনের ভারি শব্দ। রেলওয়ে কারে চড়ে বসল ওরা, রানা আর ফেডানোর মাঝখানে জেনেটি। নিজের বাক্সের ভেতর দাঁড়িয়ে লিভার টান দিল এঞ্জিনিয়ার, ঝাঁকি খেয়ে চলতে শুরু করল ট্রেন। হঠাৎ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল জেনেটি, দু'পাশ থেকে তার পুরুষ সঙ্গীরা একযোগে অভয় দান করল। যদিও সামনে ও ওপর দিকে তাকিয়ে নিজেই ভয় পেল রানা। সরু রেললাইন পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে উঠে গেছে, প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল এই বুঝি নীচে খসে পড়বে ট্রেনটা। গ্র্যানিট পাথরের দেয়াল সামনে, রেললাইন ঢুকেছে একটা টানেলের ভেতর। টানেলের সামনে আকাশ ছুঁয়েছে পাহাড়ের গা।

তিনজনের কারও মুখে কথা নেই। নীচে তাকালে পাহাড়ের চূড়া দেখতে

পাচ্ছে, পাশে খাড়া প্রাচীর, ওপরেও তাই। টানেলের ভেতর ট্রেন ঢোকার সাথে সাথে রানার বাহু খামচে ধরল জেনেটি। টানেলের ভেতর আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। ট্রেনের শব্দ শতগুণ হয়ে ফিরে এল ওদের কানে, সমগ্র অস্তিত্বে কাঁপন ধরিয়ে দিল যেন। ভাগ্য ভাল যে টানেলটা ছোট, খানিক পরই খুদে একটা আলোক বিন্দু দেখতে পেল ওরা, ক্রমশ বড় হচ্ছে আকারে। টানেল থেকে বেরোবার পর চোখ মিটমিট করল ওরা, তারপর চোখে সয়ে এল আলোটা। একটা স্কি লজের সামনে থামল ট্রেন।

প্রথমে নামল ফেডানো, জেনেটিকে নামতে সাহায্য করল সে। নামার আগে এঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলল রানা। 'অপেক্ষা করুন,' বলল ও। 'আমরা বেশি দেরি করব না।'

মিষ্টি হেসে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

কার থেকে নেমে কয়েক পা হাঁটল রানা, জেনেটি আর ফেডানোর দিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকাল ও, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখল দ্রুতবেগে পিছু হটছে ট্রেনটা, টানেলের ভেতর ঢুকে গেল।

'ফেলে গেল আমাদের,' বিড়বিড় করে বলল জেনেটি। 'এখন কী হবে?'

স্কি লজটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ওদের চারদিকের জগৎ শূন্য, খাঁ-খাঁ করছে। সমতল, খোলা জায়গাটার দিকে হাত তুলল রানা, স্কি টো ওখান থেকে শুরু। 'বোধহয় ওটাই,' বলল ও।

'আমারও তাই ধারণা,' সায় দিল জেনেটি। 'বলা হয়েছে স্কি টো-তে অপেক্ষা করতে হবে।'

'কীসের জন্যে?' জানতে চাইল ফেডানো।

'সম্ভবত পরবর্তী নির্দেশের জন্যে,' বলল রানা।

ঢাল বেয়ে স্কি লিফট-এর দিকে উঠছে ওরা। সামান্য পথ, কিন্তু সী লেবেল থেকে অনেক উঁচুতে রয়েছে বলে তিনজনই হাঁপিয়ে উঠল।

'কাউকেই তো দেখছি না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জেনেটি।

'খুঁজলে হয়তো আরও একটা চিরকুট পাব,' বলল রানা।

স্কি লিফটে উঠে পরম স্বস্তিবোধ করল ওরা। স্কি লিফটের নীচের ভিতটা কংক্রিটের তৈরি, ওটার ওপর একটা তোরণ, একটা মোটর ও দৈত্যাকৃতি একটা ইস্পাতের ড্রাইভ-হুইল রয়েছে। ড্রাইভ-হুইলের চারপাশে ইস্পাতের কেবল, টো-তে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়ার জন্যে। লাল স্কি কারগুলোর সাথে সংযুক্ত ওটা। লম্বা পাহাড়ের ওপর দিয়ে, খানিক দূরে দূরে একটা করে স্কি কার, সেই চূড়া পর্যন্ত চলে গেছে, ঝুলছে ওভারহেড কেবলের সাথে। তুষার বা বরফ না থাকায় স্কি ঢালগুলো বিবর্ণ আর পরিত্যক্ত লাগল ওদের চোখে।

কিছু নড়ে কিনা দেখার জন্যে কংক্রিটের নিচু পাঁচিলের পাশে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফেডানো, সতর্কদৃষ্টিতে ঢালগুলো আর লজের দিকটায় চোখ বোলাচ্ছে। চওড়া, নিচু পাঁচিলের ওপর উঠে স্কি টো মেশিনারির দিকে এগোল রানা। পরিত্যক্ত বটে, তবে বাতিলযোগ্য নয়। কংক্রিটের দেয়ালে ছোট্ট একটা শেলফ, তার ভেতর ইলেকট্রিক মোটর, শেলফের দেয়ালে সুইচবক্স। এটা চালু

ও বন্ধ করার জন্যে দুটো বোতাম, লালা আর সবুজ। রানা আর ফেডানোর দিকে পালা করে তাকাল জেনেটি, গায়ে আরও শক্ত করে জড়াল স্প্রিঙ কোটটা। আকাশ জুড়ে মেঘ ভেঙে গেছে, নিস্তেজ রোদ উঠেছে চারদিকে, তবু ঠাণ্ডা লাগছে তার। তিনজনই ওরা চমকে উঠল হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে টেলিফোন বেজে ওঠায়।

'ধরো!' বেসুরো গলায় চিৎকার করল জেনেটি।

'আরে বাবা, এত অস্থির হবার কী আছে,' বলল রানা। সুইচবক্সের পাশের দেয়ালেই রিসিভারটা পেল ও। তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো? দিস ইজ মাসুদ রানা।'

অপরপ্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মাউথপীসে রুমাল জড়িয়ে আওয়াজটা ভোঁতা করা হয়েছে, কিংবা হয়তো পুরনো ফোনটাই ঠিকমত কাজ করছে না। 'স্কি টো স্টার্ট দিন। হীরাগুলো নিয়ে আসুন। বাকি সবাইকে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বলুন, তা না হলে সব ক'টা খুন হয়ে যাবে।' ক্লিক শব্দের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রাখছে রানা, পড়িমরি করে ওর দিকে ছুটে এল জেনেটি আর ফেডানো।

'কী বলল ওরা?' ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইল জেনেটি।

'আমাকে যেতে হবে,' বলল রানা।

'যেতে হবে? কোথায়?'

স্কি রান-এর মাথার দিকে একটা আঙুল তুলল রানা। 'ওদিকের পাহাড়ে। মি. এক্সকে পেমেন্ট দিতে হবে না?'

পকেট থেকে হীরাভর্তি ব্যাগটা বের করল রানা, জেনেটি আর ফেডানোর বিস্ফারিত চোখের সামনে বার কয়েক লোফালুফি করল ওটা। ঘুরল ও, সুইচবোর্ডের 'অন' লেখা বোতামটায় চাপ দিল। শক্তিশালী মোটরের গুঞ্জন শুনতে পেল ওরা। বিরাট হুইলটা সগর্জনে ঘুরতে শুরু করল, স্কি কারের সারিটা ধীরে ধীরে রওনা হলো ওপর দিকে সামনের চূড়া লক্ষ্য করে। স্কি কারগুলোকে নিচু পাঁচিলটাকে ঘিরে বার কয়েক ঘুরতে দিল রানা, নিশ্চিত হয়ে নিল ওগুলো ঠিকমত কাজ করছে, তারপর বোর্ডিং প্ল্যাটফর্মে উঠল।

ছুটে এল জেনেটি। নীল হয়ে গেছে তার চেহারা। রানার বাহু খামচে ধরল সে। 'রানা, এখানে আমাকে ফেলে যেয়ো না, প্লিজ। আমার ভয় করছে।' একটু একটু কাঁপছে সে।

'মনটাকে শক্ত করো, জেনেটি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'মি. এক্স বলেছে, খোলা জায়গায় তোমাদের দু'জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তা না হলে স্নাইপাররা টার্গেট প্র্যাকটিস করবে তোমাদের ওপর।' ঢালগুলোর ওপর চোখ বোলাল ও। 'ওরা নিশ্চয়ই টেলিস্কোপিক সাইটে ধরে রেখেছে আমাদের। ক'জন কে জানে। ছাড়ো, প্লিজ। ফেডানো তো রইলেনই। যেতে দাও আমাকে।'

রানাকে ছাড়ল না জেনেটি, ওকে ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল সে, ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমি শুধু তোমার ভরসায় এখানে আসতে রাজি হয়েছিলাম। তুমি

আমাকে এভাবে ফেলে যাবে জানলে... না!' আরও জোরে আঁকড়ে ধরল সে রানাকে। 'এখানে থাকলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে! তুমি চলে গেলেই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করবে ওরা! আমি জানি!'

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। এই সময় হঠাৎ দেখা গেল ফেডানো ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি?' জানতে চাইল সে।

'আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি,' বলল রানা। 'জেনেটি, তুমি কি পাগল হলে?'

হাতটা লম্বা করল ফেডানো, রানার হাত থেকে হীরাভর্তি পাউচটা ছাড়িয়ে নিল। 'আমাকে দিন,' বলল সে।

'শক্ত করে ধরুন, ফেডানো!' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। 'শুনুন, ছেলেমানুষি করবেন না।'

ফেডানো ছেলেমানুষি করছে না। তার আত্মবিশ্বাসী চেহারায় কাঠিন্য ফুটে উঠল। 'অসুবিধেটা কোথায়, বোঝান আমাকে। ডেলিভারি দেয়ার জন্যে একজন যাবে। বাকি দু'জন এখানে থাকবে। আমি যাব ডেলিভারি দিতে। আপনারা এখানে থাকবেন।'

প্রতিবাদ করল রানা, 'লোকটাকে ব্যাংকের প্রতিনিধি হতে হবে। তা ছাড়া, আপনাদের নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হবে আমাকে। ঝুঁকি যদি কাউকে নিতে হয়, আমি...'

'কেউ কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না,' রানাকে আশ্বাস দিল ফেডানো। জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে একটা .৪৫ বের করে আনল সে। বাম পকেটে পাউচটা ভরল, অভ্যস্ত হাতে চেক করল .৪৫। কোনও সন্দেহ নেই, শুধু গাড়ি চালাতেই নয়, গুলি ছুঁড়তেও দক্ষ লোকটা। 'আপনি সন্তুষ্ট?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তবে ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না।'

জ্যাকেটের ভেতর, বেল্ট হোলস্টারে .৪৫-টা গুঁজে রাখল ফেডানো, পকেট থেকে পাউচটা বের করল। 'দেখবেন, কোনও সমস্যা হবে না,' রানা আর জেনেটিকে অভয় দিল সে। 'ডেলিভারি দিয়ে বহাল তবিয়তে ফিরে আসব আমি।'

'থামুন, ফেডানো!' নির্দেশ দিল রানা।

অবাক হয়ে তাকাল ফেডানো। সচল কেবল আর স্কি কারগুলোর সামনে, পাহাড়চূড়ার দিকে একটা হাত তুলে কী যেন দেখাবার চেষ্টা করছে রানা। পাহাড়চূড়ার দিকটা অস্পষ্ট, হালকা কুয়াশার ভাব রয়েছে ওদিক। পাহাড়টার পিছন থেকে উদয় হলো সাদা একটা হেলিকপ্টার। চূড়ার ঠিক ওপরে স্থিরভাবে ঝুলে থাকল ওটা। অপেক্ষা করছে, নজর রাখছে।

'আমাদের মি. এক্স হাজির হয়েছেন,' বলল রানা।

'তার আজ্ঞা পালন করার জন্যে আমিও তৈরি।' আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল ফেডানোর মুখে।

হাতটা লম্বা করে বিপ্লবী ফেডানোর বাহু স্পর্শ করল রানা। 'আমি চাই না

আপনার কোনও বিপদ হোক, সিনর ফেডানো। এখনও সময় আছে, পাউচটা আমাকে দিন।

মাথা নাড়ল ফেডানো। 'আপনি তো দেখেছেনই, আমি কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না। তা ছাড়া মাদমোয়াজেল জেনেটি একটা সমস্যা। আপনি তাঁর কাছে থাকুন।'

'লোকটা যে-ই হোক,' বলল রানা, 'আপনি তাকে বিশ্বাস করবেন না মনে আছে, আপনার দু'জন বন্ধু খুন হয়েছে?'

মুখের আড়ষ্ট হাসি নিভে গেল, স্কি কারগুলোর দিকে ফিরল ফেডানো। একটা কার কাছাকাছি চলে আসছে দেখে হাত বাড়াল সে, খপ করে ধরে ফেলল হাতলটা, টান দিয়ে দরজা খুলল, লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ভঙ্গিটা অত্যন্ত সাবলীল, যেমন তার প্রতিটি কাজেই দেখা যায়। কারের ভেতর থেকে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল ফেডানো।

নিচু পাঁচিলকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল কারটা, শক্ত হয়ে ভেতরে বসে আছে ফেডানো। তারপর সোজা সামনের দিকে এগোল কার। নাক বরাবর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। হীরাভর্তি পাউচটা পড়ে আছে কোলের ওপর। রানা আশা করল, সে তার .৪৫-টা শক্ত করে ধরে আছে।

একটা হাত কাঁধে তুলে দিয়ে জেনেটিকে কাছে টানল রানা। ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করার পর আর কোনও কথা বলেনি সে। তবে এখন তাকে শান্ত বলে মনে হলো। কংক্রিটের দ্বিতীয় পাঁচিলটার কিনারায় এসে দাঁড়াল ওরা, এখান থেকে পরিষ্কার দেখা গেল কপ্টারটা। ফেডানোকে নিয়ে কারটা মাঝামাঝি দূরত্বে পৌঁছে গেছে, নীচে গভীর খাদ। চূড়ার ওপর ধীরে ধীরে নামল হেলিকপ্টার, কিনারার পিছনে ওটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল ওরা।

কপ্টারটা অদৃশ্য হবার সাথে সাথে লাফ দিয়ে পাঁচিল থেকে নামল রানা। এঞ্জিন হাউজিং-এর দিকে ছুটল ও, শেলফ থেকে টেনে বের করে আনল এক জোড়া স্কিয়ার ডামি, প্ল্যাটফর্মের কিনারায় দাঁড় করাল ওগুলোকে, ঠিক যেখানে জেনেটিকে নিয়ে একটু আগে দাঁড়িয়েছিল ও। কাছ থেকে দেখলে ওগুলোকে রঙচঙে ডামি বলে চেনা যাবে, গায়ে স্কি লিফটের নিয়ম আর ফি লেখা। রানা আশা করল, দূর থেকে, অন্তত খালি চোখে, মনে হবে সে আর জেনেটি দাঁড়িয়ে আছে। এরপর জেনেটির হাত ধরে টান দিল ও। কিন্তু বাধা দিল জেনেটি।

'কী করছ তুমি, রানা?'

'ওদিকে একটা রাইফেল আছে, জেনেটি, আমাদের দিকে তাক করা। রোদ লেগে ঝিক করে উঠতে দেখেছি ব্যারেলটা। জলদি, এদিকে!'

চেহারায় দ্বিধা আর আড়ষ্ট ভাব নিয়ে রানাকে অনুসরণ করল জেনেটি, নিচু পাঁচিলটায় উঠে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল। পরবর্তী কারটা এগিয়ে আসছে, সেটার দিকে চোখ রেখে তৈরি হয়ে নিল রানা। বিনা নোটিশে জেনেটিকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল ও, তারপর কারটা পৌঁছুতেই টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। জেনেটিকে শূন্যে তুলল ও, উঠিয়ে দিল কারে, পিছু পিছু নিজেও উঠে পড়ল। তারপর দড়াম করে বন্ধ করল দরজাটা।

এবার রেগে গেল জেনেটি। 'এ কী করছ তুমি! বোকা নাকি?'

তার কথায় কান দিল না রানা। সামনে, অনেকগুলো কার ছাড়িয়ে ওর দৃষ্টি পড়ল ফেডানোর ওপর। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে সে পাহাড়ের মাথার দিকে, ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্মের ওপর চোখ।

'রানা, শোনো... ব্ল্যাকমেইলাররা বলেছে... আমাদের সর্বনাশ করছ তুমি...,' রাগে দিশেহারা বোধ করছে জেনেটি।

সামনের দিকে আরেকবার তাকাল রানা, কিন্তু হেলিকপ্টার বা ওটার আরোহীকে কোথাও দেখল না।

'রানা... শোনো!' আবেদনের সুরে বলল জেনেটি। 'ফর গডস্ সেক, কিছু একটা করো! সবাই আমরা খুন হয়ে যাব। প্লিজ, কিছু একটা করো! রানা...'

এবার পিছন ফিরে তার দিকে তাকাল রানা। ওর চোখে নগ্ন ঘৃণা। 'অনেক হয়েছে, থামো এবার,' হিস হিস করে বলল ও। 'এসব কথা বরং কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলো।' রানা যদি ওর সমস্ত শক্তি দিয়ে নাক বরাবর একটা প্রচণ্ড ঘুসি মারত তা হলেও বোধহয় এতটা ধাক্কা খেত না জেনেটি। কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল সে, শিউরে উঠে রানার কাছ থেকে পিছিয়ে গেল।

কর্কশ, ধরা গলায় বলল সে, 'কী বলছ নিজেও তুমি জনো না, রানা!' করুণ, কাতর সুরে গুঙিয়ে উঠল যেন আহত একটা পশু। 'দিস ইজ অ্যাস, রানা। আমি তোমাকে ভালবাসি...'

'রাখো তোমার ভালবাসা। এখন আর অভিনয় করে পোষাবে না– না তোমার, না আমার।'

'রানা... কী...?'

জেনেটির দিকে তাকাতে ঘৃণা বোধ করল রানা, নামতে থাকা স্কি কারগুলোর দিকে ফিরল ও। 'তোমাকে আমার সত্যি ভাল লেগেছিল, ভেবেছিলাম সত্যি তুমি আলাদা, ওদের মত নও। সেজন্যেই তোমার সম্পর্কে আমি কোনও খোঁজ-খবর করিনি। আমি চাইনি সন্দেহের তালিকায় তোমার নামটা থাকুক। কিন্তু তিনজন জিম্মিকে চেয়ে তুমি আমার চোখ খুলতে সাহায্য করলে। তারপর সহজ যোগফলের মত সব কিছু মিলে গেল। কাল রাতে আমি লন্ডনে গিয়েছিলাম। তোমার বন্ধু লর্ড স্যাক্সটনের সাথে দু'ঘণ্টা আলাপ করেছি।'

হাঁ করে ঘন ঘন শ্বাস টানছে জেনেটি, সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাওয়ার ভঙ্গিতে। কাপড়ের তৈরি নিষ্প্রাণ পুতুলের স্কি কারের এক কোণে নেতিয়ে পড়ল সে। গলায় কী যেন আটকে গেছে রানার, মনে পড়ে যাচ্ছে নিউফ্সুজারাইনে জেনেটিকে নিয়ে কী সুন্দর সময় কাটিয়েছে ও। সেই সাথে মনে পড়ে যাচ্ছে, ভাল লাগার অনুভূতিটা লন্ডনে পৌঁছবার পর কীভাবে ঘৃণা আর রাগে রূপান্তরিত হলো।

হাসপাতাল থেকে সরাসরি জুরিখ এয়ারপোর্টে পৌঁছায় রানা, ঠিক যেন ভূতে পাওয়া একটা মানুষ। ডেস্কে পৌঁছে সুন্দরী হোস্টেসকে জানায়, ন'টা পনেরোর লন্ডন ফ্লাইটকে যেভাবে হোক দেরি করাতে হবে, যতক্ষণ না প্লেনে

চড়ে ও কাজ হচ্ছে না দেখে পকেট থেকে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টটা বের করে রানা। শেষ পর্যন্ত রাজি হয় হোস্টেস, রানার অনুরোধে নিজের ফোনটাও ব্যবহার করতে দেয়। অফিসে নয়, রিনি রেজার সাথে তার বাড়িতে যোগাযোগ করে রানা। রিনির একটা মস্ত গুণ, জরুরী মুহূর্তে কাজের মেয়ে সে, একাই একশো। রানাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করে রিনি, লন্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাসের সাহায্য নিয়ে লর্ড স্যাক্সটনের সাথে যোগাযোগ করবে, ভদ্রলোকের সাথে রানার একটা অ্যাপয়েনমেন্টও করে রাখবে। শুধু তাই নয়, লন্ডন এয়ারপোর্টে রানার জন্যে শোফার সহ একটা গাড়িও অপেক্ষা করবে, যার জানা থাকবে কোথায় নিয়ে যেতে হবে ওকে।

রানার ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে। লেডি স্যাক্সটন তাঁর গ্রামের বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে পিকনিক করতে গেছেন, আর লর্ড স্যাক্সটন তাঁর ল্যাঙ্কাস্টার গেটের বাড়িতে রানার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন। এগারোটা তিরিশ মিনিটে লর্ড স্যাক্সটনের বাড়ির দরজায় হাজির হলো রানা। ভদ্রলোক নিজেই দরজা খুলে দিলেন, ক্ষমাপ্রার্থনা করে জানালেন, ওর সেক্রেটারী রিনি রেজা তাঁর সাথে ক্লাবে যোগাযোগ করার আগেই বাড়ির পুরুষ চাকরটা আজকের মত ছুটি নিয়ে চলে গেছে।

রানাকে সিটিংরুমে বসালেন লর্ড স্যাক্সটন, কামরাটা অগোছাল বলে আরেকবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। রানা দেখল, অগোছাল বলতে দুটো বই বুককেসের নির্দিষ্ট জায়গায় নেই, পড়ে রয়েছে নিচু একটা টেবিলের ওপর। ক্রিস্টাল ডিক্যান্টার থেকে স্কচ ঢেলে পরিবেশন করলেন লর্ড স্যাক্সটন। তাঁর আচরণ ও ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হলো রানা। অক্সফোর্ডের কালচার সযত্নে লালন করছেন ভদ্রলোক, আত্ম-সম্মান ছাড়া আর কিছুকে গুরুত্ব দেন না।

শান্ত ও হাসিখুশি দেখালেও, রানা টের পেল লর্ড স্যাক্সটন মনে মনে অস্থির হয়ে আছেন। কী যেন একটা দ্বিধায় ভুগছেন তিনি। তাঁর সমস্যাটা আন্দাজ করতে পারল রানা। মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন ভদ্রলোক।

নিজের পরিচয়-পত্রটা দেখাল রানা। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কয়েকজনের নাম বলল, তাঁরা ওর সম্পর্কে জানেন। অনুমতি নিয়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল ও, কথা বলল একজন মন্ত্রীর পি.এ-র সাথে, রিসিভারটা ধরিয়ে দিল লর্ড স্যাক্সটনের হাতে। 'কথা বলুন।'

মন্ত্রীর পি.এ. তাঁকে জানাল, 'স্যার, মি. রানা ব্রিটিশ সরকারের একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী...'

'রিসিভার নামিয়ে রেখে মৃদু হাসলেন লর্ড স্যাক্সটন। 'বলুন, কী শুনতে চান আপনি?'

অটোব্যাংকের কাহিনিটা সংক্ষেপে বর্ণনা করল রানা। বলল, ওর বিশ্বাস, একদল ক্লায়েন্ট অটোব্যাংককে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে। ব্ল্যাকমেইলারদের মধ্যে, দুর্ভাগ্যক্রমে, একটা মেয়েও রয়েছে। মেয়েটার সাথে লর্ড স্যাক্সটনের পরিচয় আছে বা ছিল। তার নাম মোনা জেনিটি। তথ্য প্রমাণ থেকে আরও জানা গেছে, মোনা জেনেটি এই প্রথম ব্ল্যাকমেইলিঙের ঘটনার

সাথে জড়িত নয়। কয়েক বছর ধরে লর্ড স্যাক্সটনকেও ব্ল্যাকমেইল করে আসছে সে।

অভিযোগটা পরিবেশনের গুণে, লর্ড স্যাক্সটনের প্রতি রানার সহানুভূতি প্রকাশ পাওয়ায়, এরপর আর কোনও প্রশ্ন করতে হলো না, ভদ্রলোক নিজেই সব কথা বলে গেলেন।

রয়্যাল অ্যাকাডেমি অভ ড্রামাটিক আর্টস্, লন্ডনে অভিনয় শিখছিল জেনেটি, এই সময় ওর সাথে পরিচয় হয় লর্ড স্যাক্সটনের। এইটুকু অন্তত সত্যি, ভাবল রানা।

নিজেকে লর্ড স্যাক্সটন নির্দোষ বলে দাবি করলেন না। মানুষের তো পদস্খলন ঘটতেই পারে, তাঁরও ঘটেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, মেয়েটার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই, তাঁর দুর্বলতাকে পুঁজি করে অন্যায়ভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করবে না। জেনেটিকে ভাল লেগে যাওয়ায় তার পিছনে দু'হাতে টাকা খরচ করেছেন তিনি। গোপনে তাকে নিয়ে গোটা ইউরোপ বেড়িয়েছেন। প্রায় দু'বছর ধরে তাদের এই রোমান্স চলল। তারপর লর্ড স্যাক্সটন জেনেটিকে জানালেন, এবার তাদের থামা দরকার, কারণ জেনেটির সাথে মেলামেশার ফলে তাঁর পারিবারিক জীবনে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁর আর্থিক সামর্থ্যের ওপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। ইতিমধ্যে লর্ড স্যাক্সটন জানতে পেরেছেন, সুযোগ আর টাকার গন্ধ পেলেই যারতার সাথে বিছানায় শুতে আপত্তি করে না জেনেটি। উত্তরে জেনেটি তাকে বলল, ওদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি আছে তার কাছে। সব একটা ডিপোজিট বক্সে জমা রেখেছে সে। শুধু ছবি নয়, অন্যান্য ডকুমেন্টও আছে। ডাবল রুমের হোটেল বিল, লর্ড স্যাক্সটনের নিজের নামে কেনা অলঙ্কারের ক্যাশমেমো ইত্যাদি।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন লর্ড স্যাক্সটন। জেনেটির মুখ বন্ধ করার জন্যে দশ হাজার পাউন্ড দিয়ে অটোব্যাংকে একটা গোপন অ্যাকাউন্ট খুলতে চাইলেন তিনি, পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দেয়া হবে জেনেটিকে। রাজি হলো জেনেটি। কিন্তু তারপর আবার টাকার দাবি নিয়ে ফিরে এল সে। এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না, কাজেই, ধার-দেনা করতে হলো লর্ড স্যাক্সটনকে। কিন্তু এক সময় আর কোথাও ধার-দেনাও পাওয়া গেল না। অবশেষে বাড়িটা মর্টগেজ রাখলেন তিনি, নতুন করে ব্যবসা দাঁড় করানোর কথা বলে স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করলেন। কিন্তু এখনও তিনি জেনেটিকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। কিছুদিন পরপরই টাকা চেয়ে ফোন করে সে। সম্প্রতি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা থাকে কপালে, জেনেটিকে আর টাকা দেবেন না। তিনি জানেন, লন্ডনের কাগজগুলোয় সব কথা ফাঁস করে দেবে জেনেটি। তাঁর পারিবারিক জীবনটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার বলেও কিছু থাকবে না। কিন্তু যা হবার হোক, তিনি আর টাকা দিতে রাজি নন। আসলে দেয়ার মত তাঁর আর নেই।

প্রয়োজনে রানাকে সব রকম সহযোগিতা দিতে রাজি হলেন লর্ড স্যাক্সটন। রানা তাঁকে কথা দিল, তাঁর গোপন রোমান্সের কথা কাগজে যাতে ছাপা না হয় সেদিকটা দেখবে ও। ওর বিশ্বাস, অটোব্যাংককে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগে

দোষী সাব্যস্ত হলে সাংবাদিকদের কাছে মুখ খোলার সাহস হবে না জেনেটির, খুললে নিজের বিরুদ্ধে আরেকটা কেস শুরু করার সুযোগ সৃষ্টি করবে সে। তা ছাড়া, অটোব্যাংকের তরফ থেকে কথা দিল রানা, জেনেটির সেফ ডিপোজিট বক্সে কী আছে তা দেখার সুযোগ দেয়া হবে লর্ড স্যাক্সটনকে। তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ তিনি সরিয়ে ফেলতে পারবেন।

বিদায়ের মুহূর্তে রানাকে আলিঙ্গন করলেন লর্ড স্যাক্সটন। ল্যাঙ্কাস্টার গেটে কৃতজ্ঞ একজন ইংরেজ ভদ্রলোককে পিছনে ফেলে এল রানা, যিনি নতুন করে বাঁচার প্রেরণা লাভ করেছেন। হিথরোতে পৌঁছে রাত দুটো পঁয়তাল্লিশের ফ্লাইট ধরল রানা, জুরিখ এয়ারপোর্টে ফিরে এল পাঁচটা পনেরোয়। ল্যামবোরগিনি নিয়ে হিলটনে আসার পথে কেউ ওকে দেখেনি। হাতে দেড়-দু'ঘণ্টা সময় থাকলেও বিছানায় ওঠেনি রানা। হের অটোম্যানের শোফার না আসা পর্যন্ত প্রচুর সময় পেয়েছে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে।

কোনও নারী অপরাধীর সবচেয়ে বড় সুবিধে হলো, সে নারী। ওটাই তার ছদ্মবেশ। বড় ধরনের কোনও অপরাধ ঘটলে, পুরুষরা ধরে নেয় কাজটা আরেকজন পুরুষের দ্বারাই ঘটেছে। একজন পুরুষ কখনোই এ-কথা ধরে নিয়ে তদন্ত শুরু করে না যে অপরাধী একটা মেয়ে। এই কেসটার বেলায়ও ঠিক তাই ঘটেছে। মোনা জেনেটিকে বাদ দিলে আদৌ কোনও কেসের অস্তিত্ব থাকত কি? মনে হয় না। গুইডো ফেলসিয়া, শিকাগোর দু'মুখো সাপ। মার্কাস বার্গার, বনের একটা নির্দয় বেজন্মা। টড কোরিস, বাচাল আমেরিকান। পেড্রো ফেডানো, যে-কোনও মূল্যে বিপ্লব সফল করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এদের যে-কোনও একজনের কথা ধরো, কিন্তু সবগুলোকে এক করে চিন্তা করো, তারপর জিজ্ঞেস করো নিজেকে, কে এদের মধ্যে কালপ্রিট? কার মাথা থেকে ব্ল্যাকমেইলিঙের ধারণাটা বেরিয়েছে? আপন মনে মাথা নাড়ল রানা। সুযোগ ও মেধা, দুটোর কোনওটাই এদের নেই।

রানা ভাবল, রহস্যের সমস্ত জট ছাড়াতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় দরকার ওর। গুস্তার অটোম্যান মানুষ হিসেবে এতটাই ভাল যে তাঁকেও রানা সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রেখেছে। পরিষ্কার হয়ে গেছে রোজেনবার্গের ব্যাপারটাও, সারার কাছ থেকে ব্যাখ্যা পাবার পর তাঁকে আর সন্দেহের তালিকায় রাখার উপায় নেই। তা হলে? ব্ল্যাকমেইলারদের লিডার তা হলে কে?

এই কে-র উত্তর মেলে মঞ্চে যদি মোনা জেনেটিকে তোলা যায়। শার্কস্কিনের আঁটসাঁট প্যান্ট পরা মাদমোয়াজেল মোনা জেনেটি। রত্নখচিত বিশাল আকারের চশমা চোখে। গলায় হীরা-চুনি-পান্না বসানো নেকলেস। ভোগ, প্লেবয় বা এলির জ্যান্ত মডেল। এক নিমেষে ঝলসে গেল ওদের চোখ, ফাঁদে ধরা দিল তারা।

এ-যেন সেই রূপকথার গল্প। রাজপুত্তুর নির্দেশ দিচ্ছে, 'আমার ঘোড়া আনো। সাদা ড্রাগনটাকে মারতে যাব আমি, নিউফ্সুজারাইনে আমার রাজকন্যাকে হুমকি দিচ্ছে সে।

অথচ সেই প্রথম থেকে রাজকন্যাই ছিল ড্রাগন। সুন্দর মুখ আর লোভনীয়

দেহসৌষ্ঠবের ভেতর মস্তিষ্কটা ক্যালকুলেটিং মেশিনের মত, তার সান্নিধ্যে এলে মানুষ পিছন ফিরে তাকাতে ভুলে যায়।

বারো

'কী করে বুঝলে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জেনেটি।

'সাধারণ যুক্তি দিয়ে,' বলল রানা।

'মানে?'

'ভিকটিমদের সাথে ব্ল্যাকমেইলারের যোগাযোগ। যোগাযোগ তো একটা থাকতেই হবে। তা না হলে স্টেটমেন্টগুলো ব্ল্যাকমেইলার পাবে কীভাবে? কীভাবে জানবে নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের আসল পরিচয়? এমন একটা যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থেকেই পারে না যার ফলে তোমরা সবাই একই সূত্রে গাঁথা আছ।'

'একমাত্র ব্যাংকই সেই যোগাযোগ হতে পারে,' তর্কের সুরে বলল জেনেটি, ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে সে।

'ঠিক,' একমত হলো রানা। 'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম। আমরা সবাই তাই ভেবেছিলাম। সেজন্যেই মনে হচ্ছিল রোজেনবার্গ দায়ী। তবে, এমনকী রোজেনবার্গ গুলি খাওয়ারও আগে, বুঝতে পারি ভুল পথে যাচ্ছি আমি। ব্যাংক ছাড়াও ব্ল্যাকমেইলারের সাথে ভিকটিমদের আরেকটা যোগাযোগের মাধ্যম আছে। থাকতেই হবে, না থেকে পারে না। কী সেই মাধ্যম? আমার এত কাছে সেটা, যে দেখতেই পাচ্ছিলাম না। চিন্তা পর্যন্ত করিনি।'

'কী সেটা, মি. ক্লেভার রানা?'

'মাধ্যমটা স্বয়ং তুমি, জেনেটি। একেবারে শুরু থেকে। যদি বলি শুরুরও আগে থেকে, তা হলেও ভুল হবে না।'

স্কি টোর মাথার দিকে মুখ তুলে তাকাল রানা। আকাশের গায়ে আরও একটা বিশাল আকৃতির হুইল দেখা যাচ্ছে। ফেডানোকে নিয়ে কারটা চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। রানার মনে হলো, সেই যে খাড়া হয়ে বসেছিল লোকটা, তারপর আর নড়েনি। মুখ উঁচু করে সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছে সে। পাহাড়ের মাথায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কিছুই নড়ছে না। যে বা যারাই ওখানে অপেক্ষায় থাকুক, নীচের খুদে ডামিগুলোকে এখনও তারা জ্যান্ত মানুষ বলেই ভাবছে। চারদিকে সতর্ক নজর রেখে আবার মুখ খুলল রানা।

'তোমার সবচেয়ে বড় পুঁজি ছিল, জেনেটি, ওরা চারজন পরস্পরকে চিনত না। ওদের চারজনকে গ্রেফতার করে ইন্টারপোল কিছুই বের করতে পারত না, কারণ ওদের চারজনের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। আছে শুধু তোমার মাধ্যমে। তুমিই একমাত্র যোগাযোগ।'

ঠোঁট কামড়াচ্ছে জেনেটি, দু'হাতের আঙুলগুলো পরস্পরকে এত জোরে

আঁকড়ে ধরেছে যে ডগাগুলো সাদা দেখাল।

'আমার অনুমান, গোটা ব্যাপারটা সূচনা হয় পেড্রো ফেডানোকে দিয়ে। ইউরোপ চষে বেড়াচ্ছ, এই সময় তার সাথে পরিচয় হয় তোমার। বিরাট ধনী মনে করে তার পিছু নিলে তুমি। তারপর জানতে পারলে অটোব্যাংকে তার যে টাকা আছে সেটা সান্তাকোস্টার বিপ্লবে খরচ করার জন্যে। তোমার মতই, অটোব্যাংকের অ্যাকাউন্টটা তারও গোপন রাখা দরকার। ফাঁস হয়ে গেলে তার জীবন নিয়ে টানাটানি পড়বে, বিপ্লব সফল করার সাধও থেকে যাবে অপূর্ণ। যা দরকার ছিল পেয়ে গেলে তুমি– একটা গোপন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ফাঁস হয়ে গেলে মারা যাবার ভয়, আরও টাকার জরুরী প্রয়োজন। টড কোরিসের সাথে পরিচয় হলো তোমার, ইউ.এস. ইন্টারন্যাল রেভিনিউকে ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে বড় একটা দাঁও মারার। খুঁজে পেলে ফেলসিয়াকে, ডোরিগো এসোশিয়েটস-এর হাত থেকে নিজেকে তার বাঁচাতে হবে। তারপর তোমার সাথে ধাক্কা খেলো মার্কাস বার্গলার– আফ্রিকানদের ধাওয়া খেয়ে ছুটছিল সে, টাকা ফেরত দেয়ার একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে কপালে নির্ঘাত মরণ লেখা আছে।

'একজন একজন করে ওদের সবাইকে বিছানায় তুললে তুমি। ওদের গোপন কথা জানলে। প্ররোচিত করলে, ব্যাংক থেকে পাওয়া স্টেটমেন্টের সাহায্যে নিজেরাই নিজেদেরকে ব্ল্যাকমেইল করার হুমকি দিক। সুইস ব্যাংক কখনও তাদের গোপনীয়তা ফাঁস হতে দেয় না, এটার ওপর ভরসা করে প্ল্যানটা তৈরি করলে তুমি। জানতে, দাবির টাকা মিটিয়ে দেবে অটোব্যাংক।'

রানা ক্লান্ত। জেনেটি নিশ্চুপ। ফেডানোকে নিয়ে চূড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে কারটা। পকেট থেকে .৩৮-টা বের করে অ্যাকশন চেক করল রানা। অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকল জেনেটি।

'পাঁচজন "ভিকটিম" আসলে পাঁচজন অপরাধী। এটুকু জলবৎ তরলং। একটাই সমস্যা রয়ে গেল, ওদের মধ্যে একজন খুনি আছে। কে সে? ফেলসিয়া নয়, কারণ সে তো আগেই মারা গেছে। নয় মার্কাস বার্গলারও, কারণ সে-ও খুন হয়েছে। তা হলে কে? তুমি, জেনেটি? নাকি ফেডানো? কিংবা টড কোরিস? হেলিকপ্টারে করে সে-ই এসেছে, জানা কথা। ওখানে, পাহাড়ের মাথায় অপেক্ষা করছে সে, তাই না, জেনেটি? ফেডানোকে খুন করবে বলে?'

গুলির একটা শব্দ হলো, কেঁপে ওঠার সাথে গুঙিয়ে উঠল জেনেটি। গুলির শব্দটা পাহাড় প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। ধাক্কা দিয়ে জেনেটিকে কারের মেঝেতে ফেলে দিল রানা, নিজেও শুয়ে পড়ল তার পাশে। স্কি কারের চারদিকে কাঁচের ঘের, বাইরে থেকে শুধু ওদের মাথার অংশবিশেষ দেখা যাবে।

উঁকি দিল রানা। পাহাড় চূড়ার বিশাল হুইলটাকে চক্কর দিয়ে এল একটা কার, ওটায় এখনও বসে রয়েছে ফেডানো। নীচে নেমে আসছে কারটা, ফিরে আসছে ওদের দিকে। আর কোনও গুলি হলো না, পাহাড়ের মাথায় কাউকে দেখাও গেল না। এখনও সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছে ফেডানো। কারটা আরও কাছাকাছি আসার পর কী ঘটেছে বুঝতে পারল রানা চুল ধরে

জেনেটিকে দাঁড়ল করাল ও, স্কি কারে বসা ফেডানোর দিকে তাকাতে বাধ্য করল তাকে। ওদের কারটাকে পাশ কাটিয়ে গেল ফেডানোর কার। তার মাথার পাশে বড় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, সুদর্শন মুখ বেয়ে নেমে আসছে তাজা রক্ত আর হলদেটে মগজ। এখনও সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ফেডানো, তবে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে। মারা গেছে সে।

'তোমার প্ল্যান মতই সব ঘটছে, মাই সুইট ডারলিং,' বলল রানা।

জেনেটির চুল ছেড়ে দিল ও। ডান হাতে এখনও শক্ত করে ধরে আছে অস্ত্রটা। কাছাকাছি চলে আসা ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্মের দিকে চোখ রেখে স্কি কারের হাতলটা ধরল। দূরত্বের হিসেব কষে অস্ত্র ধরা হাতটা দিয়ে দরজা খুলল ও, অপর হাতে ধরল জেনেটির ডান কব্জি, লাফ দিয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মে, পিছন থেকে টেনে নিল জেনেটিকে। তার কব্জিটা না ছেড়ে টড কোরিসের খোঁজে চারদিকে তাকাল ও, লোকটার তরফ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে অবাক হয়েছে। পরমুহূর্তে হেলিকপ্টার স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনে বুঝল, টেক্সান কাউবয়ের ধারণা চূড়ায় সে একা।

জেনেটির হাত ধরে নিচু পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে স্কি টো টার্মিন্যালে নামল রানা, চট করে চোখ বোলাল চারপাশে। ওর সরাসরি সামনে ছোট্ট ঢাল, একটা চূড়ার দিকে উঠে গেছে। ওই চূড়াটারই শেষ প্রান্তে থাকার কথা কপ্টারটার। জেনেটিকে সাথে নিয়ে ঢাল বেয়ে চূড়ার ওপর উঠে এল রানা। যা ধারণা করেছিল তাই, চূড়ার শেষ মাথার সমতল ফাঁকা জায়গাটা বেশ খানিকটা উঁচু, কপ্টারটাকে ওখানে ল্যান্ড করানো হয়েছে যাতে স্কি টো থেকে দেখা না যায়। কপ্টারের ককপিটে বসে রয়েছে টড কোরিস। এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া হয়েছে, ঘুরতে শুরু করেছে ব্লেডগুলো, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে টেক-অফ করবে সে।

জেনেটির হাত ছেড়ে দিয়ে পাথরে একটা হাঁটু গাড়ল রানা, স্থির করল নিজেকে, তারপর গুলি করল। লাগল না, তবে আওয়াজটা শুনতে পেয়েছে কোরিস। মুখ তুলে রানাকে অস্ত্র হাতে দেখতে পেল সে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে জেনেটি।

ব্যস্ত হয়ে উঠল কোরিস। বোতাম টিপে কপ্টারকে তুলতে চেষ্টা করল সে। কেঁপে উঠল কপ্টার, ব্লেডের গতি বেড়ে গেল, ধীরে ধীরে শূন্যে উঠল যান্ত্রিক ফড়িংটা। মোটর লক্ষ্য করে আরও দু'বার গুলি করল রানা। একটা, কিংবা দুটোই লাগল জায়গামত। খক খক করে উঠল এঞ্জিন। তেল বেরিয়ে আসার হিসহিস শব্দ হলো। রোটরের গতি মন্থর হয়ে পড়ল। সমতল জায়গাটায় নেমে এল কপ্টার।

ককপিটের ভেতর টড কোরিসকে বিশাল আর ভীতিকর লাগল রানার। তার হাতে একটা .৪৫ বেরিয়ে এল। ঝাপটা দিয়ে হুডটা মাথার পিছনে সরিয়ে দিল সে, তারপর গুলি করল।

রানা আর জেনেটির পাশে লাফিয়ে উঠল মাটি আর কাঁকর। হেলিকপ্টারের পিছন দিকে বড় আকারের কিছু পাথর রয়েছে, সেদিকে ছুটল ওরা, দু'জনেই নিচু করে আছে মাথা। ওদের পিছু নিল আরেকটা বুলেট, এটাও লাগল না,

বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল। রানা আর জেনেটি বড় পাথরগুলোর আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছে, হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল কোরিস, বাঁ হাতে হীরা ভর্তি পাউচ, ডান হাতে .৪৫। ভীরু, মদ্যপ টেক্সান হঠাৎ করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরপুরুষের ভূমিকা নিয়েছে।

পাথরগুলোর আড়ালে পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজছে রানা, সাথে জেনেটি। ক্রল করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে কোরিস। ঝুঁকি নিয়ে আড়াল থেকে মাথা বের করল রানা, কোরিসকে লক্ষ্য করে গুলি করল একটা। ওর মুখের পাশে পাথরে এসে লাগল .৪৫-এর একটা ভারি বুলেট, গুঁড়ো পাথরগুলো আঘাত করল রানা আর জেনেটির মুখে।

ওরা যেখানে আড়াল নিয়েছে তার সামনে, বোল্ডারগুলোর কাছ থেকে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে, নিচু একটা পাঁচিল দু'ভাগে ভাগ করেছে চূড়াটাকে। পাঁচিলটার আড়ালে গা-ঢাকা দিল কোরিস।

সময় বয়ে চলল, সেই সাথে উপলব্ধি করল রানা, অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোরিস, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে ওর মোকাবিলা করতে রাজি নয় সে। বোল্ডারগুলোর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, ছুটল পাঁচিল লক্ষ্য করে। কাতর দৃষ্টিতে কপ্টারের দিকে তাকাল জেনেটি, জানে ওটা এখন আর কোনও কাজে আসবে না। সোজা সামনে তাকাল সে, দেখল পাঁচিলের ওপর মাথা তুলছে রানা। সাথে সাথে গুলি করল কোরিস। পাঁচিলের নীচে মাথাটা নামিয়ে নিল রানা। তবে যা দেখার দেখে নিয়েছে ও। স্কি টো টার্মিন্যালের পিছন দিকে, কংক্রিটের তৈরি ভিতরে আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে কোরিস।

উভয় সংকটে পড়ে গেল রানা। কোরিসকে শান্তিতে থাকতে দিলে রিলোড করার সুযোগ পাবে সে, ফলে .৪৫-এর সাহায্যে ওকে দূরে সরিয়ে রেখে উপত্যকা বেয়ে নেমে যাবে সিত্রোঁর কাছে। আর রানা যদি সরাসরি তার দিকে এগোয়, রিলোড করার আগে রানাকে খুন করার তিনটে সুযোগ পাবে সে।

সিদ্ধান্ত নিল, ঝুঁকিটা নেবে।

পাঁচিলের নীচে মাথা নামিয়ে ছুটল রানা কপ্টার লক্ষ্য করে। তারপর হঠাৎ দাঁড়াল ও, সিধে হলো, পাঁচিলটা টপকে এঁকেবেঁকে ছুটল আবার। প্রিয় বন্ধুকে এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়ার পরামর্শ কখনোই দেবে না ও। জানে, বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তিনটে বুলেট ছুটে এল, কংক্রিটের নিচু পাঁচিল থেকে এখনও খানিকটা দূরে রয়েছে রানা। এঁকেবেঁকে ছুটছে, মাথাটা নিচু করে রেখেছে, একটা বুলেটও লাগল না। শেষ গুলিটার শব্দ শুনে ভাবল ও, নিরাপদ আড়ালে পৌঁছুতে এখনও ওর দেরি আছে ধরে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা না-ও করতে পারে কোরিস, তার বদলে সে হয়তো .৪৫-টা রিলোড করার ঝুঁকি নেবে। তা যদি হয়, মাসুদ রানাকে আজ আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না।

কিন্তু আর কোনও গুলি হবার আগেই কংক্রিটের নিচু পাঁচিলের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেল ও। মাথা নিচু করল, শুনতে পেল খালি চেম্বারে আঘাত করল হ্যামার, সেই সাথে অশ্রাব্য একটা গাল পাড়ল কোরিস।

লাফ দিয়ে নিচু পাঁচিলের মাথায় উঠে পড়ল রানা, হাতে অস্ত্র। 'হার মানো,

কোরিস,' চিৎকার করল ও।

জবাব না দিয়ে লোডিং ল্যাম্প থেকে হাত বাড়িয়ে সচল একটা স্কি কারের হাতল ধরে ফেলল কোরিস। পরে রানা ভেবেছে, ওর মাথাটা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যে তো বটেই। কোরিসকে স্কি কারে উঠতে দেয়া উচিত ছিল ওর, তারপর লিফট বন্ধ করে দিলেই পাহাড়ের চূড়া থেকে একশো ফুট ওপরে স্থির ঝুলতে থাকত সে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটার সময় কথাটা ভাবেনি রানা। কোরিসকে বাধা দেয়ার জন্যে হাতের অস্ত্র ফেলে ছুটল ও, কোসিকে লক্ষ্য করে লাফ দিল শূন্যে। স্কি কারে একটা মাত্র পা রেখেছে কোরিস, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। হাতের অস্ত্র আর পাউচটা ছেড়ে দিল সে, স্কি কারের মেঝের কিনারা আঁকড়ে ধরে কোনও রকমে পতনের হাত থেকে রক্ষা করল নিজেকে। এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ল সে, লাথিগুলো বুকে লাগায় পাথুরে মেঝেতে ছিটকে পড়ল রানা। ঝুলে থাকল কোরিস, প্ল্যাটফর্ম থেকে ঝাঁকি খেয়ে সরে গেল স্কি কার, প্ল্যাটফর্ম আর স্কি কারের মাঝখানে ফাঁকটা দীর্ঘ হচ্ছে। দু'সেকেন্ড আগেও সময় ছিল, স্কি কার ছেড়ে দিলে নিরাপদ প্ল্যাটফর্মে বা ঢালের ওপর পড়ত কোরিস। কিন্তু পালাবার ঝুঁকি নিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছে সে, এখনও স্কি কারের কিনারা ধরে ঝুলে আছে।

সিধে হয়ে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখল রানা, গিরিখাদের অনেক ওপরে ঝুলছে কোরিস। শরীরটা ভারি, পেশীতে অ্যাথলেটদের মত জোর নেই, ক্রমশ দুর্বল হয়ে আছে তার পা ছোঁড়া। প্ল্যাটফর্মে ওঠার জন্যে ঘুরল রানা, স্কি টো থামিয়ে দেবে। কোরিস যদি আরও কিছুক্ষণ ঝুলে থাকতে পারে, এ-যাত্রা বেঁচে যাবার সম্ভাবনা আছে। মোটরটাকে উল্টোদিকে চালিয়ে স্কি কারটাকে নিরাপদ জায়গায় ফিরিয়ে আনবে ও। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুবার আগেই গগনবিদারী চিৎকার ঢুকল ওর কানে। স্কি কারের কিনারা থেকে হাত ছুটে গেছে। গিরিখাদের ঢালে, একশো ফুট নীচে, কাঁচের মত চোখা মাথা নিয়ে পড়ে রয়েছে অসংখ্য পাথর, সেখানে পড়ল সে। ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করল শরীরটা, তার সাথে ধুলো কাঁকর আর পাথরের একটা ধসও নেমে যাচ্ছে। প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা একটা শুকনো নালায় থামল।

আড়ষ্ট শরীর নিয়ে নিচু পাঁচিলে উঠল রানা। ঝামেলা শেষ হওয়ায় খুশি হলেও, মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। স্কি টো কন্ট্রোলের কাছে এসে বোতামে চাপ দিল ও। বিশাল হুইলটা ধীরে ধীরে থেমে গেল। থেমে গেল স্কী কারগুলোও। সেই সাথে নেমে এল জমাট নিস্তব্ধতা। বিশাল শূন্যতা আর গম্ভীরদর্শন পাহাড়গুলোর মাঝখানে, আকস্মিক এই নিস্তব্ধতার ভেতর, সম্পূর্ণ একা মনে হলো নিজেকে রানার।

কিছু শোনেনি রানা, বা কিছু দেখেওনি, শুধু অনুভব করল আরেকজনের অস্তিত্ব। সে যেন মৃত্যুর মতই শব্দহীন। সুইচবক্সের ওপরের দেয়ালে খালি হাতটা দিয়ে ঘুসি মারল রানা, নিজের ভুল বুঝতে পেরে। আক্ষেপের সুরে বলল, 'ওহ্, নো!'

'ও, ইয়েস!' শান্ত গলায় বলল জেনেটি।

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

ঘোরার আগেই রানা জানে, কী দেখতে পাবে। দ্বিতীয়, উঁচু পাঁচিলটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনেটি, লোডিং র‍্যাম্পের কিনারায়। নীচে, রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে বাঁ হাতের ভাঁজে হ্যান্ডব্যাগ, একই হাতে ধরে আছে হীরাভর্তি পাউচটা। তার ডান হাতে রয়েছে রানা .৩৮, সরাসরি রানার চওড়া বুকের দিকে তাক করা। 'আমার নিজের অস্ত্র!' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'একটা না পেলেও কোনও অসুবিধে হত না,' বলল জেনেটি। 'আমার কাছে একটা বেরেটা আছে।' .৩৮ দিয়ে হ্যান্ডব্যাগটা দেখাল সে।

'তোমাকে যদি পেশাদার খুনি বলা হয়, ভুল হবে না, কী বলো?'

'অবশ্যই ভুল হবে। আমি কাউকে খুন করিনি।'

হেসে উঠল রানা। 'গ্রেট ক্রিমিন্যালরা নিজের হাতে তা করেও না, তারা শুধু আয়োজন করে।'

'যেমন?'

'প্রথম দিকে তুমি আমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিলে,' বলল রানা, 'স্বীকার করি। ফেলসিয়া আমাকে খুন করতে চাইল। যুক্তি আছে। আমাকে ঘৃণা ও ভয় করত সে। ক্রেজি ডোরিগোর গুণ্ডা দু'জন ফেলসিয়াকে মারল। ব্যাখ্যা করা সহজ। ক্রেজি ডোরিগোকে ঠকাচ্ছিল ফেলসিয়া। আফ্রিকানরা খুন করল বার্গলারকে। মিলে যায়। খুন হবার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। ফেডানোকে খুন করল কোরিস। এর পিছনেও যুক্তি আছে। কোরিস একা তোমাকে দখল করতে চেয়েছিল। ফেডানোই ছিল তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, যে তার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে পারত।'

'কাজেই,' চেহারায় বিজয়িনীর হাসি নিয়ে বলল জেনেটি, 'আমি কাউকে খুন করিনি।'

'করেছ, জেনেটি,' বলল রানা। 'ওদের সবাইকে তুমিই খুন করেছ। আতঙ্কিত হয়ে ব্যাংক থেকে যখন বেরিয়ে গেল ফেলসিয়া, পোস্ট অফিস থেকে তোমাকে যখন ফোন করল, কে তাকে বলে দেয় যে হিলটনে আছি আমি? কে তাকে পরামর্শ দেয় যে আমাকে খুন করা হলে সবার জন্যেই তা ভাল হবে? ক্রেজি ডোরিগোকে কে জানায় যে ফেলসিয়া তাকে ঠকাচ্ছে? কীভাবে ঠকাচ্ছে তা-ও তাকে জানাও তুমি, বলে দাও জুরিখের কোথায় পাওয়া যাবে ফেলসিয়াকে। শুধু কি তাই? শিকাগো থেকে অমন একশোবার জুরিখে এসেছে ফেলসিয়া, কিন্তু তার পিছনে পুলিশ লাগেনি। হঠাৎ দেখা গেল তার অপেক্ষায় এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুরিখ ব্যাংক ডিটেইল-এর ক্যাপটেন হ্যানস শ্লাচোর। কেন? কে তাকে ফোনে খবরটা দিল? তোমার সময়জ্ঞানেরও প্রশংসা করতে হয়। বার্গলারকে কোথায় পাওয়া যাবে, তুমি জানতে। আফ্রিকানদের তুমি তার ঠিকানা বলে দিলে। দলের একজন লোক মারা গেলে টাকার ভাগ বেশি পাওয়া যাবে, সম্ভবত এ-কথা ভেবেই কাজগুলো করেছ তুমি আরও আছে। পুলিশ কীভাবে জানল নিউফসুজারাইনে যাচ্ছি আমরা? হয় তুমি, নয়তো কোরিস ওদেরকে জানিয়ে দেয়। দশ বা পনেরো মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক, আজকাল টাকা হিসেবে খুব একটা বড় অংক নয়। তোমার প্ল্যানের মধ্যে ছিল, ওটা

পুলিশকে পেতে সাহায্য করা হবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার ইচ্ছে ছিল তোমার। আশা করেছিলে, পুলিশের সাথে আমার একটা বন্দুকযুদ্ধ হবে, আমি মারা পড়ব। তোমার প্ল্যান ছিল অটোব্যাংক থেকে অন্তত এক বিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্ক বের করে আনা।

'শুধু একজনের জন্যে দুঃখ হয় আমার। বেচারা ফেডানো। তোমাদের মধ্যে ওই একজনই ছিল... যাকে বলা যায় ডিসেন্ট ম্যান। সে ভাল মানুষ, এটাই তোমার ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফেলসিয়া আর বার্গলার মারা যাবার পর নিশ্চয়ই তার মধ্যে খানিকটা বিবেক উথলে উঠতে দেখেছ তুমি। কে জানে, সে হয়তো এ-সবের জন্যে তোমাকেই দায়ী বলে ভাবতে শুরু করেছিল। সময় থাকতে তাকে তুমি আরেক দুনিয়ায় পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলে। সাথে কোরিস থাকায় তোমার মত মেয়ের জন্যে ওটা কোনও সমস্যা ছিল না। তার ভয় আর ঈর্ষা তুমি টের পেয়ে যাও, ঘোরাতে শুরু করো নাকে দড়ি দিয়ে। আমার ধারণা, তুমি কথা দিয়েছিলে, তার সাথে টেক্সাসে যাবে। কিন্তু ফেডানো ছিল সত্যি ভালমানুষ আর তোমার প্রথম প্রেম। তোমার যে বিবেক বলে কিছু নেই, কোরিসকে দিয়ে তাকে খুন করিয়ে সেটা আরেকবার প্রমাণ করলে তুমি। কেমন লাগল শুনতে?' কথা শেষ করে কর্কশ সুরে আবার হাসতে শুরু করল রানা।

'এত হাসির কী ঘটল?' জিজ্ঞেস করল জেনেটি।

হাসি থামাতে চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু পারছে না, 'তুমি... নিশ্চয়ই... কোরিসের সাথে... রাতটা কাটিয়েছ... আমি যখন লন্ডনে ছিলাম।'

সূক্ষ্ম একটা হিসেব করে রেখেছে রানা, জানে কতটা সহ্য করতে পারবে জেনেটি। সহ্য সীমা পেরোলেই ট্রিগার টেনে ধরবে সে। যতই হাসুক আর কথা বলুক, জেনেটির অস্ত্র ধরা হাতের দিকে একটা চোখ রয়েছে ওর। ট্রিগারে টান পড়ছে দেখে স্কি টোরার 'অন' লেখা বোতামে চাপ দিল ও।

হঠাৎ গর্জে উঠল মোটর। বিশাল হুইলটা কর্কশ ধাতুর শব্দ তুলে ঘুরতে শুরু করল। জেনেটির পাশে ঝাঁকি খেয়ে সচল হলো স্কি কার। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সে।

আবার গুলি করবে জেনেটি, ওরটাই শেষ গুলি, তার আগেই নিচু পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে আরেকদিকে পড়ল রানা। দ্বিতীয় গুলিটার আওয়াজ শুনল ও, ওর মাথার ওপর একটা স্কি কারে লাগল। পাঁচিল টপকে ছুটল ও, দেখতে পাচ্ছে হাতের ভাঁজে ঝুলতে থাকা হ্যান্ডব্যাগটা খুলতে চেষ্টা করছে জেনেটি। দ্বিতীয় পাঁচিলে উঠে তার সাথে ধাক্কা খেলো রানা, হুইলের পাশের দেয়ালের সাথে চেপে ধরল তাকে। সামান্য ধস্তাধস্তি হলো, হ্যান্ডব্যাগটা রানার হাতে চলে এল, ছিঁড়ে গেল স্ট্র্যাপটা। ব্যথায় ককিয়ে উঠল জেনেটি, তাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল ও, ব্যাগ থকে বের করে হাতে নিল বেরেটাটা। বুকের কাছে পাউচটা আঁকড়ে ধরে হাঁপাচ্ছে জেনেটি। বেরেটা নেড়ে স্কি কারটা দেখাল রানা, 'চলো।'

শিউরে উঠল জেনেটি, কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল। ফেডানোকে নিয়ে স্কি কারটা পাশ কাটাল ওদেরকে। এখনও শিরদাঁড়া খাড়া

করে বসে রয়েছে ফেডানো, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। পাঁচিলটাকে চক্কর দিয়ে এল কারটা। অপরপ্রান্তের নিচু পাহাড়ের দিকে রওনা হলো আবার।

'রানা!' ফিসফিস করে ডাকল জেনেটি।

তার দিকে ফিরল রানা।

হীরাভর্তি পাউচটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল জেনেটি, আবেদন ভরা কাতর কণ্ঠে বলল, 'এগুলো তোমার... সব তুমি নিতে পারো।'

রানার দিকে এক পা এগোল সে। 'তুমি আর আমি... আমরা সুখী হতে পারি, রানা।'

কেন যে তার কথা শোনার ধৈর্য হলো রানার, বলতে পারবে না ও। সভ্যতা থেকে বহুদূরে, নির্জন পাহাড়ের মাথায় জেনেটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে বিষণ্ন বোধ করল ও, মেয়েটার প্রতি করুণা জাগল মনে। অপরাধটুকু বাদ দিলে, মেয়ে হিসেবে ওর প্রিয়পাত্রী হবার সমস্ত গুণ রয়েছে জেনেটির মধ্যে। রানার মন থেকে রাগ আর ঘৃণা নিঃশেষ হয়ে গেছে, কেসটা সমাধান করেছে ও। ওর ভেতর আর কোনও প্রতিহিংসা নেই। আরও সামনে চলে এল জেনেটি, মুখ দিয়ে প্রায় ছুঁয়ে দিল রানার মুখ। সেন্টের মিষ্টি গন্ধ পেল রানা।

'রানা, আমার কথা শোনো! প্লিজ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। ব্ল্যাকমেইলার নিয়ে গেছে হীরাগুলো। সে-ই খুন করেছে ফেডানো আর কোরিসকে, তারপর আমাদের হাত ফস্কে পালিয়ে গেছে... বুঝতে পারছে না? সত্যি কী ঘটেছে তা আমি আর তুমি ছাড়া কেউ জানে না।'

অনিদ্রা, সারাদিনের পরিশ্রম আর মানসিক অস্থিরতা কাবু করে ফেলেছে রানাকে। হেসে ওঠার বা ধমক দেয়ার ইচ্ছেটা পর্যন্ত হলো না ওর।

'কার কী ক্ষতি হবে, রানা?' রানার মৌনতা লক্ষ করে উৎসাহবোধ করছে জেনেটি। 'একটা ব্যাংক, ওটার কোনও অনুভূতি নেই। না আছে অনুভূতি, না আছে নীতি। ভেবে দেখো না, কীভাবে এত টাকার মালিক হয়েছে অটোব্যাংক? সামরিক অভ্যুত্থানে মারা গেছে যারা, তাদের টাকায়।'

রানার হাতে জোর করে পাউচটা গুঁজে দিল জেনেটি। রানার চিবুক, থুতনি, গাল আর ঠোঁটে মুখ ঘষল সে। 'আমাকে যদি ক্ষমা করতে পারো, আমরা সুখী হতে পারি, রানা। এসো আমার সাথে। তোমাকে আমি এমন ভালবাসা দেব, জীবনে কেউ তোমাকে সেরকম ভালবাসা দেয়নি, কেউ দিতেও পারবে না। তোমার মনে আছে, রানা? কাল? পরস্পরকে আমরা ভাল না বাসলে ওরকম কি ঘটতে পারত?'

পিছিয়ে এল রানা। জেনেটিকে একঘেয়ে লাগছে ওর। বেরেটা তাক করল ও।

জেনেটি বুঝতে পারল, তার ফাঁদে পা দেবে না রানা। 'তুমি খুব চালাক। চুপ করে থেকে আমাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিলে!'

রানা কিছু বলার আগেই একটা স্কি কারের দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে পাঁচিলের কিনারায় নামল ক্যাপটেন হ্যানস শ্লাচোর। পিছনে কারে চড়ে এল তার সহকারী, গরিলাসদৃশ সার্জেন্ট বোনার। রানার দোমড়ানো মোচড়ানো কাপড়

আর বিধ্বস্ত চেহারার তুলনায় ক্যাপ্টেনকে মনে হলো ধোপদুরস্ত সাহেব। সরু কার্নিস সহ মাথার হ্যাটটা ঠিক জায়গামত বসে আছে, হ্যাটের সামনে গোঁজা ময়ূরের পালকটা ঝলমল করছে রোদ লেগে। গ্রে রঙের সুট আর টপকোট পরে আছে সে, সাদা শার্ট, ইস্পাত-নীল টাই।

'ধারণা করি, মি. রানা, আপনি একটা ব্যাখ্যা দেবেন– কেন এতগুলো লোক খুন হলো?' এমন সুরে বলল শ্লাচোর, তার যেন জানাই আছে ব্যাখ্যা দিতে পারবে না রানা।

রানা কিছু বলার আগেই ছুটে ক্যাপ্টেনের সামনে চলে গেল জেনেটি। মরিয়া হয়ে শ্লাচোরকে ধরে ঝুলে পড়ল সে। 'ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন! আপনি আমাকে বাঁচান! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সময় মত পৌঁচেছেন আপনি। পিস্তল দেখিয়ে আমাকে হুমকি দিচ্ছিল ও। ও-ই তো আমার বন্ধুদের খুন করেছে। হুমকি দিয়ে বলছিল, আমাকে ভান করতে হবে ওদেরকে অন্য কেউ খুন করেছে।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে ওপর-নীচে মাথা দোলাল শ্লাচোর।

জেনেটি বলে চলেছে, 'বলছিল, ওর সাথে যেতে হবে আমাকে, তা না হলে এখানে আমাকে গুলি করে মেরে রেখে যাবে। ও-ই তো আসল ব্ল্যাকমেইলার, অফিসার। আপনার ঋণ আমি কোনওদিন শোধ করতে পারব না, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন!' তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলল জেনেটি, সুন্দর মুখটা শ্লাচোরের বুকে গুঁজে দিল।

'শান্ত হোন, প্লিজ, শান্ত হোন।' জেনেটির পিঠে আর মাথায় হাত বোলাল ক্যাপ্টেন। তারপর রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'এসব অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ, মি. রানা। আমি যেন কিছুটা সত্যের আভাসও পাচ্ছি। আপনার ওপর নজর রাখার জন্যে সার্জেন্ট বোনারকে দায়িত্ব দেয়া হলো। আমাদের সাথে জুরিখে ফিরবেন আপনি। সেখানে আপনাকে জেরা করা হবে।'

সীমাহীন নীলিমার দিকে মুখ তুলল রানা। তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠল হা-হা করে। হাসি থামতে বলল, 'চলুন। আপনার পিলে চমকে দিতে ভালই লাগবে আমার।'